জামে
আত-তিরমিযী
৫ম খণ্ড

আবু ঈসা তিরমিযী (রহ)

জামে আত-তিরমিযী

[পঞ্চম খণ্ড]

অনুবাদকবৃন্দ

মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুল আলম খান

(এম.এ; এম.এম, এম.এফ)

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

(বি.কম অনার্স এম.কম, এম.এম)

মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ আহমদ

(বি.এ, এম.এম)

মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুজ্জামান

(এম.এ, এম.এম)

সম্পাদনায়

মুহাম্মদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN 984-31-1012-9 set

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

তৃতীয় প্রকাশ : রবিউস সানি ১৪৩২
চৈত্র ১৪১৭
এপ্রিল ২০১১

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : তিনশত টাকা মাত্র

Jame At-Tirmizi (Vol. V) Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition September 1998, 3rd Edition April 2011 Price Taka 300.00 only.

প্রসংগ কথা

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীন ওয়া খাতামান নাবিয়্যীনের প্রতি। তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর আল্লাহ্‌র রহমাত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীস বিশারদগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষণ ও তার চর্চা যুগ যুগান্তরে অব্যাহত রেখেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের এই সাধনাকে কবুল করুন এবং একে উম্মাতের হেদায়াতের উপায় বানিয়ে দিন।

অনুবাদ গ্রন্থখানির হাদীস বিন্যাসে প্রধানত মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইবরাহীম আতওয়াহ ইওয়াদ সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে তিরমিযীর মূল পাঠ গ্রহণ করেছি এবং কঠিন শব্দের বিশ্লেষণে হাফেজ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (র)-এর তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী শীর্ষক তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ অনুসরণ করেছি। ক্ষেত্রবিশেষে ব্রাকেটের মধ্যে মূল হাদীসের বিকল্প পাঠ উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীর সংক্রান্ত অধ্যায়ে পূর্ণ আয়াত উল্লেখ করা হয়নি, তবে সূরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে এবং উদ্ধৃত আয়াত ব্রাকেটের মধ্যে রাখা হয়েছে। হাদীসের পরিচয়, হাদীসের পরিভাষা এবং ইমাম তিরমিযীর নিজস্ব বিশেষ কতিপয় পরিভাষার জন্য প্রথম খণ্ডের "প্রসংগ কথা" শীর্ষক ভূমিকা দেখা যেতে পারে।

হাদীসের শেষে যুক্ত শব্দসংকেতের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা উল্লেখিত গ্রন্থেও একই সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। বিশেষত গবেষকদের সুবিধার জন্যই আমি এই শ্রম স্বীকার করেছি। হাদীসের যথসাধ্য নির্ভুল অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি কোনরূপ ভুল পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর হলে তা প্রকাশক অথবা অনুবাদকদ্বয়কে অবহিত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল। অনুচ্ছেদের অধীনে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত শিরনাম সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের এই খেদমতটুকু আল্লাহ্ তাআলা কবুল করুন এবং এর দ্বারা তাঁর বান্দাগণকে হেদায়াতের পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ মূসা
গ্রাম ঃ শৌলা,
পোষ্ট ঃ কালাইয়া
জিলা ঃ পটুয়াখালী

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ৪২
আবওয়াবুল ইসতীযান (অনুমতি প্রার্থনা)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৪৩
আবওয়াবুল আদাব (শিষ্টাচার)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৪৪

আবওয়াবুল আমসাল (উপমা)

অধ্যায় ঃ ৪৫

আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন (কুরআনের ফযীলাত)

অধ্যায় ঃ ৪৬

আবওয়াবুল কিরাআত (কিরাআত)

অধ্যায় ঃ ৪৭

আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন (তাফসীরুল কুরআন)

অনুবাদে অংশগ্রহণ

মুহাম্মাদ শামসুল আলম খান ঃ ২৬২৫ নং হাদীস থেকে ২৭৯৫ নং হাদীস পর্যন্ত।
২৮৮৫ নং হাদীস থেকে ২৯৮১ নং হাদীস পর্যন্ত।
মুহাম্মাদ মূসা ঃ ২৭৯৬ নং হাদীস থেকে ২৮৮৪ নং হাদীস পর্যন্ত।
৩০৪৩ নং হাদীস থেকে ৩১৫৯ নং হাদীস পর্যন্ত।
সাঈদ আহমদ ঃ ২৯৮২ নং হাদীস থেকে ৩০৪২ নং হাদীস পর্যন্ত।
মোঃ নূরুজ্জামান ঃ ৩১৬০ নং হাদীস থেকে ৩২০৩ নং হাদীস পর্যন্ত।

আলোচ্য বিষয়

- অনুমতি প্রার্থনা
- উপমা
- কিরাআত
- শিষ্টাচার
- কুরআনের ফযীলাত
- তাফসীর

শব্দসংক্ষেপ

অনু.=অনুবাদক
(আ)=আলাইহিস সালাম
আ=মুসনাদে আহ্‌মাদ
ই=সুনান ইবনে মাজা
কু=দারু কুতনী
দা=সুনান আবু দাঊদ
দার=সুনানুদ দারিমী
না=সুনান নাসাঈ
বা=বায়হাকীর সুনানুল কুবরা
বু=সহীহ আল-বুখারী
মা=মুওয়াত্তা ইমাম মালিক
মু=সহীহ মুসলিম
(র)=রহমাতুল্লাহ আলাইহি/রাহিমাহুল্লাহু আলাইহি
(রা)=রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা/আনহুমা/আনহুম
সম্পা.=সম্পাদক
(সা)=সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হা=আল-মুসতাদরাক হাকেম নীশাপূরী।

যার নিকট এই আল-জামে গ্রন্থখানি আছে তার সাথে যেন একজন নবী কথা বলছেন।

—ইমাম তিরমিযী (র)

অধ্যায় ঃ ৪২

اَبْوَابُ الْاِسْتِيْذَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(অনুমতি প্রার্থনা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১
সালামের প্রসার করা।

٢٦٢٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَمْرٍ اِذَا اَنْتُمْ فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ .

২৬২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না (তোমরা) ঈমানদার হবে, আর ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলে দিব না, যখন তোমরা তা করবে, পরস্পর ভালোবাসা স্থাপিত হবে ? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার কর (ই, দা, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, শুরাইহ্ ইবনে হানী তার পিতার সূত্রে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আল-বারাআ, আনাস ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
সালামের ফযীলাত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।

٢٦٢٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيْرِىُّ الْبَلْخِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِىِّ عَنْ

عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرُوْنَ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُوْنَ .

২৬২৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আস্‌সালামু আলাইকুম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দশ (নেকী)। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিশ। আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ত্রিশ (দা, না, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, তবে এ সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, আলী ও সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
তিনবার অনুমতি চাইতে হবে।

٢٦٢٧. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اسْتَاْذَنَ اَبُوْ مُوْسٰى عَلٰى عُمَرَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ااَدْخُلُ قَالَ عُمَرُ وَاحِدَةً ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ااَدْخُلُ قَالَ عُمَرُ ثِنْتَانِ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ااَدْخُلُ قَالَ عُمَرُ ثَلاَثٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ مَا صَنَعَ قَالَ رَجَعَ قَالَ عَلَىَّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ مَا هٰذَا الَّذِىْ صَنَعْتَ قَالَ السُّنَّةُ قَالَ السُّنَّةُ وَاللّٰهِ لَتَاْتِيَنِّىْ عَلٰى هٰذَا بِبُرْهَانٍ اَوْ بِبَيِّنَةٍ اَوْلاَفْعَلَنَّ بِكَ قَالَ فَاَتَانَا وَنَحْنُ رُفْقَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَلَسْتُمْ اَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِسْتِيْذَانُ ثَلاَثٌ فَاِنْ اُذِنَ

لَكَ وَاِلاَّ فَارْجِعْ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُوْنَهُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ ثُمَّ رَفَعْتُ رَاْسِيْ اِلَيْهِ فَقُلْتُ فَمَا اَصَابَكَ فِيْ هٰذَا مِنَ الْعُقُوْبَةِ فَاَنَا شَرِيْكُكَ قَالَ فَاَتٰى عُمَرَ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهٰذَا .

২৬২৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা (রা) উমার (রা)-র কাছে অনুমতি চেয়ে বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? উমার (রা) বলেন, এক। আবু মূসা (রা) কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তিনি আবারও সালাম দিয়ে বলেন, আমি কি ভেতরে প্রবেশ করতে পারি? উমার (রা) বলেন, দুই। অতঃপর আবু মূসা (রা) কিছুক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করলেন। তিনি পুনরায় বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? উমার (রা) বলেন, তিন। এবার তিনি ফিরে যেতে লাগলেন। উমার (রা) দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি করছেন? দারোয়ান বলল, তিনি ফিরে গেছেন। তিনি বলেন, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। অতঃপর তিনি উমারের কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বলেন, আমি সুন্নাত পালন করেছি। উমার (রা) বলেন, সুন্নাত পালন করেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! এর সপক্ষে আপনাকে দলীল-প্রমাণ পেশ করতে হবে, নতুবা আমি আপনার ব্যবস্থা করছি (অর্থাৎ শাস্তি দিব)। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (আবু মূসা) আমাদের কাছে আসলেন। আমরা কয়জন আনসারী বন্ধু একসাথে বসা ছিলাম। তিনি বলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে সবার চাইতে বেশী জ্ঞাত নও ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, অনুমতি তিনবার চাইতে হবে? অতঃপর তোমাকে অনুমতি দিলে তো দিল, নতুবা ফিরে যাবে। উপস্থিত লোকজন তার সাথে কৌতুক করতে লাগল। আবু সাঈদ (রা) বলেন, এবার আমি মাথা তুলে তার দিকে তাকালাম এবং বললাম, এ ব্যাপারে আপনার উপর কোন শাস্তি হলে আমি আপনার অংশীদার হব। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি উমারের কাছে এসে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন। উমার (রা) বলেন, আমি এ সম্পর্কে জানতাম না (বু, মু, দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) ও সাদ (রা)-র মুক্তদাসী উম্মু তারিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আল-জুরাইরীর নাম সাঈদ ইবনে ইয়াস, উপনাম আবু মাসউদ। অন্যরাও আবু নাদরা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু নাদরা আল-আবদীর নাম আল-মুনযির ইবনে মালেক ইবনে কুতাআ।

٢٦٢٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ زُمَيْلٍ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ اِسْتَاْذَنْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا فَاذِنَ لِيْ ·

২৬২৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তিনবার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবু যুমাইলের নাম সিমাক আল-হানাফী। উমার (রা) নিজেই যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পর তিনি তাকে (ভেতর বাড়িতে প্রবেশের) অনুমতি দেন, সেখানে তিনিই আবার আবু মূসা (রা)-র হাদীস অস্বীকার করেন। এর কারণ এই যে, তিনি আবু মূসা (রা) বর্ণিত হাদীসের "তোমাকে অনুমতি দিলে তো দিল, অন্যথায় ফিরে যাবে" অংশটুকু সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
সালামের জবাব দেয়ার নিয়ম।

٢٦٢٩. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ ·

২৬২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক পাশে বসা ছিলেন। লোকটি নামায পড়ে এসে তাঁকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওয়াআলাইকা, তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি (তোমার নামায হয়নি)। অতঃপর তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন (বু, মু)।[১]

---

১. ইমাম নববী (র) বলেন, সালাম দেয়া সুন্নাত এবং তার উত্তর দেয়া ওয়াজিব। দুই দলের পক্ষ থেকে দুইজন সালামের আদান-প্রদান করলে সকলের পক্ষ থেকে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান এ হাদীস উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার-সাঈদ আল-মাকবুরী–তার পিতা–আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
সালাম পৌঁছানো।

٢٦٣٠. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اِنَّ جِبْرِيْلَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ .

২৬৩০। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলেছেন। তিনি (আইশা) বলেন, ওয়াআলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বনী নুমাইরের জনৈক ব্যক্তি থেকে তার দাদার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। যুহ্রীও আবু সালামা-আইশা (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
যে প্রথমে সালাম দিবে তার ফযীলাত।

٢٦٣١. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَجْرٍ اَخْبَرَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ الْاَسَدِىُّ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلاَنِ يَلْتَقِيَانِ اَيُّهُمَا يَبْدَاُ بِالسَّلاَمِ فَقَالَ اَوْلاَهُمَا بِاللّٰهِ .

সকলের সালাম দেয়া এবং এর উত্তর দেয়া মুস্তাহাব। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে দলের সকলের সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব। অপর একটি মত অনুযায়ী সালাম দেয়া সুন্নাত, কিন্তু তার জবাব দেয়া ফরয। কুরআন মজীদেও সালামের আদান-প্রদানের তাকিদ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "তোমাদেরকে অভিবাদন করা হলে তোমরাও তদপেক্ষা উত্তমভাবে অভিবাদন করবে অথবা (অন্তত) তারই অনুরূপ করবে" (৪ ঃ ৮৬)। অতএব সালামের আদান- প্রদানের গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা উক্ত আয়াত থেকে অনুমেয়। আখেরাতে বেহেশতে প্রবেশকালে সালাম দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হবে (সম্পাদক)।

২৬৩১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দু'জন লোকের সাক্ষাত হলে কে প্রথম সালাম করবে? তিনি বলেন ঃ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বেশী নিকটবর্তী (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, আবু ফারওয়া আর-রাহাবী রাবী হিসাবে জনপ্রিয়। কিন্তু তার পুত্র মুহাম্মাদ তার সূত্রে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

হাতে ইশারা করে সালাম দেয়া মাকরূহ।

٢٦٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلاَ بِالنَّصَارٰى فَاِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْاِشَارَةُ بِالْاَصَابِعِ وَتَسْلِيْمَ النَّصَارٰى الْاِشَارَةُ بِالْاَكُفِّ .

২৬৩২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিজাতির অনুকরণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইহূদী-নাসারাদের অনুকরণ করো না। কেননা ইহূদীগণ আংগুলের ইশারায় এবং নাসারাগণ হাতের ইশারায় সালাম দেয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটির সনদ যঈফ। ইবনুল মুবারক এই হাদীস ইবনে লাহীআর সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তা মরফূ হিসাবে নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

শিশুদেরকে সালাম দেয়া।

٢٦٣٣. حَدَّثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْىَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ غِيَاثٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ فَمَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ثَابِتُ كُنْتُ مَعَ اَنَسٍ فَمَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اَنَسٌ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

২৬৩৩। সাইয়্যার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাবিত আল-বুনানীর সাথে হাটছিলাম। তিনি কয়েকটি শিশুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন এবং বলেন, একদা আমি আনাস (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন এবং বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিয়েছেন (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। সাবিত (র) থেকে একাধিক রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্য সূত্রেও আনাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে। কুতাইবা-জাফর ইবনে সুলাইমান-সাবিত-আনাস (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

স্ত্রীলোককে সালাম দেয়া।

٢٦٣٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَهْرَامٍ اَنَّهُ سَمِعَ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ تُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ فَاَلْوٰى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيْمِ وَاَشَارَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بِيَدِهِ .

২৬৩৪। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাচ্ছিলেন। সেখানে একদল স্ত্রীলোক বসা ছিল। তিনি হাত উঠিয়ে তাদের সালাম করলেন। আবদুল হামীদ তার হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন (ই, দা, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, আবদুল হামীদ ইবনে বাহ্রাম-শাহ্র ইবনে হাওশাব সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কোন দোষ নেই। মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেন, শাহ্র হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উত্তম পর্যায়ের এবং তিনি (একথা বলে) তার বিষয়টি শক্তিশালী করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ইবনে আওন তার সমালোচনা করেছেন, অতঃপর হিলাল ইবনে আবু যয়নব-শাহ্র ইবনে হাওশাব সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ-আন-নাদর ইবনে শুমাইল-ইবনে আওন বলেন, মুহাদ্দিসগণ শাহ্রকে বর্জন করেছেন। আবু দাউদ বলেন, আন-নাদর বলেছেন, "তারা তাকে বর্জন করেছেন" অর্থ তারা তাকে তিরস্কার বা অভিযুক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
নিজের ঘরে প্রবেশকালে সালাম দেয়া।

٢٦٣٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلٰى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ تَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى أَهْلِ بَيْتِكَ .

২৬৩৫। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে প্রবেশ কর, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিজনের কল্যাণ হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
কথা বলার আগেই সালাম দিতে হবে।

٢٦٣٦. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْعُوْا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتّٰى يُسَلِّمَ .

২৬৩৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কথাবার্তা বলার পূর্বেই সালাম বিনিময় হবে। এ সনদেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সালাম দেয়ার পরই কাউকে খাবারের দাওয়াত দাও।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে বলতে শুনেছি, আনবাসা ইবনে আবদুর রহ্মান হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং অবহেলিত। আর মুহাম্মাদ ইবনে যাযান প্রত্যাখ্যাত রাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
যিম্মীদের (অমুসলিম নাগরিকদের) সালাম দেয়া অপছন্দনীয়।

٢٦٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى بِالسَّلاَمِ وَاِذَا لَقِيْتُمْ اَحَدَهُمْ فِى الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُمْ اِلٰى اَضْيَقِه .

২৬৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা ইহূদী-নাসারাদেরকে প্রথম সালাম করো না। তাদের কারো সাথে রাস্তায় তোমাদের দেখা হলে, তাকে পথের সংকীর্ণ পার্শ্ব দিয়ে চলতে বাধ্য কর (আ, দা, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٦٣٨. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَهْطًا مِنَ الْيَهُوْدِ دَخَلُوْا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُم فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّه قَالَتْ عَائِشَةُ اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ قَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ .

২৬৩৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একদল ইহূদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আস্‌সামু আলাইকা (আপনার মৃত্যু হোক)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কথার জবাবে বলেন ঃ ওয়াআলাইকুম (তোমাদেরই তাই হোক)। আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আলাইকুমুস্‌ সাম ওয়াল্‌ লানাত (তোমাদের উপর মৃত্যু ও অভিশাপ পতিত হোক)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আইশা! আল্লাহ সব ব্যাপারেই কোমলতা পছন্দ করেন। আইশা (রা) বলেন, তারা কি বলেছে আপনি কি শুনেননি? তিনি বলেন ঃ আমিও তো বলে দিয়েছি, আলাইকুম (বু, মু, ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বাসরা আল-গিফারী, ইবনে উমার, আনাস ও আবু আবদুর রহমান আল-জুহানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

মুসলিম ও অমুসলিমদের একত্র সমাবেশে সালাম প্রদান।

٢٦٣٩. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ وَفِيْهِ اَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

২৬৩৯। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহূদী-মুসলমান সম্মিলিত একটি সমাবেশের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের সালাম দিলেন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

সওয়ারী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম করবে।

٢٦٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ وَزَادَ ابْنُ الْمُثَنّٰى فِيْ حَدِيْثِـهِ وَيُسَلِّمُ الصَّغِيْـرُ عَلَى الْكَبِيْرِ .

২৬৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম করবে। ইবনুল মুছান্না বর্ণিত হাদীসে আরো আছে ঃ বয়সে নবীনরা প্রবীণদের সালাম করবে (বু, মু)।

এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে শিবল, ফাদালা ইবনে উবাইদ ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٦٤١. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنْبَاَنَا حَيْوَةُ ابْنُ شُرَيْحٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ هَانِئٍ اِسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ اَبِيْ عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ

بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَائِمِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

২৬৪১। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অশ্বারোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু আলী আল-জানবীর নাম আমর ইবনে মালেক।

٢٦٤٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

২৬৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অল্প বয়সের লোক বেশী বয়সের লোকদের, পদচারী ব্যক্তি বসা লোকদের এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে (বু, মু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
উঠতে বসতে সালাম করা।

٢٦٤٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا انْتَهٰى اَحَدُكُمْ اِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنْ بَدَا لَهُ اَنْ يَّجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ اِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُوْلٰى بِاَحَقٍّ مِنَ الْاٰخِرَةِ .

২৬৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যদি কোন মজলিসে উপস্থিত হয়, তাহলে সে যেন সালাম করে, অতঃপর তার মন চাইলে বসে পড়ে। অতঃপর সে যখন উঠে দাঁড়াবে, তখনও যেন সালাম করে। কেননা পরের সালাম প্রথম সালামের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় (আ, দা, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি ইবনে আজলান-সাঈদ আল-মাকবুরী-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

বাড়ীর সম্মুখভাগ দিয়ে অনুমতি চাইবে।

٢٦٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبَلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَاَدْخَلَ بَصَرَهُ فِى الْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ يُّؤْذَنَ لَهُ فَرَاٰى عَوْرَةَ اَهْلِه فَقَدْ اَتٰى حَدًّا لاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّاْتِيَهُ لَوْ اَنَّهُ حِيْنَ اَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَاَ عَيْنَيْهِ مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ وَاِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلٰى بَابٍ لاَ سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلاَ خَطِيْئَةَ عَلَيْهِ اِنَّمَا الْخَطِيْئَةُ عَلٰى اَهْلِ الْبَيْتِ .

২৬৪৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পর্দা উঠিয়ে কারো ঘরের ভেতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং অনুমতি লাভের পূর্বেই ঘরের গোপনীয় বিষয় দেখে ফেলে, সে শাস্তিযোগ্য অপরাধী হয়ে যায়, যা করা তার পক্ষে হালাল নয়। সে যখন ঘরের ভেতরে দৃষ্টি দিয়েছিল, তখন কেউ যদি অগ্রসর হয়ে তার দু'চোখ ফুঁড়ে বা উৎপাটন করে দিত তবে তাকে দোষী করা যেত না। আর কেউ যদি খোলা দরজার পাশ দিয়ে যায় যার পর্দা নেই, আর সে যদি এদিকে তাকায়, তবে তাতে তার কোন অপরাধ হবে না, বরং বাড়ীওয়ালার অপরাধ হবে (পর্দা লটকানো তাদের দায়িত্ব) (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা ইবনে আবু লাহীআর রিওয়ায়াত ব্যতীত অনুরূপ হাদীস জানতে পারিনি। আবু আবদুর রহমান আল-হুবালীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

বাসিন্দাদের অনুমতি ব্যতীত যে ব্যক্তি তাদের ঘরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে।

٢٦٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ بَيْتِه فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ فَتَاَخَّرَ الرَّجُلُ .

২৬৪৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কামরায় ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর দিকে উঁকি দিল। তিনি তীরের ফলা তার দিকে তাক করলে সে সরে পড়ল (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٦٤٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُحْرٍ فِىْ حُجْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَاةٌ يَحُكُّ بِهَا رَاْسَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِىْ عَيْنِكَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِيْذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ .

২৬৪৬। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামরায় একটি ছিদ্রপথে তাঁর দিকে উঁকি দিল। তিনি তখন একটি লোহার চিরুনী দিয়ে তাঁর মাথার চুল বিন্যাস করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যদি জানতাম যে, তুমি উঁকি দিয়ে আমার প্রতি তাকাচ্ছ, তাহলে এটা (চিরুনী) তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম। দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

অনুমতি প্রার্থনার আগেই সালাম দিতে হয়।

٢٦٤٧. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ كَلَدَةَ بْنَ حَنْبَلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبَنٍ وَلِبَاءٍ وَضَغَابِيْسَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَعْلَى الْوَادِىْ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ اُسَلِّمْ وَلَمْ اَسْتَاْذِنْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْجِعْ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ااَدْخُلُ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا اَسْلَمَ صَفْوَانُ .

২৬৪৭। কালাদা ইবনে হাম্বল (রা) বলেন যে, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা (রা) কিছু দুধ, ছানা ও কচি শসাসহ তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উপত্যকার উপরে অবস্থান করছিলেন। তিনি (কালাদা) বলেন, আমি অনুমতিও চাইলাম না, সালামও করলাম না, বরং এমনি তাঁর কাছে চলে গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে বল, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি ? (অতঃপর আমার কাছে এস)। আর এ ঘটনাটি সাফওয়ানের ইসলাম গ্রহণের পরের (আ, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল ইবনে জুরাইজের রিওয়ায়াত হিসাবে এটি জানতে পেরেছি। আবু আসেমও ইবনে জুরাইজের সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমর ইবনে আবু সুফিয়ান বলেন, আমাকে উমাইয়্যা ইবনে সাফওয়ান উক্ত হাদীস অবহিত করেছেন এবং এই সূত্রে তিনি বলেননি যে, 'আমি এ হাদীস কালাদার নিকট শুনেছি'।

٢٦٤٨. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِسْتَاْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى اَبِيْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ اَنَا اَنَا كَاَنَّهُ كَرِهَ ذٰلِكَ ·

২৬৪৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণ ছিল। এ ব্যাপারে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বলেন, আমি, আমি। মনে হল যেন তিনি এ ধরনের উত্তর অপছন্দ করেছেন (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯
সফর থেকে ফিরে এসে রাতের বেলায় স্ত্রীর কাছে যাওয়া উচিত নয়।

٢٦٤٩. اَخْبَرَنَا (حَدَّثَنَا) اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ اَنْ يَّطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلاً ·

২৬৪৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসে রাতের বেলায় স্ত্রীর কাছে যেতে তাদেরকে নিষেধ করেছেন (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস, ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ اَنْ يَّطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلاً قَالَ فَطَرَقَ رَجُلاَنِ بَعْدَ نَهْىِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً ٠

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় সফর থেকে ফিরে এসে তাদেরকে স্ত্রীদের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নিষেধাজ্ঞার পরও দু'জন লোক রাতে তাদের স্ত্রীদের ঘরে ঢুকে তাদের প্রত্যেকের সাথে একজন ভিন্‌পুরুষ দেখতে পেল।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০
লেখার উপর ধুলা ছিটানো।

٢٦٥٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَتَبَ اَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ فَاِنَّهُ اَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ ٠

২৬৫০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ কিছু লিখলে (শুকানোর জন্য) তার উপর যেন কিছু ধূলা ছিটিয়ে দেয়। কেননা তা উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আবুয যুবাইর থেকে এ হাদীস জানতে পেরেছি। হামযা হলেন আমর আন-নুসাঈর পুত্র এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
কলম কানের উপর রাখা।

٢٦٥١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ضَعِ الْقَلَمَ عَلٰى أُذُنِكَ فَانَّهُ اَذْكَرُ لِلْمُمْلِئِ .

২৬৫১। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম। তাঁর সামনে একজন লেখক বসা ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলাম ঃ তোমার কানে কলমটি রেখে দাও, কেননা তা বিষয়বস্তু স্মরণে সহায়ক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ যঈফ। আমরা কেবল উপরোক্ত সনদেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইবনে যাযান ও আনবাসা ইবনে আবদুর রহমান উভয়েই হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে আখ্যায়িত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
সুরিয়ানী ভাষা শিক্ষা করা।

٢٦٥٢. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِّنْ كِتَابِ يَهُوْدَ وَقَالَ اِنِّىْ وَاللهِ مَا اٰمَنُ يَهُوْدَ عَلٰى كِتَابِىْ قَالَ فَمَا مَرَّ بِىْ نِصْفُ شَهْرٍ حَتّٰى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ قَالَ فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ كَانَ اِذَا كَتَبَ اِلٰى يَهُوْدَ كَتَبْتُ اِلَيْهِمْ وَاِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ قَرَاْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ .

২৬৫২। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহূদীদের কিতাবী ভাষা (হিব্রু) শিক্ষার জন্য আমাকে আদেশ করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমার পত্রাদির ব্যাপারে আমি ইহূদীদের উপর নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর অর্ধমাস যেতে না যেতেই আমি সুরিয়ানী ভাষা আয়ত্ত করে ফেললাম। এ ভাষা শিক্ষার পর

থেকে তিনি ইহূদীদের কাছে কোন কিছু লিখতে চাইলে আমিই তা লিখে দিতাম। আর তারা যদি তাঁর নিকট কোন চিঠি পাঠাতো, আমি তা তাঁকে পড়ে শুনাতাম (বু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে এ হাদীস ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে। আমাশ-সাবিত ইবনে উবাইদ-যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সুরিয়ানী ভাষা শিখতে আদেশ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

মুশরিকদের সাথে পত্রবিনিময়।

٢٦٥٣. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِه اِلٰى كِسْرٰى وَاِلٰى قَيْصَرَ وَاِلَى النَّجَاشِيِّ وَاِلٰى كُلِّ جَبَّارٍ يَّدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِىْ صَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ·

২৬৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে কিস্‌রা, কায়সার ও নাজাশী এবং তৎকালীন সব পরাক্রান্ত রাজা-বাদশার কাছে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত দিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। তবে ইনি সেই নাজাশী নন যার তিনি জানাযা পড়েছিলেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

মুশরিকদের কাছে পত্র লেখার নিয়ম।

٢٦٥٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ فَاِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُّحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ رَسُوْلِه اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ السَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ ·

২৬৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রা) তাকে বলেন, তিনি কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী দলে সিরিয়া গিয়েছিলেন। হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তার কাছে হাযির হলেন। অতঃপর রাবী তার বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পত্র নিয়ে ডাকা হল এবং তা পড়ানো হল। তাতে লেখা ছিল ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের রাষ্ট্রপ্রধান হিরাকলের প্রতি। হিদায়াতের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর সমাচার এই....(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু সুফিয়ান (রা)-র নাম সাখর।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫
পত্রের উপর সীলমোহর লাগানো।

٢٦٥٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَرَادَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّكْتُبَ اِلَى الْعَجَمِ قِيْلَ لَهُ اِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُوْنَ اِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا قَالَ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِىْ كَفِّهِ .

২৬৫৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অনারবদের কাছে পত্র লিখতে ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে বলা হল, অনারবগণ সীল লাগানো ব্যতীত কোন চিঠিপত্র গ্রহণ করে না। অতঃপর তিনি একটি আংটি তৈরি করালেন। তিনি (আনাস) বলেন, এখনও মনে হচ্ছে যেন আমি তাঁর হাতে এর শুভ্রতা (আংটির চাকচিক্য) দেখতে পাচ্ছি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬
সালাম বিনিময়ের নিয়ম।

٢٦٥٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ اَقْبَلْتُ اَنَا وَصَاحِبَانِ لِىْ قَدْ ذَهَبَتْ اَسْمَاعُنَا وَاَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ

فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ اَنْفُسَنَا عَلَى اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ اَحَدٌ يَقْبَلُنَا فَاَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَى بِنَا اَهْلَهُ فَاِذَا ثَلاَثَةُ اَعْنُزٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَلِبُوْا هٰذَا اللَّبَنَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُهُ فَيَشْرَبُ كُلُّ اِنْسَانٍ نَصِيْبَهُ وَنَرْفَعُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيْبَهُ فَيَجِئُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لاَ يُوْقِظُ النَّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيْ ثُمَّ يَأْتِيْ شَرَابَهُ فَيَشْرَبُهُ ٠

২৬৫৬। মিকদাদ ইবনুল আস্ওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার দু'জন সাথী এমন অবস্থায় (মদীনায়) পৌঁছলাম যে, ক্ষুধার জ্বালায় আমাদের চোখ-কান অচল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। অতঃপর আমরা আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কাছে পেশ করতে লাগলাম; কিন্তু কেউই আমাদের গ্রহণ করলেন না। অবশেষে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম। তিনি আমাদের নিয়ে তাঁর পরিবারের কাছে গেলেন। সেখানে তিনটি বকরী ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এগুলোর দুধ দোহন কর। অতঃপর আমরা এগুলো দোহন করে প্রত্যেকেই যার যার অংশের দুধ পান করি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ উঠিয়ে রেখে দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যে, ঘুমন্ত লোকেরা জাগ্রত হত না অথচ জাগ্রত লোকেরা তা শুনতে পেত। অতঃপর তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন, অতঃপর তাঁর জন্য রাখা দুধ পান করতেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

পেশাবরত লোককে সালাম দেয়া নিষেধ।

٢٦٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي السَّلاَمَ ٠

২৬৫৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেশাবরত অবস্থায় তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দেননি।

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আন-নায়শাবূরী-মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ-সুফিয়ান-দাহ্হাক ইবনে উসমান (র) থেকে একই সনদে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলকামা ইবনে ফাগওয়া, জাবির, বারাআ ও মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

প্রথমেই "আলাইকাস্ সালাম" বলা নিষেধ।

٢٦٥٨. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ قَالَ طَلَبْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ اَقْدِرْ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ فَاذَا نَفَرٌ هُوَ فِيْهِمْ وَلاَ اَعْرِفُهُ وَهُوَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمَّا رَاَيْتُ ذٰلِكَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَىَّ فَقَالَ اِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ رَدَّ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

২৬৫৮। আবু তামীম আল-হুজাইমী (র) থেকে তার গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোঁজ করে না পেয়ে বসে রইলাম। ইত্যবসরে আমি তাঁকে একদল লোকের মাঝে দেখতে পেলাম, কিন্তু আমি তাঁকে চিনতাম না। তিনি তাদের মাঝে মীমাংসা করছিলেন। কাজ শেষ করার পর কয়েকজন লোক তাঁর সাথে উঠে দাঁড়ালো এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাঁকে দেখে বললাম, আলাইকাস্ সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলাইকাস্ সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলাইকাস্ সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ 'আলাইকাস্ সালাম' হল মৃত ব্যক্তির সালাম। অতঃপর তিনি আমার দিকে ফিরে বলেন ঃ কোন

ব্যক্তি যখন তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে তখন সে যেন বলে, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সালামের জবাব দিলেন ঃ ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ, ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ, ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ।

আবু ঈসা বলেন, আবু গিফার এই হাদীসটি আবু তামীমা আল-হুজাইমী-আবু জুরায়্যি জাবির ইবনে সুলাইম আল-হুজাইমী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু জুরায়্যি (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম....তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। আবু তামীমার নাম তরীফ ইবনে মুজালিদ।

٢٦٥٩. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ، حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْ غِفَارٍ الْمُثَنّٰى بْنِ سَعِيْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ اَبِيْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَقَالَ لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيْلَةً .

২৬৫৯। জাবির ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, 'আলাইকাস্ সালাম'। তিনি বলেন ঃ আলাইকাস সালাম বল না, বরং 'আসসালামু আলাইকা' বল। অতঃপর তিনি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেন (আ, দা, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٦٦٠. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَثًا وَاِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلاَثًا .

২৬৬০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম করতেন, তখন তিনবার সালাম করতেন এবং যখন কোন কথা বলতেন, তখন তিনবার তার পুনরাবৃত্তি করতেন (আ, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯
(মজলিসে খালি জায়গায় বসা)।

٢٦٦١. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ اَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ اِذْ اَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَاَقْبَلَ اثْنَانِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَلَمَّا وَقَفَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاٰى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاَوٰى اِلَى اللّٰهِ فَاٰوَاهُ اللّٰهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَى اللّٰهُ مِنْهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ .

২৬৬১। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন লোকসহ মসজিদে বসা ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনজন লোক এসে হাযির হল। তাদের দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আসল এবং একজন চলে গেল। এরা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করল এবং এদের একজন বৈঠকে খালি জায়গা দেখে বসে পড়ল আর অপরজন লোকদের পেছনে গিয়ে বসল। এদের তৃতীয়জন তো পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অবসর হলেন, তখন উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি এদের তিনজন সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করব না? এদের একজন তো আল্লাহ্র আশ্রয় নিল, ফলে আল্লাহ্ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন; দ্বিতীয়জন লজ্জা পেল, কাজেই আল্লাহ্ও তার থেকে লজ্জা করেছেন; আর তৃতীয়জন আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, কাজেই আল্লাহ্ও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসীর নাম আল-হারিস ইবনে আওফ। আবু মুররা হলেন উম্মু হানী (রা) বিনতে আবু

তালিবের মুক্তদাস, মতান্তরে আকীল (রা) ইবনে আবু তালিবের মুক্তদাস, তার নাম ইয়াযীদ।

٢٦٦٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ اَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِيْ .

২৬৬২। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতাম, তখন যেখানেই জায়গা পাওয়া যেত সেখানেই বসে পড়তাম (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। যুহাইর ইবনে মুআবিয়া এ হাদীস সিমাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০
পথিপার্শ্বে বসা লোকের দায়িত্ব।

٢٦٦٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِيْنَ فَرُدُّوا السَّلاَمَ وَاَعِيْنُوا الْمَظْلُوْمَ وَاهْدُوا السَّبِيْلَ

২৬৬৩। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিপার্শ্বে বসা কয়েকজন আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের বলেন ঃ তোমাদের রাস্তায় বসা একান্ত দরকার হলে তোমরা সালামের জবাব দিবে, মযলুমকে সাহায্য করবে এবং লোকদের রাস্তা দেখিয়ে দিবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আবু শুরাইহ আল-খুযাঈ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
মুসাফাহার (করমর্দন) বর্ণনা।

٢٦٦٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى اَخَاهُ اَوْ صَدِيْقَهُ

اَيَنْحَنِىْ لَهُ قَالَ لاَ قَالَ اَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لاَ قَالَ اَفَيَاْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ .

২৬৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কেউ তার ভাই কিংবা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করলে সে কি তার সামনে ঝুঁকে (নত) যাবে? তিনি বলেন ঃ না। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি সে গলাগলি করে তাকে চুমু খাবে? তিনি বলেন ঃ না। সে এবার বলল, তাহলে সে তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ (হ্‌)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٦٦٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ .

২৬৬৫। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে মুসাফাহার প্রচলন ছিল কি? তিনি বলেন, হাঁ (হ্‌)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٦٦٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْاَخْذُ بِالْيَدِ .

২৬৬৬। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সালামের সময় হাত ধরা (মুসাফাহা করা) সালামের পূর্ণতা বিধায়ক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সুলাইম-সুফিয়ান সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এটিকে সংরক্ষিত বলে গণ্য করেননি এবং বলেছেন, সম্ভবত ইয়াহ্‌ইয়া আমার নিকট সুফিয়ান বর্ণিত হাদীস উদ্দেশ্য করেছিলেন যা মানসূর-খাইসামা-যিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন-তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ

لاَ سَمَرَ الاَّ لِمُصَلٍّ اَوْ مُسَافِرٍ .

"যে ব্যক্তি নামায পড়ার সংকল্প রাখে সে এবং মুসাফির ব্যতীত (এশার পর) কথাবার্তা বলার অনুমতি নাই"। মুহাম্মাদ আল-বুখারী আরো বলেন, মানসূর-আবু ইসহাক-আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ অথবা অপরের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ

مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْاَخْذُ بِالْيَدِ .

"মুসাফাহা করলে সালাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়"।

٢٦٦٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يَحْىَ ابْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ اَنْ يَّضَعَ اَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهِ اَوْ قَالَ عَلٰى يَدِهِ فَيَسْاَلُهُ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ .

২৬৬৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কপালে হাত রাখা রোগীকে পূর্ণভাবে শুশ্রুষা করার শামিল অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেন ঃ রোগীর হাতের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করবে, সে কেমন আছে? আর তোমাদের সালামের পূর্ণতা হল পরস্পর মুসাফাহা করা (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। মুহাম্মাদ বুখারী (র) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে যাহ্‌র নির্ভরযোগ্য রাবী এবং আলী ইবনে ইয়াযীদ দুর্বল রাবী। আল-কাসিম হলেন আবদুর রহমানের পুত্র, উপনাম আবু আবদুর রহমান, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মুক্তদাস। আল-কাসিম সিরিয়াবাসী।

٢٦٦٨. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ الاَّ غُفِرَلَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَّفْتَرِقَا .

২৬৬৮। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে দু'জন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে তাদের বিচ্ছেদের পূর্বেই আল্লাহ তাদের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেন (আ, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আবু ইসহাক-বারাআ (রা) সূত্রে গরীব। এ হাদীস বারাআ (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

মুআনাকা (আলিঙ্গন) ও চুম্বন।

٢٦٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَحْيَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ الْـمَدَنِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ يَحْيَ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ الْـمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَيْتِيْ فَاَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ فَعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ .

২৬৬৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) যখন (সফর থেকে) মদীনায় ফিরে আসলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার কামরায় ছিলেন। তিনি এসে দরজা খটখট করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদলা গায়ে কাপড় টানতে টানতে তার কাছে গেলেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁকে আগে বা পরে কখনো উদলা গায়ে দেখিনি। অতঃপর তিনি যায়েদের সাথে আলিংগন করলেন এবং তাকে চুমু খেলেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। যুহ্‌রীর রিওয়ায়াত হিসাবে আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

হাতে ও পায়ে চুমু দেয়া।

٢٦٧٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ

يَهُوْدِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا اِلَى هٰذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ لاَ تَقُلْ نَبِيٌّ اِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ اَرْبَعَةُ اَعْيُنٍ فَاَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلاَهُ عَنْ تِسْعِ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ تَمْشُوْا بِبَرِيْءٍ اِلٰى ذِيْ سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلاَ تَسْحَرُوْا وَلاَ تَاْكُلُوا الرِّبَا وَلاَ تَقْذِفُوْا مُحْصَنَةً وَلاَ تُوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُوْدَ اَنْ لاَ تَعْتَدُوْا فِي السَّبْتِ قَالَ فَقَبَّلُوْا يَدَهُ وَرِجْلَهُ فَقَالاَ نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوْنِيْ قَالُوْا اِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَعَا رَبَّهُ اَنْ لاَ يَزَالُ فِيْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَاِنَّا نَخَافُ اِنْ تَبِعْنَاكَ اَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ .

২৬৭০। সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহুদী তার এক সাথীকে বলল, চল আমরা এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই। তার সাথী বলল, নবী বলো না, তিনি যদি শুনে ফেলেন তাহলে খুশীতে তাঁর চার চোখ হয়ে যাবে। অতঃপর এরা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তাদের বলেন ঃ আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, চুরি করো না, যেনা করো না, আল্লাহ যেসব প্রাণ হত্যা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত সেগুলো হত্যা করো না, হত্যার উদ্দেশ্যে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে রাজ-দরবারে নিয়ে যেও না, যাদু করো না, সূদ খেয়ো না, সতী-সাধ্বী মহিলাকে যেনার অপবাদ দিও না, যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করো না এবং বিশেষ করে তোমরা ইহূদীগণ শনিবারের সীমা লংঘন করো না। রাবী বলেন, এসব স্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা শুনে তারা তাঁর হাতে-পায়ে চুমু দিল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নবী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে আমার অনুসরণ করতে তোমাদের বাধা কিসের ? রাবী বলেন, তারা বলল, দাউদ (আ) তাঁর রবের কাছে দোআ করেছিলেন যে, তাঁর (বংশধরের) সন্তানদের মধ্যেই যেন নবী হন। আমরা আশংকা করছি আমরা যদি আপনার অনুসরণ করি তাহলে ইহূদীগণ আমাদের হত্যা করে ফেলবে (ই, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ, ইবনে উমার ও কাব ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪
মারহাবা (স্বাগতম) বলা।

٢٦٧١. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ هَانِئٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِئٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئٍ قَالَ فَذَكَرَ فِى الْحَدِيْثِ قِصَّةً طَوِيْلَةً .

২৬৭১। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম। তিনি তখন গোসল করছিলেন এবং ফাতিমা (রা) একটি কাপড় দ্বারা তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানী। তিনি বলেন ঃ উম্মু হানীকে স্বাগতম! অতঃপর রাবী এ হাদীসের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٢٦٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ اَبُوْ حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ اَبِىْ جَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جِئْتُهُ مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ .

২৬৭২। ইকরিমা (রা) ইবনে আবু জাহল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম তখন তিনি বলেন ঃ আরোহী মুহাজিরকে খোশআমদেদ।

এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, ইবনে আব্বাস ও আবু জুহাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। মূসা ইবনে মাসউদ-সুফিয়ান সূত্রেই কেবল আমরা অনুরূপ হাদীস জানতে পেরেছি। মূসা ইবনে মাসউদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী (র) সুফিয়ান-আবু ইসহাক সূত্রে এ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এতে মুসআব ইবনে সাদের উল্লেখ করেননি। এটাই অধিকতর সহীহ। আমি মুহাম্মাদ ইবনে বাশশারকে বলতে শুনেছি যে, মূসা ইবনে মাসউদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। তিনি আরো বলেন, আমি মূসা ইবনে মাসউদ থেকে প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখেছিলাম, পরে তা পরিত্যাগ করি।

অধ্যায় ঃ ৪৩

اَبْوَابُ الْاَدَبِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(শিষ্টাচার)

অনুচ্ছেদ ঃ ১
হাঁচিদাতার জবাব দেয়া।

٢٦٧٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوْفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ اِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

২৬৭৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক মুসলমানের সাথে আরেক মুসলমানের ছয়টি সদ্ব্যবহারের বিষয় আছে ঃ (১) তার সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম করবে, (২) সে কোন ব্যাপারে ডাকলে তাতে সাড়া দিবে, (৩) সে হাঁচি দিলে জবাব দিবে (তার আলহামদু লিল্লাহ্‌র উত্তরে বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ), (৪) সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, (৫) সে মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হবে এবং (৬) নিজের জন্য যা ভালোবাসবে পরের জন্যও তাই ভালোবাসবে (আ, ই, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অন্য সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে। কেউ কেউ আল-হারিস আল-আওয়ারের সমালোচনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু আইউব, বারাআ ও আবু মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٦٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْمَخْزُوْمِيُّ الْمَدَنِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَا

مَاتَ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ .

২৬৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুমিনের জন্য আরেক মুমিনের উপর ছয়টি দায়িত্ব রয়েছে ঃ সে (১) অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, (২) মারা গেলে তার জানাযায় হাযির হবে, (৩) ডাকলে তাতে সাড়া দিবে, (৪) তার সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম করবে, (৫) সে হাঁচি দিলে তার জবাব দিবে এবং (৬) তার অনুপস্থিতি কিংবা উপস্থিতি সর্বাবস্থায় তার শুভ কামনা করবে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-মাখযূমী আল-মাদীনী নির্ভরযোগ্য রাবী। আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ও ইবনে আবু ফুদাইক তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
হাঁচি দিলে হাঁচিদাতা যা বলবে।

٢٦٧٥. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَضْرَمِيٌّ مِنْ (مَوْلٰى) اٰلِ الْجَارُوْدِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلاً عَطَسَ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ بْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا اَنْ نَقُوْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ .

২৬৭৫। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-এর পাশে হাঁচি দিয়ে বলল, "আলহামদু লিল্লাহ ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ"। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমিও তো বলি, "আলহামদু লিল্লাহ ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত এবং তাঁর রাসূলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপ বলতে শিখাননি, বরং তিনি আমাদেরকে "আলহামদু লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল" (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা) বলতে শিখিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল যিয়াদ ইবনুর রবীর সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

হাঁচিদাতার জবাবে যা বলতে হবে।

٢٦٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ دَيْلَمَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُوْنَ اَنْ يَّقُوْلَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

২৬৭৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাঁচি দিত এবং আশা করত যে, তিনি তাদের জন্য হাঁচির জবাবে বলবেন ঃ ইয়ারহামুকুমুল্লাহ। কিন্তু তিনি বলতেন ঃ ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহু ওয়াইউসলিহু বালাকুম (আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থার সংশোধন করুন) (দা, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু আইউব, সালেম ইবনে উবাইদ, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

٢٦٧٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّهُ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِيْ سَفَرٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ فَكَاَنَّ الرَّجُلُ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ اَمَا اِنِّيْ لَمْ اَقُلْ اِلاَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ .

২৬৭৭। সালেম ইবনে উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একদল লোকের সাথে কোন এক সফরে ছিলেন। তাদের একজন হাঁচি দিয়ে বলল, আসসালামু আলাইকুম। একথা শুনে সালেম বলেন, আলাইকা ওয়া আলা উম্মিকা (তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। এ উত্তরে মনে হল যেন সে অসন্তুষ্ট হয়েছে। সুতরাং তিনি বলেন, এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, আমি তো তাই বললাম। জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাঁচি দিয়ে বলেছিল, আসসালামু আলাইকুম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ আলাইকা ওয়া আলা উম্মিকা।

কাজেই তোমাদের কেউ যেন হাঁচি দিয়ে বলে, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আর যে ব্যক্তি তার জবাব দিবে সে যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ আপনাকে রহম করুন)। হাঁচিদাতা পুনরায় বলবে, ইয়াগফিরুল্লাহু লী ওয়ালাকুম (আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন) (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, মানসূর থেকে এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীগণ মতভেদ করেছেন। তারা হিলাল ইবনে ইয়াসাফ ও সালেম (র)-এর মাঝখানে আরো এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন।

٢٦٧٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ اَخِيْهِ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلِ الَّذِيْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

২৬৭৮। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন হাঁচি দিয়ে বলে, আলহামদু লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। উত্তরদাতা বলবে, ইয়ারহামুকাল্লাহ। হাঁচিদাতা পুনরায় বলবে, ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়াইউসলিহু বালাকুম।

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। শোবাও এ হাদীস ইবনে আবু লাইলার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ আবু আইউব (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, আবার কখনো বলেন, আলী (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার ও মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আস্-সাকাফী আল-মারওয়াযী-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান-ইবনে আবু লাইলা-তার ভাই ঈসা-আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা-আলী (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

হাঁচিদাতা আলহামদু লিল্লাহ বললে তার জবাব দেয়া কর্তব্য।

٢٦٧٩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ عَطَسَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ

أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرَ فَقَالَ الَّذِىْ لَمْ يُشَمِّتْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَاِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللّٰهَ .

২৬৭৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। দু'জন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাঁচি দিল। তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলেন; কিন্তু অপরজনের জবাব দিলেন না। তিনি যার হাঁচির জবাব দেননি সে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন কিন্তু আমার হাঁচির জবাব দেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে তো (আলহামদু লিল্লাহ বলে) আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেছে; কিন্তু তুমি তো আলহামদু লিল্লাহ বলনি (বু, মু)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

হাঁচিদাতার জবাব কয়বার দিতে হবে।

٢٦٨٠. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا شَاهِدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا رَجُلٌ مَزْكُوْمٌ .

২৬৮০। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামানে হাঁচি দিল। আমিও তখন উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ। সে আরেকবার হাঁচি দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত (মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইয়াস ইবনে সালামা থেকে তার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। তবে বর্ণনায় তৃতীয়বার হাঁচি দেয়ার পর তিনি বলেছেন ঃ তুমি সর্দিতে আক্রান্ত। এ হাদীসটি ইবনুল মুবারকের হাদীসের চাইতে অধিকতর সহীহ। শোবা (র) ইকরিমা ইবনে আম্মারের সূত্রে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহ্‌মাদ ইবনুল হাকাম

আল-বসরী-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-ইকরিমা ইবনে আম্মার (র) উক্ত হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦٨١. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ السَّلُوْلِىُّ الْكُوْفِىُّ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَمِّتُ الْعَاطِسُ ثَلاَثًا فَاِنْ زَادَ فَاِنْ شِئْتَ فَشَمِّتْهُ وَاِنْ شِئْتَ فَلاَ .

২৬৮১। উমার ইবনে ইসহাক ইবনে আবু তালহা (র)-র নানা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনবার পর্যন্ত হাঁচির জবাব দাও। এরপরও সে যদি হাঁচি দেয় তবে তুমি ইচ্ছা করলে তার জবাব দিতেও পার নাও দিতে পার।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব এবং এর সনদসূত্র অপ্রসিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

হাঁচির সময় মুখ ঢেকে রাখবে এবং আওয়াজ যথাসম্ভব নীচু করবে।

٢٦٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهُ بِيَدِهٖ اَوْ بِثَوْبِهٖ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ .

২৬৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন, তখন তাঁর হাত কিংবা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে রাখতেন এবং এর আওয়াজ নীচু করতেন (দা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন।

٢٦٨٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطَاسُ مِنَ اللّٰهِ

وَالتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ وَاِذَا قَالَ اٰهْ اٰهْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ وَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا قَالَ الرَّجُلُ اٰهْ اٰهْ اِذَا تَثَاءَبَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِيْ جَوْفِهِ ·

২৬৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাঁচি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ হাই তুললে সে যেন মুখের উপর হাত রাখে। আর সে যখন আহ্ আহ্ বলে, তখন শয়তান তার ভেতর থেকে হাসতে থাকে। আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। কাজেই কেউ যখন আহ্ আহ্ শব্দে হাই তোলে, তখন শয়তান তার ভেতর থেকে হাসতে থাকে (না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٦٨٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَحَقٌّ عَلٰى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ اَنْ يَّقُوْلَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِذَ تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلاَ يَقُوْلَنَّ هَاهْ هَاهْ فَاِنَّمَا ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ ·

২৬৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বলে, তখন সকল শ্রোতার জন্য ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলা একান্ত জরুরী হয়ে যায়। আর যখন তোমাদের কারও হাই ওঠে, তখন যথাসম্ভব সে যেন তা ফিরিয়ে রাখে এবং হাহ্‌হাহ্ না বলে। কেননা এটা শয়তানের তরফ থেকে এবং সে তাতে হাসতে থাকে (দা, না, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটি ইবনে আজলানের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে হাদীস

বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবনে আবু যেব (র) ইবনে আজলানের তুলনায় অধিক হেফাজতকারী ও নির্ভরযোগ্য। আমি আবু বাক্‌র আল-আত্তার আল-বসরীকে আলী ইবনুল মাদীনীর সূত্রে আলোচনা করতে শুনেছি, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদকে বলতে শুনেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আজলান বলেন, সাঈদ আল-মাকবুরী তার রিওয়ায়াতসমূহের কতগুলো আবু হুরায়রা (রা) থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন এবং কতগুলো জনৈক ব্যক্তির সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাই আমার নিকট এগুলো পরস্পর মিশ্রিত হয়ে যাওয়ায় আমি সবগুলো রিওয়ায়াত সাঈদ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
নামাযে হাঁচি আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।

٢٦٨٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ .

২৬৮৫। আদী ইবনে সাবিত (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে মরফূ হিসাবে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামাযের মধ্যে হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই তোলা এবং হায়েয, বমি ও নাক দিয়ে রক্ত পড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল শরীক-আবুল ইয়াকযান সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে 'আদী ইবনে সাবেত-তার পিতা-তার দাদা' এই সনদসূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি বললাম, আদীর দাদার নাম কি? তিনি বলেন, আমি জানি না। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তিনি আদীর দাদার নাম দীনার বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
কাউকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় বসা নিষেধ।

٢٦٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيْمُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ .

২৬৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার কোন ভাইকে তার আসন থেকে উঠিয়ে সেই জায়গায় না বসে (বু, মু)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٦٨٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُقِيْمُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْمُ لِابْنِ عُمَرَ فَمَا يَجْلِسُ فِيْهِ .

২৬৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার ভাইকে স্বস্থান থেকে উঠিয়ে সে জায়গায় না বসে। রাবী বলেন, লোকেরা ইবনে উমারের জন্য জায়গা ছেড়ে উঠে যেত কিন্তু তিনি তাতে বসতেন না (বু)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

কোন ব্যক্তি প্রয়োজনবশত জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে সেই জায়গার সেই বেশী হকদার।

٢٦٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ اَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ وَاِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ اَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ .

২৬৮৮। ওয়াহ্‌ব ইবনে হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আসনের অধিক হকদার। কোন প্রয়োজনে সে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসলে এ জায়গার জন্য সেই বেশী হকদার (আ)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবূ বাকরা, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
অনুমতি ছাড়া দু'জন লোকের মাঝখানে বসা নিষেধ।

٢٦٨٩. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اِلاَّ بِاِذْنِهِمَا .

২৬৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অনুমতি ছাড়া দু'জন লোককে ফাঁক করে বসা কারো জন্য বৈধ নয় (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমের আল-আহ্ওয়ালও এ হাদীস আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
বৈঠকের মাঝখানে বসা নিষেধ।

٢٦٩٠. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ اَنَّ رَجُلاً قَعَدَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَلْعُوْنٌ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ اَوْ لَعَنَ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ .

২৬৯০। আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি বৈঠকের মাঝখানে বসে পড়লে হুযাইফা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি বৈঠকের মাঝখানে বসে, সে মুহাম্মাদের ভাষায় অভিশপ্ত অথবা আল্লাহ মুহাম্মাদের জবানীতে তাকে অভিশাপ দিয়েছেন (আ, দা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবু মিজলাযের নাম লাহিক ইবনে হুমাইদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিষেধ।

٢٦٩١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَفَّانٌ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذٰلِكَ ٠

২৬৯১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে অধিক প্রিয়জন আর কেউ ছিলেন না। অথচ তারা তাঁকে দেখে দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٢٦٩٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِيْنَ رَاَوْهُ فَقَالَ اجْلِسَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ بَيْنَ النَّارِ ٠

২৬৯২। আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) বাইরে বেরুলে তাকে দেখে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও ইবনে সাফওয়ান দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বলেন, তোমরা দু'জনেই বস। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয় যে, মানুষ তার জন্য মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন দোযখে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নেয় (আ,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হান্নাদ-আবু উসামা-হাবীব ইবনুশ শহীদ-আবু মিজলায-মুআবিয়া (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪
নখ কাটা।

٢٦٩٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ ٠

২৬৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি কাজ ফিতরাতের (স্বভাব ধর্মের) অন্তর্গত। (১) নাভীর নীচের লোম কামিয়ে ফেলা, (২) খাতনা করা, (৩) গোঁফ কাটা, (৪) বগলের চুল উপড়িয়ে ফেলা এবং (৫) নখ কাটা (আ, ই, দা, না, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٦٩٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا ابْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ .

২৬৯৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দশটি কাজ ফিতরাতের (স্বভাব ধর্মের) অন্তর্গত ঃ (১) গোঁফ কাটা, (২) দাঁড়ি লম্বা করা, (৩) মেসওয়াক করা, (৪) নাকে পানি দেয়া, (৫) নখ কাটা, (৬) আংগুলের গ্রন্থিসমূহ ধৌত করা, (৭) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, (৮) নাভীর নিম্নাংশের চুল কামানো এবং (৯) পানি দ্বারা শৌচ করা। যাকারিয়া বলেন, মুসআব বলেছেন, আমি দশম কাজটি ভুলে গেছি। তবে সম্ভবত সেটা হবে কুলি করা (আ, না, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আম্মার ইবনে ইয়াসির ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 'ইনতিকাসুল মা' অর্থ পানি দিয়ে শৌচ করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

গোঁফ ও নখ কাটার সময়সীমা।

٢٦٩٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ مُحَمَّدٍ صَاحِبُ الدَّقِيْقِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ وَقَّتَ لَهُمْ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً تَقْلِيْمَ الْاَظْفَارِ وَاَخْذَ الشَّارِبِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ .

২৬৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের জন্য চল্লিশ দিন অন্তর একবার নখ কাটা, গোঁফ খাটো করা এবং নাভীর নিম্নাংশের লোম কামানোর জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন (আ, দা, না)।

٢٦٩٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمَ الاَظْفَارِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ وَنَتْفَ الاِبِطِ اَنْ لاَ يُتْرَكُ (نَتْرُكَ) اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا .

২৬৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জন্য গোঁফ কাটা, নখ কাটা, নাভীর নিম্নাংশের লোম কামানো এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে এমনভাবে যে, আমরা চল্লিশ দিনের বেশী যেন তা ফেলে না রাখি (ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীস প্রথমোক্ত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। হাদীসবেত্তাগণের মতে সাদাকা ইবনে মূসা প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী নন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
গোঁফ কাটা।

٢٦٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِىُّ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ اَوْ يَاْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ يَفْعَلُهُ .

২৬৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গোঁফ কেটে খাটো করতেন এবং বলতেন ঃ দয়াময়ের প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম (আ) এরূপ করতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٦٩٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَاْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا .

২৬৯৮। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার গোঁফ খাটো করে না, সে আমাদের (সুন্নাতের) অনুসারী নয় (আ, না)।[১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-ইউসুফ ইবনে সুহাইব (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
দাড়ি ছাটা সম্পর্কে।

٢٦٩٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا .

২৬৯৯। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে উভয় দিকে তাঁর দাড়ি ছাঁটতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি, উমার ইবনে হারূনের বর্ণিত হাদীস গ্রহণীয় বলা যায়। "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাঁড়ির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উভয় দিকে ছাঁটতেন" এই হাদীস ব্যতীত তার অন্য কোন রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমার জানা নাই, যার কোন ভিত্তি নাই বা যা তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা কেবল উমার ইবনে হারূনের রিওয়ায়াত হিসাবে উপরোক্ত হাদীস জানতে পেরেছি। আমি ইমাম বুখারীকে উমার ইবনে হারূন সম্পর্কে উত্তম অভিমত পোষণ করতে দেখেছি। আমি কুতাইবাকে বলতে শুনেছি, উমার ইবনে হারূন ছিলেন হাদীসের ধারক। তিনি বলতেন, "কথা ও কাজের সমষ্টি হল ঈমান" (আল-ঈমান কাওল ওয়া আমাল)। কুতাইবা বলেন, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ আমাদেরকে অবহিত করেছেন এক ব্যক্তির সূত্রে, তিনি সাওর ইবনে ইয়াযীদের সূত্রে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাইফবাসীদের বিরুদ্ধে মিনজানীক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) স্থাপন করেছেন।

---

১. গোঁফ ছেটে বা কেটে ফেলতে হবে, যাতে ঠোঁট ঢেকে না যায়। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও যুফার (র)-এর মতে গোঁফ ছাটা বা মুণ্ডন করা উভয়ই জায়েয, তবে মুণ্ডন করাই উত্তম। শাফিঈ মাযহাবের অভিমতও তাই।—(সম্পাদক)

কুতাইবা বলেন, আমি ওয়াকীকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি বলেন, আপনাদের সংগী উমার ইবনে হারূন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

দাড়ি লম্বা হওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া।

٢٧٠٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللُّحٰى .

২৭০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা গোঁফ খাটো কর এবং দাড়ি লম্বা কর।

٢٧٠١. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنَا بِاِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَاِعْفَاءِ اللُّحٰى .

২৭০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গোঁফ খাটো করতে এবং দাঁড়ি লম্বা করতে আদেশ করেছেন (দা, না, মু)।[২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবু বাক্র ইবনে নাফে নির্ভরযোগ্য রাবী এবং ইবনে উমার (রা)-র মুক্তদাস। কিন্তু তার অপর দুই মুক্তদাস উমার ইবনে নাফে ও আবদুল্লাহ ইবনে নাফে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

---

২. দাড়ি মুসলিম জাতি সত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক নিদর্শন। তা ত্যাগ করার অর্থ সেই সংস্কৃতি ও ধর্মীয় নিদর্শন ত্যাগ করার ঘোষণা, যে ধর্মের এটা নিদর্শন। দাড়ি রাখা সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ। বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যদি দাড়ি মুণ্ডন করা পছন্দ করে এবং দাড়ি রাখা অপছন্দ করে তবে তাতে বুঝা যায় যে, তার মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে কুফরী সংস্কৃতি লালিত হচ্ছে। বর্তমানকালে দাড়ি রাখা কেবল মহানবী (সা)-এর সুন্নাতের অনুসরণই নয়, বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বড় রকমের একটি মানসিক জিহাদ।

মহানবী (সা) দাড়ি বড় করতে এবং গোঁফ খাটো করতে বলেছেন। দাড়ি কি পরিমাণ লম্বা হবে সে সম্পর্কে কোন বর্ণনা নাই। তবে হযরত উমার (রা), আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলেছেন (তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৬-৭)। ইমাম শাবীর মতে এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলা উত্তম (বাজলুল মাজহূদ, ১৭ খ, পৃ. ১৮৬)। হাসান বসরী ও আতা (র)-এর মতে অনারবদের ন্যায় দাড়ি অতিরিক্ত খাটো করা নিষিদ্ধ, তবে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কিয়দংশ কাটা যায় (ফাতহুল বারী, ১০ খ, পৃ. ৩৫০)। কাযী আয়াযের মতে দাড়ি মুণ্ডন করা, অধিক পরিমাণে খাটো করা মাকরূহ হলেও অতিরিক্ত লম্বা দাড়ি কিছুটা

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯
চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর অপর পা রাখা জায়েয।

٢٧٠٢. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى .

২৭০২। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে এক পায়ের উপর অপর পা (ভাঁজ করে হাঁটু দাঁড় করিয়ে) রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন (দা, না, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আব্বাদ ইবনে তামীমের চাচার নাম আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আল-মাযিনী।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০
এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়া মাকরূহ।

٢٧٠٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ابْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاَنْ يَّرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهِ .

২৭০৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশতিমালুস সাম্মা (বাম কাঁধ উদলা রেখে চাদরের দুই কিনারা ডান কাঁধে জড়ো করে পরতে), ইহ্‌তিবা (নিতম্বে ভর করে হাঁটুদ্বয় উঁচু করে পেটের সাথে চাদর

ছেটে ফেলা উত্তম। তার মতে বেশি খাটো করাও মাকরূহ এবং বেশি লম্বা করাও মাকরূহ (ফাতহুল বারী, ১০খ, পৃ. ৩৫০)। আল্লামা বদরুদ্দীন আলআইনী বলেন, সাধারণভাবে প্রচলিত পরিমাণের কম লম্বা না হয়, দাড়ির এতটুকু ছেটে ফেলা জায়েয (উমদাতুল কারী, কিতাবুল লিবাস, বাব তাকলীমিল আযফার)।

ইসলামী শরীআত দাড়িসহ সকল বাহ্যিক বেশভূষা অনুমোদন করেছে যা মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও উন্নতি সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এসব বেশভূষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।—(সম্পাদক)

পেচিয়ে বসতে) এবং এক পায়ের উপর অপর পা (হাঁটু ভাঁজ করে) উঠিয়ে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, একাধিক রাবী এ হাদীস সুলাইমান আত-তাইমীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কে এই খিদাশ তা আমরা জানি না। সুলাইমান আত-তাইমী তার সূত্রে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٧٠٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَاَنْ يَّرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَىْ رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهِ .

২৭০৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশতিমালুস সাম্মা, এক কাপড়ে পায়ের গোছা ও উরু একত্র করে শয়ন করতে এবং এক পায়ের উপর অপর পা (হাঁটু ভাজ করে) উঠিয়ে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
উপুড় হয়ে শোয়া মাকরূহ।

٢٧٠٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مُضْطَجِعًا عَلٰى بَطْنِهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ ضَجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللّٰهُ .

২৭০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে পেটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলেন ঃ এভাবে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে তিহ্‌ফা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর উক্ত হাদীস আবু সালামা-ইয়াঈশ-তিহ্‌ফা-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিহ্‌ফা স্থলে তিখফা উচ্চারণও আছে। তবে তিহ্‌ফা-ই সঠিক। আবার তিগফা উচ্চারণও আছে। কিছু সংখ্যক হাদীসের হাফেজ বলেন যে, তিখফা উচ্চারণই যথার্থ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
লজ্জাস্থানের হেফাজত করা।

٢٧٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لاَّ يَرَاهَا اَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُوْنُ خَالِيًا قَالَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُّسْتَحْيٰ مِنْهُ ٠

২৭০৬। বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের লজ্জাস্থান কতটুকু ঢেকে রাখব এবং কতটুকু খোলা রাখতে পারব ? তিনি বলেন ঃ তোমার স্ত্রী ও বাঁদী ব্যতীত সবার দৃষ্টি থেকে তোমার লজ্জাস্থান হেফাযত করবে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষ লোকেরা একত্রে অবস্থানরত থাকলে? তিনি বলেন ঃ যতদূর সম্ভব কেউ যেন তোমার আভরণীয় স্থান না দেখতে পারে তুমি তাই কর। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, মানুষ তো কখনো নির্জন অবস্থায়ও থাকে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তো লজ্জা করার ক্ষেত্রে বেশী হকদার (ই, দা, না, বু, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। বাহ্যের দাদার নাম মুআবিয়া ইবনে হাইদা আল-কুশাইরী। আল-জুরাইরী হাকীম ইবনে মুআবিয়ার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন বাহ্যের পিতা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
বালিশে হেলান দিয়ে শোয়া।

٢٧٠٧. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ الْكُوْفِيُّ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ عَلٰى يَسَارِهِ ٠

২৭০৭। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বাম পার্শ্বদেশে বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে বাম "পার্শ্বদেশ" কথাটুকু নেই।

٢٧٠٨. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ ٠

৯২। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

(কারো প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করা)।

٢٧٠٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ ٠

২৭০৯। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির প্রভাবাধীন এলাকায় তার অনুমতি ছাড়া ইমামতী করা যাবে না এবং তার নির্দিষ্ট আসনে বসা যাবে না (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

মালিক তার জন্তুযানের সামনের আসনে বসার বেশী হকদার।

٢٧١٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِىْ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ارْكَبْ وَتَاَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَنْتَ اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ اِلاَّ اَنْ تَجْعَلَهُ لِىْ قَالَ قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ قَالَ فَرَكِبَ ٠

২৭১০। বুরাইদা (রা) বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোথাও) হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি একটি গাধা সাথে নিয়ে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আরোহণ করুন, এবং সে পেছনে সরে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ না, তুমি পেছনে যেও না, তুমি তোমার বাহনের সামনে বসার অধিকারী, তবে আমার জন্য স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে ভিন্ন কথা। লোকটি বলল, আমি তা আপনাকে দিলাম। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি সওয়ার হলেন (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬
নরম চাদর ব্যবহারের অনুমতি প্রসংগে।[৩]

٢٧١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكُمْ اَنْمَاطٌ قُلْتُ وَاَنّٰى تَكُوْنُ لَنَا اَنْمَاطٌ قَالَ اَمَا اِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمْ اَنْمَاطٌ قَالَ فَاَنَا اَقُوْلُ لِامْرَاَتِيْ اَخِّرِيْ عَنِّيْ اَنْمَاطَكِ فَتَقُوْلُ اَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمْ اَنْمَاطٌ قَالَ فَاَدَعُهَا .

২৭১১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের চাদর আছে কি ? আমি বললাম, আমরা চাদর কোথায় পাব ? তিনি বলেন ঃ অচিরেই তোমাদের কাছে তা থাকবে। জাবির (রা) বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তোমার চাদরটি আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। সে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, অচিরেই তোমাদের কাছে চাদর থাকবে ? তিনি (জাবির) বলেন, এরপর আমি তাকে একথা বলা থেকে বিরত হলাম (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও হাসান (অন্য নোসখায় হাসান ও গরীব)।

---

৩. আনমাত শব্দটি নামাত-এর বহুবচন, গায়ের চাদর, বিছানার চাদর, কার্পেট, শিবিকার দরজার পর্দা ইত্যাদি বুঝায় (সম্পাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

একটি জন্তুযানে তিনজনের আরোহণ।

٢٧١٢. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجَرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ قُدْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلٰى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ حَتّٰى اَدْخَلْتُهُ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا قُدَّامُهُ وَهٰذَا خَلْفَهُ ‧

২৭১২। ইয়াস ইবনে সালমা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ-শাহবা নামক খচ্চরটি টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম।[৪] হাসান ও হুসায়েন (রা) তাঁর আগে-পিছে বসা ছিলেন। আমি সেটা টেনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরার নিকট নিয়ে গেলাম (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে।

٢٧١٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَصْرِفَ بَصَرِيْ ‧

২৭১৩। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কারো প্রতি) হঠাৎ দৃষ্টি পতিত হওয়া সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন (মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু যুরআর নাম হারিম।

---

৪. 'আশ-শাহবা' সাদা-কালো বর্ণের গাধা, তবে সাদার প্রভাব বেশি (সম্পাদক)।

٢٧١٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَفَعَهُ قَالَ يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ .

২৭১৪। বুরাইদা (রা) থেকে মরফূ হিসাবে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আলী! বারবার (অননুমোদিত জিনিসের প্রতি) তাকাবে না। তোমার প্রথম দৃষ্টি জায়েয (ও ক্ষমাযোগ্য) হলেও পরের দৃষ্টি (ক্ষমাযোগ্য) নয় (আ, দা, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল শারীকের রিওয়ায়াত হিসাবে আমরা এটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের থেকে পর্দা করবে।

٢٧١٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُوْنَةُ قَالَتْ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ اَقْبَلَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا اُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ .

২৭১৫। উম্মু সালামা (রা) বলেন যে, তিনি ও মাইমূনা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা দু'জন তাঁর কাছে অবস্থানরত থাকতেই ইবনে উম্মু মাকতূম (রা) তাঁর নিকট আসলেন। এটা পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা উভয়ে তার থেকে পর্দা কর। আমি (উম্মু সালামা) বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি কি অন্ধ নন ? তিনি তো আমাদেরকে দেখতেও পারছেন না চিনতেও পাচ্ছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরাও কি অন্ধ, তোমরাও কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না (দা, না, ই)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০
স্বামীদের অনুমতি ছাড়া তাদের স্ত্রীদের কাছে যাওয়া নিষেধ।

٢٧١٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ اَرْسَلَهُ اِلٰى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلٰى اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَاَذِنَ لَهُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَاَلَ الْمَوْلٰى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ اِذْنِ اَزْوَاجِهِنَّ .

২৭১৬। আমর ইবনুল আস (রা)-র মুক্তদাস (আবু কায়েস আবদুর রহমান ইবনে সাবেত) থেকে বর্ণিত। একদা আমর ইবনুল আস (রা) আসমা বিনতে উমাইসের কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনার জন্য তাকে আলী (রা)-র কাছে পাঠান। তিনি তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি (আমর) যখন প্রয়োজনীয় আলাপ শেষ করলেন, তখন উক্ত গোলাম এ সম্পর্কে আমর ইবনুল আস (রা)-কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীদের অনুমতি ছাড়া তাদের স্ত্রীদের কাছে যেতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উকবা ইবনে আমের, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
স্ত্রীলোকের ফিতনাকে ভয় করা।

٢٧١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِى النَّاسِ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

২৭১৭। উসামা ইবনে যায়েদ ও সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার পরে (মানুষের মাঝে) পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের ফিতনার চাইতে মারাত্মক ক্ষতিকর ফিত্না আর রেখে যাচ্ছি না (বু, মু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবী উক্ত হাদীস সুলাইমান আত-তাইমী-আবু উসমান-উসামা ইবনে যায়েদ (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা এই সনদসূত্রে সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের উল্লেখ করেননি। আল-মুতামির ব্যতীত অপর কোন রাবী উপরোক্ত সনদে উসামা ইবনে যায়েদ ও সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)-র উল্লেখ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২
পরচুলার ব্যবহার মাকরূহ।

٢٧١٨. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بِالْمَدِيْنَةِ يَخْطُبُ يَقُوْلُ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ هٰذِهِ الْقُصَّةِ وَيَقُوْلُ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ .

২৭১৮। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন যে, তিনি মুআবিয়া (রা)-কে মদীনায় এক ভাষণে বলতে শুনেছেন ঃ হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব 'কুসসা' (পরচুলা) ব্যবহার করতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি আরো বলতেন ঃ বনী ইসরাঈলগণ তখনি ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের রমণীগণ কুসসা (পরচুলা) ব্যবহার শুরু করে (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুআবিয়া (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩
পরচুলা প্রস্তুতকারিনী ও ব্যবহারকারিনী এবং উলকি উৎকীর্ণকারিনী ও যে উৎকীর্ণ করায়।

٢٧١٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ

الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتٍ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتٍ خَلْقَ اللّٰهِ .

২৭১৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সব নারীর উপর লানত করেছেন, যারা অংগে উলকি উৎকীর্ণ করে ও করায় এবং সৌন্দর্যের জন্য ভ্রূর চুল উপড়িয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে (বু, মু, দা, না, ই, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٧٢٠. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَقَالَ نَافِعٌ الْوَشْمُ فِي اللِّثَةِ .

২৭২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে নারী পরচুলা তৈরি করে এবং যে তা ব্যবহার করে, যে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে করায়, আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। নাফে (র) বলেন, উলকি আঁকা হয় সাধারণত নীচের মাড়িতে। এ অনুচ্ছেদে আইশা, মাকিল ইবনে ইয়াসার, আসমা বিনতে আবু বাক্‌র ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ-উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার-নাফে-ইবনে উমার (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সূত্রে রাবীগণ নাফে (র)-এর বক্তব্যটুকু উল্লেখ করেননি। এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪
পুরুষদের বেশধারিণী নারীগণ।

٢٧٢١. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ .

২৭২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন (আ, ই, দা, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٧٢٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ وَاَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ ٠

২৭২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশধারী নারীদেরকে লানত করেছেন (বু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

নারীদের খোশবু লাগিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ।

٢٧٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْاَةُ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِيْ زَانِيَةٌ ٠

২৭২৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিটি চোখই যেনাকারী। কোন নারী খোশবু লাগিয়ে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে সে অনুরূপ অর্থাৎ যেনাকারিনী (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

নারী-পুরুষের খোশবু ব্যবহার সম্পর্কে।

٢٧٢٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ ٠

১০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষ এমন খোশবু ব্যবহার করবে যার সুগন্ধ প্রকাশ পায় কিন্তু রং গোপন থাকে এবং নারী এমন খোশবু ব্যবহার করবে যার রং প্রকাশ পায় কিন্তু সুগন্ধ গোপন থাকে (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম-আল-জুরাইরী-আবু নাদরা-আত-তাফাবী-আবু হুরায়রা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের মাধ্যমে আমরা আত-তাফাবীর সাথে পরিচিত কিন্তু তার নাম আমাদের কাছে অজ্ঞাত। ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীমের হাদীসটি অধিকতর পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ। এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٧٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خَيْرَ طِيْبِ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَخَيْرَ طِيْبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ وَنَهٰى عَنِ الْمِيْثَرَةِ الْاُرْجُوَانِ ٠

২৭২৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ পুরুষের জন্য উত্তম খোশবু হল যার গন্ধ আছে কিন্তু রং নেই এবং নারীর জন্য উত্তম খোশবু হল যার রং আছে কিন্তু গন্ধ নেই। আর তিনি লাল রেশমের তৈরী আসনে আসীন হতে নিষেধ করেছেন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার প্রত্যাখ্যান করা মাকরূহ।

٢٧٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ اَنَسٌ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ وَقَالَ اَنَسٌ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ ٠

২৭২৬। সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) কখনো খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٧٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ لاَ تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ الدُّهْنُ يَعْنِىْ بِهِ الطِّيْبَ .

২৭২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি বস্তু প্রত্যাখ্যান করা যায় না ঃ (১) বালিশ, (২) সুগন্ধি তৈল ও (৩) দুধ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিমের দাদার নাম জুনদুব এবং তিনি মাদানী।

٢٧٢٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيْفَةَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بَصْرِىٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُعْطِىَ اَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلاَ يَرُدَّهُ فَاِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ .

২৭২৮। আবু উসমান আন-নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে খোশবু (হাদিয়া) দেয়া হলে সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কেননা এটা বেহেশত থেকে নির্গত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান। উক্ত হাদীস ব্যতীত হানানের সূত্রে আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি না তা আমাদের জানা নেই। আবু উসমান আন-নাহদীর নাম আবদুর রহমান ইবনে মাল্ল। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেলেও তাঁকে দেখেননি এবং তাঁর নিকট সরাসরি হাদীসও শুনেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে নারীতে উলঙ্গ অবস্থায় গায়ে গা লাগানো মাকরূহ।

٢٧٢٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةَ حَتّٰى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا .

২৭২৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারী অপর নারীর সাথে বস্ত্রহীন অবস্থায় শরীর মিলিয়ে শোবে না। কেননা সে তার স্বামীর কাছে অপর নারীর দেহের বর্ণনা দিবে এবং মনে হবে যেন সে তাকে চাক্ষুস দেখছে (আ, বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٧٣٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ اَخْبَرَنِى الضَّحَّاكُ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْاَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْضِى الْمَرْاَةُ اِلَى الْمَرْاَةِ فِىْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

২৭৩০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক পুরুষ অপর পুরুষের গুপ্তাংগের দিকে এবং এক নারী অপর নারীর গুপ্তাংগের দিকে তাকাবে না। এক পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে এবং এক নারী আরেক নারীর সাথে বস্ত্রহীন অবস্থায় এক কাপড়ের ভেতর শোবে না (মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

আভরণীয় অঙ্গের হেফাজত করা।

٢٧٣١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالاَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَا

نَاتِىْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ الاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ قَالَ انِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لاَ يَرَاهَا اَحَدٌ فَلاَ تُرِيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اذَا كَانَ اَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُسْتَحِىْ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ ‧

২৭৩১। বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের আভরণীয় অঙ্গের কতটুকু ঢেকে রাখব এবং কতটুকু খোলা রাখতে পারব? তিনি বলেন ঃ তোমার স্ত্রী ও বাঁদী ছাড়া (সবার দৃষ্টি থেকে) তোমার আভরণীয় অঙ্গের হেফাজত কর। রাবী বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কখনো দলের লোকেরা একত্রে মিলিত হলে? তিনি বলেন ঃ তোমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তা ঢেকে রাখবে, কেউ যেন তা না দেখতে পায়। তিনি বলেন, আমি আবারো বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের কেউ যখন নির্জন স্থানে থাকে? তিনি বলেন ঃ মানুষের চাইতে আল্লাহ্‌কে বেশী লজ্জা করা দরকার।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

উরুদেশ আভরণীয় অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

٢٧٣٢. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ الْاَسْلَمِىِّ عَنْ جَدِّهٖ جَرْهَدٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَرْهَدٍ فِى الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَ فَخِذُهٗ فَقَالَ انَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ‧

২৭৩২। জারহাদ আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে জারহাদের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন জারহাদের উরুদেশ খোলা ছিল। তিনি বলেন ঃ উরুদেশও আভরণীয় অঙ্গ (দা, বু, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমার মতে এর সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়।

٢٧٣٣. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَرْهَدٍ الْاَسْلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ‧

২৭৩৩। জারহাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উরুও আভরণীয় অঙ্গ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٢٧٣٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ اَخْبَرَنِى ابْنُ جَرْهَدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطِّ فَخِذَكَ فَاِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ .

২৭৩৪। জারহাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তখন তাঁর উরু অনাবৃত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তোমার উরু ঢেকে রাখ, কেননা এটাও আভরণীয় অঙ্গ (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٧٣٥. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْكُوْفِىُّ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ اَخْبَرَنَا اِسْـــرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ يَحْىٰ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ .

২৭৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উরুও একটি আভরণীয় অঙ্গ।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ ও তার পুত্র মুহাম্মাদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে।

٢٧٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْـعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْـنُ الْيَاسَ وَيُقَالُ ابْنُ اِيَاسٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِىْ حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْـمُسَيَّبِ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيْمٌ يُحِبُّ

الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ فَنَظِّفُوْا أُرَاهُ قَالَ اَفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ نَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ .

২৭৩৬। সালেহ ইবনে আবু হাসসান (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র এবং পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন এবং পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। তিনি মহান ও দয়ালু, মহত্ব ও দয়া ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, দানশীলতাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেক। আমার মনে হয় তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের আশপাশের পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন রাখ এবং ইহূদীদের অনুকরণ করো না। সালেহ বলেন, আমি এ সম্পর্কে মুহাজির ইবনে মিসমারের কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন, আমের ইবনে সাদ তার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস আমার কাছে বলেছেন। তবে তিনি তাতে বলেছেন, তোমাদের আশপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। খালিদ ইবনে ইল্‌য়াস মতান্তরে ইয়াসকে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২
সহবাসের সময় দেহ আবৃত রাখা।

٢٧٣٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَيْزَكَ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا الْاَسْوَادُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَيَّاةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّىْ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَّنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ اِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلٰى اَهْلِه فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ .

২৭৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা উলংগপনা থেকে বেঁচে থাক। কেননা তোমাদের এমন সাথী আছেন (কিরামান-কাতেবীন) যারা পেশাব-পায়খানা ও স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় তোমাদের থেকে পৃথক হন না। সুতরাং তাদের লজ্জা কর এবং সম্মান কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবু মুহাইয়্যার নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ালা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩
গোসলখানায় প্রবেশ করা।

٢٧٣٨. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِيْ سَلِيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ اِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلٰى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ .

২৭৩৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে গোসলখানায় প্রবেশ না করায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন ইযার (লুঙ্গি) পরিহিত অবস্থা ছাড়া গোসলখানায় প্রবেশ না করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন এমন দস্তরখানে (খাদ্যের মজলিসে) না বসে যেখানে মদ পরিবেশন করা হয় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই তাউস-জাবির (রা) বর্ণিত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) বলেন, লাইস ইবনে আবু সুলাইম রাবী হিসাবে সত্যবাদী, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহের শিকার হন। তিনি আরো বলেন, আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন যে, লাইসের রিওয়ায়াতে উৎফুল্ল হওয়া যায় না।

٢٧٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ عُذْرَةَ وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَيَازِرِ .

২৭৩৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষ উভয়কে গোসলখানায় যেঁতে নিষেধ করেছিলেন। পরে অবশ্য পুরুষের লুঙ্গি পরে তথায় যাবার অনুমতি দিয়েছেন (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল হাম্মাদ ইবনে সালামার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ হাদীসের সনদসূত্র তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়।

٢٧٤٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ اَبِى الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ الْهُذَلِيِّ اَنَّ نِسَاءً مِّنْ اَهْلِ حِمْصَ اَوْ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اَنْتُنَّ اللاَّتِىْ يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ امْرَاَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلاَّ هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا .

২৭৪০। আবুল মালীহ আল-হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। একদা হিম্‌স অথবা সিরিয়ার অধিবাসী কয়েকজন মহিলা আইশা (রা)-এর কাছে আসল। তিনি বলেন, তোমরা তো সেই অঞ্চলের অধিবাসী, যার মহিলারা গোসলখানায় প্রবেশ করে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী তার স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও তার কাপড় খোলে, সে তার ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার পর্দা ছিড়ে ফেলে (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪
যে ঘরে ছবি কিংবা কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না।

٢٧٤١. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا طَلْحَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ .

২৭৪১। আবু তালহা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ঘরে কুকুর ও জীবজন্তুর ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٧٤٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ اِسْحٰقَ اَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ طَلْحَةَ عَلٰى اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ نَعُوْدُهُ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ اَوْ صُوْرَةٌ شَكَّ اِسْحٰقُ لاَ يَدْرِىْ اَيُّهُمَا قَالَ .

২৭৪২। রাফে ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আমি ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (র) অসুস্থ আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে দেখতে গেলাম। আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবহিত করেছেন ঃ যে ঘরে (জীবজন্তুর) প্রতিকৃতি অথবা ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। ইসহাক বলেন, ছবির কথা না প্রতিকৃতির কথা বলেছেন, এতে আমার সন্দেহ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٧٤٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَكُوْنَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِىْ كُنْتَ فِيْهِ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ فِىْ بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِىْ بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَيَصِيْرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ تُوْطَانِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجُ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذٰلِكَ الْكَلْبُ جِرْوًا لِلْحَسَنِ اَوِ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَاَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ .

২৭৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বলেন, আমি গত রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু আপনার অবস্থানরত ঘরের দরজায় একটি পুরুষের মূর্তি, ঘরের মধ্যে প্রাণীর ছবিযুক্ত একটি সূক্ষ্ম কাপড়ের পর্দা এবং একটি কুকুর আমাকে ভেতরে ঢুকতে বাধা প্রদান করেছে। সুতরাং আপনি দরজার পাশে রাখা মূর্তিটির মাথা কেটে দিতে আদেশ করুন, তাহলে সেটা গাছের আকৃতি হয়ে যাবে। আর পর্দাটিও কেটে ফেলতে বলুন তাহলে এটা দিয়ে সাধারণ ব্যবহারের জন্য দু'টি গদি বানানো যাবে এবং কুকুরটিকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করলেন। আর কুকুর ছানাটি হাসান কিংবা হুসাইনের চৌকির নীচে বসা ছিল। যাহোক তিনি আদেশ করলেন এবং তদনুযায়ী এটাকেও বের করে দেয়া হল (আ, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আবু তালহা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

পুরুষের জন্য হলুদ রংয়ের কাপড় পরা নিষেধ।

٢٧٤٤. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ يَحْىٰ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৭৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি লাল কাপড় পরিহিত জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দেননি (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আলেমদের মতে এ হাদীসের অর্থ হল, তিনি কুসুম রংয়ের পোশাক অপছন্দ করেন। তাদের মতে কুসুম রং ব্যতীত লাল, মেটে ইত্যাদি রং দ্বারা যদি কাপড় লাল করা হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই।

٢٧٤٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَعَنِ الْمِيْثَرَةِ وَعَنِ الْجِعَةِ قَالَ اَبُو الْاَحْوَصِ وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيْرِ ٠

২৭৪৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি, কাসসী (রেশমী) কাপড়, রেশমী জিনপোষ এবং যবের তৈরী মদ নিষিদ্ধ করেছেন (মু, দা, না)। আবুল আহওয়াস (র) বলেন, জুআ হল মিসরে যব থেকে তৈরী করা এক প্রকার মদ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٧٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَرَدِّ السَّلاَمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ اَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَاٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالْقَسِّىِّ ٠

২৭৪৬। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে বারণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে, রোগীর খোঁজখবর নিতে, হাঁচিদাতার জবাব দিতে, দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করতে, মযলুমের সাহায্য করতে, কসম পূর্ণ করতে এবং সালামের জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি সাতটি কাজ থেকে আমাদের বারণ করেছেন : সোনার আংটি বা শাখা, রূপার পাত্র, রেশমী বস্ত্র, মিহি রেশমী কাপড়, মোটা রেশমী কাপড়, কাসসী কাপড় ব্যবহার করতে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬
সাদা পোশাক পরিধান।

٢٧٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَسُوا الْبَيَاضَ فَانَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ .

২৭৪৭। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সাদা পোশাক পরো। কেননা এটা সবচাইতে পবিত্র ও উত্তম। আর তোমাদের মৃতদেরকেও এ কাপড়ে কাফন দিও (আ, ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭
পুরুষদের লাল রং-এর পোশাক পরিধানের অবকাশ সম্পর্কে।

٢٧٤٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْاَشْعَثِ وَهُوَ ابْنُ سَوَّارٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ لَيْلَةٍ اِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَاِذَا هُوَ عِنْدِيْ اَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ .

২৭৪৮। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক চাঁদনী রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাকিয়ে দেখলাম। তাঁর পরনে ছিল একজোড়া লাল রং-এর পোশাক। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এবং চাঁদের দিকে তাকাতে লাগলাম। তিনিই আমার কাছে চাঁদের চাইতে বেশী সুন্দর মনে হল (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আশআসের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। শোবা ও সুফিয়ান সাওরী-আবু ইসহাক-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরনে একজোড়া লাল পোশাক দেখেছি"। মাহমূদ ইবনে

গাইলান-ওয়াকী-সুফিয়ান-আবু ইসহাক-মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-আবু ইসহাক থেকেও উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসে আরো অধিক বক্তব্য রয়েছে। আমি মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু ইসহাক-আল-বারাআ (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ না জাবির ইবনে সামুরা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি? তিনি উভয় হাদীস সহীহ বলে মত প্রকাশ করেন। এ অনুচ্ছেদে বারাআ ও আবু জুহাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

সবুজ পোশাক সম্পর্কে।

٢٧٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ رِمْثَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ ٠

২৭৪৯। আবু রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি (আ, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উবাইদুল্লাহ ইবনে ইয়াদের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবু রিমসা আত-তাইমীর নাম হাবীব ইবনে হাইয়্যান, মতান্তরে রিফাআ ইবনে ইয়াসরিবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

কালো পোশাক সম্পর্কে।

٢٧٥٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ابْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِّنْ شَعْرٍ اَسْوَدَ ٠

২৭৫০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পশমী চাদর পরিহিত অবস্থায় বের হলেন (মু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০
হলুদ রংয়ের পোশাক সম্পর্কে।

٢٧٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ اَبُوْ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ اَنَّهُ حَدَّثَتْهُ جَدَّتَاهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عُلَيْبَةَ وَدُحَيْبَةَ بِنْتُ عُلَيْبَةَ حَدَّثَتَاهُ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتَا رَبِيْبَتَيْهَا وَقَيْلَةُ جَدَّةُ اَبِيْهِمَا اُمُّ اُمِّهِ اَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتِ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ حَتّٰى جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَعَلَيْهِ تَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ وَقَدْ نَفَضَتَا وَمَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسِيْبُ نَخْلَةٍ .

২৭৫১। কাইলা বিনতে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম। অতঃপর তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। সূর্য প্রখর হয়ে উঠার পর জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরনে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া যাফরানী রং-এর দু'টি পুরানো কাপড় ছিল এবং তাঁর সাথে ছিল ছোট একটি খেজুরের ডাল।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে হাসসানের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। (আল-মুনযিরী বলেন, বিশেষজ্ঞগণ এটিকে গরীব বললেও মূলত তা হাসান হাদীস)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১
পুরুষের জন্য জাফরানী রং এবং জাফরান মিশ্রিত খোশবু লাগানো নিষেধ।

٢٧٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا اسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ .

২৭৫২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে যাফরানী রংয়ের খোশবু ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি শোবা-ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা-আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব-আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ তিনি যাফরানী রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান-আদাম-শোবা (র) বলেন, "পুরুষদের জন্য যাফরান লাগানো নিষেধ" এ কথার অর্থ হল যাফরানী রং-এর খোশবু লাগানো তাদের জন্য নিষেধ।

٢٧٥٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَفْصِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلِّقًا قَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ .

২৭৫৩। ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে খালুক (যাফরান মিশানো খোশবু) ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন ঃ যাও, এটা ধুয়ে ফেল আবার ধুয়ে ফেল, পুনরায় তা লাগিও না (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসের সনদে আতা ইবনুস সাইব (র) থেকে বর্ণনার ব্যাপারে কতিপয় হাদীস বিশারদ মতভেদ করেছেন। আলী (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন, যারা পূর্বে আতা ইবনুস সাইবের নিকট হাদীস শুনেছেন তাদের উক্ত শ্রবণ যথার্থ। আতা ইবনুস সাইব-যাযান সূত্রে বর্ণিত দু'টি হাদীস ব্যতীত তার বরাতে শোবা ও সুফিয়ানের হাদীস শ্রবণের বিষয়টি সঠিক। শোবা বলেন, আতা-যাযান সূত্রে বর্ণিত হাদীসদ্বয় আমি আতার শেষ বয়সে শুনেছি। কথিত আছে যে, শেষ বয়সে আতার স্মরণশক্তি খারাপ হয়ে যায়। এ অনুচ্ছেদে আম্মার, আবু মূসা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২
রেশমী কাপড় পরা (পুরুষের জন্য) নিষেধ।

٢٧٥٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِيْ مَوْلٰى اَسْمَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ

يَذْكُرُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ ·

২৭৫৪। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে আখেরাতে তা পরতে পারবে না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি উমার (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আলী, হুযাইফা, আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যা আমি কিতাবুল লিবাসে উল্লেখ করেছি (১৬৬৫ নং হাদীসের অধীনে দ্র.)। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র মুক্তদাসের নাম আবদুল্লাহ এবং উপনাম আবু উমার। আতা ইবনে রাবাহ ও আমর ইবনে দীনার (র) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩
কুবা পরিধান করা।

٢٧٥٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ اَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَىَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِىْ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَاْتُ لَكَ هٰذَا قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَضِىَ مَخْرَمَةُ ·

২৭৫৫। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি কুবা বণ্টন করলেন; কিন্তু মাখরামাকে এর কিছুই দিলেন না। তখন মাখরামা বলেন, হে পুত্র! চল আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই। তিনি (মিসওয়ার) বলেন, আমি তার সাথে চললাম। (ওখানে পৌঁছে) তিনি বলেন, ভেতরে যাও এবং আমার জন্য তাঁর কাছে (কুবার জন্য) আবেদন কর। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তার জন্য আবেদন করলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাগুলো থেকে একটি কুবা সাথে নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন ঃ এটি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। রাবী বলেন,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ মাখরামা এবার খুশী হয়েছে (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন; এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনে আবু মুলাইকার নাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪
আল্লাহ বান্দার উপর তাঁর নিয়ামতের চিহ্ন দেখতে ভালোবাসেন।

٢٧٥٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّرٰى اَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلٰى عَبْدِهِ ٠

২৭৫৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর দেয়া নিয়ামতের নিদর্শন তাঁর বান্দার উপর দেখতে ভালোবাসেন (অর্থাৎ যাকে যেরূপ নিয়ামত দেয়া হয়েছে তদনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা আল্লাহ পছন্দ করেন)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবুল আহওয়াস, ইমরান ইবনে হুসাইন ও ইবনে মাসঊদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫
কালো রংয়ের চামড়াম মোজা পরিধান করা।

٢٧٥٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ دَلْهَمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّجَّاشِىَّ اَهْدٰى اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ٠

২৭৫৭। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। (বাদশাহ) নাজাশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নকশাবিহীন দু'টি কালো রংয়ের চামড়ার মোজা হাদিয়া প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তা পরিহিত অবস্থায় উযু করলেন এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা এটি দালহামের রিওয়ায়াত থেকে জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইবনে রবীআ এ হাদীস দালহামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

পাকা চুল উপড়িয়ে ফেলা নিষেধ।

٢٧٥٨. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ اِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ .

২৭৫৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকা চুল উপড়িয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ এটা মুসলমানের নূর (দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবদুর রহমান ইবনুল হারিস প্রমুখ এ হাদীস আমর ইবনে শুআইব-তার পিতা-তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

পরামর্শদাতা হল আমানতদার।

٢٧٥٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ .

২৭৫৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরামর্শদাতা হল আমানতদার। (সুতরাং তার আমানত রক্ষা করা কর্তব্য অর্থাৎ কল্যাণময় ও সৎপরামর্শ প্রদান করা উচিত)।

আবু ঈসা বলেন, উম্মু সালামা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা ও ইবনে উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

٢٧٦٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ .

২৭৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার কাছে পরামর্শ তলব করা হয়, সে একজন আমানতদার (দা, না, ই)।

একাধিক রাবী এ হাদীস শাইবান ইবনে আবদুর রহমান আন-নাহ্বীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শাইবান একজন গ্রন্থপ্রণেতা, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ এবং তার উপনাম আবু মুআবিয়া। আবদুল জাব্বার ইবনুল আলা-আল-আত্তার-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আবদুল মালেক ইবনে উমার বলেছেন, আমি হাদীস বর্ণনা করার সময় তা থেকে একটি অক্ষরও কম করি না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

কুলক্ষণ সম্পর্কে।

٢٧٦١. حَدَّثَنَا بْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّؤْمُ فِىْ ثَلاَثَةٍ فِى الْمَرْاَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالدَّابَّةِ .

২৭৬১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (কুলক্ষণে বলতে কিছু থাকলে) এ তিনটিতে থাকত ঃ (১) নারী, (২) ঘর ও (৩) জন্তু (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম যুহ্রীর কতিপয় শাগরিদ অত্র হাদীসের সনদে রাবী হামযার উল্লেখ করেননি। তারা এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

সালেম-তার পিতা–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। অনুরূপভাবে ইবনে আবু উমারও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-যুহ্রী-ইবনে উমার (রা)-র পুত্রদ্বয় সালেম ও হামযা–তাদের পিতা–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান-সুফিয়ান-যুহরী-সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। এ সূত্রে "সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান–হামযা" এভাবে উল্লেখ নাই। সাঈদের রিওয়ায়াত অধিকতর সহীহ। কেননা আলী ইবনুল মাদীনী ও হুমাইদী (র) সুফিয়ানের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। যুহরী আমাদের নিকট এ হাদীস কেবল সালেম–ইবনে উমার (রা) সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। মালেক ইবনে আনাস (র) এ হাদীস যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র পুত্রদ্বয় সালেম ও হামযা থেকে–তাদের পিতার সূত্রে। এ অনুচ্ছেদে সাহল ইবনে সাদ, আইশা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। অধিকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ

اِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِىْ شَيْئٍ فَفِى الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالْمَسْكَنِ ٠

"কোন কিছুতে কুলক্ষণ বলতে কিছু থাকলে, নারী, জন্তু ও ঘরের মধ্যেই থাকত"।

তাছাড়া হাকীম ইবনে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

لاَ شُؤْمَ وَقَدْ يَكُوْنُ الْيُمْنُ فِى الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ ٠

"কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে কখনো কখনো ঘর, নারী ও ঘোড়ার মধ্যে শুভ লক্ষণ (বরকত) দেখা যায়"।

আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ-সুলাইমান ইবনে সুলাইম-ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাবির আত-তাঈ-মুআবিয়া ইবনে হাকীম-তার চাচা হাকীম ইবনে মুআবিয়া (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানাকানি (গোপন আলাপ) করবে না।

٢٧٦٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجٰى (يَنْتَجِىْ) اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا وَقَالَ سُفْيَانُ فِىْ حَدِيْثِهِ لاَ يَتَنَاجٰى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ ٠

২৭৬২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা একত্রে তিনজন থাকবে, তখন দু'জনে যেন তাদের সাথীকে বাদ দিয়ে কানাকানি (গোপন আলাপ) না করে। সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে ঃ দু'জনে যেন তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে গোপন আলাপ না করে, কেননা এতে তার মনে কষ্ট হয় (আ, ই, দা, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আরেক বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَ يَتَنَاجٰى اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُؤْذِى الْمُؤْمِنَ وَاللّٰهُ يَكْرَهُ اَذَى الْمُؤْمِنِ ٠

"একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানাকানি করবে না। কেননা এতে মুনিনের কষ্ট হয়। আর আল্লাহ তো মুমিনকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করেন না"।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (র) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০
ওয়াদা-অঙ্গীকার।

٢٧٦٣. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْيَضَ قَدْ شَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ وَاَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ قَلُوْصًا فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا فَاَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُوْنَا شَيْئًا فَلَمَّا قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَجِئْ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاَخْبَرْتُهُ فَاَمَرَ لَنَا بِهَا .

২৭৬৩। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তিমাভ সাদা দেখলাম এবং তাঁর কিছু চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। আর হাসান ইবনে আলী ছিলেন ঠিক তাঁরই আকৃতির। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে তেরটি উঠতি বয়সের উটনী দেয়ার আদেশ করলেন। কাজেই সেগুলো সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে রওনা হলাম। এমন সময় আমাদের নিকট তাঁর ইনতিকালের খবর এল। সেহেতু লোকেরা আমাদের একটি উটনীও দিল না। অতঃপর আবু বাক্‌র (রা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে বলেন, যার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা আছে, সে যেন হাযির হয়। কাজেই আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে সব কথা খুলে বললাম। তিনি আমাদেরকে উটনীগুলো দেয়ার আদেশ জারী করলেন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মারওয়ান ইবনে মুআবিয়াও নিজস্ব সনদে আবু জুহাইফা (রা) থেকে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। একাধিক রাবী ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু জুহাইফা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, হাসান ইবনে আলী ছিলেন ঠিক তাঁরই সদৃশ। এই বর্ণনায় এতটুকুই আছে।

٢٧٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ ٠

২৭৬৪। আবু জুহাইফা (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি এবং হাসান ইবনে আলী (রা) ছিলেন তাঁর মতই (অবয়ব সম্পন্ন)।

একাধিক রাবী ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু জুহাইফা (রা)-র নাম ওয়াহ্‌ব আস-সুওয়াঈ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১
আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক–এ কথা বলা।

٢٧٦٥. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ اَبَوَيْهِ لِاَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ ٠

২৭৬৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ব্যতীত আর কারো জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্র করতে শুনিনি (অর্থাৎ এমন বলতে শুনিনি যে, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক)।

٢٧٦٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَا سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ قَالَ عَلِيٌّ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَاهُ وَاُمَّهُ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ لَهُ يَوْمَ اُحُدٍ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ وَقَالَ لَهُ ارْمِ اَيُّهَا الْغُلاَمُ الْحَزَوَّرُ ٠

২৭৬৬। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ছাড়া আর কারো জন্য তার পিতা-মাতাকে একত্র করে বলেননি যে, আমর পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক। উহুদ যুদ্ধের দিন

তিনি তাকে (সাদকে) বলেছেন ঃ চালাও তীর, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক। হে তরুণ যুবক! তীর ছুঁড়ো (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে যুবাইর ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীস আলী (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী এ হাদীস ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, উহুদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্র করেছেন (অর্থাৎ তিনি বলেছেন ঃ আমার পিতামাতা তোমার জন্য কোরবান হোক)। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٢٧٦٧. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ .

২৭৬৭। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্র করে বলেছেন ঃ তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

কাউকে "হে আমার পুত্র" বলে সম্বোধন করা।

٢٧٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ شَيْخٌ لَهُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا بُنَىَّ .

২৭৬৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে "হে আমার পুত্র" বলে সম্বোধন করেছেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উক্ত সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে মুগীরা ও উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এছাড়া অন্য সূত্রেও আনাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী আবু উসমান হলেন হাদীসের নির্ভরযোগ্য শায়খ। তার নাম আল-জাদ ইবনে উসমান। শোবা-সহ একাধিক ইমাম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩
ত্বরিৎ সদ্যজাত শিশুর নাম রাখা।

٢٧٦٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الْاَذٰى عَنْهُ وَالْعَقِّ ٠

২৭৬৯। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখতে, মাথা মুণ্ডন করতে এবং আকীকা করতে আদেশ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪
(আল্লাহ্‌র নিকট) পছন্দনীয় নাম।

٢٧٧٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ اَبُوْ عَمْرٍو الْوَرَّاقُ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ صَالِحٍ الْمَكِّىِّ الزَّنْجِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ٠

২৭৭০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান নামই সবচাইতে বেশী পছন্দনীয় (ই, দা, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫
(আল্লাহ্‌র নিকট) অপছন্দনীয় নাম।

٢٧٧١. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ٠

২৭৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলার নিকট আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান নামদ্বয়ই সর্বাধিক প্রিয়।

٢٧٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَافِعٌ وَبَرَكَةٌ وَيَسَارٌ .

২৭৭২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি রাফে, বরকত ও ইয়াসার নাম রাখতে নিষেধ করছি (ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি আবু আহ্‌মাদ-সুফিয়ান-আবুয যুবাইর-জাবির-উমার (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু আহ্‌মাদ নির্ভরযোগ্য রাবী এবং হাদীসের হাফেজ। কিন্তু জাবির (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেই লোকদের কাছে হাদীসটি প্রসিদ্ধ, তাতে উমার (রা)-র উল্লেখ নাই।

٢٧٧٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِىِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحٌ وَّلاَ أَفْلَحُ وَّلاَ يَسَارٌ وَّلاَ نَجِيْحٌ يُقَالُ أَثَمَّ هُوَ فَيُقَالُ لاَ .

২৭৭৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সন্তানদের নাম রাবাহ, আফলাহ, ইয়াসার ও নাজীহ রেখো না। কেউ জিজ্ঞেস করবে, ওখানে অমুক আছে কি ? বলা হবে, না (দা, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٧٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تُسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلاَكِ قَالَ سُفْيَانُ شَاهَانِ شَاهِ وَأَخْنَعُ يَعْنِىْ وَأَقْبَحُ .

২৭৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে সবচাইতে নিকৃষ্ট নাম হবে সেই ব্যক্তির নাম, যে (দুনিয়ায়) 'রাজাধিরাজ' (মালিকুল আমলাক) নাম ধারণ করে। সুফিয়ান বলেন, এর অর্থ হল শাহানশাহ (বু, মু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আখনাউ অর্থ আকবাহু (সর্বাধিক অবাঞ্ছিত)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬
নাম পরিবর্তন করা।

٢٧٧٥. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَاَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اِسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ اَنْتِ جَمِيْلَةُ .

২৭৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া-র নাম পরিবর্তন করে বলেন ঃ তুমি জামীলা (ই, দা, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ–নাফে–ইবনে উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী এটিকে উবাইদুল্লাহ–নাফে–ইবনে উমার (রা) সূত্রে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, আবদুল্লাহ ইবনে মুতী, আইশা, হাকাম ইবনে সাঈদ, মুসলিম, উসামা ইবনে আখদারী, শুরাইহ ইবনে হানী–তার পিতা ও খাইসামা ইবনে আবদুব রহমান–তার পিতা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٧٧٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ الْمُقَدَّمِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْاِسْمَ الْقَبِيْحَ .

২৭৭৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট নামসমূহ পরিবর্তন করে ভালো নাম রেখে দিতেন।

আবু ঈসা বলেন, আবু বাক্র ইবনে নাফে বলেছেন, এই হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে উমার ইবনে আলী কখনো বলেন, হিশাম ইবনে উরওয়া–তার পিতা–নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল হিসাবে। এতে তিনি আইশা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামসমূহ।

٢٧٧٧. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِيْ اَسْمَاءَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِيْ وَاَنَا الْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ .

২৭৭৭। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কতগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আমি আহ্মাদ (সর্বাধিক প্রশংসাকারী), আমি মাহী (বিলীনকারী)। আল্লাহ আমার দ্বারা কুফরী বিলীন করেন। আর আমি হাশের (সমবেতকারী), আমার পদাংক অনুসরণে মানুষকে হাশর করা হবে। আমি আকেব (চূড়ান্ত পরিণতি বা সবার পশ্চাতে আগমনকারী)। আমার পরে কোন নবী নেই (বু, মু, ইত্যাদি)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও ডাকনাম একত্রে মিলিয়ে কারো নাম রাখা নিষেধ।

٢٧٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّجْمَعَ اَحَدٌ بَيْنَ اِسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمِّي مُحَمَّدًا اَبَا الْقَاسِمِ .

২৭৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম ও ডাকনাম মিলিয়ে 'মুহাম্মাদ আবুল কাসেম' এভাবে নাম রাখতে নিষেধ করেছেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٧٧٩. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمَّيْتُمْ بِىْ فَلاَ تَكْتَنُوْا (تَكَنُّوْا) بِىْ .

২৭৭৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখলে একসঙ্গে আমার ডাকনামও রেখো না (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কতক আলেম এটা মাকরূহ মনে করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক আলেম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও ডাকনাম একসাথে মিলিয়ে রেখেছেন।

وَرُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً فِى السُّوْقِ يُنَادِىْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ اَعْنِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِىْ .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বাজারে জনৈক ব্যক্তিকে "হে আবুল কাসেম" বলে ডাক দিতে শুনলেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালে লোকটি বলল, আমি আপনাকে ডাকিনি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আমার ডাকনামে ডাকনাম রেখো না।

আল-হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-ইয়াযীদ ইবনে হারূন-হুমাইদ-আনাস (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণিত। আর এ হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, আবুল কাসেম ডাকনাম রাখা মাকরূহ।

٢٧٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ حَدَّثَنِىْ مُنْذِرٌ وَهُوَ الثَّوْرِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ وُلِدَ لِىْ بَعْدَكَ اُسَمِّيْهِ مُحَمَّدًا وَاُكَنِّيْهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَانَتْ رُخْصَةٌ لِّىْ .

২৭৮০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার পরে যদি আমার কোন ছেলে হয়, তাহলে তার নাম মুহাম্মাদ এবং আপনার ডাকনামে তার ডাকনাম রাখতে পারি কি? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তিনি (আলী) বলেন, এর দ্বারা আমাকে অনুমতি দেয়া হল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯
কতক কবিতা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ।

٢٧٨١. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِىْ غَنِيَّةَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً .

২৭৮১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় হিকমত ও প্রজ্ঞা আছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ এ হাদীসটি ইবনে আবু গানিয়্যার সূত্রে মরফূরূপে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস একাধিকভাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব, ইবনে আব্বাস, আইশা, বুরাইদা, কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ-তার পিতা-তার দাদা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٧٨٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا (حِكْمًا) .

২৭৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাও আছে (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০
কবিতা আবৃত্তি সম্পর্কে।

٢٧٨٣. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ الْـمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِى الْـمَسْجِدِ يَقُوْمُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَتْ يُنَافِحُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَا يُفَاخِرُ اَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৭৮৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবি) হাসসানের জন্য মসজিদে একটি মিম্বর রেখে দিতেন। তিনি তাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৌরবগাঁথা আবৃত্তি করতেন অথবা তিনি (আইশা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে (কাফেরদের কটূক্তির) জবাব দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ আল্লাহ রূহুল কুদুস জিবরাঈলের মাধ্যমে হাসসানকে সহায়তা করেন, যতক্ষণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৌরবগাঁথা আবৃত্তি করে অথবা (কাফেরদের তিরস্কারের) জবাব দেয় (বু)।

ইসমাঈল ইবনে মূসা ও আলী ইবনে হুজর-ইবনে আবুয যিনাদ–তার পিতা–উরওয়া–আইশা (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আল-বারাআ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। এটি ইবনে আবুয যিনাদের হাদীস।

٢٧٨٤. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْـبَرَنَا عَبْـدُ الرَّزَّاقِ اَخْـبَرَنَا جَعْـفَرُ بْنُ سُلَيْـمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِىْ وَهُوَ يَقُوْلُ :

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ + اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِهِ .

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ + وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ حَرَمِ اللّٰهِ تَقُوْلُ الشِّعْرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهِىَ اَسْرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ .

২৭৮৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাযা উমরা আদায় করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) তাঁর সামনে সামনে এই কবিতা বলে হেটে যাচ্ছিলেন ঃ

"হে বনী কুফফার! ছেড়ে দে তাঁর চলার পথ। আজি মারব তোদের কুরআনের ভাষায় মারার মত। কল্লা উড়ে যাবে তোদের গর্দান হতে, বন্ধু হবে বন্ধু থেকে জুদা তাতে"।

উমার (রা) তাকে বলেন, হে ইবনে রাওয়াহা! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ্র হেরেমের সামনে কবিতা বলছ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ উমার! তাকে বলতে দাও। কেননা এই কবিতা তীরের চাইতেও দ্রুতগতিতে গিয়ে তাদের (কাফেরদের) যখমকারী (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উক্ত সূত্রে হাসান, সহীহ ও গরীব। আবদুর রাযযাকও এ হাদীসটি মামার-যুহরী-আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি ছাড়াও অপর হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা উমরা আদায় করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং কাব ইবনে মালেক (রা) তাঁর সামনে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন"। মুহাদ্দিসগণের কাছে এ বর্ণনা অধিকতর সহীহ। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) মুতার যুদ্ধে শহীদ হন। আর এ উমরাতুল কাযার ঘটনা ছিল সে যুদ্ধের অনেক পরে।

٢٧٨٥. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قِيْلَ لَهَا هَلْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشَىْءٍ مِّنَ الشِّعْرِ قَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَيَقُوْلُ «وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَّمْ تُزَوِّدِ» .

২৭৮৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি উপমা দেবার জন্য কবিতা পাঠ করতেন ? তিনি বলেন, তিনি ইবনে রাওয়াহার এ কবিতা আবৃত্তি করে উপমা দিতেন (আ, না) ঃ

"যাকে তুমি দাওনি তোশা, খবর আনবে সে নিশ্চয়"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٧٨٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ (قَوْلُ) لَبِيْدٍ اَلاَ كُلُّ شَيْئٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ» .

২৭৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আরব কবিদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম ও সত্য কথা বলেছে লাবীদ। আর তা হল ঃ আলা কুল্লু শাইয়িন মা খালাল্লাহা বাতিলুন (শোন হে মানুষ ভাই)! আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাওরী প্রমুখ এ হাদীসটি আবদুল মালেক ইবনে উমাইর থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٧٨٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فَكَانَ اَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكَرُوْنَ اَشْيَاءَ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ فَرُبَّمَا يَتَبَسَّمُ مَعَهُمْ .

২৭৮৭। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শতাধিক বৈঠকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। সে সব বৈঠকে তাঁর সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলিয়া যুগের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। তিনি সেগুলো চুপ করে শুনতেন এবং কখনো কখনো মুচকি হাসতেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। জুহাইরও এ হাদীস সিমাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

তোমাদের কারো পেট কবিতার চাইতে বমি দ্বারা ভর্তি করাই উত্তম।

٢٧٨٨. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عَمِّيْ يَحْيَ ابْنُ عِيْسَى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا .

২৭৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পেট (নষ্ট) কবিতার চাইতে বমিতে ভর্তি থাকাই উত্তম (বু, মু, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ, আবু সাঈদ, ইবনে উমার ও আবুদ দারদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٧٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا .

২৭৮৯। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (খারাপ ও চরিত্র বিধ্বংসী) কবিতার চাইতে তোমাদের কারো পেট বমি দ্বারা ভর্তি করাই উত্তম (ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

বাকপটুতা ও বাগ্মিতা।

٢٧٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَبْغَضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ .

২৭৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সেসব বাকপটু বাগ্মী ব্যক্তিদেরকে ঘৃণা করেন, যারা গরুর জাবর কাটার ন্যায় কথা বলে (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে সাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

(পাত্র ঢেকে রাখা ও বাতি নিভিয়ে দেয়া)।

٢٧٩١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ شِنْظِيْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِّرُوا الْاٰنِيَةَ وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَاَحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ .

২৭৯১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা খাবারের পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, মশক বা পানির পাত্রগুলোর মুখ বন্ধ করে দিও, দরজাগুলো বন্ধ করে দিও এবং (শোবার সময়) বাতিগুলো নিভিয়ে দিও। কেননা ছোট্ট ইঁদুরগুলো অনেক সময় বাতির সলিতা টেনে নিয়ে যায় এবং ঘরের সবাইকে জ্বালিয়ে দেয় (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। জাবির (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

(উটকে তার প্রাপ্য দাও)।

٢٧٩٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَاَعْطُوا الْاِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوْا بِهَا نِقْيَهَا وَاِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَاِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَاْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ .

২৭৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোন উর্বর তৃণভূমি দিয়ে সফর করবে, তখন যমীন থেকে উটকে তার প্রাপ্য দিবে, (চরেফিরে খাবার সুযোগ দিও) এবং শুষ্ক ও উষর ভূমি সফর করলে খুব দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম কর, যাতে জন্তুযানের শক্তি বহাল থাকে। আর তোমরা শেষরাতে কোন মনযিলে যাত্রাবিরতি করলে রাস্তা ছেড়ে বিশ্রাম নিবে। কারণ এ পথ হল পশুর এবং রাতে বিচরণশীল কীট-পতঙ্গের আশ্রয়স্থল (মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

(দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমানো নিষেধ)।

٢٧٩٣. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّنَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ .

২৭৯৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির-জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবদুল জাব্বার ইবনে উমার আল-আইলীকে দুর্বল রাবী বলা হয়েছে।

٢٧٩٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الْاَيَّامِ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .

২৭৯৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তাহের দিনসমূহে আমাদেরকে ওয়াজ-নসীহতের ব্যাপারে আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে আমরা বিরক্ত না হয়ে যাই (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-সুলাইমান আল-আমাশ-শাকীক ইবনে সালামা-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬
(নিয়মিত আমল অল্প হলেও পছন্দনীয়)।

٢٧٩٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَا مَا دِيْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ .

২৭৯৫। আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা ও উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ধরনের আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বেশী পছন্দনীয় ছিল? তারা বলেন, যে আমল নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয় (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এ সূত্রে গরীব। হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই আমল বেশী পছন্দ করতেন, যা নিয়মিত করা হয়। হারূন-ইসহাক আল-হামদানী-আবদা-হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আইশা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অধ্যায় ঃ ৪৪

ابوابُ الاَمثَالِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

(উপমা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

(বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া উপমা)

٢٧٩٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ النَّوَاسِ ابْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ ضَرَبَ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا عَلٰى كَنَفَيِ الصِّرَاطِ زُوْرَانِ لَهُمَا اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ عَلَى الْاَبْوَابِ سُتُوْرٌ وَدَاعٍ يَدْعُوْ عَلٰى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُوْ فَوْقَهُ (وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ) وَالْاَبْوَابُ الَّتِيْ عَلٰى كَنَفَيِ الصِّرَاطِ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ يَقَعُ اَحَدٌ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ حَتّٰى يَكْشِفَ السِّتْرُ وَالَّذِيْ يَدْعُوْ مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ .

২৭৯৬। আন-নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা এভাবে সোজা রাস্তার একটি উপমা দিয়েছেন–রাস্তার দু'ধারে দু'টি প্রাচীর। প্রাচীর দু'টোতে রয়েছে অনেকগুলো খোলা দরজা। এগুলোতে পর্দা ঝুলানো রয়েছে। রাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে একজন আহবানকারী আহবান করছেন। অপর এক আহবানকারী পথের উপরে থেকে ডাকছেন। "আর আল্লাহ শান্তিময় আবাসের দিকে ডাকছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সোজা পথে হেদায়াত দান করেন" (সূরা ইউনুস ঃ ২৫)। রাস্তার দু'ধারে দরজাগুলো হল আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ। সুতরাং কেউ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তাতে (দরজার) পর্দা সরে যায়। আর যে আহবায়ক উপর থেকে ডাকছেন তিনি হলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপদেশদাতা (আ, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি, আমি যাকারিয়া ইবনে আদীকে বলতে শুনেছি, আবু ইসহাক আল-ফাযারী বলেছেন, রাবী বাকিয়্যা বিশ্বস্ত রাবীগণের সূত্রে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত যে কোন রাবীর সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করুন তা গ্রহণ করো না।

٢٧٩٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَاَنَّ جِبْرِيْلَ عِنْدَ رَاْسِيْ وَمِيْكَالَ عِنْدَ رِجْلَيَّ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اضْرِبْ لَهُ مَثَلاً فَقَالَ اسْمَعْ سَمِعَتْ اُذُنُكَ وَاعْقِلْ عَقَلَ قَلْبُكَ اِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ اُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكٍ اتَّخَذَ دَارًا ثُمَّ بَنٰى فِيْهَا بَيْتًا ثُمَّ جَعَلَ فِيْهَا مَائِدَةً ثُمَّ بَعَثَ رَسُوْلاً يَدْعُو النَّاسَ اِلٰى طَعَامِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَجَابَ الرَّسُوْلَ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَرَكَهُ فَاللهُ هُوَ الْمَلِكُ وَالدَّارُ الْاِسْلاَمُ وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ وَاَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُوْلٌ فَمَنْ اَجَابَكَ دَخَلَ الْاِسْلاَمَ وَمَنْ دَخَلَ الْاِسْلاَمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَكَلَ مَا فِيْهَا .

২৭৯৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আমাদের কাছে এসে বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, জিবরাঈল (আ) যেন আমার মাথার দিকে এবং মীকাঈল (আ) আমার পদদ্বয়ের দিকে আছেন। তাঁদের একজন তাঁর সাথীকে বলছেন, তাঁর কোন উপমা দিন। তিনি বলেন, তাহলে শুনুন। আপনার কান যেন শুনে এবং আপনার অন্তর যেন হৃদয়ঙ্গম করে। আপনার ও আপনার উম্মাতের উপমা এই যে, কোন বাদশাহ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলেন এবং তাতে একটি ঘর তৈরি করলেন, অতঃপর তাতে রকমারি খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা রাখলেন। অতঃপর তিনি একজন আহবানকারীকে পাঠালেন লোকদেরকে খাদ্য গ্রহণের দাওয়াত দিতে। একদল লোক তার আহবানে সাড়া দিল এবং অপর দল তা প্রত্যাখ্যান করল। আল্লাহ হলেন সেই বাদশাহ, প্রাসাদটি হল ইসলাম, ঘরটি হল বেহেশত। আর হে মুহাম্মাদ! আপনি সেই আহবানকারী। যে ব্যক্তি আপনার আহ্বানে সাড়া দিল সে ইসলামে প্রবেশ করল,

আর যে ইসলামে প্রবেশ করল সে বেহেশতে প্রবেশ করল। যে বেহেশতে যাবে সে তাতে যা আছে তা আহার করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল। সাঈদ ইবনে আবু হিলাল জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেননি। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্যভাবে আরো সহীহ সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٢٧٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَتّٰى خَرَجَ بِهِ اِلٰى بَطْحَاءِ مَكَّةَ فَاَجْلَسَهُ ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا ثُمَّ قَالَ لاَ تَبْرَحَنَّ خَطَّكَ فَاِنَّهُ سَيَنْتَهِىْ اِلَيْكَ رِجَالٌ فَلاَ تُكَلِّمْهُمْ فَاِنَّهُمْ لَنْ يُكَلِّمُوْكَ قَالَ ثُمَّ مَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ اَرَادَ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ فِىْ خَطِّىْ اِذْ اَتَانِىْ رِجَالٌ كَاَنَّهُمُ الزُّطُّ اَشْعَارُهُمْ وَاَجْسَامُهُمْ لاَ اَرٰى عَوْرَةً وَّلاَ اَرٰى قِشْرًا وَيَنْتَهُوْنَ اِلَىَّ لاَ يُجَاوِزُوْنَ الْخَطَّ ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ لٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَنِى وَاَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَقَدْ اُرَانِىْ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَىَّ فِىْ خَطِّىْ فَتَوَسَّدَ فَخِذِىْ فَرَقَدَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَقَدَ نَفَخَ فَبَيْنَا اَنَا قَاعِدٌ وَّرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَسِّدٌ فَخِذِىْ اِذَا اَنَا بِرِجَالٍ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيْضٌ اللّٰهُ اَعْلَمُ مَا بِهِمْ مِّنَ الْجَمَالِ فَانْتَهَوْا اِلَىَّ فَجَلَسَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالُوْا بَيْنَهُمْ مَا رَاَيْنَا عَبْدًا قَطُّ اُوْتِىَ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ هٰذَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ وَقَلْبُهُ يَقْظَانُ اِضْرِبُوْا لَهُ مَثَلاً مَثَلُ سَيِّدٍ بَنٰى قَصْرًا ثُمَّ جَعَلَ مَادُبَةً (مَائِدَةً) فَدَعَا

النَّاسَ اِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ فَمَنْ اَجَابَهُ اَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ اَوْ قَالَ عَذَّبَهُ ثُمَّ ارْتَفَعُوا وَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ مَا قَالَ هٰؤُلاَءِ وَهَلْ تَدْرِىْ مَنْهُمْ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ هُمُ الْمَلاَئِكَةُ فَتَدْرِىْ مَا الْمَثَلُ الَّذِىْ ضَرَبُوْهُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ الْمَثَلُ الَّذِىْ ضَرَبُوْهُ الرَّحْمٰنُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بَنَى الْجَنَّةَ وَدَعَا اِلَيْهَا عِبَادَهُ فَمَنْ اَجَابَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ اَوْ عَذَّبَهُ ·

২৭৯৮। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়লেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে হাত ধরে মক্কার কংকরময় স্থান বাত্‌হায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তাকে বসালেন। তিনি তার চার পাশে একটি বৃত্তরেখা টানলেন এবং বললেন ঃ তুমি এ রেখা থেকে সরবে না। তোমার কাছে পর্যন্ত কয়েকজন লোক আসবে। তুমি তাদের সাথে কোন কথা বলবে না। তারাও তোমার সাথে কথা বলবে না। এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে ইচ্ছা চলে গেলেন। আমি আমার বৃত্তের মধ্যে বসা। হঠাৎ কয়েকজন লোক আসল। তাদের চুল ও শারীরিক অবস্থা দেখে মনে হল যেন তারা জাঠ সম্প্রদায়ের। তাদের উলংগও দেখা যাচ্ছিল না আবার পোশাক পরিহিতও মনে হচ্ছিল না। তারা আমার কাছেই এগিয়ে এলো কিন্তু বৃত্তরেখা অতিক্রম করল না। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বেরিয়ে গেল। শেষ রাত পর্যন্ত তারা আর ফিরে এলো না। আমি তখনও বসা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে বলেন ঃ আমি আজ সন্ধ্যারাত থেকেই ঘুমাতে পারিনি। তিনি বৃত্তের মধ্যে ঢুকলেন এবং আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতেন তখন তাঁর নাক ডাকতো। আমি বসে রইলাম আর তিনি আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে রইলেন। হঠাৎ আমি সাদা পোশাকধারী কয়েকজন লোক দেখতে পেলাম। তাদেরকে কত যে সুন্দর দেখা যাচ্ছিল সেটা আল্লাহ মালুম। তারা আমার কাছে এলো এবং তাদের একদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার কাছে আর একদল পদদ্বয়ের কাছে বসে পড়লো। অতঃপর তাদের কয়েকজন বলল, এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা

দেয়া হয়েছে আর কাউকে এরূপ দিতে দেখিনি। তাঁর দু'টি চোখ ঘুমিয়ে থাকলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকে। তোমরা তাঁর একটা উপমা বর্ণনা কর। (উদাহরণ) এক নেতা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলেন, অতঃপর মেহমানদারির আয়োজন করে লোকদেরকে পানাহারের জন্য দাওয়াত করলেন। যারা তার দাওয়াত কবুল করল তারা মেহমানীর খাবার ও পানীয় গ্রহণ করল, আর যারা দাওয়াত কবুল করেনি তিনি তাদের শাস্তি দিলেন। এই বলে তারা উঠে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেগে উঠলেন। তিনি বললেন ঃ এরা যা বলেছে আমি শুনেছি। তুমি কি জান এরা কারা? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ এরা হল ফেরেশতা। এরা যে উপমা বর্ণনা করল তা কি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন ঃ তারা যে উপমা দিল, তার অর্থ হল ঃ আল্লাহ বেহেশত তৈরি করলেন এবং তার বান্দাদেরকে সেদিকে আহবান করলেন। যারা তার ডাকে সাড়া দিয়েছে তারা বেহেশতে যাবে, আর যারা সাড়া দেয়নি তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব এবং এ সূত্রে সহীহ। আবু তামীমার নাম তরীফ ইবনে মুজালিদ। আবু উসমান আন-নাহদীর নাম আবদুর রহমান ইবনে মাল্ল (মুল্ল, মিল্ল)। সুলাইমান আত-তাইমী হলেন তরখানের পুত্র। কিন্তু তিনি তাইম গোত্রে অবস্থান করতেন বলে তাদের সাথে যুক্ত করে তাকে তাইমী বলা হয়। আলী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন, আমি সুলাইমান আত-তাইমীর তুলনায় আল্লাহ্কে অধিক ভয় করতে আর কাউকে দেখিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অপরাপর নবীগণের উপমা)

٢٧٩٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ بَصَرِىٌّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ كَرَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَكْمَلَهَا وَاَحْسَنَهَا اِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهَا وَيَقُوْلُوْنَ لَوْ لاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ .

২৭৯৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ও অপরাপর সকল নবীর উপমা এই যে, যেমন এক ব্যক্তি একটি ঘর তৈরি করলেন। তিনি এটিকে পূর্ণাংগ ও

অত্যন্ত মনোরম করলেন। কিন্তু একটি ইঁটের স্থান বাকী (ফাঁকা) রয়ে গেল। লোকজন এ বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং (কারুকার্য ও সৌন্দর্য) দেখে বিস্মিত হয় আর বলে, যদি এই একটি ইটের স্থান খালি না থাকত (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উক্ত সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও উবাই ইবনে কাব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। (অন্যান্য রিওয়ায়াতে উক্ত হাদীসের শেষে আরো আছে ঃ আমিই হলাম সেই ইট, আমার দ্বারা নবুওয়াতরূপ প্রাসাদের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করা হয়েছে। অতএব আমার পরে আর কোন নবী নেই)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

(নামায, রোযা ও দান-খয়রাতের উপমা)

٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ اَنَّ اَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ اَنَّ الْحٰرِثَ الْاَشْعَرِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنْ يَّعْمَلَ بِهَا وَيَاْمُرَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنْ يَّعْمَلُوْا بِهَا وَاِنَّهُ كَادَ اَنْ يُّبْطِئَ بِهَا فَقَالَ عِيْسٰى اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَاْمُرَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنْ يَّعْمَلُوْا بِهَا فَاِمَّا اَنْ تَاْمُرَهُمْ وَاِمَّا اَنْ اٰمُرَهُمْ فَقَالَ يَحْيٰى اَخْشٰى اِنْ سَبَقْتَنِىْ بِهَا اَنْ يُّخْسَفَ بِىْ اَوْ اُعَذَّبَ فَجَمَعَ النَّاسَ فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَامْتَلاَ الْمَسْجِدُ وَقَعَدُوْا عَلَى الشُّرَفِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنْ اَعْمَلَ بِهِنَّ وَاٰمُرَكُمْ اَنْ تَعْمَلُوْا بِهِنَّ اَوَّلُهُنَّ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاِنَّ مَثَلَ مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِشْتَرٰى عَبْدًا مِّنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ اَوْ وَرِقٍ فَقَالَ هٰذِهِ دَارِىْ وَهٰذَا عَمَلِىْ فَاعْمَلْ وَاَدِّ اِلَىَّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّىْ اِلٰى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَاَيُّكُمْ يَرْضٰى اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدُهُ كَذٰلِكَ وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ فَاِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِىْ صَلاَتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ وَاٰمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَاِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ

رَجُلٍ فِيْ عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيْهَا مِسْكٌ فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ اَوْ يُعْجِبُهُ رِيْحُهَا وَاِنَّ رِيْحَ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَاٰمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَاَوْثَقُوْا يَدَهُ اِلٰى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوْهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهُ فَقَالَ اَنَا اَفْدِيْهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ فَفَدٰى نَفْسَهُ مِنْهُمْ وَاٰمُرُكُمْ اَنْ تَذْكُرُوا اللّٰهَ فَاِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِيْ اَثَرِهِ سِرَاعًا حَتّٰى اِذَا اَتٰى عَلٰى حِصْنٍ حَصِيْنٍ فَاَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذٰلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلاَّ بِذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللّٰهُ اَمَرَنِيْ بِهِنَّ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْجِهَادِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يَّرْجِعَ (يُرَاجِعَ) وَمَنِ ادَّعٰى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَاِنَّهُ مِنْ جُثٰى جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ صَلّٰى وَصَامَ قَالَ وَاِنْ صَلّٰى وَصَامَ فَادْعُوْا بِدَعْوَى اللّٰهِ الَّذِيْ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللّٰهِ .

২৮০০। আল-হারিস আল-আশআরী (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-কে পাঁচটি বিষয়ের হুকুম করলেন যেন তিনি নিজেও তদনুযায়ী আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও আমল করার আদেশ করেন। তিনি এ নির্দেশগুলো লোকদের জানাতে বিলম্ব করলে ঈসা (আ) তাঁকে বলেন ঃ আল্লাহ আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনি তদনুযায়ী আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও আমল করার আদেশ করেন। এখন আপনি তাদের এগুলো করতে নির্দেশ দিন, নতুবা আমিই তাদেরকে সেগুলো করতে নির্দেশ দিব। ইয়াহ্ইয়া (আ) বলেন ঃ আপনি যদি এ বিষয়ে আমার অগ্রবর্তী হয়ে যান তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, আমাকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে কিংবা আযাব নেমে আসবে। সুতরাং তিনি লোকদেরকে বায়তুল মাকদিসে একত্র করলেন। সব লোক সমবেত হওয়াতে ঘর ভরে গেল, এমনকি তারা ঝুলন্ত বারান্দায় গিয়েও বসল। অতঃপর ইয়াহ্ইয়া (আ) তাদের বলেন ঃ আল্লাহ আমাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেন আমি তদনুযায়ী আমল করি এবং তোমাদেরকেও আমল করার আদেশ করি। এগুলোর প্রথম নির্দেশটি হল ঃ তোমরা

আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে তার উপমা হল এমন ব্যক্তি যে তার খালেস সম্পদ অর্থাৎ সোনা অথবা রূপার বিনিময়ে একটি দাস খরিদ করল। সে তাকে (বাড়ী এনে) বলল, এটা আমার বাড়ী আর এগুলো আমার কাজ। তুমি কাজ করবে এবং আমাকে আমার প্রাপ্য দিবে। অতঃপর সেই দাস কাজ করত ঠিকই কিন্তু মালিকের প্রাপ্য দিয়ে দিত অন্যকে। তোমাদের কে স্বীয় দাসের এরূপ আচরণে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? আর আল্লাহ তোমাদেরকে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা নামায আদায়কালে এদিক ওদিক তাকাবে না। কেননা বান্দা নামাযে এদিক সেদিক না তাকানো পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর চেহারা নামাযীর চেহারার দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন। আর আমি তোমাদের রোযার নির্দেশ দিচ্ছি। এর উপমা হল সেই ব্যক্তি যে কস্তুরীভর্তি একটি থলেসহ একদল লোকের সংগে আছে। দলের সকলের নিকট কস্তুরীর সুগন্ধ অত্যন্ত ভালো লাগে। আর রোযাদারের মুখের সুগন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে কস্তুরীর সুগন্ধের চাইতেও প্রিয়। আমি তোমাদের দান-খয়রাত করার আদেশ দিচ্ছি। এর উপমা হল সেই ব্যক্তি যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে ফেলেছে এবং তাকে হত্যার জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে বলল, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পদ তোমাদের দিচ্ছি। অতঃপর সে মালের বিনিময়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল (দান-খয়রাতের মাধ্যমেও বান্দা নিজেকে বিপদমুক্ত করে নেয়)। আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি যেন তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির কর। যিকিরের উপমা হল সেই ব্যক্তি যার দুশমনরা তার পিছু ধাওয়া করছে। অবশেষে সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে শত্রু থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করল। তদ্রূপ কোন বান্দা আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত নিজেকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমিও তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন। কথা শুনবে, আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হল সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় থেকে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়া যুগের রীতিনীতির দিকে আহবান করে সে দোযখীদের দলভুক্ত। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে যদি নামায পড়ে, রোযা রাখে তবুও? তিনি বলেন ঃ হাঁ, সে যদি নামায-রোযাও করে তবুও। সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ্‌র ডাকেই নিজেদের ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মুমিন ও আল্লাহ্‌র বান্দা নাম রেখেছেন (না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী বলেন, আল-হারিস আল-আশআরী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেন। এটি ছাড়া তাঁর বর্ণিত আরো হাদীস আছে। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবু দাউদ আত-তাইয়ালিসী-আবান ইবনে ইয়াযীদ-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর-যায়েদ ইবনে সাল্লাম-আবু সাল্লাম-আল-হারিস আল-আশআরী (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে একই মর্মে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু সাল্লামের নাম মামতূর। উক্ত হাদীস আলী ইবনুল মুবারক-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর সূত্রেও বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

(যে মুসলমান কুরআন পাঠ করে আর যে করে না তাদের উপমা)

٢٨٠١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ (أُتْرُنْجَة) رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ رِيْحُهَا مُرٌّ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

২৮০১। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন পাঠকারী মুমিনের উপমা হল লেবুর মত যার গন্ধও সুবাসিত, স্বাদও ভালো। আর কুরআন পাঠ করে না যে মুমিন তার উপমা হল খেজুরের মত যার কোন গন্ধ নেই, তবে স্বাদ খুব মিষ্ট। আর কুরআন পাঠকারী মুনাফিক হল রায়হানা ফুলের ন্যায় যার গন্ধ ভালো কিন্তু স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। কুরআন পাঠ করে না এমন মুনাফিক হল মাকাল ফলের মত যার গন্ধও তিক্ত স্বাদও তিক্ত (বু, মু, দা, না, ই, মা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শোবাও এ হাদীস কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٨٠٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيَاحُ

تُفَيِّئُهُ وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ بَلاَءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّجَرَةِ الْأَرْزِ لاَ تَهْتَزُّ حَتّٰى تُسْتَحْصَدَ .

২৮০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিনের উপমা হল ক্ষেতের শস্যের মত যাকে বাতাস সর্বদা আন্দোলিত করতে থাকে। মুনাফিক হল বট গাছের ন্যায় যা বাতাসে না হেললেও (ঝড়ে) সমূলে উৎপাটিত হয় (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٠٣. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حَدِّثُوْنِيْ مَا هِيَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيْ شَجَرِ الْبَوَادِيْ وَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَقُوْلَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بِالَّذِيْ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ فَقَالَ لَاَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِيْ كَذَا وَكَذَا .

২৮০৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গাছসমূহের মধ্যে একটি গাছ এমন যার পাতা কখনও ঝরে না। সেটিই হল মুমিনের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বল, সেটা কোন গাছ? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সকলেই পাহাড়ী বা জংলী গাছ সম্পর্কে ধারণা করতে লাগল কিন্তু আমার মনে হল সেটা নিশ্চই খেজুর গাছ। অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেটা খেজুর গাছ। অথচ আমি সেটা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম (বয়সে ছোট হওয়ার কারণে তা বলিনি)। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আমার মনের ধারণা উমার (রা)-র নিকট ব্যক্ত করলাম। তিনি বলেন,তুমি যদি সেই কথাটা বলে দিতে তাহলে সেটা আমার কাছে এত এত সম্পদের চাইতেও প্রিয় হত (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
(পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা)

٢٨٠٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌ قَالُوْا لاَ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ٠

২৮০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি মনে কর, যদি তোমাদের কারো বাড়ীর আংগিনায় একটি ঝর্ণা থাকে আর সে রোজ পাঁচবার তাতে গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? তাঁরা বলেন, না, কোন ময়লাই থাকবে না। তিনি বলেন ঃ ঠিক তদ্রূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায। এগুলোর সাহায্যে আল্লাহ গুনাহসমূহ বিলীন করে দেন (বু, মু, না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কুতাইবা-বাক্‌র ইবনে মুদার আল-কুরাশী-ইবনুল হাদ (র) থেকে এ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
(এই উম্মাতের সূচনা ও সমাপ্তি উভয়ই উত্তম)

٢٨٠٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَ الْاَبَحُّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ اُمَّتِيْ مَثَلُ الْمَطَرِ لاَ يُدْرٰى اَوَّلُهُ خَيْرٌ اَمْ اٰخِرُهُ ٠

২৮০৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত হল সেই বৃষ্টির মত যার প্রথম ভাগ অধিক ভালো না শেষ ভাগ তা জানা যায় না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আম্মার, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইবনে মাহদী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া

আল-আবাহ্‌কে বিশ্বস্ত রাবী বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলতেন, ইনি হলেন আমাদের অন্যতম শায়খ (শিক্ষক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

(মানুষ এবং তার আয়ু ও কামনা-বাসনার উপমা)

٢٨٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا هٰذِهِ وَهٰذِهِ وَرَمٰى بِحَصَاتَيْنِ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ هٰذَاكَ الْاَمَلُ وَهٰذَاكَ الْاَجَلُ .

২৮০৬। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে বলেন ঃ এটা এবং ওটা কিসের উপমা তোমরা জান কি? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন ঃ এটা হল মানুষের আশা-আকাংখা এবং এটা হল তার আয়ু।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সূত্রে গরীব।

٢٨٠٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا النَّاسُ كَاِبِلٍ مِائَةٍ لاَ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيْهَا رَاحِلَةً .

২৮০৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের উপমা হল যেমন–এক শত উট যার মধ্যে কোন ব্যক্তি একটি সওয়ারীযোগ্য বাহনও পায় না (অর্থাৎ শতকরা একজনও সত্যিকার মানুষ পাওয়া দুষ্কর) (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٠٨. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ لاَ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً قَالَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا النَّاسُ كَاِبِلٍ مِائَةٍ لاَ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً اَوْ قَالَ لاَ تَجِدُ فِيْهَا اِلاَّ رَاحِلَةً .

২৮০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষের দৃষ্টান্ত হল এক শত উট, তুমি যার মধ্যে একটি উটও সওয়ারীর উপযুক্ত পাবে না। অথবা তিনি বলেছেন ঃ এগুলোর মধ্যে তুমি একটি ছাড়া আরোহণযোগ্য কোন উট পাবে না।

٢٨٠٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ اُمَّتِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتِ الزُّبَابُ (الدَّوَابُّ) وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا وَاَنَا اٰخُذُ (اٰخِذٌ) بِحُجَزِكُمْ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا ٠

২৮০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার ও আমার উম্মাতের উপমা হল এমন এক ব্যক্তি, যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। অতঃপর কীট-পতঙ্গ তাতে এসে ঝাপিয়ে পড়তে লাগল। আর আমি তোমাদের কোমর ধরে (আগুনে পতিত হওয়া থেকে) বাধা দিচ্ছি, কিন্তু তোমরা তাতে ঝাপিয়ে পড়ছ (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨١٠. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِيْمَا خَلاَ مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغَارِبِ الشَّمْسِ وَاِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ اِسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِىْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِىْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلَى الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنَّهُ فَضْلِىْ اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ ٠

২৮১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মাতগণের তুলনায় তোমাদের আয়ুষ্কাল হল আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। তোমাদের ও ইহূদী-খৃস্টানদের উপমা হল এই যে, এক ব্যক্তি কিছু সংখক শ্রমিক নিয়োগ করতে চাইল। সে বলল, কে আছে এমন যে এক কীরাতের বিনিময়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দিবে? অতএব ইহূদীরা এক কীরাতের বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল। লোকটি আবার বলল, কে আছ এমন যে এক কীরাতের বিনিময়ে দুপুর থেকে আসরের নামাযের সময় পর্যন্ত আমার কাজ করে দিবে? এবার নাসারাগণ এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। অতঃপর তোমরা আসর নামাযের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কীরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। এতে ইহূদী-খৃস্টানগণ রাগান্বিত হয়ে বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী কিন্তু পারিশ্রমিক পেলাম কম। তিনি (আল্লাহ) বলেন, আমি কি তোমাদের উপর যুলুম করে তোমাদের হক নষ্ট করেছি? তারা বলল, না। তিনি বলেন, এটা আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা আমি তাকেই তা দান করি (বু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অধ্যায় ঃ ৪৫

اَبوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

(কুরআনের ফযীলাত)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

(সূরা আল-ফাতিহার ফযীলাত)

٢٨١١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُبَىُّ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَالْتَفَتَ أُبَىٌّ وَلَمْ يُجِبْهُ وَصَلّٰى أُبَىٌّ فَخَفَّفَ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ مَا مَنَعَكَ يَا أُبَىُّ اَنْ تُجِيْبَنِىْ اِذْ دَعَوْتُكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ فِى الصَّلاَةِ قَالَ اَفَلَمْ تَجِدْ فِيْمَا أُوْحِيَ اِلَىَّ اَنِ اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ قَالَ بَلٰى وَلاَ اَعُوْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ اَتُحِبُّ اَنْ أُعَلِّمَكَ سُوْرَةً لَمْ يُنْزَلْ فِى التَّوْرَاةِ وَلاَ فِى الْاِنْجِيْلِ وَلاَ فِى الزَّبُوْرِ وَلاَ فِي الْقُرْاٰنِ مِثْلُهَا فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقْرَاُ فِى الصَّلاَةِ قَالَ فَقَرَاَ اُمَّ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا اُنْزِلَتْ فِى التَّوْرَاةِ وَلاَ فِى الْاِنْجِيْلِ وَلاَ فِى الزَّبُوْرِ وَلاَ فِى الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَاِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُعْطِيْتُهُ .

২৮১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাব (রা)-র নিকট গেলেন এবং তাকে ডাকলেন ঃ হে

উবাই! উবাই (রা) তখন নামাযরত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন কিন্তু জবাব দিলেন না। তবে সংক্ষেপে নামায শেষ করে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং বললেন ঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম। হে উবাই! আমি তোমাকে ডাকলে কিসে তোমাকে জবাব দিতে বাধা দিল? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো নামাযে ছিলাম। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ আমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে তুমি কি এ হুকুম পাওনি "রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে" (সূরা আল-আনফাল ঃ ২৪)? তিনি বলেন, হাঁ। আর কোন দিন এরূপ করব না ইন্শাআল্লাহ। তিনি বলেন ঃ তুমি কি চাও যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিখাই যার মত কোন সূরা তাওরাত, ইনজীল, যাবূর এমনকি কুরআনেও নাযিল হয়নি? তিনি বলেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নামাযে কি পড়? তিনি (উবাই) উম্মুল কুরআন (ফাতিহা) পাঠ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! এ সূরার মত (মর্যাদা সম্পন্ন) কোন সূরা তাওরাত, ইনজীল, যাবূর, এমনকি কুরআনেও নাযিল করা হয়নি। আর এটি বারবার পঠিত সাতটি আয়াত সম্বলিত সূরা এবং মহান কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে (দার, হা)।[১]

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

(সূরা আল-বাকারা ও আয়াতুল কুরসীর ফযীলাত)

٢٨١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ وَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ تُقْرَاُ فِيْهِ الْبَقَرَةُ لاَ يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ .

২৮১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ গোরস্থানে পরিণত করো না।

১. সূরা আল-হিজরের ৮৭ নম্বর আয়াতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে (অনু.)।

যে ঘরে সূরা আল-বাকারা পাঠ করা হয় তাতে শয়তান প্রবেশ করে না (আ, না, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٢٨١٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَاِنَّ سَنَامَ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيْهَا اٰيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ اٰىِ الْقُرْاٰنِ هِيَ اٰيَةُ الْكُرْسِيِّ .

২৮১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি বস্তুরই চূড়া আছে। কুরআনের উঁচু চূড়া হল সূরা আল-বাকারা। এতে এমন একটি আয়াত আছে যা কুরআনের আয়াতসমূহের প্রধান। তা হল আয়াতুল কুরসী (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল হাকীম ইবনে জুবাইরের সূত্রে আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। শোবা তার সমালোচনা করেছেন এবং তাকে দুর্বল রাবী আখ্যায়িত করেছেন।

٢٨١٤. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ الْمُغِيْرَةِ اَبُوْ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِيُّ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُلَيْكِيِّ عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ مُصْعَبٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَاَ حٰمٓ الْمُؤْمِنَ اِلَى اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَاٰيَةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرَاَهُمَا حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُصْبِحَ .

২৮১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা আল-মুমিন-এর হা-মী-ম থেকে ইলাইহিল মাসীর (১, ২, ৩, নং আয়াত) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করবে সে এর উসীলায় সন্ধ্যা পর্যন্ত (আল্লাহ্র) হেফাজতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা তিলাওয়াত করবে সে এর উসীলায় সকাল পর্যন্ত হেফাজতে থাকবে (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কোন কোন হাদীসবেত্তা আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র ইবনে আবু মুলাইকার স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

٢٨١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَخِيْهِ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيْهَا تَمْرٌ (تَمْرٌ) فَكَانَتْ تَجِىْءُ الْغُوْلُ فَتَاْخُذُ مِنْهُ قَالَ فَشَكَا ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْهَبْ فَاِذَا رَاَيْتَهَا فَقَلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَجِيْبِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَخَذَهَا فَحَلَفَتْ اَنْ لاَ تَعُوْدَ فَاَرْسَلَهَا فَجَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قَالَ حَلَفَتْ اَنْ لاَ تَعُوْدَ فَقَالَ كَذَبَتْ وَهِىَ مُعَاوِدَةٌ لِّلْكَذِبِ قَالَ فَاَخَذَهَا مَرَّةً اُخْرٰى فَحَلَفَتْ اَنْ لاَ تَعُوْدَ فَاَرْسَلَهَا فَجَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قَالَ حَلَفَتْ اَنْ لاَ تَعُوْدَ فَقَالَ كَذَبَتْ وَهِىَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ فَاَخَذَهَا فَقَالَ مَا اَنَا بِتَارِكِك حَتّٰى اَذْهَبَ بِكِ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّىْ ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ اقْرَاْهَا فِىْ بَيْتِكَ فَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلاَ غَيْرُهُ قَالَ فَجَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قَالَ فَاَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ قَالَ صَدَقَتْ وَهِىَ كَذُوْبٌ .

২৮১৫। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর খেজুর বাগানে একটি ছোট মাচান ছিল। তিনি তাতে শুকনো খেজুর রাখতেন। রাতে শয়তান জিন এসে মাচান থেকে খেজুর নিয়ে যেত। তিনি এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নালিশ করলেন। তিনি বলেন ঃ যাও, এটিকে তুমি যখন দেখবে তখন বলবে, বিস্‌মিল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ডেকেছেন। রাবী বলেন, জিন আসতেই তিনি তাকে ধরে ফেলেন। সে তখন কসম করে বলল যে, সে আর কখনও আসবে না। কাজেই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার বন্দী কি করেছে? তিনি বলেন, সে শপথ করেছে যে, সে আর কখনও আসবে না। তিনি বলেন ঃ সে মিথ্যা বলেছে এবং সে তো মিথ্যা বলায়

অভ্যস্ত। রাবী বলেন, এরপর তিনি তাকে আবার ধরলেন। এ বারও সে শপথ করল যে, পুনরায় সে আর আসবে না। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি হে! তোমার বন্দীর কি খবর? তিনি বলেন, সে কসম করে বলেছে যে, পুনরায় সে আর আসবে না, কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছে। তিনি বলেন ঃ সে এবারও মিথ্যা বলেছে, আর সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত। রাবী বলেন, তিনি আবারো তাকে ধরে ফেলেন এবং বলেন, আমি তোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে না নিয়ে ছাড়ছি না। সে বলল, আমি আপনাকে একটি বিষয় স্মরণ করাতে চাই। আপনি আপনার ঘরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। তাহলে কোন শয়তান বা অন্য কিছু এতে প্রবেশ করতে পারবে না। এবার তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার বন্দী কি করেছে? রাবী বলেন, তিনি তাঁকে জিনের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি বলেন ঃ সে মিথ্যাবাদী হলেও এ কথাটা সত্য বলেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٨١٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلٰى اَبِيْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَهُمْ ذُوْ عَدَدٍ فَاسْتَقْرَاَهُمْ فَاسْتَقْرَاَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاَتٰى عَلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ اَحْدَثِهِمْ سِنًّا فَقَالَ مَا مَعَكَ يَا فُلاَنُ قَالَ مَعِيَ كَذَا وَكَذَا وَسُوْرَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ اَمَعَكَ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ فَاَنْتَ اَمِيْرُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِهِمْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مَنَعَنِيْ اَنْ اَتَعَلَّمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ اِلاَّ خَشْيَةَ اَنْ لاَّ اَقُوْمَ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَاقْرَءُوْهُ فَاِنَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَاَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوْحُ بِرِيْحِهِ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِئَ (اُوْكِيَ) عَلٰى مِسْكٍ .

২৮১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক অভিযানে) একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা সংখ্যায় খুব বেশী ছিল না। তিনি তাদেরকে কুরআন পড়তে বলেন। সুতরাং প্রত্যেকেই যার যা মুখস্ত ছিল তা পড়ে শুনায়। অবশেষে তিনি এদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়সী এক ব্যক্তির কাছে এলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে মিয়া! তোমার কাছে কি আছে? সে বলল, আমার এই এই সূরা ও সূরা আল-বাকারা মুখস্ত আছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার সূরা আল-বাকারা মুখস্ত আছে? সে বলল, হাঁ। তিনি বলেন ঃ যাও, তুমিই এ বাহিনীর অধিনায়ক। দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি সূরা আল-বাকারা এই ভয়ে মুখস্ত করিনি যে, আমি এটা নিয়ে (রাতের নামাযে) দাঁড়াতে পারব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তা তিলাওয়াত কর। কেননা যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে শিখে, তা পাঠ করে এবং এটা নিয়ে নামাযে দাঁড়ায় তার জন্য কুরআনের উপমা হল কস্তুরী ভর্তি চামড়ার থলের ন্যায় যার সুগন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। আর যে ব্যক্তি তা শিখে ঘুমিয়ে রয়েছে তার উপমা হল মুখবদ্ধ কস্তুরীর থলের ন্যায় (ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কুতাইবা-লাইস ইবনে সাদ-সাঈদ আল-মাকবুরী-আবু আহমাদের মুক্তদাস আতা (র)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল হিসাবেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সূত্রে আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ নাই। এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

(সূরা আল-বাকারার শেষ আয়াতের ফযীলাত)

٢٨١٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَاَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ .

২৮১৭। আবু মাসঊদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে (বু, মু, দা, না, ই, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الْجَرْمِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِاَلْفَيْ عَامٍ اَنْزَلَ مِنْهُ اٰيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَلاَ يُقْرَاٰنِ فِيْ دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ .

২৮১৮। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে দু'টি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। সেই দু'টি আয়াতের মাধ্যমেই সূরা আল-বাকারা সমাপ্ত করা হয়েছে। যে ঘরে তিন রাত এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করা হয় শয়তান সেই ঘরের কাছে আসতে পারে না (না, দার, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
(সূরা আল ইমরানের ফযীলাত)

٢٨١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَبُوْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَطَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاْتِي الْقُرْاٰنُ وَاَهْلُهُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ قَالَ نَوَّاسٌ وَضَرَبَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ اَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ تَاْتِيَانِ كَاَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ وَبَيْنَهُمَا شُرَقٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ سَوْدَاوَانِ اَوْ كَاَنَّهُمَا ظُلَّةٌ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُجَادِلاَنِ عَنْ صَاحِبِهِمَا .

২৮১৯। নাওওয়াস ইবনে সামআন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুরআন ও কুরআনের ধারক-বাহকগণ কিয়ামতের দিন

এমনভাবে হাযির হবে যে, সূরা আল-বাকারা ও আল ইমরান তাদের আগে আগে থাকবে। নাওওয়াস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি সূরার আগমনের তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, আমি সেগুলো এখনও ভুলিনি। তিনি বলেন ঃ (১) এ দু'টি সূরা ছায়ার মত আসবে, আর এতদুভয়ের মাঝে থাকবে আলো। (২) অথবা এ দু'টি কালো মেঘ খণ্ডের ন্যায় (৩) অথবা ডানা বিস্তারকারী পাখীর ন্যায় আসবে এবং তাদের সাথীর পক্ষ হয়ে বিতর্ক করবে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণের মতে এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, উক্ত সূরাদ্বয়ের সওয়াব কিয়ামতের দিন এভাবে এসে হাযির হবে। এই হাদীস এবং অনুরূপ বক্তব্য সম্বলিত অন্যান্য হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কোন আলেম এ কথাই বলেছেন। নাওওয়াস ইবনে সামআন (রা) বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "কুরআন এবং যারা দুনিয়াতে কুরআনের উপর আমল করত তারা হাযির হবে" এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমলের সওয়াবই হাযির হবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল-হুমাইদী-সুফিয়ান-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস ঃ "আল্লাহ আসমান-যমীনে আয়াতুল কুরসীর চাইতে মহান আর কিছু সৃষ্টি করেননি", এর ব্যাখ্যায় সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আয়াতুল কুরসী হল আল্লাহ্‌র কালাম, আর আল্লাহ্‌র কালাম তো নিঃসন্দেহে আসমান-যমীনের সকল সৃষ্টির চাইতে মহান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

(সূরা আল-কাহ্‌ফের ফযীলাত)

٢٨٢٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى اسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ اِذْ رَاٰى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ فَنَظَرَ فَاِذَا مِثْلُ الْغَمَامَةِ اَوِ السَّحَابَةِ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ نَزَلَتْ مَعَ الْقُرْاٰنِ اَوْ نَزَلَتْ عَلَى الْقُرْاٰنِ .

২৮২০। আল-বারাআ (রা) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্‌ফ পাঠ করছিল। হঠাৎ সে দেখল যে, তার পশুটি লাফাচ্ছে। সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেঘমালা বা ছায়ার মত কিছু দেখল। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ ঘটনা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন ঃ এটা হল বিশেষ প্রশান্তি যা কুরআনের সাথে বা কুরআনের উপর নাযিল হয়েছে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَاَ ثَلاَثَ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ .

২৮২১। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্ফের প্রথম তিনটি আয়াত পড়বে তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখা হবে (মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুআয ইবনে হিশাম-আমার পিতা-আবু কাতাদা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

(সূরা ইয়াসীনের ফযীলাত)

٢٨٢٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّوَاسِىُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هٰرُوْنَ اَبِىْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُقَاتِلِ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ وَمَنْ قَرَاَ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ .

২৮২২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি জিনিসের কলব (হৃদয়) আছে। কুরআনের কলব হল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি এ সূরা একবার পড়বে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য দশবার কুরআন পড়ার সমতুল্য সওয়াব নির্ধারণ করেন (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমানের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। বসরায় এই সূত্র ছাড়া কাতাদার

রিওয়ায়াত সম্পর্কে কিছু জানা নাই। হারূন আবু মুহাম্মাদ একজন অখ্যাত শায়খ। আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-আহমাদ ইবনে সাঈদ আদ-দারিমী-কুতাইবা-হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সনদের দিক থেকে তার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্ নয়। এর সনদসূত্র দুর্বল। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

(সূরা হা-মীম আদ-দুখানের ফযীলাত)

٢٨٢٣. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ اَبِىْ خَثْعَمٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَاَ حٰمٓ الدُّخَانَ فِىْ لَيْلَةٍ اَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ .

২৮২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা হা-মীম আদ-দুখান তিলাওয়াত করে, ভোর হওয়া পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমর ইবনে আবু খাসআম যঈফ। ইমাম বুখারী বলেন, আমর একজন মুনকার রাবী।

٢٨٢٤. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ هِشَامٍ اَبِى الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَاَ حٰمٓ الدُّخَانَ فِىْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ .

২৮২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে সূরা হা-মীম আদ-দুখান পড়বে তাকে মাফ করা হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবু মিকদাম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে আখ্যায়িত। হাসান বসরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে কিছুই শুনেননি। আইউব, ইউনুস ইবনে উবাইদ ও আলী ইবনে যায়েদ তাই বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
(সূরা আল-মুল্‌কের ফযীলাত)

٢٨٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبَاءَهُ عَلٰى قَبْرٍ وَهُوَ لاَ يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتّٰى خَتَمَهَا فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ ضَرَبْتُ خِبَائِىْ عَلٰى قَبْرٍ وَأَنَا لاَ أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكِ حَتّٰى خَتَمَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِىَ الْمَانِعَةُ هِىَ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

২৮২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী একটি কবরের উপর তার তাঁবু খাটান। তিনি জানতেন না যে, তা একটি কবর। তিনি হঠাৎ অনুভব করেন যে, কবরে একটি লোক সূরা আল-মুলক তিলাওয়াত করছে। সে তা পাঠ করে শেষ করল। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একটি কবরের উপর তাঁবু খাটাই। আমি জানতাম না যে, তা কবর। হঠাৎ অনুভব করি যে, একটি লোক সূরা আল-মুলক পড়ছে এবং তা শেষ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ সূরাটি প্রতিরোধকারী মুক্তি দানকারী। এটা কবরের আযাব থেকে পাঠককে মুক্তি দান করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি এ সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُوْرَةً مِّنَ الْقُرْاٰنِ ثَلاَثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِىَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ .

২৮২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে যা কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়। এ সূরাটি হল তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক (আ, দা, না, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٨٢٧. حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ الٓمٓ تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ .

২৮২৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আলিফ লাম-মীম তান্‌যীল ও সূরা তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল্ মুল্‌ক না পড়ে ঘুমাতেন না।

আবু ঈসা বলেন, একাধিক রাবী এ হাদীস লাইস ইবনে আবু সুলাইম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুগীরা ইবনে মুসলিম-আবুয যুবাইর-জাবির (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। যুহাইর বলেন, আমি আবুয যুবাইরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জাবির (রা)-কে এ হাদীস আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমাকে এ হাদীসটি সাফওয়ান বা ইবনে সাফওয়ান বর্ণনা করেছেন। আবুয যুবাইর-জাবির (রা) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি যেন যুহাইর অস্বীকার করলেন। হান্নাদ-আবুল আহওয়াস-লাইস-আবুয যুবাইর-জাবির (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। হুরাইম ইবনে মিসআর–ফুদাইল-লাইস-তাঊস (র) বলেন, এ দু'টি সূরায় (আলিফ লাম মীম তানযীল ও সূরা আল-মুল্‌ক) কুরআনের প্রতিটি সূরার উপর সত্তর গুণ বেশী নেকী আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
(সূরা আয-যিল্‌যালের ফযীলাত)

٢٨٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْجُرَشِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ سَلْمِ بْنِ صَالِحٍ الْعِجْلِىُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ اِذَا زُلْزِلَتْ عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْاٰنِ وَمَنْ

قَرَاَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ عُدِلَتْ بِرُبْعِ الْقُرْاٰنِ وَمَنْ قَرَاَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْاٰنِ ·

২৮২৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা "ইযা যুলযিলাত" পড়বে তাকে কুরআনের অর্ধেকের সমান সওয়াব দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" পড়বে তাকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান এবং যে ব্যক্তি সূরা "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়বে" তাকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান সওয়াব দেয়া হবে (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। হাসান ইবনে সাল্ম-এর সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٢٩. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلاَنُ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ عِنْدِىْ مَا اَتَزَوَّجُ بِهِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ بَلٰى قَالَ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ قَالَ بَلٰى قَالَ رُبْعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ قَالَ بَلٰى قَالَ رُبْعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ قَالَ بَلٰى قَالَ رُبْعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ ·

২৮২৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে অমুক! তুমি কি বিবাহ করেছ? তিনি বলেন, না হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে বিবাহ করার মত সম্পদ নেই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমার কি সূরা কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ মুখস্ত নেই"? তিনি বলেন, হাঁ আছে। তিনি বলেন ঃ এটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি সূরা ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু মুখস্ত নেই? তিনি বলেন, হাঁ আছে। তিনি বলেন ঃ এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি সূরা

কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন জানা নেই? তিনি বলেন, হাঁ আছে। তিনি বলেন ঃ এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার কি সূরা ইযা যুলযিলাতিল আরদু মুখস্ত নেই? তিনি বলেন, হাঁ আছে। তিনি বলেন ঃ এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। অতএব তুমি বিবাহ কর, বিবাহ কর।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

(সূরা আল-ইখলাস ও যিলযালের ফযীলাত)

٢٨٣٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا يَمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْاٰنِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْاٰنِ .

২৮৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা ইযা যুলযিলাতিল আরদু কুরআনের অর্ধেকের সমান, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন এক-চতুর্থাংশের সমান (বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইয়ামান ইবনুল মুগীরার সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

(সূরা আল-ইখলাসের ফযীলাত)

٢٨٣١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ امْرَاَةٍ وَهِيَ امْرَاَةُ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّقْرَاَ فِيْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ مَنْ قَرَاَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَاَ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

২৮৩১। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ এক রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে

অপারগ না কি? যে ব্যক্তি আল্লাহুল ওয়াহিদুস্ সামাদ (সূরা আল-ইখলাস) পড়ল সে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ল (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবুদ দারদা, আবু সাঈদ, কাতাদা ইবনুন নোমান, আবু হুরায়রা, আনাস, ইবনে উমার ও আবু মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। যাইদার রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিক উত্তমরূপে কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। ইসরাঈল ও ফুদাইল ইবনে ইয়াদ এটির সমর্থক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। শোবা প্রমুখ নির্ভরযোগ্য রাবীগণ মানসূরের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু এতে তারা গড়মিল করেছেন।

٢٨٣٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حُنَيْنٍ مَوْلٰى لِاٰلِ زَيْدِ ابْنِ الْخَطَّابِ اَوْ مَوْلٰى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَاُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ .

২৮৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আসছিলাম। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়তে শুনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওয়াজিব (অবধারিত) হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? তিনি বলেন ঃ বেহেশ্ত (মা, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল মালেক ইবনে আনাস (র)-এর সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইবনে হুনাইন হলেন উবাইদ ইবনে হুনাইন।

٢٨٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُوْنٍ اَبُوْ سَهْلٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَاَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَىْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مُحِىَ عَنْهُ ذُنُوْبُ خَمْسِيْنَ سَنَةً اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنَامَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلٰى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَرَاَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مِائَةَ

مَرَّةٍ فَاذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا عَبْدِىْ اُدْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ ۔

২৮৩৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতি দিন দুই শত বার সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়বে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে, কিন্তু তার ঋণের বোঝা থাকলে তা ব্যতীত। একই সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঘুমানোর জন্য শয্যা গ্রহণ করে ডান কাতে শুয়ে এক শত বার কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়বে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ হে আমার বান্দা! তোমার ডান দিক দিয়ে বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর।

আবূ ঈসা বলেন, সাবিত-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি সাবিতের সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে।

٢٨٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْشُدُوْا فَانِّىْ سَاَقْرَاُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالَ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِّىْ سَاَقْرَاُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ اِنِّىْ لَاَرٰى هٰذَا خَبَرًا جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ خَرَجَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ قُلْتُ سَاَقْرَاُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ اَلَا وَاِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ۔

২৮৩৪। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সমবেত হও, আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ে শুনাব। তিনি (রাবী) বলেন, অতএব যাদের একত্র হওয়ার সুযোগ হয়েছে তারা সমবেত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর থেকে) বেরিয়ে এসে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ (সূরা আল-ইখলাস) পড়লেন, অতঃপর ভেতরে চলে গেলেন। আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের নিকট

কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ব। মনে হয় এ বিষয়ে এখন তাঁর কাছে আসমান থেকে খবর এসেছে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে বলেন ঃ আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ে শুনাব। জেনে রাখ! এ সূরাটিই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এ সূত্রে গরীব। আবু হাযিম আল-আশজাঈর নাম সালমান।

٢٨٣٥. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

২৮৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِىْ مَسْجِدِ قُبَاءَ فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً يَقْرَاُ لَهُمْ فِى الصَّلاَةِ يَقْرَاُ بِهَا افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَاُ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ اَصْحَابُهُ فَقَالُوْا اِنَّكَ تَقْرَاُ بِهٰذِهِ السُّوْرَةِ ثُمَّ لاَ تَرٰى اَنَّهَا تُجْزِيْكَ حَتّٰى تَقْرَاَ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى فَاِمَّا اَنْ تَقْرَاَ بِهَا وَاِمَّا اَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَاَ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى قَالَ مَا اَنَا بِتَارِكِهَا اِنْ اَحْبَبْتُمْ اَنْ اَؤُمَّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ وَاِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوْا يَرَوْنَهُ اَفْضَلَهُمْ وَكَرِهُوْا اَنْ يَّؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا اَتَاهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرُوْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَاْمُرُ بِهِ اَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ اَنْ تَقْرَاَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ حُبَّهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ .

২৮৩৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি কুবা মসজিদে তাদের ইমামতি করতেন। তিনি নামাযে সূরা আল-ফাতিহার পর কোন সূরা পড়ার মনস্থ করলে প্রথমে সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তেন এবং এ সূরা শেষ করার পর এর সাথে অন্য সূরা পড়তেন। প্রতি রাক্আতেই তিনি এরূপ করতেন। তার সাথীরা এ ব্যাপারে তার সাথে আলোচনা করে বলেন, আপনি এ সূরাটি পড়ার পর মনে করেন যে, এটা বুঝি যথেষ্ট হয়নি, তাই এর সাথে অপর একটি সূরাও পড়েন। আপনি হয় এ সূরাটিই পড়বেন, না হয় এটা বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরা পড়বেন। তিনি বলেন, আমি এ সূরা বাদ দিতে পারব না। যদি তোমাদের পছন্দ হয় আমি এ সূরাসহ ইমামতি করি, আর পছন্দ না হলে ইমামতি ছেড়ে দেই। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচাইতে ভালো মানুষ। তাই তারা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইমাম বানাতে রাজী হলেন না। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এলে তারা বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি বলেন ঃ হে অমুক! তোমার সাথীরা তোমাকে যে নির্দেশ দিচ্ছে তা পালন করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? আর তোমাকে প্রতি রাক্আতে এ সূরা পড়তে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এটি খুব ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এর প্রতি তোমার ভালোবাসাই তোমাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে (বা, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার-সাবিত আল-বুনানী সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে গরীব। মুবারক ইবনে ফাদালা-সাবিত আল-বুনানী-আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ اِنَّ حُبَّكَ اِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ .

"একটি লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরাটিকে ভালোবাসি। তিনি বলেন ঃ তোমার এই ভালোবাসাই তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে।"

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
[মুআব্বিযাতাইনের (সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস) ফযীলাত]

٢٨٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ اَخْبَرَنِىْ قَيْسُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ عَنِ النَّبِىِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ اٰيَاتٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ ٠

২৮৩৭। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ আমার উপর এমন কতগুলো আয়াত নাযিল করেছেন যার কোন নযির নাই ঃ কুল আউযু বিরব্বিন নাস....শেষ পর্যন্ত এবং কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত (আ, না, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٣٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْرَاَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ٠

২৮৩৮। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর সূরা আন-নাস ও সূরা আল-ফালাক পড়তে আদেশ করেছেন (আ, দা, না, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব (কোন কোন নোসখায় গরীব)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

কুরআন তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা।

٢٨٣٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَؤُهُ قَالَ هِشَامٌ وَهُوَ شَدِيْدٌ عَلَيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ اَجْرَانِ ٠

২৮৩৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি (আখেরাতে) সম্মানিত নেককার লিপিকর ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং এটা তার পক্ষে (হিশামের বর্ণনায়) খুবই কঠিন ও (শোবার বর্ণনায়) কষ্টকর, সে দু'টি পুরস্কার পাবে (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٤٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِيْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ .

২৮৪০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং তা মুখস্ত রেখেছে, এর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মেনেছে, তাকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজন লোক সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ অবধারিত ছিল (আ, ই, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এর সনদসূত্র সহীহ নয়। হাফ্স ইবনে সুলাইমান আবু উমার আল-বাযযায আল-কূফী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪
কুরআন মজীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে।

٢٨٤١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ عَنْ اَبِى الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ عَنِ ابْنِ اَخِى الْحٰرِثِ الْاَعْوَرِ عَنِ الْحٰرِثِ قَالَ مَرَرْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَاِذَا النَّاسُ يَخُوْضُوْنَ فِى الْاَحَادِيْثِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَلِيٍّ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ تَرٰى اَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوْا فِى الْاَحَادِيْثِ قَالَ وَقَدْ فَعَلُوْهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَمَا اِنِّيْ قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ نَبَاُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى فِيْ غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِيْ لاَ تَزِيْغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ

الْأَلْسِنَةُ وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ يَخْلَقُ عَلٰى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِىْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ مَنْ قَالَ بِهٖ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهٖ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ خُذْهَا اِلَيْكَ يَا اَعْوَرُ .

২৮৪১। আল-হারিস আল-আওয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে গিয়ে দেখি যে, কিছু লোক বিভিন্ন আলাপে লিপ্ত আছে। আমি আলী (রা)-র কাছে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি দেখছেন না যে, লোকেরা বিভিন্ন আলাপে রত রয়েছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা তাই করছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, শোন! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সাবধান! অচিরেই ফিতনা-ফাসাদ দেখা দিবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ ফিত্‌না থেকে আত্মরক্ষার উপায় কি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন)। এতে আছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের খবর ও পরবর্তীদের খবর এবং তোমাদের মাঝে মীমাংসার বিধান। এটা (সত্য-মিথ্যার মধ্যে) সুস্পষ্ট বিভাজনকারী, কোন নিরর্থক ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তি অহংকারবশে এটা ত্যাগ করবে, আল্লাহও তার অহংকার চূর্ণ করবেন। এটাকে বাদ দিয়ে যে হেদায়াত তালাশ করবে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। এটা হল আল্লাহ্‌র মযবুত রশি, হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ এবং সহজ-সরল পথ। তা অনুসরণ করলে মানুষের চিন্তাধারা বিপথগামী হয় না এবং এতে যবানও আড়ষ্ট হয় না। আলেমগণ এ থেকে তৃপ্ত হয় না (যতই পড়ে ততই ভালো লাগে), বারবার পড়লেও এটা পুরানো হয় না এবং এর রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্বের অন্ত নেই। এটা সেই গ্রন্থ যা শোনা মাত্রই জিনেরা বলে উঠলো, "আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনলাম যা সঠিক পথের সন্ধান দেয়। সুতরাং আমরা এতে ঈমান এনেছি" (সূরা জিন ঃ ১, ২)। যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী কথা বলে সে সত্য বলে এবং যে তদনুযায়ী আমল করে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। যে এর সাহায্যে মীমাংসা করে সে ইনসাফ করে এবং যে এর দিকে আহবান করে তাকে সহজ-সরল পথে চালিত করা হয়। হে আওয়ার! তুমি এটা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল হামযা আয-যাইয়্যাতের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এর সনদসূত্র অজ্ঞাত। আল-হারিসের রিওয়ায়াত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
কুরআন শিক্ষার ফযীলাত।

٢٨٤٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَذَاكَ الَّذِىْ اَقْعَدَنِىْ مَقْعَدِىْ هٰذَا وَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ فِىْ زَمَنِ عُثْمَانَ حَتّٰى بَلَغَ الْحَجَّاجَ ابْنَ يُوْسُفَ .

২৮৪২। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়। আবদুর রহমান বলেন, এ হাদীসই আমাকে এ স্থানে বসিয়ে রেখেছে। তিনি উসমান (রা)-র আমল থেকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমল পর্যন্ত কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন (বু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٤٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ اَوْ اَفْضَلُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ .

২৮৪৩। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে তা শিখায় (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী প্রমুখ সুফিয়ান সাওরী-আলকামা ইবনে মারসাদ-আবু আবদুর রহমান-উসমান (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান উক্ত হাদীসের সনদে সাদ ইবনে উবাইদার উল্লেখ করেননি। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান এ হাদীস সুফিয়ান ও শোবা-আলকামা ইবনে মারসাদ-সাদ ইবনে উবাইদা-আবু আবদুর রহমান-উসমান (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সূত্রে বর্ণনা করেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-সুফিয়ান-শোবা সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার উক্ত হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ উক্ত হাদীস সুফিয়ান ও শোবা-একাধিকবার আলকামা ইবনে মারসাদের সূত্রে-সাদ ইবনে উবাইদা-আবু আবদুর রহমান-উসমান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার বলেন, সুফিয়ানের শাগরিদগণ এর সনদে "সুফিয়ান-সাদ ইবনে উবাইদা" এভাবে উল্লেখ করেননি এবং এটাই সহীহ। আবু ঈসা বলেন, শোবা এ হাদীসের সনদে সাদ ইবনে উবাইদার নাম অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। সুফিয়ানের রিওয়ায়াতই যেন অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন, আমার মতে শোবার সমতুল্য কেউ নেই। কোন রিওয়ায়াতের বেলায় সুফিয়ানের সাথে তার মতভেদ হলে সেই ক্ষেত্রে আমি সুফিয়ানের বক্তব্য গ্রহণ করি। আমি আবু আম্মারকে ওয়াকীর সূত্রে উল্লেখ করতে শুনেছি, শোবা বলেছেন, সুফিয়ান আমার তুলনায় অধিক স্মরণশক্তির অধিকারী। সুফিয়ান কারো বরাতে আমার নিকট কিছু বর্ণনা করলে আমি সেই সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলে তিনি হুবহু তাই বলেন যা সুফিয়ান আমাকে বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে আলী ও সাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ ・

২৮৪৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল আবদুর রহমান ইবনে ইসহাকের রিওয়ায়াত হিসাবে আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষরও পাঠ করে তার প্রাপ্য সওয়াব সম্পর্কে।

٢٨٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِىَّ قَالَ

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لاَ اَقُوْلُ الٓمّ حَرْفٌ وَلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ .

২৮৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি হরফ পড়বে তার জন্য এর সওয়াব আছে। আর সওয়াব হয় তার দশ গুণ হিসাবে। আমি বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উক্ত সনদে গরীব। আমি কুতাইবা ইবনে সাঈদকে বলতে শুনেছি, আমি অবগত হয়েছি যে, মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাযী (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। এই হাদীস ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উপরোক্ত সনদ সূত্রে ব্যতীত অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। এ হাদীস আবুল আহ্‌ওয়া (র) ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের কতক রাবী এটিকে মরফূ হাদীস হিসাবে এবং কতক রাবী মওকূফ হাদীস হিসাবে অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা)-র বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাযী (র)-এর উপনাম আবু হামযা।

٢٨٤٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيْءُ الْقُرْاٰنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ حَلِّه فَيُلْبَسَ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسَ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ اَرْضِ عَنْهُ فَيَرْضٰى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةً .

২৮৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কুরআন হাযির হয়ে বলবে, হে আমার রব! একে (কুরআনের বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। অতঃপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে পুনরায় বলবে, হে আমার রব! তাকে আরো পোশাক দিন। সুতরাং তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার রব! তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কাজেই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা

হবে, তুমি এক এক আয়াত পড়তে থাক এবং উপরের দিকে উঠতে থাক। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে নেকী বাড়ানো হবে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা আসিম ইবনে বাহদালা-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। এ সূত্রে এটি মরফূরূপে বর্ণিত হয়নি। আবদুস সামাদ-শোবা (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় এটিই আমাদের মতে অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
(কুরআন পাঠে আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করা যায়)

٢٨٤٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا بَكْرُ ابْنُ خُنَيْسٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِىْ شَىْءٍ اَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا وَاِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلٰى رَاْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِىْ صَلاَتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلَى اللّٰهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ قَالَ اَبُو النَّضْرِ يَعْنِى الْقُرْاٰنَ ·

২৮৪৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বান্দার দুই রাক্‌আত নামাযে যেভাবে মনোনিবেশ করেন এর চাইতে কোন কিছুতেই এরূপ করেন না। বান্দা যতক্ষণ নামাযে রত থাকে ততক্ষণ তার মাথার উপর নেকী বর্ষিত হতে থাকে। বান্দা কুরআন পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র যতটুকু নৈকট্য লাভ করতে পারে অন্য কিছু দ্বারা তাঁর এত নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

আবু ঈসা বলেন, যায়েদ ইবনে আরতাত-জুবাইর ইবনে নুফাইর–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এটি মুরসালরূপে বর্ণিত আছে।

٢٨٤٨. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوْا اِلَى اللّٰهِ بِاَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِى الْقُرْاٰنَ ·

২৮৪৮। জুবাইর ইবনে নুফাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ পাকের উৎস থেকে নির্গত জিনিস অর্থাৎ কুরআন মজীদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কিছু নিয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে যেতে পারবে না (আ)।[২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইবনুল মুবারক (র) বাক্‌র ইবনে খুনাইসের সমালোচনা করেছেন এবং অবশেষে তাকে বর্জন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

(কুরআন বঞ্চিত ব্যক্তি পরিত্যক্ত ঘরতুল্য)

٢٨٤٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسِ بْنِ اَبِىْ ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهِ شَيْئٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ .

২৮৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার অন্তরে কুরআনের কিছুই নেই সে পরিত্যক্ত ঘরতুল্য (আ, দার, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٥٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اقْرَاْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَاُ بِهَا .

২৮৫০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (কিয়ামতের দিন) কুরআনের বাহককে বলা হবে, পাঠ করতে থাক ও উপরে আরোহণ করতে থাক এবং দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে সুস্থে পাঠ করতে ঠিক সেরূপে ধীরে সুস্থে পড়তে থাক। যে আয়াতে তোমার পাঠ শেষ হবে সেখানেই তোমার স্থান (আ, ই, দা, না)।

---

২. নুসখাতুল আহ্‌মাদিয়ায় উক্ত হাদীস ও তৎসংশ্লিষ্ট মন্তব্য বিদ্যমান আছে। আবু হামিদ আহ্‌মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আন-নাজী আল-মারওয়াযীর বর্ণনায় তা উল্লেখিত। আবুল কাসিম এটি উল্লেখ করেননি (অনুবাদক)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী-সুফিয়ান-আসিমের সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

(কুরআন ভুলে যাওয়ার গুনাহ মারাত্মক)

٢٨٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُجُوْرُ اُمَّتِىْ حَتّٰى الْقَذَاةَ يُخْرِجُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوْبُ اُمَّتِىْ فَلَمْ اَرَ ذَنْبًا اَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ اٰيَةٍ اُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا ۔

২৮৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের সমস্ত সওয়াব আমার সামনে পেশ করা হয়, এমনকি মসজিদ থেকে আবর্জনা দূর করার সওয়াবও। আমার উম্মাতের গুনাহসমূহও আমার সামনে পেশ করা হয়। কাউকে কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত প্রদান করার পর তা ভুলে যাওয়ার চাইতে বড় গুনাহ আমি আর দেখিনি (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলের নিকট এ হাদীস উল্লেখ করলে তিনি তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং হাদীসটিকে গরীব আখ্যায়িত করেন। মুহাম্মাদ আরো বলেন, মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের কারো নিকট থেকে সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমার জানা নেই। তার নিম্নোক্ত কথাটি ভিন্ন ঃ "যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণে উপস্থিত ছিলেন তিনি আমাকে বলেছেন" (এ কথা তার কোন সাহাবীর সাক্ষাতলাভ প্রমাণ করে, এ ছাড়া আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না)। আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি, মুত্তালিব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবদুল্লাহ (র) আরও বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট মুত্তালিবের সরাসরি কিছু শ্রবণের বিষয়টি আলী ইবনুল মাদীনী অস্বীকার করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০
(কুরআনকে ভিক্ষার উপায় বানানো নিষেধ)

٢٨٥٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى قَارِئٍ يَقْرَاُ ثُمَّ سَاَلَ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْاَلِ اللّٰهَ بِهِ فَاِنَّهُ سَيَجِيْءُ اَقْوَامٌ يَّقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَسْاَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ ٠

২৮৫২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি জনৈক কুরআন পাঠকারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তখন কুরআন পড়ে পড়ে (মানুষের নিকট) যাঞ্চা করছিল। তিনি "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে সে যেন এর দ্বারা কেবল আল্লাহ্‌র কাছে যাঞ্চা করে। কেননা অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআনের মাধ্যমে মানুষের কাছে যাঞ্চা করবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মাহ্‌মূদ (র) বলেন, জাবির আল-জুফী যে খাইসামা আল-বাসরীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার নাম খাইসামা ইবনে আবদুর রহমান। এই খাইসামা হলেন বসরার শায়খ এবং তার উপনাম আবু নাসর। তিনি আনাস (রা) থেকে কিছু হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। জাবির আল-জুফী এই খাইসামা থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ فَرْوَةَ يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ اَبِى الْمُبَارَكِ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ ٠

২৮৫৩। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনের হারামসমূহকে হালাল মনে করে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি।

আবু ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সিনান তার পিতার সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং তার সনদে মুজাহিদ-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-সুহাইব (র) অতিরিক্ত

হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদের রিওয়ায়াতের সমর্থক কোন রিওয়ায়াত নেই। ইনি একজন দুর্বল রাবী। আর আবুল মুবারক একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। উক্ত হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। ওয়াকীর রিওয়ায়াতের বিরোধিতা করা হয়েছে। মুহাম্মাদ বলেন, আবু ফারওয়া ইয়াযীদ ইবনে সিনান আর-রাহাবীর হাদীস বর্ণনায় কোন দোষ নেই। তবে তার পুত্র মুহাম্মাদ তার সূত্রে যে রিওয়ায়াত করেছেন সেগুলোর কথা ভিন্ন। কারণ তিনি তার পিতার বরাতে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨٥٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ .

২৮৫৪। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রকাশ্যে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য এবং গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীসের অর্থ হল প্রকাশ্যে কুরআন পাঠকারীর চাইতে গোপনে পাঠকারী উত্তম। কেননা আলেমদের মতে প্রকাশ্যে (ঐচ্ছিক) দান-খয়রাত করার তুলনায় গোপনে করা উত্তম। বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতে, হাদীসের তাৎপর্য এই যে, পাঠক যেন অহংকার থেকে বেঁচে থাকে। আর গোপনে যে আমল করা হয়, তাতে অহংকারের ততটা আশংকা থাকে না যতটা থাকে প্রকাশ্যে আমল করার মধ্যে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

(ঘুমানোর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সূরা পড়তেন)

٢٨٥٥. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ لُبَابَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنَامُ عَلٰى فِرَاشِهِ حَتّٰى يَقْرَاَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَالزُّمَرَ .

২৮৫৫। আইশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা আয-যুমার না পড়া পর্যন্ত ঘুমাতেন না (আ, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু লুবাবা হলেন বসরার শায়খ। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ তার সূত্রে একাধিক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তার নাম মারওয়ান বলে কথিত। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল উক্ত কথাটি তার কিতাবুত তারীখ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

٢٨٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بُحَيْرِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بِلاَلٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَّرْقُدَ وَيَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ اٰيَةٍ .

২৮৫৬। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর পূর্বে মুসাব্বিহাত [৩] সূরাসমূহ পড়তেন এবং বলতেন ঃ এ আয়াতসমূহের মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে, যা হাজার আয়াতের চাইতেও উত্তম (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

(সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলাত)

٢٨٥٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ اَبُو الْعَلاَءِ الْخَفَّافُ حَدَّثَنِىْ نَافِعُ بْنُ اَبِىْ نَافِعٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (اٰيَاةً) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَرَأَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنْ مَاتَ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِىْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .

---

৩. "মুসাব্বিহাত" বলতে সেইসব সূরা বুঝায় যা 'সাব্বাহ', 'ইউসাব্বিহু' ও 'সাব্বিহ' শব্দ দ্বারা শুরা হয়েছে। যেমন সূরা আল-হাদীদ, আল-হাশর, আল-জুমুআ, আস-সাফফ ও আত-তাগাবুন (অনু.)।

২৮৫৭। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে তিনবার বলবে "আউযু বিল্লাহিস্ সামীইল আলীমি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম", অতঃপর সূরা আল-হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দোআ করতে থাকবেন। সে ঐ দিন মারা গেলে তার শহীদী মৃত্যু হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ পড়বে, সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবে (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত কিরূপ ছিল)

٢٨٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلاَتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ وكَانَ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّىْ قَدرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتّٰى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

২৮৫৮। ইয়ালা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (রাতের) কিরাআত ও নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তাঁর নামাযের কথা শুনে তোমাদের কি লাভ? তিনি যতক্ষণ নামায পড়তেন ঠিক ততক্ষণ ঘুমাতেন, আবার উঠে যতক্ষণ ঘুমিয়েছেন ততক্ষণ নামায পড়তেন, পুনরায় এ নামাযের সমপরিমাণ সময় ঘুমাতেন। এভাবে তাঁর সকাল হত। অতঃপর তিনি তাঁর কিরাআতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর পাঠ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি প্রতিটি অক্ষর সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল লাইস ইবনে সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি, যা তিনি ইবনে আবু

মুলাইকা-ইয়ালা ইবনে মামলাক-উম্মু সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত।

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ ٠

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করে কুরআন পাঠ করতেন"। লাইস-এর রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সহীহ।

٢٨٥٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ قَيْسٍ هُوَ رَجُلٌ بَصْرِيٌّ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَ يُوْتِرُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ اَوْ مِنْ اٰخِرِهِ فَقَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَصْنَعُ رُبَّمَا اَوْتَرَ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَ مِنْ اٰخِرِهِ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَاعَةً فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ اَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ اَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ قَدْ كَانَ رُبَّمَا اَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ قَالَ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً قُلْتُ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِى الْجَنَابَةِ اَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ اَوْ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَّغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ فَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّاَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً ٠

২৮৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কি রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়তেন না শেষ ভাগে? তিনি বলেন, তিনি দুই সময়েই তা পড়তেন। কখনো তিনি তা রাতের প্রথম ভাগে পড়ে নিতেন আবার কখনো শেষ রাতে পড়তেন। আমি বললাম, আলহামদু লিল্লাহ্, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি এ ব্যাপারে ব্যাপক সুবিধাজনক ব্যবস্থা রেখেছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর কিরাআত পাঠ কিরূপ ছিল? তিনি কি তা চুপি চুপি পড়তেন না সশব্দে পড়তেন? তিনি বলেন, উভয়ভাবেই পড়তেন। কখনো তিনি তা চুপি চুপি পড়তেন, আবার কখনো সশব্দে পড়তেন। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততর ব্যবস্থা রেখেছেন। আমি

পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তিনি জানাবাতের (স্ত্রীসহবাস জনিত গোসল) ব্যাপারে কি করতেন? তিনি কি ঘুমিয়ে যাওয়ার পূর্বেই গোসল করে নিতেন না গোসলের পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি উভয়টিই করতেন। কখনো তিনি গোসল করে ঘুমাতেন আবার কখনো উযু করে ঘুমিয়ে পড়তেন (জাগ্রত হওয়ার পর গোসল করতেন)। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি এ ব্যাপারেও প্রশস্ততর ব্যবস্থা রেখেছেন (দা, মু)।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٨٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ اَلاَ رَجُلٌ يَّحْمِلُنِىْ اِلٰى قَوْمِهِ فَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِىْ اَنْ اُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّىْ .

২৮৬০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের মৌসুমে নিজেকে বিভিন্ন গোত্রের সামনে পেশ করে বলতেন ঃ এমন কোন লোক নেই কি যে আমাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যেতে পারে? কেননা কুরাইশগণ আমাকে আমার প্রভুর বাণী প্রচার করতে বাধা দিচ্ছে (আ, দা, না, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪
(আল্লাহ্‌র কালামের মর্যাদা)

٢٨٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَمَسْاَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلاَمِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهِ .

২৮৬১। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান রব্বুল ইজ্জত বলেন, কুরআন (চর্চার ব্যস্ততা) যাকে আমার যিকির ও আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করতে বিরত রেখেছে আমি তাকে আমার কাছে যারা চায় তাদের চাইতে অনেক উত্তম পুরস্কার দিব। সব কালামের উপর আল্লাহ্‌র কালামের মর্যাদা এত অধিক যত অধিক আল্লাহ্‌র মর্যাদা তাঁর সকল সৃষ্টির উপর (দার, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অধ্যায় ঃ ৪৬

ابواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(কিরাআত)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

(কুরআন পাঠের নিয়ম ও কিরাআতের বিকল্প পাঠ)।

٢٨٦٢ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُوْلُ (يَقْرَأُ) الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يَقْرَؤُهَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .

২৮৬২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি শব্দ পৃথক পৃথক করে উচ্চারণ করে কিরাআত পাঠ করতেন। তিনি পড়তেন "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন", অতঃপর বিরতি দিতেন ; অতঃপর পড়তেন ঃ "আর-রহমানির রাহীম", অতঃপর বিরতি দিয়ে আবার পড়তেন ঃ "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবু উবাইদও "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" (মালিকি-এর মীমে আলিফবিহীন) পড়তেন এবং তিনি এই কিরাআতই গ্রহণ করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-উমাবী প্রমুখ ইবনে জুরাইজ-ইবনে আবু মুলাইকা-উম্মু সালামা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সনদসূত্র পরস্পর সংযুক্ত (মুত্তাসিল) নয়। কেননা লাইস ইবনে সাদ (র) ইবনে আবু মুলাইকা-ইয়ালা ইবনে মামলাক- উম্মু সালামা (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরাআতের প্রতিটি অক্ষর পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করতেন। লাইসের রিওয়ায়াত অধিকতর সহীহ। তার রিওয়ায়াতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" (আলিফ বিহীন)পড়েছেন।

٢٨٦٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأُرَاهُ قَالَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَقْرَؤُوْنَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .

২৮৬৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র, উমার এবং উসমান (রা) তাঁরা সবাই পড়তেন ঃ "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" অর্থাৎ মীমের সাথে আলিফসহ মদ্দের সাথে পড়তেন (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল এই শায়খ আইউব ইবনে সুওয়াইদ আর-রামলীর রিওয়ায়াত হিসাবে যুহ্‌রী–আনাস (রা) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস জানতে পেরেছি। যুহ্‌রীর কতিপয় শাগরিদ তার সূত্রে এ হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র ও উমার (রা) "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" (মালিকি-এর মীম-এর সাথে আলিফ যোগে) পড়তেন। আবদুর রাযযাক (র) মামার-যুহ্‌রী-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র ও উমার (রা) "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" পড়তেন।[১]

٢٨٦٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ (اَنَّ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) .

২৮৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন ঃ ইন্নান্নাফসু বিন-নাফসি ওয়াল আইনু বিলআইনি (আ, দা)।[২]

সুয়াইদ ইবনে নাসর-ইবনুল মুবারক-ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত সনদে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা

---

১. উম্মু সালামা (রা)-র বর্ণনায় রয়েছে مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এবং আনাস (রা) ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আল্লামা বায়দাবী তাঁর 'আনওয়ারুত তানযীল' নামক তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, আসেম, কুসাই ও ইয়াকূবের কিরাআত হচ্ছে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এবং অন্যান্যদের কিরাআত হচ্ছে مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আর এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা এটাই হারামাইন শরীফাইনের (মক্কা-মদীনা) অধিবাসীদের কিরাআত (অনুবাদক)।

২. অর্থাৎ তিনি সূরা আল-মাইদার ৪৫ নং আয়াতের نفس শব্দের س অক্ষরে যবর-এর পরিবর্তে পেশ দিয়ে পড়েছেন। অনুরূপভাবে عين শব্দের ن অক্ষরে যবরের পরিবর্তে পেশ পড়েছেন। কুসাইও অনুরূপ কিরাআত পড়েছেন (অনু.)।

বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু আলী ইবনে ইয়াযীদ হলেন ইউনুস ইবনে ইয়াযীদের ভাই। মুহাম্মাদ বলেন, ইবনুল মুবারক এককভাবে ইউনুস ইবনে ইয়াযীদের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু উবাইদ এ হাদীসের অনুসরণপূর্বক ওয়াল-আইনু বিল-আইন পড়েছেন।

٢٨٦٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ (هَلْ تَسْتَطِيْعُ رَبَّكَ).

২৮৬৫। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "হাল তাসতাতীউ রব্বাকা" পড়েছেন।[৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। রিশদীন ইবনে সাদ ও আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনউম আল-আফরীকী উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٢٨٦٦. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَؤُهَا (اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ) .

২৮৬৬। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ইন্নাহু আমিলা গাইরা সালিহীন" পড়েছেন।[৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি একাধিক রাবী সাবিত আল-বুনানীর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি সাবিত আল-বুনানীর রিওয়ায়াত। এ হাদীসটি শাহর ইবনে হাওশাব-আসমা বিনতে ইয়াযীদ সূত্রেও বর্ণিত আছে। আমি আব্দ ইবনে হুমাইদকে বলতে শুনেছি ঃ আসমা বিনতে ইয়াযীদ হলেন উম্মু সালামা আল-আনসারিয়্যা। আমার মতে উভয় হাদীস একই। শাহর ইবনে হাওশাব (র) উক্ত উম্মু সালামা

---

৩. অর্থাৎ তিনি সূরা আল-মাইদার ১১২ নং আয়াতের يستطيع -এর পরিবর্তে تستطيع এবং ربك শব্দের ب অক্ষরে পেশের পরিবর্তে যবর দিয়ে পড়েছেন। কুসাইও অনুরূপ কিরাআত অনুসরণ করেছেন। কিন্তু অন্যরা প্রচলিত কিরাআতের অনুসরণ করেছেন (অনু.)।

৪. কিন্তু মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত কিরাআত (হূদ ঃ ৪৬) হচ্ছে اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ (অনু.)।

আল-আনসারিয়্যা থেকে এ হাদীস ছাড়াও আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন। আইশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٦٧. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَحَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ النَّحْوِيُّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ) ·

২৮৬৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত এভাবে পড়েছেন ঃ "ইন্নাহু আমিলা গাইরা সালিহীন"।

٢٨٦٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَرَاَ (قَدْ بَلَّغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا) مُثَقَّلَةً ·

২৮৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উবাই ইবনে কাব (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "কাদ বাল্লাগতা মিল্লাদুন্নী উয্‌রা" পড়েছেন, তাশদীদ সহযোগে (দা)।[৫]

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। উমাইয়্যা ইবনে খালিদ সিকাহ রাবী। আবুল জারিয়া আল-আবদী একজন অপরিচিত শায়খ। আমরা তার নাম অবহিত নই।

٢٨٦٩. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ مُصَدَّعٍ اَبِيْ يَحْيٰ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ (فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ) ·

২৮৬৯। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ফী আইনিন হামিআতিন" পড়েছেন (দা)।[৬]

---

৫. কিন্তু প্রচলিত কিরাআত (কাহ্‌ফ ঃ ৭৬) হচ্ছে قَدْ بَلَغْتَ অর্থাৎ "লাম" অক্ষর তাশদীদবিহীন (অনু.)।

৬. সূরা কাহ্‌ফ ৮৬ নম্বর আয়াত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত কিরাআতই সহীহ্। বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস ও আমর ইবনুল আস (রা) এ আয়াত পাঠে মতভেদ করেছেন এবং বিষয়টি কাব আল-আহ্বার (রা)-র সামনে পেশ করেছেন। তার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিওয়ায়াত থাকলে তিনি সেটিকেই যথেষ্ট মনে করতেন এবং কাব (রা)-র সামনে মীমাংসার জন্য পেশ করতেন না।

٢٨٧٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ عَلٰى فَارِسَ فَاَعْجَبَ ذٰلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَنَزَلَتْ (الٓمٓ غَلَبَتِ الرُّوْمُ) اِلٰى قَوْلِهِ (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ) قَالَ يَفْرَحُ (فَرِحَ) الْمُؤْمِنُوْنَ بِظُهُوْرِ الرُّوْمِ عَلٰى فَارِسَ .

২৮৭০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় রোমবাসীরা পারস্যবাসীদের উপর বিজয়ী হয়। এ সংবাদে মুসলমানগণ আনন্দিত হন। কারণ এই প্রসঙ্গে (ইতিপূর্বে) "আলিফ লাম মীম গালাবাতির রূম... ইয়াফরাহুল মুমিনূন" (সূরা আর-রূম ঃ ১-৪) আয়াত নাযিল হয়। তিনি বলেন, পারস্যবাসীদের উপর রোমীয়দের বিজয়ের কারণে মুসলমানগণ খুবই আনন্দিত হন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। "গালাবাত" ও "গুলিবাত" উভয়রূপে পড়া যায়। কথিত আছে যে, রোমীয়রা প্রথমে পরাজিত হয়েছিল এবং পরে বিজয়লাভ করে। নাসর ইবনে আলী "গালাবাত" পড়তেন (কিন্তু প্রচলিত কিরাআত "গুলিবাত")।

٢٨٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَرَاَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ) فَقَالَ مِنْ ضُعْفٍ .

২৮৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পড়লেন "খালাকাকুম মিন দাফিন"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "দুফিন" হবে।[৭]

৭. সূরা আর-রূম ৫৪ নম্বর আয়াত।

আব্‌দ ইবনে হুমাইদ-ইয়াযীদ ইবনে হারূন-ফুদাইল ইবনে মারযূক (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল ফুদাইল ইবনে মারযূক-আতিয়্যা-ইবনে উমার (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٢٨٧٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَاُ (فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ) .

২৮৭২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ফাহাল মিন মুদ্দাকির" পড়তেন (বু, মু, দা, না)।[৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٧٣. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِىُّ عَنْ هَارُوْنَ الْاَعْوَرِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَاُ (فَرُوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ) .

২৮৭৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ফারূহুন ওয়া রাইহানুন ওয়া জান্নাতু নাঈম" পড়তেন (দা, না)।[৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল হারূন আল-আওয়ারের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٢٨٧٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْنَا الشَّامَ فَاَتَانَا اَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ اَفِيْكُمْ اَحَدٌ يَّقْرَاُ عَلَىَّ قِرَاءَةَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فَاَشَارُوْا اِلَىَّ فَقُلْتُ نَعَمْ اَنَا قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقْرَاُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى) قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا (وَالَّيْلِ اِذَا

---

৮. সূরা আল-কামার, আয়াত নম্বর ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০; এটাই হাফ্‌সের কিরাআত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে আবদুল্লাহ (রা) "মুয্‌যাকির" পড়লে তিনি "মুদ্দাকির" বলে সংশোধন করেন (অনু.)।

৯. সূরা ওয়াকিয়া,আয়াত নম্বর ৮৯। কিন্তু মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত কিরাআত হচ্ছে رَوْحٌ অর্থাৎ ر অক্ষরে পেশ-এর পরিবর্তে যবর (অনু.)।

يَغْشٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى) فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَاَنَا وَاللّٰهِ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا وَهٰؤُلَاءِ يُرِيْدُوْنَنِيْ اَنْ اَقْرَاَهَا (وَمَا خَلَقَ) فَلَا اُتَابِعُهُمْ .

২৮৭৪। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সিরিয়ায় পৌছে আবুদ দারদা (রা)-র নিকট হাযির হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কিরাআত পড়তে পারে এমন কেউ আছে কি? আলকামা বলেন, লোকেরা আমার দিকে ইশারা করে দেখালে আমি বললাম, হাঁ আমি পারি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি "ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা" আয়াতটি আবদুল্লাহ্কে কিরূপে পড়তে শুনেছ? আমি বললাম, আমি তাকে "ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা ওয়ায-যাকারি ওয়াল-উনসা" এভাবে পড়তে শুনেছি। আবুদ দারদা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবেই পড়তে শুনেছি। কিন্তু এসব লোক তো আমাকে "ওয়ামা খালাকায্-যাকারা ওয়াল-উন্সা" এভাবে পড়াতে চাচ্ছে। আমি তাদের অনুসরণ করি না (বু, মু)।[১০]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কিরাআত এরূপই ঃ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى

٢٨٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَقْرَاَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِنِّيْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ) .

২৮৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিম্নোক্ত আয়াত এভাবে পড়িয়েছেন ঃ "ইন্নী আনার-রায্যাকু যুল কুওয়্যাতিল মাতীন" (দা, না)।[১১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

---

১০. অর্থাৎ তার কিরাআতে وَمَا خَلَقَ শব্দদ্বয় নেই, কিন্তু মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত কিরাআতে আছে (অনু.)।

১১. সূরা আয-যারিয়াত ৫৮ নম্বর আয়াত। কিন্তু মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত কিরাআত হচ্ছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

٢٨٧٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ وَالْفَضْلُ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَاهُمْ بِسُكَارٰى) .

২৮৭৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন "ওয়া তারান-নাসা সুকারা, ওয়ামাহুম বিসুকারা" (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আল-হাকাম ইবনে আবদুল মালেক (র) কাতাদার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা) ও আবুত তুফাইল (রা) ব্যতীত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর কোন সাহাবীর নিকট কাতাদা কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এটা আমার কাছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কাতাদা ও হাসান থেকে ইমরান ইবনে হুসাইন সূত্রে সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি "ইয়া আইয়্যুহান-নাসুত্তাকূ রব্বাকুম" পড়েন। হাদীসটি বেশ দীর্ঘ। এখানে সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে।

٢٨٧٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِئْسَمَا لِاَحَدِهِمْ اَوْ لِاَحَدِكُمْ اَنْ يَّقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ فَاسْتَذْكِرُوْا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ .

২৮৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাদের বা তোমাদের কারো এরূপ কথা বলা কতই না আপত্তিকর ঃ 'আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি'। (বরং তার বলা উচিত যে,) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা স্মরণ রাখার জন্য অনবরত কুরআন পড়বে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জন্তু যেরূপ রশি থেকে ছাড়া পেয়ে পলায়ন করে, এটা মানুষের হৃদয় থেকে তার চাইতেও অধিক পলায়নপর (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
সাত রীতিতে কুরআন নাযিল হয়েছে।

٢٨٧٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ لَقِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلَ فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ اِنِّىْ بُعِثْتُ اِلٰى اُمَّةٍ اُمِّيِّيْنَ مِنْهُمُ الْعَجُوْزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِىْ لَمْ يَقْرَاْ كِتَابًا قَطُّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ .

২৮৭৮। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ)-এর সাক্ষাত পেয়ে বলেন ঃ হে জিবরাঈল! আমি একটি নিরক্ষর উম্মাতের নিকট প্রেরিত হয়েছি। এদের মধ্যে প্রবীণ, বৃদ্ধ, কিশোর ও কিশোরী আছে এবং এমন লোকও আছে যে কখনো কোন লেখাপড়াই করেনি। তিনি বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! কুরআন তো সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে (আ, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উমার, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, আবু হুরায়রা, উম্মু আইউব, সামুরা, ইবনে আব্বাস ও আবু জুহাইম ইবনুল হারিস ইবনুস সিম্মা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে।

٢٨٧٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَارِيِّ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ مَرَرْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هُوَ يَقْرَاُ عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِى الصَّلَاةِ فَنَظَرْتُهُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَاَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُكَ تَقْرَاُهَا فَقَالَ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ

لَهُ كَذَبْتَ وَاللّٰهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ اَقْرَاَنِىْ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِىْ تَقْرَاُهَا فَانْطَلَقْتُ اَقُوْدُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا وَاَنْتَ اَقْرَاْتَنِىْ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اقْرَاْ يَا هِشَامُ فَقَرَاَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَاْ يَا عُمَرُ فَقَرَاْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِىْ اَقْرَاَنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ٠

২৮৭৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় একদা আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন নামাযে সূরা আল-ফুরকান পড়ছিলেন। আমি মনোযোগ দিয়ে তার পড়া শুনলাম এবং লক্ষ্য করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে রীতিতে পড়াননি তিনি অনেকগুলো অক্ষর এমন রীতিতে পড়ছেন। আমি তাকে নামাযেই জব্দ করতে উদ্যত হলাম কিন্তু সালাম ফিরানো পর্যন্ত অবকাশ দিলাম। তিনি সালাম ফিরাতেই আমি তার চাদর তার গলায় পেচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আপনাকে যে রীতিতে এ সূরাটি পড়তে শুনলাম তা আপনাকে কে শিখিয়েছে? তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরূপই শিখিয়েছেন। আমি তাকে বললাম, আপনি মিথ্যা বলছেন। আল্লাহ্র কসম! আপনি যে সূরাটি পড়লেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তা আমাকে শিখিয়েছেন। অতঃপর আমি তাকে টেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যেরূপে আমাকে সূরা আল-ফুরকান পড়িয়েছেন, তা থেকে ভিন্নভাবে আমি একে সেই সূরা পড়তে শুনেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে উমার! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম! তুমি সূরাটি পড়ে শুনাও। আমি তাকে যেরূপ পড়তে শুনেছিলাম তিনি সেরূপেই তা পড়লেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এরূপেই এটা নাযিল হয়েছে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ হে উমার! তুমি পড়ে শুনাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপে আমাকে পড়িয়েছেন আমি সেরূপেই তা পড়লাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা এরূপেও নাযিল হয়েছে। বস্তুত এ কুরআন সাত রীতিতে নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের যেভাবে সহজ হয় সেভাবেই তা থেকে পড়বে (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মালেক ইবনে আনাস (র) এ হাদীস যুহ্‌রী থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি তাতে মিসওয়ার ইবনে মাখরামার উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

(মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন রাখা ও তাকে সাহায্য করা)

٢٨٨٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ اَخِيْهِ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِىْ مَسْجِدٍ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَمَنْ اَبْطَاَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

২৮৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার কোন ভাইয়ের একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ ইহ ও পরকালে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীর কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ইহ ও পরকালে তার কষ্ট দূর করবেন। আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সহায়তা করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার কোন ভাইয়ের সাহায্যে মশগুল থাকে। যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের পথে বের হয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের রাস্তা সহজ করে দেন। যখন কোন দল মসজিদে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত এবং পরস্পর আলোচনা করার জন্য সমবেত হয়,

আল্লাহ্ তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন, (আল্লাহ্‌র) রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে। কৃতকর্ম যাকে পিছিয়ে দেয় বংশ (মর্যাদা) তাকে অগ্রসর করতে পারে না।[১২]

আবু ঈসা বলেন, এভাবেই একাধিক রাবী আমাশের সূত্রে–আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আসবাত ইবনে মুহাম্মাদ (র) আমাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট আবু সালেহ–আবু হুরায়রা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে...অতঃপর এ হাদীসের কোন কোন অংশ বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

(কুরআন খতম করার সময়সীমা)

٢٨٨١ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ كَمْ اَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ قَالَ اخْتِمْهُ فِىْ شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ اخْتِمْهُ فِىْ عِشْرِيْنَ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ اخْتِمْهُ فِىْ خَمْسَةَ عَشَرَ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ اخْتِمْهُ فِىْ عَشْرٍ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ اخْتِمْهُ فِىْ خَمْسٍ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَمَا رَخَّصَ لِىْ .

২৮৮১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কত দিনে কুরআন খতম করব? তিনি বলেন ঃ এক মাসে তা খতম করবে। আমি বললাম, আমি এর চাইতে বেশী পড়তে সক্ষম (আরো কম দিনে খতম করতে পারি)। তিনি বলেন ঃ তাহলে বিশ দিনে খতম করবে। আমি বললাম, আমি এর চাইতেও বেশী পড়তে পারি। তিনি বলেন ঃ তাহলে পনের দিনে তা খতম করবে। আমি আবার বললাম, আমি এর চাইতেও বেশী পড়তে পারি। তিনি বলেন ঃ তাহলে দশ দিনে তা খতম করবে। আমি পুনরায় বললাম, আমি এর চাইতেও বেশী পড়তে পারি। তিনি বলেন ঃ তাহলে পাঁচ দিনে তা খতম করবে। আমি আবার বললাম, আমি আরো বেশী পড়তে

১২. হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে ১৩৬৫, ১৮৮০ ও ২৫৫৩ (শুধু এলেম অংশ) ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (অনু.)।

সক্ষম। তিনি (রাবী) বলেন, এর চাইতে কম দিনে পড়তে তিনি আমাকে অনুমতি দেন নাই (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবু বুরদা-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে একে গরীব গণ্য করা হয়। আরেক বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلِّ مِنْ ثَلاَثٍ ·

"যে ব্যক্তি তিনদিনের কমে কুরআন খতম করে সে কুরআন বুঝে নাই"। অধিকন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ "তুমি চল্লিশ দিনে কুরআন খতম করবে"। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র) বলেন, এ হাদীসের কারণে আমরা কারো জন্য কুরআন খতম করতে ৪০ দিনের বেশী সময় লাগানো পছন্দ করি না। কতক আলেমের মতে তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করা ঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে সর্বনিম্ন তিন দিনের কথা উল্লেখ আছে। কিছু সংখ্যক আলেম তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করার অনুমতি দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, উসমান ইবনে আফফান (রা) বিতরের শেষ রাকআতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। আরো বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) কাবা শরীফে এক রাকআতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করেছেন। তবে ধীরে সুস্থে সহীহ শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করা সকল আলেমদের মতে অধিক পছন্দনীয়।

٢٨٨٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى النَّضْرِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَرْبَعِيْنَ ·

২৮৮২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ তুমি চল্লিশ দিনে কুরআন খতম করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কতিপয় রাবী মামারের সূত্রে-সিমাক ইবনুল ফাদল-ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বেহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-কে চল্লিশ দিনে কুরআন খতম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٨٨٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ الَّذِىْ يَضْرِبُ مِنْ اَوَّلِ الْقُرْاٰنِ اِلٰى اٰخِرِهٖ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ .

২৮৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল , হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ কাজ আল্লাহ্‌র নিকট বেশী পছন্দনীয়? তিনি বলেন ঃ সওয়ারী থেকে নেমেই আবার যে সওয়ার হয় (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন খতম করেই আবার প্রথম থেকে পড়া শুরু করে দেয়)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই ইবনে আব্বাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুসলিম ইবনে ইবরাহীম-সালেহ আল-মুররী-কাতাদা-যুরারা ইবনে আওফা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ নাই। আমার মতে নাসর ইবনে আলী-আল-হাইসাম ইবনুর রবী (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় উপরোক্ত সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ।

٢٨٨٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ .

২৮৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করল সে কুরআনের কিছুই বুঝেনি (দা, না, ই, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা (র) সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অধ্যায় ঃ ৪৭

اَبْوَابُ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(তাফসীরুল কুরআন)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

[কুরআন মজীদের ব্যক্তিগত রায় ভিত্তিক তাফসীর (তাফসীর বির-রায়) সম্পর্কে]

٢٨٨٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৮৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রকৃত ইল্‌ম ছাড়া কুরআন সম্পর্কে কোন কথা বলে, সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামের আবাস নির্দিষ্ট করে নেয় (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٨٦. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّيْ اِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৮৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চিতভাবে যা তোমাদের জানা আছে তা ছাড়া আমার থেকে হাদীস বর্ণনা থেকে তোমরা বিরত থাকবে। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামকে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নিল। আর যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশীমত কুরআন সম্পর্কে কথা বলে সেও যেন দোযখকে নিজের আবাস বানিয়ে নিল (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٨٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ حَزْمٍ اَخُوْ حَزْمٍ الْقُطَعِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَاَ .

২৮৮৭। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মত অনুযায়ী কুরআন সম্পর্কে কথা বলে, সে সঠিক বললেও অপরাধ করল (এবং সঠিক ব্যাখ্যা করল-সেও ভুল করল) (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কোন কোন হাদীস বিশারদ এ হাদীসের রাবী সুহাইল ইবনে আবু হাযমের সমালোচনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা (উক্ত বিষয়ের) জ্ঞান ব্যতীত কুরআনের তাফসীর করার ব্যাপারে খুবই কঠোর মত ব্যক্ত করেছেন। মুজাহিদ, কাতাদা (র) প্রমুখ বিশেষজ্ঞ আলেম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারাও কুরআনের তাফসীর করেছেন। তাদের সম্পর্কে অবশ্য এ ধারণা করার অবকাশ নেই যে, তারা কুরআন সম্পর্কে মনগড়া কিছু বলেছেন বা জ্ঞান ছাড়া কুরআনের তাফসীর করেছেন অথবা নিজেদের থেকে কুরআন ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের সম্পর্কে আমরা যে মন্তব্য করেছি যে, তারা জ্ঞান ছাড়া কুরআন সম্পর্কে কিছু বলেননি, তাদের বক্তব্য থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। হুসাইন ইবনে মাহ্দী আল-বাসরী-আবদুর রায্যাক-মামার-কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যার (ব্যাখ্যা) সম্পর্কে আমি কিছু শুনিনি। ইবনে আবু উমার-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-আমাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাহিদ (র) বলেছেন, আমি যদি ইবনে মাসউদ (রা)-র কিরাআতের অনুসরণ করতাম,তাহলে কুরআনের এমন অনেক বিষয় যে সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি সেগুলো সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনবোধ করতাম না।

১. সূরা আল-ফাতিহা

٢٨٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنِّيْ اَحْيَانًا اَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ فَاقْرَأْهَا فِيْ نَفْسِكَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ يَقُوْمُ الْعَبْدُ فَيَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ فَيَقُوْلُ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَهٰذَا لِيْ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ وَاٰخِرُ السُّوْرَةِ لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ يَقُوْلُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ .

২৮৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়লো, অথচ তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা আল-ফাতিহা) পড়লো না, তা (নামায) ত্রুটিযুক্ত, তা ত্রুটিযুক্ত, তা অসম্পূর্ণ। রাবী (আবদুর রহমান) বলেন, আমি বললাম, যে আবু হুরায়রা! আমি তো অনেক সময় ইমামের পেছনে নামায পড়ি। তিনি বলেন, হে পারস্য সন্তান! তুমি তা নীরবে পড়বে।[১] কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি। নামাযের অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার। আর বান্দা আমার কাছে যা চায় তা-ই তাকে দেয়া হয়। যখন বান্দা নামাযে দাঁড়িয়ে বলে, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারে জাহানের পরোয়ারদিগার আল্লাহ্‌র জন্য), তখন কল্যাণের আধার মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বান্দা বলে, আর-রহমানির রহীম (তিনি দয়াময় পরম দয়ালু), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। যখন বান্দা বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (প্রতিফল দিবসের মালিক), তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। এটা হচ্ছে আমার জন্য। আর আমার ও আমার

১. ইমামের পেছনে মোক্তাদীগণের সূরা আল-ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে ১ম খণ্ডের ১১২ নং টীকা দ্র. (সম্পা.)।

বান্দার জন্য যোগসূত্র হচ্ছে ঃ ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন (আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই), সূরার শেষ পর্যন্ত আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দার জন্য তাই যা সে প্রার্থনা করে। বান্দা বলে, ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম। সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াললীন (আমাদেরকে সরল ও মযবুত পথ দেখাও। ঐ লোকদের পথ যাদের তুমি নিয়ামত দিয়েছ। যারা অভিশপ্ত হয়নি, যারা পথহারা হয়নি (মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শোবা, ইসমাঈল ইবনে জাফর প্রমুখ-আলা ইবনে আবদুর রহমান-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরাইজ ও মালেক ইবনে আনাস (র) আলা ইবনে আবদুর রহমান-হিশাম ইবনে আবু যাহরার মুক্তদাস আবুস সাইব-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবু উয়াইস-তার পিতা-আলা ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন, আমার নিকট আমার পিতা ও আবুস সাইব-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٨٨٩. اَخْبَرَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَ يَعْقُوْبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ وَاَبُو السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ وَكَانَا جَلِيْسَيْنِ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً لَمْ يَقْرَاْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ .

২৮৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়েছে অথচ তাতে 'উম্মুল কুরআন' (সূরা আল-ফাতিহা) পড়েনি, তার নামায ক্রটিযুক্ত অপূর্ণাংগ।

ইসমাঈল ইবনে আবু উয়াইসের হাদীসে এর বেশী কিছু নেই। আমি আবু যুরআকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, দু'টি হাদীসই সহীহ। তিনি আবু উয়াইস-তার পিতা- আলা (র) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

٢٨٩٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ

اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ
الْقَوْمُ هٰذَا عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ وَجِئْتُ بِغَيْرِ اَمَانٍ وَلاَ كِتَابٍ فَلَمَّا دُفِعْتُ اِلَيْهِ
اَخَذَ بِيَدِىْ وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ اِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ يَدَهُ فِىْ يَدِىْ
قَالَ فَقَامَ فَلَقِيَتْهُ اِمْرَاَةٌ وَصَبِىٌّ مَعَهَا فَقَالاَ اِنَّ لَنَا اِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهُمَا
حَتّٰى قَضٰى حَاجَتَهُمَا ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ حَتّٰى اَتٰى بِىْ دَارَهُ فَاَلْقَتْ لَهُ الْوَلِيْدَةُ
وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا
يُفِرُّكَ اَنْ تَقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ اِلٰهٍ سِوَي اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ
ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا تَفِرُّ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَتَعلَمُ اَنَّ شَيْئًا اَكبَرُ مِنَ
اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّ الْيَهُوْدَ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ وَاِنَّ النَّصَارٰى ضُلاَّلٌ قَالَ
قُلْتُ فَاِنِّىْ جِئْتُ مُسْلِمًا قَالَ فَرَاَيْتُ وَجْهَهُ تَبْسُطُ فَرَحًا قَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِىْ
فَاُنْزِلْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ جَعَلْتُ اَغْشَاهُ اٰتِيْهِ طَرَفَىِ النَّهَارِ قَالَ فَبَيْنَمَا
اَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً اِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِىْ ثِيَابٍ مِنَ الصُّوْفِ مِنْ هٰذِهِ النِّمَارِ قَالَ
فَصَلّٰى وَقَامَ فَحَثَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعٍ وَلَوْ بِقَبْضَةٍ
وَلَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ يَقِىْ اَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ اَوِ النَّارِ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ
تَمْرَةٍ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَتِى اللّٰهَ وَقَائِلٌ لَهُ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ اَلَمْ اَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا
وَبَصَرًا فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيَقُوْلُ اَلَمْ اَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَوَلَدًا فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيَقُوْلُ اَيْنَ
مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ
شَيْئًا يَقِىْ بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ لِيَقِ اَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَّمْ
يَجِدْهُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَاِنِّىْ لاَ اَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ نَاصِرُكُمْ
وَمُعْطِيْكُمْ حَتّٰى تَسِيْرَ الظَّعِيْنَةُ فِيْمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيْرَةِ اَكْثَرُ مَا تَخَافُ
عَلٰى مَطِيَّتِهَا السُّرَقَ قَالَ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ فِى نَفْسِى فَاَيْنَ لُصُوْصُ طَيِّىءٍ .

২৮৯০। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি তখন মসজিদে বসা ছিলেন। লোকেরা বলল, এই তো আদী ইবনে হাতেম (রা)। আর আমি এসেছিলাম কোনরূপ নিরাপত্তা লাভ বা লিখিত চুক্তিপত্র করা ছাড়াই। আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত করা হলে তিনি আমার হাত ধরলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিপূর্বে বলেছিলেন, আমি অবশ্যই কামনা করি আল্লাহ যেন আমার হাতে তার হাত স্থাপন করেন। আদী (রা) বলেন, তিনি আমাকে সাথে নিয়ে উঠে চললেন। পথিমধ্যে এক মহিলা একটি বালকসহ তাঁর সাথে সাক্ষাত করে। তারা উভয়ে বলে, আপনার নিকট আমাদের একটি প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরে এলেন। একটি বালিকা তাঁকে একটি গদি পেতে দিল। তিনি তাতে বসলেন। আমি তাঁর সামনাসামনি বসলাম। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করেন, তারপর বলেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই)-এর স্বীকৃতি দিতে তোমাকে কিসে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য করছে? এক আল্লাহ ছাড়া আরো কোন ইলাহ আছে বলে কি তোমার জানা আছে? আমি বললাম, না। আদী (রা) বলেন, আরো কিছুক্ষণ আলাপ করার পর তিনি বলেন ঃ তুমি আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলা থেকে পালাচ্ছ। আল্লাহ্‌র চাইতে শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে বলে তোমার জানা আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ ইহূদীরা অভিশপ্ত এবং নাসারাগণ পথভ্রষ্ট। আমি বললাম, আমি যে একজন একনিষ্ঠ মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)। আমি দেখলাম, আনন্দে তাঁর চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তারপর তাঁর নির্দেশক্রমে আমাকে এক আনসার সাহাবীর বাড়িতে মেহমান হিসাবে রাখা হয়। দিনের দুই প্রান্তে আমি তাঁর নিকট হাযিরা দিতাম, একদা বিকেল বেলা আমি তাঁর নিকট হাযির ছিলাম। তখন তাঁর নিকট একদল লোক আসলো। তারা সাদা-কালো ডোরাযুক্ত পশমী কাপড় পরিহিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাদের নিয়ে) নামায পড়লেন। নামায শেষে দাঁড়িয়ে তিনি এদেরকে সাহায্য করার জন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন ঃ এক সা, অর্ধ সা, এক মুঠো, এক মুঠোর অংশবিশেষ, একটি খেজুর বা খেজুরের অংশবিশেষ দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের তাপ (আগুন) থেকে আত্মরক্ষা কর। কারণ তোমাদের প্রত্যেকেরই আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তাই বলবেন যা আমি (এখন) তোমাদের বলছি। তিনি বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করিনি? সে বলবে, হাঁ। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি

তোমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করিনি? সে বলবে, হাঁ। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি নিজের জন্য কি অগ্রিম পাঠিয়েছিলে ? তখন সে তার সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে তাকাবে, কিন্তু সে জাহান্নামের তাপ থেকে বাঁচানোর মত কিছুই পাবে না। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকে যেন একটি খেজুরের অংশবিশেষ দান করে হলেও নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। যদি কারো এই সামর্থ্যও না থাকে, তাহলে সে যেন অন্তত ভালো কথা বলে (তা থেকে আত্মরক্ষা করে)। আমি তোমাদের ব্যাপারে দুর্ভিক্ষের আশংকা করি না। কারণ আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী ও দানকারী। এমনকি উষ্ট্রারোহিণী কোন মহিলা ইয়াসরিব (মদীনা) থেকে হীরা বা ততোধিক দূরত্বের সফর করবে এবং তার জন্তুযানের কিছু চুরি যাওয়ার ভয় থাকবে না। আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাহলে তাই কবীলার চোরগুলো কোথায় যাবে (আ)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এটাকে আমরা সিমাক ইবনে হারব ছাড়া আর কারো থেকে জানি না। শোবা-সিমাক ইবনে হারব-আব্বাদ ইবনে হুবাইশ-আদী ইবনে হাতেম (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাদীসটি দীর্ঘাকারে বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَبُنْدَارٌ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَهُوْدُ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارٰى ضُلاَّلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ .

২৮৯১। আদি ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইহূদীরা অভিশপ্ত এবং নাসারাগণ পথভ্রষ্ট... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

২. সূরা আল-বাকারা

٢٨٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ قَسَامَةَ ابْنِ زُهَيْرٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ

اللّٰهَ تعَالٰى خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ اٰدَمَ عَلٰى قَدْرِ الْاَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ .

২৮৯২। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পৃথিবীর সর্বত্র থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। আদম-সন্তানরা তাই মাটির বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন তাদের কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো বর্ণের আবার কেউ বা এসবের মাঝামাঝি, কেউ বা নরম ও কোমল প্রকৃতির। আবার কেউ কঠোর প্রকৃতির, কেউ মন্দ স্বভাবের, আবার কেউ বা ভালো চরিত্রের (আ, দা, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٩٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ (اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا) قَالَ دَخَلُوْا مُتَزَحِّفِيْنَ عَلٰى اَوْرَاكِهِمْ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ) قَالَ قَالُوْا حَبَّةٌ فِيْ شَعِيْرَةٍ .

২৮৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী "তোমরা সিজদাবনত শিরে প্রবেশ করো" (২ ঃ ৫৮)-এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তারা (বনী ইসরাঈল) তাদের নিতম্বে ভর করে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল। একই সনদে "কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল, তারা তাদের যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বল" (২ ঃ ৫৯) এ আয়াত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তারা (হিত্তাতুন-এর পরিবর্তে) বলেছিল, "যবের মধ্যকার শস্যদানা" (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٩٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ السَّمَّانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرِهِ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ اَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلّٰى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلٰى حِيَالِهِ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ (فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) .

২৮৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবীআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক অন্ধকার রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। আমরা কিব্‌লা কোন্ দিকে তা ঠিক করতে পারছিলাম না। কাজেই আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী কিব্‌লার দিক নির্দ্ধারণ করে নামায পরে। সকাল বেলা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলাম। তখন নাযিল হয় ঃ "তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক" (২ ঃ ১১৫) (ই, দার, বা)।[২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এটিকে আমরা আশআস-সাম্মাস-আবুর রাবী কর্তৃক আসেম ইবনে উবাইদুল্লাহ্‌র হাদীস ছাড়া আর কারো থেকে জানি না। আর আশআসকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে।

٢٨٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا اَيْنَمَا (حَيْثُمَا) تَوَجَّهَتْ بِهِ وَهُوَ جَاءٍ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَرَاَ ابْنُ عُمَرَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) الْاٰيَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِيْ هٰذَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ .

২৮৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় ফেরার পথে তাঁর সওয়ারী তাঁকে নিয়ে যেদিক অভিমুখে অগ্রসর হত সেদিকে ফিরেই তিনি নফল নামায পড়তেন। তারপর ইবনে উমার (রা) এই আয়াত পড়েন ঃ

(وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ)

---

২. হাদীসটি ৩২২ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)।

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক" (২ ঃ ১১৫)। ইবনে উমার (রা) বলেন, এ প্রসঙ্গেই উক্ত আয়াত নাযিল হয় (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর নির্দেশ রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে। রহিতকারী (নাসিখ) আয়াতটি হল ঃ

(فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

"অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও" (২ ঃ ১৪৪)। "শাতরাল মসজিদিল হারাম" অর্থাৎ "কাবার দিকে"। তার এই মত নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালেক ইবনে আবুশ শাওয়ারিব-ইয়াযীদ ইবনে যুরাই-সাঈদ-কাতাদা (র)। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি "ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ" অর্থ বলেছেন, "ফাছাম্মা কিবলাতুল্লাহ" (সেদিকেই আল্লাহ্‌র কিবলা রয়েছে)। তার এই মত নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণিত ঃ আবু কুরাইব মুহাম্মদ ইবনুল আলা-ওয়াকী-নাদর ইবনে আরাবী-মুজাহিদ (র)।

٢٨٩٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) .

২৮৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাকামে ইবরাহীমের পেছনে যদি আমরা নামায পড়তাম (তাহলে ভালো হত)। এ প্রসংগেই নাযিল হয় ঃ "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে (ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে) নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর" (২ ঃ ১২৫) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٩٧ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اتَّخَذْتُ مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) .

২৮৯৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যদি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করতাম! এ প্রসংগেই নাযিল হয় ঃ ওয়াত্তাখিযূ মিম মাকামি ইবরাহীমা মুসাল্লা।[৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٩٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهِ (وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا) قَالَ عَدْلاً .

২৮৯৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বাণী "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক ন্যায়নিষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি" (২ ঃ ১৪৩) সম্পর্কে বলেছেন ঃ ওয়াসাতান অর্থ আদালান (ন্যায়নিষ্ঠ) (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعٰى نُوْحٌ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُدْعٰى قَوْمُهُ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ وَّمَا اَتَانَا مِنْ اَحَدٍ فَيَقُوْلُ مَنْ شُهُوْدُكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَاُمَّتُهُ قَالَ فَيُؤْتٰى بِكُمْ تَشْهَدُوْنَ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ (وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا) وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ .

২৮৯৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) নূহ (আ)-কে ডেকে বলা হবে,

---

৩. এ নির্দেশ মুস্তাহাব নির্দেশের অন্তর্গত। মাকামে ইবরাহীম বলতে ঐ পাথরকে বুঝায় যাতে ইবরাহীম (আ)-এর উভয় পায়ের দাগ উৎকীর্ণ হয়ে আছে, যার উপর দাঁড়িয়ে লোকদের হজ্জের আহবান জানিয়েছেন এবং বায়তুল্লাহর ভিত্তি তুলেছিলেন। আবার কেউ বলেছেন পুরো হারাম শরীফই এর অন্তর্ভুক্ত (অনু.)।

তুমি কি (তোমার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র বাণী) পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন ঃ হাঁ। অতঃপর তাঁর সম্প্রদায়কে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তিনি কি তোমাদের নিকট (আল্লাহ্‌র বাণী) পৌঁছিয়েছিলেন? তারা বলবে, আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসেনি। আমাদের নিকট কেউই আসেনি। তখন তাঁকে বলা হবে, আপনার সাক্ষী কারা? তিনি বলবেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাতগণ। অতঃপর তোমাদের আনা হবে। তোমরা সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয়ই তিনি (দাওয়াত) পৌঁছে দিয়েছিলেন। তার প্রমাণ হচ্ছে বরকতময় মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক ন্যায়নিষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের সাক্ষীস্বরূপ হবে" (২ ঃ ১৪৩) (আ, বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-জাফর ইবনে আওন-আমাশ (র) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٠٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ سِتَّةَ اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (قَدْ نَرٰي تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَكَانَ يُحِبُّ ذٰلِكَ فَصَلّٰى رَجُلٌ مَّعَهُ الْعَصْرَ قَالَ ثُمَّ مَرَّ عَلٰى قَوْمٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوْعٌ فِيْ صَلاَةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ فَانْحَرَفُوْا وَهُمْ رُكُوْعٌ .

২৯০০। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করে ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে (ফিরে) নামায পড়েন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার দিকে (মুখ করে) নামায পড়ার আগ্রহ পোষণ করতেন। এ প্রেক্ষিতেই পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করেছি। কাজেই আমি

তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও" (২ ঃ ১৪৫)। তৎক্ষণাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাংখিত কিবলা-কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এক লোক তাঁর সাথে আসরের নামায পড়ে একদল আনসারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন বায়তুল মাকদিসের দিকে (মুখ করে) আসরের নামাযের রুকূতে ছিল। তিনি বলেন, এই লোকটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাবার দিকে (মুখ করে) নামায পড়ে এসেছে। তারাও তৎক্ষণাৎ রুকূ অবস্থায়ই (কাবার দিকে) ঘুরে যান (বু, মু, ই, না, আ)।[৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান সাওরীও আবু ইসহাক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

٢٩٠١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوْا رُكُوْعًا فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ .

২৯০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তারা (কুবা মসজিদে) ফজরের নামাযে রুকূ অবস্থায় ছিলেন (বু, মু, অন্যান্য)।[৫]

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী, ইবনে উমার, উমারা ইবনে আওস ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমার (রা)-র হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٠٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَاَبُوْ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ مَاتُوْا وَهُمْ يُصَلُّوْنَ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ) الْاٰيَةَ .

২৯০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হলে সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের যেসব ভাই বাইতুল মাকদিসের দিকে (ফিরে) নামায পড়া অবস্থায় মারা গেছেন তাদের কি হবে ? তখন মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত

৪. হাদীসটি ৩১৮ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।
৫. হাদীসটি ৩১৯ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করেন না" (২ ঃ ১৪৩) (দা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٠٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا اَرٰى عَلٰى اَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا اُبَالِىْ اَنْ لاَ اَطُوْفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ اُخْتِىْ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُوْنَ وَاِنَّمَا كَانَ مَنْ اَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِىْ بِالْمُشَلَّلِ لاَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا) وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَ يَطُوْفَ بِهِمَا قَالَ الزُّهْرِىُّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَاَعْجَبَهُ ذٰلِكَ وَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْعِلْمُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا كَانَ مَنْ لاَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ اِنَّمَا اُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ) قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِىْ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ .

২৯০৩। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বললাম, যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ (সাঈ) করেনি আমি তাতে দোষ মনে করি না। আমি নিজেও এ দুই পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ না করতে কোন পরোয়া করি না। আইশা (রা) বলেন, হে আমার বোন পুত্র! তুমি যা বললে তা খুবই অন্যায় কথা। খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ করেছেন, মুসলমানরাও এর তাওয়াফ করেছেন। তবে 'মুশাল্লাল' নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামক প্রতিমার নামে যেসব কাফের ইহরাম

বাঁধতো তারা সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করত না। অতএব বরকতময় মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ করে বা উমরা করে এই পাহাড়দ্বয়ের তাওয়াফ করায় তার কোন দোষ নেই" (২ ঃ ১৫৮)। তোমাদের কথাই যদি সঠিক হত, তাহলে এভাবে বলা হত ঃ "ফালা জুনাহা 'আলাইহি আল-লা ইয়াতূফা বিহিমা" (এই পাহাড়দ্বয়ের তাওয়াফ না করাতে কোন দোষ নেই)। যুহরী (র) বলেন, আমি আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিশামের নিকট এটি বর্ণনা করলে তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং বলেন, এই তো হল ইলমের (জ্ঞানের) কথা! আমি বহু 'আলেমকে বলতে শুনেছি, যেসব আরববাসী সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করে না তারা বলে, এ দু'টি পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ করা জাহিলী যুগের প্রথা। অপর দিকে কিছু সংখ্যক আনসারী বলত, আমাদেরকে বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করার আদেশ করা হয়েছে এবং সাফা-মারওয়া তাওয়াফের আদেশ দেয়া হয়নি। এ প্রসংগেই মহান আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত" (২ ঃ ১৫৮)। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান বলেন, আমার মতে উপরোক্ত উভয় দলের প্রসংগেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ كَانَا مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلاَمُ اَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا) قَالَ هُمَا تَطَوُّعٌ (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ) .

২৯০৪। আসিম আল-আহওয়াল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এ দু'টি (পাহাড়) ছিল জাহিলিয়াতের নিদর্শন। ইসলামের আবির্ভাব হলে আমরা এতদুভয়ের সাঈ থেকে বিরত থাকলাম। তখন বরকতময় মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ করে বা উমরা করে, তার জন্য এতদুভয়ের তাওয়াফে কোন দোষ নেই" (২ ঃ ১৫৮)। আনাস (রা) বলেন, এটা হল নফল ইবাদত। মহান আল্লাহ

বলেন ঃ "কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে "আল্লাহ তো গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞ" (২ ঃ ১৫৮) (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٠٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَقَرَأَ (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ وَقَرَأَ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ) .

২৯০৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় এলেন , তখন সাতবার বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন। তখন আমি তাঁকে এ আয়াত পড়তে শুনলাম (অনুবাদ) ঃ "তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর " (সূরা আল-বাকারা ঃ ১২৫)। তারপর তিনি মাকামে ইবরাহীমের পিছনে নামায পড়লেন, অতঃপর হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে তাতে চুমু দিলেন, অতঃপর বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা প্রথমে যা উল্লেখ করেছেন আমরা তা থেকে শুরু করব। অতএব তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত" (২ ঃ ১৫৮) (মু)।[৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ إِسْرَائِيْلَ بْنِ يُوْنُسَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُّفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتّٰى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَهُ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلٰكِنْ أَنْطَلِقُ أَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ

৬. হাদীসটি ৮০৮ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ) فَفَرِحُوْا بِهَا فَرَحًا شَدِيْدًا (وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ).

২৯০৬। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের এ নিয়ম ছিল যে, কোন রোযাদার ইফতার করার পূর্বে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি সেই রাত ও পরবর্তী দিনে কিছু খেতেন না, এভাবে পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত অভুক্ত থাকতেন। একবার কায়েস ইবনে সিরমা আল-আনসারী (রা) রোযা অবস্থায় ছিলেন। ইফতারের সময় উপস্থিত হলে তিনি তার স্ত্রীর নিকট এসে বলেন, কোন খাবার আছে কি? তাঁর স্ত্রী বলেন, না। তবে আমি আপনার জন্য কিছু তালাশ করে আনতে যাচ্ছি। কায়েস (রা) ঐ দিন কায়িক পরিশ্রম করেছিলেন। তাই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তার স্ত্রী এসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলেন, আপনার জন্য আফসোস! পরবর্তী দিন দুপুর হলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করা হলে তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করা হল" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৭)। এতে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আয়াতের শেষাংশ নিম্নরূপ (অনুবাদ) ঃ "তোমরা রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার কর"(২ ঃ ১৮৭) (আ, বু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস হাসান ও সহীহ।

٢٩٠٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ) قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ وَقَرَاَ (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ) اِلٰى قَوْلِهِ (دَاخِرِيْنَ) .

২৯০৭। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বাণী "তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সারা দি ব " (৪০ ঃ ৬০) প্রসংগে বলেছেন ঃ দোয়াও

একটি ইবাদত। তারপর তিনি পড়লেন ঃ "তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে" (সূরা আল-মুমিন ঃ ৬০)।[৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٠٨ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ .

২৯০৮। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হাত্তা ইয়াতাবাইয়্যানা লাকুমুল খাইতুল-আব্ইয়াদু মিনাল-খাইতিল আসওয়াদি মিনাল-ফাজরি" (২ ঃ ১৮৭) আয়াত নাযিল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ এখানে খাইতিল আবইয়াদি মিনাল খাইতিল আসওয়াদি বলতে "রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো" বুঝানো হয়েছে (বু, মু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আহমাদ ইবনে মানী-হুশাইম-মুজালিদ-শাবী-আদী ইবনে হাতেম (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٩٠٩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ (حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ) قَالَ فَاَخَذْتُ عِقَالَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْيَضُ وَالْاٰخَرُ اَسْوَدُ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِمَا فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانُ قَالَ اِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ .

২৯০৯। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা সম্পর্কে (সাহ্রীর সময়সীমা সম্পর্কে)

৭. হাদীসটি পুনরায় সূরা আল-মুমিনের তাফসীরে এবং কিতাবুদ দাওয়াত-এ পুনরুক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ "যতক্ষণ না কালো সুতা থেকে সাদা সুতা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়" (২ ঃ ১৮৭)। আদী (রা) বলেন, আমি সাদা ও কালো দু'টি রশি নিলাম, (শেষ রাতে) আমি উভয়টি দেখতে লাগলাম (এবং সাদা-কালোর পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করলাম)। (এ ঘটনা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু বলেন। কি বলেছিলেন তা রাবী সুফিয়ান স্মরণ রাখতে পারেননি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এর অর্থ হল রাত ও দিন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُخَلَّدٍ عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَسْلَمَ اَبِىْ عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ قَالَ كُنَّا بِمَدِيْنَةِ الرُّوْمِ فَاَخْرَجُوْا اِلَيْنَا صَفًّا عَظِيْمًا مِنَ الرُّوْمِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِثْلُهُمْ اَوْ اَكْثَرُ وَعَلٰى اَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى صَفِّ الرُّوْمِ حَتّٰى دَخَلَ فِيْهِمْ فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ يُلْقِىْ بِيَدَيْهِ اِلَى التَّهْلُكَةِ فَقَامَ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لَتُاَوِّلُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هٰذَا التَّاْوِيْلَ وَاِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ لَمَّا اَعَزَّ اللّٰهُ الْاِسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوْهُ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُوْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعَزَّ الْاِسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوْهُ فَلَوْ اَقَمْنَا فِىْ اَمْوَالِنَا فَاَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا (وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ) فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الْاِقَامَةُ عَلَى الْاَمْوَالِ وَ اِصْلاَحِهَا وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ فَمَا زَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ شَاخِصًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى دُفِنَ بِاَرْضِ الرُّوْمِ .

২৯১০। আসলাম আবু ইমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রোম সাম্রাজ্যের কোন এক শহরে অবস্থানরত ছিলাম। তখন রোমের এক বিশাল বাহিনী

আমাদের মোকাবিলার জন্য রওনা হল। মুসলমানদের পক্ষ থেকেও অনুরূপ বা আরো বিশাল একটি বাহিনী রওনা হল। তখন শহরবাসীর শাসক ছিলেন উকবা ইবনে আমের (রা) এবং বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা)। একজন মুসলিম সেনা রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। এমনকি বূহ্য ভেদ করে তিনি তাদের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন মুসলমানগণ সশব্দে চিৎকার করেন এবং বলেন, সুবহানাল্লাহ্! লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তখন আবু আইউব আল-আনসারী (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করছ? অথচ এ আয়াতটি আমাদের তথা আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ যখন ইসলামকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামের বিপুল সংখ্যক সাহায্যকারী হয়ে গেল, তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না শুনিয়ে চুপে চুপে বলল, আমাদের মাল-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইসলামকে আল্লাহ এখন শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীর সংখ্যাও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের মাল-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবস্থান করতে এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতাম। এ প্রসংগেই আল্লাহ তাআলা আমাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্র পথে খরচ কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৫)। কাজেই মাল-সম্পদের তত্ত্বাবধান ও তার পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করা এবং জিহাদ ত্যাগ করাই হচ্ছে ধ্বংস। অতএব আবু আইউব আল-আনসারী (রা) বাড়িঘর ছেড়ে সব সময় আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে ব্যাপৃত থাকতেন। অবশেষে তিনি রোমে (তৎকালীন এশিয়া মাইনর, বর্তমানে তুরস্ক) ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয় (দা, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

২৯১১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اَفِىْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِيَّايَ عُنِيَ بِهَا (فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُوْنَ وَكَانَ لِىْ وَفْرَةٌ فَجَعَلَتْ الْهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلٰى وَجْهِىْ فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَاَنَّ هَوَامُّ رَأْسِكَ

تُؤْذِيكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ قَالَ مُجَاهِدٌ اَلصِّيَامُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَالطَّعَامُ لِسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ وَالنُّسُكُ شَاةٌ فَصَاعِداً .

২৯১১। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ তাঁর শপথ! আমার সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাতে আমার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয়, বা মাথায় ক্লেশ থাকে, তবে রোযা অথবা দান-খয়রাত অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদিয়া দিবে" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৬)। কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদাইবিয়াতে ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে (হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যেতে) বাধা দিল। আমার মাথায় বাবরী চুল ছিল। উকুন আমার মুখমণ্ডলে পতিত হচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন ঃ তোমার মাথার কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তোমার মাথার চুল মুণ্ডন করে ফেল। এ প্রসংগেই এ আয়াত নাযিল হয়। মুজাহিদ (র) বলেন, এক্ষেত্রে তিনটি রোযা রাখতে হবে অথবা খাদ্য দান করতে হবে ছয়জন মিসকীনকে অথবা এক বা একাধিক ছাগল যবেহ করতে হবে (বু, মু)।

আলী ইবনে হুজর-হুশাইম-আবু বিশর-মুজাহিদ-আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা-কাব ইবনে উজরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলী ইবনে হুজর-হুশাইম-আশআছ ইবনে সাওয়ার-শাবী-আবদুল্লাহ ইবনে মাকিল-কাব ইবনে উজরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবদুর রহমান ইবনুল ইসফাহানী (র) আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফালের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٩١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ عَنٰى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اُوْقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ تَتَنَاثَرُ عَلٰى جَبْهَتِيْ اَوْ قَالَ حَاجِبِيْ فَقَالَ اَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَانْسُكْ نَسِيْكَةً اَوْ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ قَالَ اَيُّوْبُ لاَ اَدْرِيْ بِاَيَّتِهِنَّ بَدَاَ .

২৯১২। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন। আমি তখন ডেকচির নিচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম। তখন আমার কপালের উপর অথবা বলেছেন আমার চোখের ভ্রুর উপর দিয়ে উকুন ঝরে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার মাথা কামিয়ে ফেল এবং তার পরিবর্তে একটি পশু যবেহ কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিস্কীনকে আহার করাও। রাবী আইউব বলেন, কোন্ বিষয়টি তিনি প্রথমে বলেছেন তা আমি অবগত নই (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٢٩١٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَجُّ عَرَفَاتٌ اَلْحَجُّ عَرَفَاتٌ وَالْحَجُّ عَرَفَاتٌ اَيَّامُ مِنًى ثَلاَثٌ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ) وَمَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ اَنْ يَّطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ .

২৯১৩। আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান, হজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান, হজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান। মিনার জন্য নির্ধারিত আছে তিন দিন। "যদি কেউ দুই দিন অবস্থান করে ত্বরা করে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে, তারও কোন গুনাহ নেই" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২০৩)। যে ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার আগেই আরাফাত পেয়ে (পৌঁছে) যায়, সে হজ্জ পেয়ে গেল (আ, দা, দার, না, ই)।[৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইবনে আবু উমার বলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন ঃ সুফিয়ান সাওরীর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। এটি শোবা (র) বুকাইর ইবনে আতা থেকে বর্ণনা করেছেন। বুকাইর ইবনে আতার সূত্রে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٢٩١٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ .

৮. উকূফে আরাফা হচ্ছে হজ্জের ফরয রুকন। এটি ছুটে গেলে হজ্জ হয় না। মিনাতে ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে কাটাতে হয়। এখানে দু'দিন থাকলেও কোন ক্ষতি নেই (অনু.)।

২৯১৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভীষণ কলহপ্রিয় লোক আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে ঘৃণ্য(বু, মু)।[৯]

٢٩١٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ اِذَا حَاضَتِ امْرَاَةٌ مِّنْهُنَّ لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِى الْبُيُوْتِ فَسُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى) فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّؤَاكِلُوْهُنَّ وَيُشَارِبُوْهُنَّ وَاَنْ يَكُوْنُوْا مَعَهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ وَاَنْ يَفْعَلُوْا كُلَّ شَئٍ مَا خَلاَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ مَا يُرِيْدُ اَنْ يَّدَعَ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِنَا اِلاَّ خَالَفَنَا فِيْهِ قَالَ فَجَاءَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَاُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَاهُ بِذٰلِكَ وَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِى الْمَحِيْضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِمَا فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبَنٍ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَلِمْنَا اَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا .

২৯১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীদের এই নিয়ম ছিল যে, তাদের কোন নারীর মাসিক ঋতুস্রাব হলে তারা তার সাথে একত্রে পানাহারও করত না এবং একই ঘরে একত্রে বসবাসও করত না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে কল্যাণময় মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "লোকেরা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা অশুচি" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২২)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে যথারীতি একত্রে পানাহার করার ও ঘরে একসাথে বসবাস করার নির্দেশ দেন, কেবল জৈবিক সম্পর্ক ব্যতীত। ইহূদীরা বলল, এ লোকটি আমাদের কোন একটি বিষয়েরও বিরোধিতা না করে ছাড়ছে না। রাবী বলেন, আব্বাদ ইবনে বিশর ও

৯. এখানে সূরা আল-বাকারার ২০৪ নং আয়াতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে (অনু.)।

উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন এবং বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। তারা বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি ঋতুস্রাব চলাকালে স্ত্রী-সহবাস করব না? এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে গেল। আমরা অনুমান করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা দু'জনে উঠে রওনা করলেন। তাদের সামনে দিয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ হাদিয়া এলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে দুধ পান করান। আমরা বুঝলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হননি (মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আলা-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী-হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) থেকে অনুরূপ সমার্থক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٩١٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ مَنْ اَتَى امْرَاَتَهُ فِىْ قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ فَنَزَلَتْ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ) .

২৯১৬। ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ ইহুদীরা বলত, কোন ব্যক্তি স্ত্রীর পেছন দিক থেকে তার জননেন্দ্রিয়ে সহবাস করলে সন্তান হয় টেরা চোখবিশিষ্ট। এ প্রসংগেই এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৩) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهِ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ) يَعْنِىْ صِمَامًا وَاحِدًا .

২৯১৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শষ্যক্ষেত্রস্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার" (২ ঃ ২২৩), এ আয়াত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অর্থাৎ একই রাস্তায় (জননেন্দ্রিয়ে) প্রবেশ করাবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনে খুসাইম হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে খুসাইম। ইবনে সাবিত হচ্ছেন আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত আল-জুমাহী আল-মাক্কী। আর হাফসা (রা) হচ্ছেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক-এর কন্যা। অপর বর্ণনায় (صِمَامٍ -এর স্থলে) (سَمَامٍ) এসেছে (অর্থের পার্থক্য নেই)।

٢٩١٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَشْعَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ قَالَ حَوَّلْتُ رَحْلِى اللَّيْلَةَ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ فَاُوْحِيَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ) اَقْبِلْ وَاَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ .

২৯১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বলেন ঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করল? উমার (রা) বলেন ঃ রাতে আমার বাহনটি উল্টা করে ব্যবহার করেছি (পেছনের দিক থেকে সহবাস করেছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জওয়াব দিলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার" (২ ঃ ২২৩)। সামনের দিক থেকেও বা পেছনের দিক থেকেও (জননেন্দ্রিয়ে) সংগত হতে পার, তবে মলদ্বারে অথবা হায়েয অবস্থায় (সহবাস থেকে) বিরত থাক (আ, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইয়াকূব ইবনে আবদুল্লাহ আল-আশআরী হচ্ছেন ইয়াকূব আল-কুম্মী।

٢٩١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ زَوَّجَ اُخْتَهُ رَجُلاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ ثُمَّ

طَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَا لُكَعُ اَكْرَمْتُكَ بِهَا وَزَوَّجْتُكَهَا فَطَلَّقْتَهَا وَاللّٰهِ لاَ تَرْجِعُ اِلَيْكَ اَبَدًا اٰخِرَ مَا عَلَيْكَ قَالَ فَعَلِمَ اللّٰهُ حَاجَتَهُ اِلَيْهَا وَحَاجَتَهَا اِلٰى بَعْلِهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ) اِلٰى قَوْلِهِ (وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ) فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ سَمْعًا لِرَبِّىْ وَطَاعَةً ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ اُزَوِّجُكَ وَاُكْرِمُكَ .

২৯১৯। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তার বোনকে এক মুসলমানের নিকট বিবাহ দেন। এ মহিলা তার নিকট যত দিন জীবন যাপন করার করলো। অতঃপর তার স্বামী তাকে এক তালাক দেয়। ইদ্দাত শেষ হয়ে গেলেও সে তাকে পুনরায় স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেনি। এদিকে লোকটি তার স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হল। তাই অপরাপর প্রস্তাবকের সাথে সেও তাকে পুনর্বিবাহের পয়গাম পাঠায়। কিন্তু তার ভাই (মাকিল) বলেন, হে ইতর প্রাণী! আমি তোমার সাথে আমার বোনের বিবাহ দিয়ে তোমাকে সম্মানিত করেছিলাম, কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়েছ। আল্লাহ্‌র কসম! সে আর কখনো তোমার নিকট ফিরে যাবে না। এই তোমার সাথে শেষ কথা। রাবী বলেন, আল্লাহ জানতেন ঐ নারীর প্রতি লোকটির আকর্ষণ এবং লোকটির প্রতি নারীর আকর্ষণের কথা। তখন বরকতময় মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দাত কাল পূর্ণ করে, তখন তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় তবে স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও না। তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়। এটা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না "(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩২) । রাবী বলেন, মাকিল (রা) এ আয়াত শোনার পর বলেন, আমার রবের আদেশ সর্বোপরি শিরোধার্য। আমি শুনলাম এবং আনুগত্যের শির অবনত করলাম। তিনি ঐ লোককে ডেকে পাঠান এবং বলেন, চলো তোমার সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে দিচ্ছি এবং তোমার খাতির সম্মান বহাল করছি (বু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাসান (র) থেকে এটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, ওলী অর্থাৎ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না। কারণ মাকিল ইবনে ইয়সার (রা)-র বোন প্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন। যদি

ওলী ছাড়া নিজের বিবাহ করার এখতিয়ার থাকতো তাহলে তিনি নিজেই বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারতেন এবং তার ওলী মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা)-র প্রয়োজন বোধ করতেন না। আল্লাহও এ আয়াতে ওলী অর্থাৎ অভিভাবকদেরই সম্বোধন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ "তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদের বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও না"। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপারটি নারীদের সম্মতি সাপেক্ষে ওলীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

٢٩٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيْ يُوْنُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ أَمَرَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا فَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّيْ (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ (حَافِظُوْا عَلَي الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ) وَقَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯২০। আইশা (রা)-এর মুক্তদাস আবু ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা) আমাকে তার জন্য কুরআনের একটি কপি লিখে দেয়ার আদেশ দিয়ে বলেন ঃ "তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮) আয়াতে পৌছে আমাকে জানাবে। আবু ইউনুস (র) বলেন, আমি উক্ত আয়াতে পৌছে আইশা (রা)-কে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে এভাবে লেখার আদেশ দিলেন ঃ "তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের তথা আসর নামাযের প্রতি[১০] এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।" আইশা (রা) বলেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি (আ, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে হাফসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

---

১০. দাগ দেয়া বাক্যাংশটুকু তিনি বাড়িয়ে লিখতে বলেছেন। আইশা (রা)-এর মতে মধ্যবর্তী নামায বলতে আসর নামাযকে বুঝানো হয়েছে। যেন তিনি এটিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখতে বলেছেন, যাতে লোকদের বুঝতে সুবিধা হয় (অনু.)।

٢٩٢١. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الْوُسْطٰى صَلاَةُ الْعَصْرِ .

২৯২১। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সালাতুল উসতা (মধ্যবর্তী নামায) হল আসরের নামায (আ)।[১১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٢٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ اَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ اَللّٰهُمَّ امْلاَءْ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ .

২৯২২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্‌যাব যুদ্ধের দিন (এই) দোয়া করেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি এদের (কাফেরদের) কবরসমূহ ও ঘরসমূহকে আগুন দিয়ে ভর্তি করে দাও, যেমন তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য ডুবে গেছে (আ, দা, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলী (রা) থেকে এটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবু হাস্‌সান আল-আরাজের নাম মুসলিম।

٢٩٢٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ وَاَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ الْوُسْطٰى صَلاَةُ الْعَصْرِ .

২৯২৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সালাতুল উসতা (মধ্যবর্তী নামায) হল আসরের নামায (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে যায়েদ ইবনে সাবিত, আবু হাশিম ইবনে উতবা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

---

১১. হাদীসটি ইতিপূর্বে ১৭৩ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)।

٢٩٢٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاَةِ فَنَزَلَتْ (وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ) فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ .

২৯২৪। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম। এ প্রসংগে নাযিল হয় ঃ "তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অনুগত সেবকের মত দাঁড়াও" (২ ঃ ২৩৮)। এতদ্বারা আমাদেরকে (নামাযে) চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয় (বু, মু, দা, না)।[১২]

আহমাদ ইবনে মানী-হুশাইম-ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ (র) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আরও আছে ঃ "ওয়া নুহীনা আনিল কালাম" (আমাদেরকে কথা বলতে নিষেধ করে দেয়া হয়)। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবূ আমর আশ-শাইবানীর নাম সাদ ইবনে ইয়াস।

٢٩٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ عَنِ الْبَرَاءِ (وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ) قَالَ نَزَلَتْ فِيْنَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ كُنَّا اَصْحَابُ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِيْ مِنْ نَخْلِهِ عَلٰى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِيْ بِالْقِنْوِ وَالْقِنْوَيْنِ فَيُعَلِّقُهُ فِى الْمَسْجِدِ وَكَانَ اَهْلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ اَحَدُهُمْ اِذَا جَاعَ اَتَى الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ اُنَاسٌ مِمَّنْ لاَ يَرْغَبُ فِى الْخَيْرِ يَأْتِى الرَّجُلُ بِالْقِنْوِ فِيْهِ الشِّيْصُ وَالْحَشَفُ وَبِالْقِنْوِ قَدِ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ

---

১২. হাদীসটি প্রথম খণ্ডের ৩৮০ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)।

تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ) قَالَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اُهْدِيَ اِلَيْهِ مِثْلُ مَا اَعْطَا لَمْ يَاْخُذْهُ اِلاَّ عَلٰى اِغْمَاضٍ وَحَيَاءٍ. قَالَ فَكُنَّا بَعْدَ ذٰلِكَ يَاْتِيْ اَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ .

২৯২৫। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু দান করার ইচ্ছা করবে না" (২ ঃ ২৬৭) আয়াতটি আমাদের আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ছিলাম খেজুর বাগানের মালিক। লোকেরা তাদের খেজুর বাগান থেকে বেশী বা স্বল্প পরিমাণ অনুসারে খেজুর নিয়ে আসতো। কেউ বা এক-দুই ছড়া খেজুর এনে মসজিদে ঝুলিয়ে রাখতো। সুফ্‌ফাবাসী সাহাবীগণের খাদ্য সংস্থানের বিশেষ কোন নির্দিষ্ট উৎস ছিল না। তাদের কারো ক্ষুধা পেলে তিনি উক্ত খেজুরের ছড়ার নিকট এসে তাতে তার লাঠি দ্বারা আঘাত করতেন। ফলে কাঁচা-পাকা খেজুর ঝরে পড়ত এবং তিনি তা আহার করতেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের কল্যাণকর কাজের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না। তাদের কেউ রদ্দি ও পচা খেজুরের ছড়াও নিয়ে আসতো, আবার কেউ ভেঙ্গে পড়া ছড়াও নিয়ে আসতো এবং তা (মসজিদে) ঝুলিয়ে রাখতো। কল্যাণময় মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা জমিন থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক"(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৭)। তিনি বলেন, অর্থাৎ দাতা যেরূপ দান করেছে, অনুরূপই যদি তাকে উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়, তাহলে সে কখনো তা গ্রহণ করবে না, চক্ষুলজ্জায় পড়া বা দৃষ্টি এড়িয়ে রাখা ব্যতীত। রাবী বলেন, এরপর থেকে আমাদের কেউ কিছু আনলে তার নিকট যা তার মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্ট সেগুলো নিয়ে আসতো (ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবু মালেক হচ্ছেন আবু মালেক আল-গিফারী। তার নাম গাযওয়ান বলেও কথিত আছে। সাওরী (র) সুদ্দীর সূত্রে উক্ত হাদীসের অংশবিশেষ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٩٢٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ اٰدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَاَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَاِيْعَادٌ

بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَاَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَاِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ الْاُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ (اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ) .

২৯২৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তানের প্রতি শয়তানের এক স্পর্শ রয়েছে এবং ফেরেশতারও এক স্পর্শ রয়েছে। শয়তানের স্পর্শ হচ্ছে মন্দ কাজের প্ররোচনাদান ও সত্যকে অস্বীকার করা। আর ফেরেশতার স্পর্শ হচ্ছে কল্যাণের কাজে উৎসাহিত করা এবং সত্যকে স্বীকার করা। কাজেই যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এরূপ নেকীর স্পর্শ অনুভব করে সে যেন জ্ঞাত হয় যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং এজন্য সে যেন আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া আদায় করে। আর কেউ নিজের মধ্যে এর বিপরীত স্পর্শ উপলব্ধি করলে সে যেন তখন শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চায়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ" (২ ঃ ২৬৮) (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এটি হচ্ছে আবুল আহওয়াসের রিওয়ায়াত। আমরা আবুল আহওয়াসের সূত্রে ব্যতীত এটিকে অন্য কোন সূত্রে মরফূ হিসাবে জানতে পারিনি।

২৯২৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ وَلاَ يَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ (يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ) وَقَالَ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ .

২৯২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া কিছু কবুল করেন না। আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে যেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন, মুমিনদেরকেও সেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত" (সূরা আল-মুমিনূন ঃ ৫১)। তিনি আরো বলেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের আমি যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭২)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত এবং সারা শরীর ধূলি মলিন। সে আসমানের দিকে হাত দরায করে বলে, হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবন জীবিকাও হারাম। এমতাবস্থায় তার দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে (মু)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা এটিকে ফুদাইল ইবনে মারযূকের হাদীস থেকে জানি। আবু হাযিম হচ্ছেন আবু হাযিম আল-আশজাঈ। তার নাম সালমান, আজ্জা আল-আশজাঈয়্যার মুক্তদাস।

٢٩٢٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) الْاٰيَةَ اَحْزَنَتْنَا قَالَ قُلْنَا يُحَدِّثُ اَحَدُنَا نَفْسَهُ فَيُحَاسَبُ بِهِ لَا نَدْرِىْ مَا يُغْفَرُ مِنْهُ وَمَا لَا يُغْفَرُ مِنْهُ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا (لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ).

২৯২৮। আলী (রা) বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলে আমরা সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮৪)। আমরা বললাম, আমাদের কেউ মনে

মনে যা কিছু বলে তারও হিসাব গ্রহণ করা হবে। জানি না, তার মধ্যে কতটুকু মাফ করা হবে আর কতটুকু মাফ করা হবে না। তখন পূর্বোক্ত আয়াতের হুকুম রহিত (মানসূখ) করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ "আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যাতীত কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না। সে ভালো যা উপার্জন করে তা তারই এবং মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮৬)।

٢٩٢٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَرَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمَيَّةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى (إِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ) وَعَنْ قَوْلِهِ (مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ) فَقَالَتْ مَا سَأَلَنِيْ عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هٰذِهِ مُعَاتَبَةُ اللّٰهِ الْعَبْدَ فِيْمَا يُصِيْبُهُ مِنَ الْحُمّٰى وَالنَّكْبَةِ حَتّٰى الْبِضَاعَةَ يَضَعُهَا فِيْ يَدِ قَمِيْصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتّٰى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكِيْرِ .

২৯২৯। উমাইয়্যা নাম্নী রাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বরকতময় আল্লাহ তাআলার বাণী "তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন"(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮৬) এবং "কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে" (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৩) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আইশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার পর থেকে এ পর্যন্ত আর কেউ আমার নিকট এ সম্পর্কে জানতে চায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ জ্বর ও বিভিন্ন আপদ-বিপদ দ্বারা বান্দাকে যে শাস্তি দেন এটা হল তাই। এমনকি যে সামান্য জিনিসপত্র সে তার জামার হাতার মধ্যে রাখে তা হারিয়ে গেলে সে যে অস্থির হয় তাও (তাতেও তার গুনাহ মাফ হয়)। অবশেষে লাল সোনা যেমন হাঁপড় থেকে (অগ্নিদগ্ধ হয়ে) নির্মল হয়ে বেরিয়ে আসে তেমনি বান্দাও তার গুনাহসমূহ থেকে (পরিচ্ছন্ন হয়ে) মুক্ত হয়ে আসে।

আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা এটিকে হাম্মাদ ইবনে সালামার সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে জানি না।

٢٩٣٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (انْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ) قَالَ دَخَلَ قُلُوْبَهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالُوْا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا فَاَلْقَى اللّٰهُ الْاِيْمَانَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ) الْاٰيَةَ (لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا) قَالَ قَدْ فَعَلْتُ (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ قَدْ فَعَلْتُ (رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا) الْاٰيَةَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ .

২৯৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন "তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন" (২ ঃ ২৮৪) এ আয়াত নাযিল হয়, তখন লোকদের অন্তরে এরূপ একটা জিনিস (আশংকা ও খটকা) সৃষ্টি হয় যা অন্য কিছুতে সৃষ্টি হয়নি। তাই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জানালেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা বল "আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম"। এতে আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমান ঢেলে দিলেন। তারপর কল্যাণময় আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন ঃ "রাসূল তার প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও..." (২ ঃ ২৮৫)। "আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপান না। সে ভালো যা করে তা তারই এবং মন্দ যা করে তাও তারই। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা অন্যায় করে ফেলি, তবে তুমি আমাদের (অপরাধীরূপে) পাকড়াও করো না" (২ ঃ ২৮৫-৬)। আল্লাহ বলেন, আমি তা করলাম। "হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না" (২ ঃ ২৮৬)। আল্লাহ বলেন, আমি কবুল করলাম। "হে আমাদের রব! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের গুনাহ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের

অভিভাবক। কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর" (২ ঃ ২৮৬)। আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি কবুল করলাম (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আদম ইবনে সুলাইমান সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি ইয়াহ্ইয়ার পিতা।

৩. সূরা আল ইমরান

٢٩٣١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ .

২৯৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল ঃ "তিনিই তোমাদের প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত মুহকাম, এগুলো কিতাবের মূল এবং অন্যগুলো মুতাশাবিহাত। যাদের মনে কুটিলতা আছে, তারাই ফিতনা সৃষ্টি এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে... কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শিক্ষা গ্রহণ করে" (আল ইমরান ঃ ৭)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের অনুসারীদের দেখলে বুঝে নিবে যে, আল্লাহ তাআলা এদেরই নামোল্লেখ করেছেন। কাজেই তোমরা তাদের পরিহার করবে (আ, বু, মু, দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ হাদীসটি আইউব ইবনে আবু মুলাইকা সূত্রেও আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَهُوَ الْخَزَّازُ وَيَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ يَزِيْدُ عَنِ ابْنِ

اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُوْ عَامِرٍ الْقَاسِمَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ (فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ) قَالَ فَاِذَا رَاَيْتِهِمْ فَاَعْرِفِيْهِمْ وَقَالَ يَزِيْدُ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمْ فَاَعْرِفُوْهُمْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا .

২৯৩২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "যাদের অন্তরে সত্য-লঙ্ঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফেতনা সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাত-এর অনুসরণ করে" (৩ ঃ ৭) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি তাদের দেখলে চিনে রাখবে। অধঃস্তন রাবী ইয়াযীদের বর্ণনায় আছে ঃ তোমরা তাদের দেখলে চিনে রাখবে। তিনি দুই অথবা তিনবার একথা বলেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক রাবী এ হাদীসটি ইবনে আবু মুলাইকা-আইশা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা তাতে "আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে" উল্লেখ করেননি। ইয়াযীদ ইবনে ইবরাহীমই এ হাদীসে "আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ" উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবু মুলাইকা হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা। তিনি আইশা (রা)-র নিকট থেকেও হাদীস শুনেছেন।

٢٩٣٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ وُلاَةً مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ وَلِيِّ اَبِىْ خَلِيْلُ رَبِّىْ ثُمَّ قَرَاَ (اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ) .

২৯৩৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীরই নবীগণের মধ্য থেকে কতিপয় সহযোগী ও সাহায্যকারী থাকেন। আমার সহযোগী হচ্ছেন আমার পিতা ও আমার প্রতিপালকের পরম বন্ধু (ইবরাহীম আলাইহিস সালাম)। তারপর তিনি পড়লেন ঃ

"মানুষের মধ্যে তারাই ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতর যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক" (সূরা আল ইমরান ঃ ৬৮) (আ)।

মাহমূদ-আবু নুআইম-সুফিয়ান-তার পিতা-আবুদ দুহা-আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তাতে মাস্রূকের উল্লেখ নাই। আবুদ দুহা-মাস্রূক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় এটি অধিকতর সহীহ। আবুদ দুহার নাম মুসলিম ইবনে সুবাইহ। আবু কুরাইব-ওয়াকী- সুফিয়ান-তার পিতা-আবুদ দুহা-আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে আবু নুআইমের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ সূত্রেও মাসরূকের উল্লেখ নাই।

٢٩٣٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَقَالَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِىَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِىْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَكَ بَيِّنَةٌ فَقُلْتُ لاَ فَقَالَ لِلْيَهُوْدِىِّ احْلِفْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَنْ يَّحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى (اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

২৯৩৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করবে, সে আল্লাহ্র সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট। আশআস ইবনে কায়েস (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এ হাদীস আমার সাথে সংশ্লিষ্ট। আমার ও এক ইহূদীর এক খণ্ড শরীকানা জমি ছিল। সে আমার মালিকানা অস্বীকার করে বসে। আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তোমার সাক্ষী প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি ইহূদীকে বলেন ঃ তুমি শপথ কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে এভাবে (মিথ্যা) শপথ করে তো আমার মাল নিয়ে যাবে। তখন বরকতময় আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং

নিজেদের শপথসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে আখেরাতে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকাবেন এবং না তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি" (সূরা আল ইমরান ঃ ৭৭) (আ, ই, দা, না, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আবু আওফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٩٣٥. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) اَوْ (مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا) قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَكَانَ لَهُ حَائِطٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَائِطِىْ لِلّٰهِ وَلَوِ اسْتَطَعْتُ اَنْ اُسِرَّهُ لَمْ اُعْلِنْهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِىْ قَرَابَتِكَ اَوْ اَقْرَبِيْكَ .

২৯৩৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্যলাভ করবে না" (সূরা আল ইমরান ঃ ৯২) অথবা "কে সে জন যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণপ্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বৃদ্ধি করবেন" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪৫) আয়াত নাযিল হলে আবু তালহা (রা), যার একটি ফলের বাগান ছিল, বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাগানটি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিলাম। আমি যদি এটি গোপনে দান করতে পারতাম, তাহলে এর প্রকাশ্য ঘোষণা দিতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও (আ, দা, না বু, মা, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাদীসটি মালেক ইবনে আনাস (র) ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা-আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِىُّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ الْحَاجُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ فَقَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ اَىُّ الْحَجِّ اَفْضَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ

الْعَجُّ وَالثَّجُّ فَقَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ مَا السَّبِيْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ .

২৯৩৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (উত্তম) হাজ্জী কে? তিনি বলেন ঃ যার মাথার চুল এলোমেলো ও পোশাক ধুলি-মলিন হয়েছে। অপর ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উৎকৃষ্ট হজ্জ কি? তিনি বলেন ঃ উচ্চস্বরে (তালবিয়া) পাঠ ও রক্ত প্রবাহিত (কোরবানী) করা। অপর ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'সাবীল' (রাস্তা)[১৩] বলতে কি বুঝায়? তিনি বলেন ঃ পাথেয় ও যানবাহন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা শুধু ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আল-খূযী আল-মক্কীর হাদীস থেকে জানতে পেরেছি। বিশেষজ্ঞ আলেমগণের কেউ কেউ ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

٢٩٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ هُوَ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ) دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَّفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَّحُسَيْنًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلِيْ .

২৯৩৭। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আসো, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে..." (৩ ঃ ৬১) আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমা ও হাসান-হুসাইন (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিজন (মু)।[১৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

٢٩٣٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صَبِيْحٍ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ غَالِبٍ قَالَ رَاٰى اَبُوْ اُمَامَةَ رُءُوْسًا مَنْصُوْبَةً عَلٰى دَرَجِ مَسْجِدِ

১৩. সূরা আল ইমরানের ৯৭ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৭৬০ নং হাদীসে উক্ত হাদীসের শেষাংশ উদ্ধৃত হয়েছে (সম্পা.)।

১৪. হাদীসটি আলী (রা)-র মর্যাদা অনুচ্ছেদে পুনরুক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

دِمَشْقَ فَقَالَ اَبُوْ اُمَامَةَ كِلاَبُ النَّارِ شَرُّ قَتْلٰى تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلٰى مَنْ قَتَلُوْهُ ثُمَّ قَرَأَ (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قُلْتُ لِاَبِىْ اُمَامَةَ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ اِلاَّ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا حَتّٰى عَدَّ سَبْعًا مَّا حَدَّثْتُكُمُوْهُ .

২৯৩৮। আবু গালিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উমামা (রা) দামিশকের সিঁড়ির উপর (খারিজীদের) কতগুলো মুণ্ড পড়ে থাকতে দেখলেন। আবু উমামা (রা) বলেন, এগুলো জাহান্নামের কুকুর এবং আসমানের চামড়ার (ছাদের) নিচে নিকৃষ্টতম নিহত এরা।[১৫] আর এরা যাদেরকে হত্যা করেছে তারা উত্তম লোক। অতঃপর তিনি এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "সেদিন কতক মুখ উজ্জল হবে এবং কতক মুখ কালো হবে। যাদের মুখ কালো হবে তাদের বলা হবে, ঈমান আনার পরও কি তোমরা কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর" (সূরা আল ইমরান ঃ ১০৬)। আবু গালিব (র) বলেন, আমি আবু উমামা (রা)-কে বললাম, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি যদি এটা এক, দুই, তিন, চার, এমনকি সাতবার পর্যন্ত না শুনতাম, তাহলে তোমাদের নিকট তা বর্ণনা করতাম না (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু গালিবের নাম খাযাওয়ার এবং আবু উমামা আল-বাহিলী (রা)-র নাম সুদাই ইবনে 'আজলান, তিনি বাহিলা গোত্রের নেতা।

٢٩٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ قَوْلِهِ (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قَالَ اِنَّكُمْ تَتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ اُمَّةً اَنْتُمْ خَيْرُهَا وَاَكْرَمُهَا عَلَي اللّٰهِ .

২৯৩৯। বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে" (সূরা আল ইমরান ঃ ১১০) আয়াত

১৫. এ ছিন্ন মুণ্ডগুলো ছিল খারিজীদের, যারা আলী (রা)-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আলী (রা)-র হন্তা ইবনে ইয়ালহাম খারিজীও এদের মধ্যে ছিল (অনু.)।

সম্পর্কে বলতে শুনেছেন ঃ এখন দুনিয়ায় তোমরাই সত্তর (৭০) সংখ্যা পূর্ণকারী দল।[১৬] তোমরাই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন (আ, ই, দার, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। বাহ্‌য ইবনে হাকীম (র) থেকে এ হাদীসটি একাধিক রাবী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে" আয়াতের উল্লখ করেননি।

٢٩٤٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رُبَاعِيَتُهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَشُجَّ وَجْهُهُ شَجَّةً فِيْ جَبْهَتِهِ حَتّٰى سَالَ الدَّمُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوْا هٰذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلَي اللّٰهِ فَنَزَلَتْ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ) اِلٰى اٰخِرِ هَا .

২৯৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের সাড়ির দাঁত ভেংগে যায়। তাঁর চেহারা যখম হয়, এমনকি কপালে যখম হওয়ার দরুন মুখমণ্ডলে রক্ত ঝড়ে পড়ে। তখন তিনি বলেন ঃ ঐ জাতি কিভাবে সফলকাম হবে, যারা তাদের নবীর সাথে এহেন আচরণ করেছে, অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ডেকেছেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই। কারণ তারা যালেম" (৩ ঃ ১২৮) (আ, না, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٤١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَّ فِيْ وَجْهِهِ وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَتُهُ وَرُمِيَ رَمْيَةً عَلٰى كَتِفِهِ فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلٰى وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُهُ وَيَقُوْلُ كَيْفَ تُفْلِحُ اُمَّةٌ فَعَلُوْا هٰذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلَي اللّٰهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ) .

১৬. হাদীসটি ৩৮১ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে এবং তথায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও আছে (সম্পা.)।

২৯৪১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (উহুদের দিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁর সামনের মাড়ির দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর কাঁধের উপর একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে তাঁর মুখমণ্ডল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকলে তিনি তা মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন ঃ সেই জাতি কিভাবে নাজাত পেতে পারে, যারা তাদের নবীর সাথে এহেন নির্মম আচরণ করে, অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করছেন। তখন বরকতময় আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই। কারণ তারা যালেম" (৩ ঃ ১২৮)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমি আব্‌দ ইবনে হুমাইদকে বলতে শুনেছি, ইয়াযীদ ইবনে হারূন এই হাদীস বর্ণনায় ভুলের শিকার হয়েছেন।

٢٩٤٢. حَدَّثَنَا اَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ بِشْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ اَبَا سُفْيَانَ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ قَالَ فَنَزَلَتْ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ) فَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَاَسْلَمُوْا فَحَسُنَ اِسْلَامُهُمْ .

২৯৪২। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আবু সুফিয়ানের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আল-হারিস ইবনে হিশামের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন।" রাবী বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই..." (৩ ঃ ১২৮)। অতএব আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে উত্তম মুসলমান হন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। উমার ইবনে হামযা কর্তৃক সালেম (র) থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটিকে গরীব গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে যুহরী ও সালেম-তার পিতা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

٢٩٤٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ عَلٰي اَرْبَعَةِ نَفَرٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ) فَهَدَاهُمُ اللّٰهُ لِلْاِسْلَامِ .

২৯৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার ব্যক্তিকে বদদোয়া করছিলেন। এ সম্পর্কেই বরকতময় মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই। কারণ তারা যালেম" (৩ ঃ ১২৮)। আল্লাহ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তৌফীক দান করেছিলেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। নাফে (র)-ইবনে উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটিকে 'গরীব' গণ্য করা হয়। এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউবও ইবনে আজলানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اِنِّيْ كُنْتُ رَجُلًا اِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِى اللّٰهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ اَنْ يَنْفَعَنِيْ وَاِذَا حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ اَسْتَحْلَفْتُهُ فَاِذَا حَلَفَ لِيْ صَدَّقْتُهُ وَاِنَّهُ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَلَهُ ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ) اِلٰي اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

২৯৪৪। আসমা ইবনুল হাকাম আল-ফাযারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি এমন লোক ছিলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন হাদীস শুনলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তার দ্বারা প্রভূত উপকৃত হতাম। আর আমার নিকট তাঁর কোন সাহাবী হাদীস

বর্ণনা করলে আমি তাকে শপথ করতে বলতাম। আমার কথায় তিনি শপথ করলে, আমি তার সত্যতা স্বীকার করতাম। অতএব আবু বাক্‌র (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। বলা বাহুল্য, আবু বাক্‌র (রা) সত্য কথাই বলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন লোক গুনাহ করার পর যদি পবিত্রতা অর্জন করে নামায পড়ে, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তাকে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। তারপর তিনি এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "যাদের অবস্থা এমন যে, তারা কখনো অশ্লীল কর্ম করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে পর আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (তাদেরকে ক্ষমা করা হয়)। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা যা করে ফেলেছে জ্ঞাতসারে তার পুনরাবৃত্তি করে না" (৩ ঃ ১৩৫) (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি শোবা প্রমুখ রাবীগণ উসমান ইবনুল মুগীরা (র)-র সূত্রে মরফূরূপে বর্ণনা করেছেন। মিসআর ও সুফিয়ানও উসমান ইবনুল মুগীরার সূত্রে এটি রিওয়ায়াত করেছেন, তবে মরফূ হিসাবে নয়। আসমা ইবনুল হাকামের সূত্রে উক্ত হাদীস ব্যতীত আর কোন হাদীস আমাদের জানা নেই।

٢٩٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ يَمِيْدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النُّعَاسِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا) .

২৯৪৫। আনাস (রা) থেকে আবু তালহা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন আমি মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলাম, সকলে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিজ নিজ ঢালের নিচে ঢলে পড়েছেন। মহান আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য তাই ঃ "দুঃখ-কষ্টের পর পুনরায় আল্লাহ তোমাদেরকে তন্দ্রারূপে প্রশান্তি দান করলেন" (৩ ঃ ১৫৪) (বু, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আব্‌দ ইবনে হুমাইদ-রাওহ ইবনে উবাদা-হাম্মাদ ইবনে সালামা-হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আবুয যুবাইর (র) থেকেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٤٦. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ قَالَ غُشِيْنَا وَنَحْنُ فِيْ مَصَافِّنَا يَوْمَ اُحُدٍ حَدَّثَ اَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ غَشِيَهُ النُّعَاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِيْ يَسْقُطُ مِنْ يَّدِيْ وَاٰخُذُهُ وَيَسْقُطُ مِنْ يَّدِيْ وَاٰخُذُهُ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرٰي الْمُنَافِقُوْنَ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ اَجْبَنَ قَوْمٍ وَاَرْعَبَهُ وَاَخْذَلَهُ لِلْحَقِّ .

২৯৪৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন জিহাদরত অবস্থায় আমরা তন্দ্রাক্লিষ্ট হয়ে পড়ি। তিনি বলেন, আমিও সেদিন তন্দ্রাচ্ছন্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ফলে বারবার আমার তরবারি আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল আর আমি তা তুলে নিচ্ছিলাম। অপর দলটি ছিল মোনাফিকদের। তাদের জানের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এরা ছিল সবচেয়ে কাপুরুষ ও ভীরু এবং সত্যের সাহায্য ত্যাগকারী (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ خُصَيْفٍ حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ) فِيْ قَطِيْفَةٍ حَمْرَاءَ اُفْتُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

২৯৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "অন্যায়ভাবে কোন বস্তু আত্মসাৎ করা কোন নবীর কাজ হতে পারে না" (৩ : ১৬১) আয়াত বদর যুদ্ধকালে হারিয়ে যাওয়া একিট লাল চাদর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ বলে যে, হয়ত তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়েছেন। এ প্রসংগেই বরতকময় আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন : "খেয়ানত (আত্মসাৎ) করা কোন নবীর কাজ হতে পারে না। আর যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সে তার খেয়ানতসহ হাযির হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের পুরাপুরি প্রতিফল লাভ করবে। কারো প্রতি যুলুম করা হবে না" (৩ : ১৬১) (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবদুস সালাম ইবনে হারব (র) খুসাইফের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ খুসাইফ-মিকসাম সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু তাতে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি।

٢٩٤٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيْ يَا جَابِرُ مَا لِيْ اَرَاكَ مُنْكَسِرًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُسْتُشْهِدَ اَبِيْ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا قَالَ اَفَلاَ اُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللّٰهُ بِهِ اَبَاكَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا كَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا قَطُّ اِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَاَحْيٰى اَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِيْ تَمَنَّ عَلَيَّ اُعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِيْنِيْ فَاُقْتَلَ فِيْكَ ثَانِيَةً قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّيْ (اَنَّهُمْ اِلَيْهَا لاَ يَرْجِعُوْنَ) قَالَ وَاُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا) الْاٰيَةُ .

২৯৪৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করেন এবং আমাকে বলেন ঃ হে জাবির! কি ব্যাপার, আমি তোমাকে ভগ্নহৃদয় দেখছি কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার আব্বা (উহুদের যুদ্ধে) শহীদ হয়েছেন এবং অসহায় পরিবার-পরিজন ও কর্জ রেখে গেছেন। তিনি বলেন ঃ তোমার আব্বার সাথে আল্লাহ তাআলা কিভাবে মিলিত হয়েছেন আমি কি তোমাকে সেই সুসংবাদ দিব না? আমি বললাম, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ আল্লাহ কখনো কারো সাথে তাঁর পর্দার অন্তরাল ছাড়া (সরাসরি) কথা বলেননি কিন্তু তিনি তোমার পিতাকে জীবন দান করে তার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। তাকে তিনি বলেন ঃ তুমি আমার কাছে (যা ইচ্ছা) চাও, আমি তোমাকে তা দান করব। সে বলল, হে পরোয়ারদিগার! আপনি আমাকে জীবন দান করুন, যাতে আমি পুনর্বার আপনার রাহে নিহত হতে পারি। বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার পক্ষ থেকে আগে থেকেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে আছে যে, তারা পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রত্যাবর্তন করবে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ "যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা রিযিকপ্রাপ্ত" (৩ ঃ ১৬৯) (আ)।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এটিকে আমরা মূসা ইবনে ইবরাহীমের সূত্রে জানতে পেরেছি। আলী ইবনে আবদুল্লাহ

আল-মাদীনীসহ অপরাপর প্রবীণ হাদীসশাস্ত্রজ্ঞ মূসা ইবনে ইবরাহীমের সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (র) জাবির (রা)-র সূত্রে এ হাদীসের অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন।

২৯৪৯. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ) فَقَالَ اَمَا اِنَّا قَدْ سَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَاُخْبِرْنَا اَنَّ اَرْوَاحَهُمْ فِىْ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ وَتَأْوِىْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَاطَّلَعَ اِلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ تَسْتَزِيْدُوْنَ شَيْئًا فَاَزِيْدُكُمْ قَالُوْا رَبَّنَا مَا نَسْتَزِيْدُ وَنَحْنُ فِى الْجَنَّةِ نَسْرَحُ حَيْثُ شِئْنَا ثُمَّ اطَّلَعَ اِلَيْهِمُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ هَلْ تَسْتَزِيْدُوْنَ شَيْئًا فَاَزِيْدُكُمْ فَلَمَّا رَاَوْا اَنَّهُمْ لَمْ يُتْرَكُوْا قَالُوْا تُعِيْدُ اَرْوَاحَنَا فِىْ اَجْسَادِنَا حَتّٰى نَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَنُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى .

২৯৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল (অনুবাদ) ঃ "যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে রিযিকপ্রাপ্ত" (৩ ঃ ১৬৯)। তিনি বলেন, আমরাও অবশ্যি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমাদেরকে অবহিত করা হয় যে, তাদের রূহগুলো সবুজ পাখির আকারে জান্নাতে যথা ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, আরশের সাথে ঝুলানো ঝারবাতিসমূহে (বসে) আরাম করে। একবার তোমাদের রব তাদের প্রতি উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা আরো কিছু চাও কি? তাহলে আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিব। তারা বলল, হে আমাদের রব! আমরা এর চাইতে বেশী আর কি চাইব। আমরা বেহেশতে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্লাহ পুনরায় উঁকি দিয়ে বলেন ঃ তোমাদের আরো কিছু চাওয়ার আছে কি? তাহলে আমি আরো দিব। যখন তারা দেখলো যে, কিছু চাওয়া ছাড়া তাদের রেহাই নেই তখন তারা বলল, আপনি আমাদের দেহে প্রাণ সঞ্চার করে দিন যাতে আমরা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারি এবং আবার আপনার রাহে শহীদ হতে পারি (মু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٥٠. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَتُقْرِئُ نَبِيَّنَا السَّلاَمَ وَتُخْبِرُهُ عَنَّا اَنَّا قَدْ رَضِيْنَا وَرَضِىَ عَنَّا .

২৯৫০। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উপরোক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আরো আছে ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের সালাম পৌঁছে দিন এবং তাঁকে অবহিত করুন যে, আমরা (আমাদের রবের প্রতি) সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আমাদের রবও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٩٥١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَعْيَنَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَّجُلٍ لاَ يُؤَدِّىْ زَكَاةَ مَالِهِ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ عُنُقِهِ شُجَاعًا اَقْرَعَ ثُمَّ قَرَاَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) الْاٰيَةُ وَقَالَ مَرَّةً قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ (سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِيْنٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ (اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ) الْاٰيَةَ .

২৯৫১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার (মালকে তার) ঘাড়ে বিষধর অজগর সাপরূপে স্থাপন করবেন। তারপর তিনি এই কথার সত্যতা প্রমাণে আল্লাহ্র কিতাবের এ আয়াত আমাদেরকে শুনান (অনুবাদ) ঃ "তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। না, এটা তাদের পক্ষে অকল্যাণকর। যাতে তারা কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ি হবে। আসমান ও জমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। তোমরা যা কর

আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত" (৩ ঃ ১৮০)। রাবী কখনো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমর্থনে এ আয়াতাংশ পড়েন (অনুবাদ) ঃ "যাতে তারা কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ী হবে।" তিনি আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে তার মুসলিম ভাইয়ের মাল আত্মসাৎ করে, সে আল্লাহ্‌র সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট। এর সত্যতার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র কিতাবের এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরোকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকাবেন, আর না তারদেক পবিত্র করবেন। তাদের জন্য রয়েছে উৎপীড়ক শাস্তি" (৩ ঃ ৭৭) (আ, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। "শুজাআন আকরাআ" অর্থ সাপ।

٢٩٥٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مَوْضِعَ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ) .

২৯৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একটি চাবুক রাখার সমপরিমাণ জান্নাতের জায়গা সমগ্র পৃথিবী ও তার মধ্যকার সব কিছুর চাইতে উত্তম (বু, মু, হা)। তোমরা চাইলে এ আয়াত পড়তে পারো (অনুবাদ) ঃ "(কিয়ামতের দিন) যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সেই সফলকাম। বস্তুত পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়" (৩ ঃ ১৮৫) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٥٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ

اَخْبَرَهُ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ اذْهَبْ يَا رَافِعُ لِبَوَّابِهِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَهُ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا اُوْتِىَ وَاَحَبُّ اَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ اَجْمَعُوْنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا لَكُمْ وَلِهٰذِهِ الْاٰيَةِ اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ فِىْ اَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تَلاَ ابْنُ عَبَّاسٍ (وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهُ) وَتَلاَ (لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَاَلَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَىْءٍ فَكَتَمُوْهُ وَاَخْبَرُوْهُ بِغَيْرِهِ فَخَرَجُوْا وَقَدْ اَرَوْهُ اَنْ قَدْ اَخْبَرُوْهُ بِمَا قَدْ سَاَلَهُمْ عَنْهُ فَاسْتُحْمَدُوْا بِذٰلِكَ اِلَيْهِ وَفَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ وَمَا سَاَلَهُمْ عَنْهُ .

২৯৫৩। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার দ্বাররক্ষীকে বলেন, হে আবু রাফে! ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট যাও এবং তাকে বল, যে ব্যক্তি তার প্রাপ্তীর জন্য খুশী হয় এবং কোন কাজ না করেও তার জন্য প্রশংসা কুড়াতে চায় সে শাস্তিযোগ্য হলে তো আমরা সকলেই শাস্তিযোগ্য হব। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক, এ আয়াত তো কিতাবধারীদের প্রসংগে নাযিল হয়েছে। এরপর ইবনে আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ), "যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন ঃ তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং তুচ্ছ মূল্যে তা বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট" (৩ ঃ ১৮৭)। তিনি আরো তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "তুমি কখনো এরূপ ধারণা করো না যে, যেসব লোক স্বয়ং যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং স্বয়ং যা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালোবাসে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে, বরং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি" (৩ ঃ ১৮৮)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (আহলে কিতাব) নিকট কোন বিষয়ে জানতে চাইলে তারা তা গোপন করে তার বিপরীত তথ্য তাঁকে অবহিত করে চলে যায়। তারা তাকে বলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়ে তাদের নিকট জানতে চেয়েছেন তারা তাই তাঁকে অবহিত করেছে।

বিনিময়ে তারা তাঁর নিকট থেকে প্রশংসা কামনা করে এবং তাদের কিতাব থেকে তথ্য প্রদানের বিষয়টি ও তাদের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানতে চাওয়ার বিষয়টিতে তারা আনন্দ বোধ করে (আ, না, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

৪. সূরা আন-নিসা

٢٩٥٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَاَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِيْ وَقَدْ اُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمَّا اَفَقْتُ قُلْتُ كَيْفَ اَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ فَسَكَتَ عَنِّيْ حَتّٰى نَزَلَتْ (يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ) .

২৯৫৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। আমার চেতনা ফিরে পেলে আমি বললাম, আমি আমার ধন-সম্পদ সম্পর্কে কিভাবে সিদ্ধান্ত করব? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিষয়ে নীরব থাকলেন। অতঃপর আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ এক পুরুষের (পুত্রের) অংশ দু'জন মহিলার (কন্যার) সমান" (৪ ঃ ১১)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল-ফাদল ইবনুস সাব্বাহ আল-বাগদাদী-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির-জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আল-ফাদল ইবনুস সাব্বাহর হাদীসে আরো অধিক বর্ণনা আছে।

٢٩٥٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِيْ عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اَوْطَاسٍ اَصَبْنَا نِسَاءً لَهُنَّ اَزْوَاجٌ فِى الْمُشْرِكِيْنَ

فَكَرِهَهُنَّ رِجَالٌ مِنَّا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) .

২৯৫৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওতাস যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক মহিলা আমাদের হস্তগত হয়, যাদের স্বামীরা মুশরিকদের মধ্যে বর্তমান ছিল। তাই আমাদের কিছু সংখ্যক লোক ঐ সব মহিলাকে অপছন্দ করল। এ প্রসংগেই মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ" (৪ ঃ ২৪) (আ, মু, দা, না, ই)।[১৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٩٥٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِيْ قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) .

২৯৫৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওতাস যুদ্ধের দিন আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক বন্দী মহিলা আসে যাদের স্বামীরা তাদের

---

১৭. যেসব কাফের স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হয়ে আসে এবং তাদের স্বামীরা যদি দারুল হারবে (কাফের শত্রুদের দেশে) থেকে যায়, তবে সেসব স্ত্রীলোককে গ্রহণ করা হরাম নয়। যুদ্ধবন্দিনী হওয়ার কারণে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ধরনের স্ত্রীলোকদের মালিকানা অর্জনই বিবাহ বলে গণ্য হয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ই একত্রে বন্দী হয়ে আসলে তাদের সম্পর্কে কোন্ নীতি অবলম্বন করা হবে, সে সম্পর্কে ফিক্হবিদদের মধ্যে মতবৈষম্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ও তার সহকর্মীরা বলেন, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল থাকবে। কিন্তু ইমাম শাফিঈর মতে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে না।

ক্রীতদাসীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারটি নিয়ে বিরাট ভুল ধারণা লোকদের মনে বদ্ধমূল রয়েছে। কাজেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ভালো করে বুঝে নেয়া আবশ্যক।

যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হবে, তাদেরকে বন্দী করেই যে কোন সৈনিক তাদের সাথে সংগম কার্য সম্পন্ন করতে পারে না। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এ ধরনের স্ত্রীলোকদের সরকারের নিকট সোপর্দ করে দেয়া হবে। তারপর সরকার ইচ্ছা করলে তাদের স্বাধীন করে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতিও দিতে পারে, বিনিময় মূল্য গ্রহণ করে রেহাইও দিতে পারে, শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী মুসলমানদের সাথে বিনিময়ও করতে পারে, আর মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার ইখতিয়ারও সরকারের রয়েছে। বস্তুত একজন সৈনিক কেবলমাত্র সেই বন্দী স্ত্রীলোকের সাথেই সংগম করতে পারে যাকে সরকারের তরফ থেকে তার মালিকানায় রীতিমত সোপর্দ করা হয়েছে (অনু.)।

সম্প্রদায়ে বর্তমান ছিল। সাহাবীগণ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত সকল সধবা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ" (৪ ঃ ২৪)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। সুফিয়ান সাওরী (র) এভাবে উসমান আল-বাত্তী-আবুল খালীল-আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে অবশ্য আবু আলকামার উল্লেখ নেই। কাতাদা (র)-এর সূত্রে হাম্মাম ব্যতীত অপর কেউ এ হাদীসের সনদে আবু আলকামার উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আবুল খালীলের নাম সালেহ ইবনে আবু মরিয়ম।

٢٩٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعلى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ .

২৯৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলেন ঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ, নরহত্যা ও মিথ্যা কথন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। রাওহ ইবনে উবাদা (র) শোবা (র) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদে (রাবীর নাম উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র-এর পরিবর্তে) আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র বলেছেন,তা সহীহ নয়।

٢٩٥٨. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ فَقَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

২৯৫৮। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রাহ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে বলব না? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্যতা করা। তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, এবার উঠে সোজা হয়ে বসে বলেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, অথবা বলেছেন ঃ মিথ্যা কথা বলা। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি বারবার বলে যাচ্ছিলেন। এমনকি আমরা বললাম, আহা! তিনি যদি চুপ হতেন।[১৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٩٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللّٰهِ يَمِيْنَ صَبْرٍ فَاَدْخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوْضَةٍ اِلاَّ جُعِلَتْ نُكْتَةٌ فِى قَلْبِهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৯৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মারাত্মক মারাত্মক কবীর গুনাহ হল—আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা এবং মিথ্যা শপথ করা। কেউ আল্লাহ্‌র নাম অপরিবর্তনীয় ও অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রযুক্ত হওয়ার মত শপথ করলে এবং তাতে মশার পাখা বরাবর নগণ্য মিথ্যাও যোগ করলে তা তার অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত একটি কলংকময় দাগ হয়ে বিরাজিত থাকবে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু উমামা আল-আনসারী (রা) হলেন সালাবার পুত্র। তার নাম আমাদের জানা নাই। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٩٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৮. হাদীসটি ১৮৫০ ও ২২৪৪ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

قَالَ الْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ اَوْ قَالَ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ شَكَّ شُعْبَةُ .

২৯৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা, অথবা বলেছেন ঃ মিথ্যা শপথ করা। রাবী শোবার সন্দেহ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষোক্ত দু'টি কথার কোনটি বলেছেন (আ, না, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٦١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَغْزُو الرِّجَالُ وَلاَ يَغْزُو النِّسَاءُ وَاِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيْرَاثِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ) قَالَ مُجَاهِدٌ وَاُنْزِلَ فِيْهَا (اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ) وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ اَوَّلَ ظَعِيْنَةٍ قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ مُهَاجِرَةً .

২৯৬১। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। উম্মু সালামা (রা) বলেন, পুরুষরা জিহাদ করে কিন্তু মহিলারা জিহাদ করে না। মীরাসের (উত্তরাধিকার) ক্ষেত্রেও মহিলারা (পুরুষের তুলনায়) অর্ধেক পায়। এ প্রসংগেই কল্যাণময় মহান আল্লাহ নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ যদ্দ্বারা তোমাদের কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লোভ করো না। যা পুরুষ অর্জন করেছে তা তার প্রাপ্য অংশ আর নারী যা অর্জন করেছে তা তার প্রাপ্য অংশ। তোমরা আল্লাহ্র নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ" (৪ ঃ ৩২)। মুজাহিদ (র) বলেন, একই প্রসংগে নিম্নোক্ত আয়াতও নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী নারী এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৫)। উম্মু সালামা (রা)-ই ছিলেন মদীনায় হিজরতকারিনী প্রথম মহিলা (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল। কেউ কেউ ইবনে আবু নাজীহ-মুজাহিদ (র) সূত্রে এটি মুরসাল হিসাব বর্ণনা করেছেন যে, উম্মু সালামা (রা) এই কথা বলেছেন।

٢٩٦٢. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ اَسْمَعُ اللّٰهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِى الْهِجْرَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اِنِّىْ لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) .

২৯৬২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ পাক স্ত্রীলোকদের হিজরত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন বলে আমি শুনিনি। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন নর বা নারীর কাজকে বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ। অতএব যারা হিজরত করেছে, নিজেদের আবাস থেকে উৎখাৎ হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে..." (৩ ঃ ১৯৫) (হা)।

٢٩٦٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ حَتّٰى اِذَا بَلَغْتُ (فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا) غَمَزَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ .

২৯৬৩। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানোর জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। তিনি তখন মিম্বরে আসীন ছিলেন। আমি সূরা আন-নিসা থেকে তাঁকে পড়ে শুনালাম। আমি যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম (অনুবাদ) ঃ "আমি যখন প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করব, তখন কি অবস্থা হবে?" (সূরা আন-নিসা ঃ ৪১), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর হাত দিয়ে চাপ দেন। আমি তাঁর প্রতি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে (বু, মু)।

আবুল আহওয়াস (র) আমাশ-ইবরাহীম-আলকামা-আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে এরূপই বর্ণনা করেছেন। মূলত তা হবে ঃ ইবরাহীম-উবাইদা-আবদুল্লাহ (রা)।

٢٩٦٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَاْ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَاُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ اِنِّيْ أُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ فَقَرَاْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى اِذَا بَلَغْتُ (وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا) قَالَ فَرَاَيْتُ عَيْنَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهْمِلاَنِ .

২৯৬৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ আমাকে কুরআন থেকে পড়ে শুনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল হয়েছে, আর আমি আপনাকে তা পড়ে শুনাব! তিনি বলেন ঃ অন্যের তিলাওয়াত শুনতে আমি পছন্দ করি। অতএব আমি সূরা আন-নিসা পড়তে শুরু করলাম। আমি পড়তে পড়তে "এবং আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব" এ পর্যন্ত পৌছলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ রিওয়ায়াতটি আবুল আহওয়াসের হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। সুওয়াইদ ইবনে নাসর-ইবনুল মুবারক-সুফিয়ান-আমাশ (র) থেকে মুআবিয়া ইবনে হিশামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٦٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ فَاَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَدَّمُوْنِيْ فَقُلْتُ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ) .

২৯৬৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) আমাদের জন্য আহারের আয়োজন করলেন এবং আমাদেরকে দাওয়াত করে শরাব পান করান। আমাদেরকে এই শরাবের নেশায় ধরে। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়। লোকজন আমাকেই ইমামতি করতে এগিয়ে দেয়। আমি পড়লাম ঃ "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন। লা আ'বুদু মা তা'বুদূন। ওয়া নাহনু না'বুদু মা তা'বুদূন।" অর্থাৎ "ওয়ালা নাবুদু" (আমরা ইবাদত করি না)-এর স্থলে আমি "ওয়া নাহনু না'বুদু মা তা'বুদূন" (তোমরা যাদের ইবাদত কর, আমারও তাদের ইবাদত করি) পড়ে ফেললাম। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার" (সূরা আন-নিসা ঃ ৪৩) (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

٢٩٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبٰى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ وَاَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِيُّ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ وَاحْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجُدُرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَحْسَبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) الْاٰيَةَ .

২৯৬৬। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, কংকরময় হাররা এলাকার একটি (পানিসেচের) নালা নিয়ে এক আনসারীর তার সাথে ঝগড়া বাধে। উক্ত নালার মাধ্যমে তারা খেজুর বাগানে পানি দিতেন। আনসারী বলেন, পানি আসতে লানাটি আপনি ছেড়ে দিন। যুবাইর (রা) তা মানলেন না। দু'জনেই বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর (রা)-কে

বলেন ঃ হে যুবাইর! তোমার বাগানে পানি দিয়ে তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দিও। এতে আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনি আপনার ফুফাতো ভাই বলেই (এরূপ ফয়সালা করছেন) এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বলেন ঃ হে যুবাইর! তুমি তোমার বাগানের পানি প্রবাহিত করে আলগুলো পর্যন্ত পানি জমা না হওয়া পর্যন্ত নালা অন্যত্র প্রবাহিত হতে দিবে না। যুবাইর (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার মনে হয় এ ঘটনা প্রসংগেই এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে..." (সূরা আন-নিসা ঃ ৬৫) (বু, মু)।[১৯]

আবু ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে বলতে শুনেছি, ইবনে ওয়াহ্ব (র) এ হাদীসটি লাইস ইবনে সাদ থেকে এবং ইউনুস (র) যুহরী-উরওয়া-আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে শুআইব ইবনে আবু হামযা (র) যুহরী-উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রা) সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু তাতে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

২৯৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ) قَالَ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ فَكَانَ النَّاسُ فِيْهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيْقٌ يَقُوْلُ اَقْتُلْهُمْ وَفَرِيْقٌ لاَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ) وَقَالَ اِنَّهَا طَيْبَةٌ وَقَالَ اِنَّهَا تَنْفِي الْخَبِيْثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ .

২৯৬৭। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি "তোমাদের কি হল যে, মোনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দুই দল হয়ে গেলে..." (৪ ঃ ৮৮) আয়াত সম্পর্কে বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের (মুসলিম বাহিনীর) কিছু সংখ্যক লোক (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) ফিরে আসে। তাদের সম্পর্কে সাহাবীগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান। এক দলের বক্তব্য ছিল, আমরা

---

১৯. হাদীসটি ১৩০১ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পাদক)।

তাদেরকে হত্যা করব। অপর দলের মত ছিল, তাদেরকে হত্যার প্রয়োজন নেই। এ প্রসংগেই এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের কি হল যে, মোনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দুই দল হয়ে গেলে..." (৪ ঃ ৮৮)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মদীনা হল তাইবাহ–পবিত্র নগরী। তা ময়লা আবর্জনা (অপবিত্রতা মোনাফিকী) এমনভাবে দূর করে দেয় যেভাবে আগুন লোহার ময়লা দূর করে দেয় (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٦٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَاَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ هٰذَا قَتَلَنِيْ حَتّٰى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ قَالَ فَذَكَرُوْا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ فَتَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ) قَالَ وَمَا نُسِخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلاَ بُدِّلَتْ وَاَنّٰى لَهُ التَّوْبَةُ .

২৯৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি নিজ হাতে তার হত্যাকারীকে তার কপালের চুল ও মাথা ধরে নিয়ে আসবে। তার ঘাড়ের কর্তিত রগসমূহ থেকে রক্ত বের হতে থাকবে। সে বলবে,হে আমার প্রতিপালক! এ লোক আমাকে হত্যা করেছে। এমনকি সে তার হত্যাকারীকে নিয়ে আরশের নিকট পৌঁছে যাবে। আমর ইবনে দীনার বলেন, লোকেরা ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট (হত্যাকারীর) তওবার বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন" (৪ ঃ ৯৩)। তিনি বলেন, এ আয়াত মানসূখও হয়নি বা তার বিধান পরিবর্তিতও হয়নি। অতএব তার আর তওবা কিসের (ই, না)।[২০]

---

২০. তার তওবা কবুল হবে না। বায়দাবী (র) বলেন, ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনের হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে আদৌ তওবা করেনি। কারণ আল্লাহ বলেন, তওবাকারীকে আমি অবশ্যই মাফ করে দিব ইত্যাদি। আমাদের মতে হত্যা করাকে বৈধ জেনে হত্যাকারীর ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির তওবাই কবুল হবে না। যেমন ইকরামা (র) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। এছাড়া নাফরমান মুমিনকে চিরকাল জাহান্নামে রাখা হবে না (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কেউ কেউ এ হাদীসটি আমর ইবনে দীনার-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা মরফূ হিসাবে নয়।

٢٩٦٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ رِزْمَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ عَلٰي نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ قَالُوْا مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاَّ لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ فَقَامُوْا فَقَتَلُوْهُ وَاَخَذُوْا غَنَمَهُ فَاَتَوْا بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا).

২৯৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক পাল ছাগল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক দল সাহাবীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তাদেরকে সালাম দিল। তারা (পরস্পর) বলেন, এ লোক তোমাদের থেকে বাঁচার জন্যই তোমাদেরকে সালাম দিয়েছে। এই বলে তারা উঠে গিয়ে লোকটিকে হত্যা করেন এবং তার ছাগলগুলোসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে হাযির হন। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে (জিহাদের জন্য) বের হবে, তখন অবশ্যই পরীক্ষা করে নিবে এবং কেউ তোমাদের সালাম দিলে (পার্থিব জীবনের সম্পদের আকাঙক্ষায়) তাকে বলবে না যে, তুমি মুমিন নও" (৪ ঃ ৯৪) (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٩٧٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) جَاءَ عَمْرُو بْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اِلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَأْمُرُنِىْ اِنِّىْ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَاَنْزَلَ

اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ الْاٰيَةَ (غَيْرِ أُولِى الضَّرَرِ) الْاٰيَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوْنِىْ بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ اَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ .

২৯৭০। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে..." (৪ ঃ ৯৫) আয়াত নাযিল হলে আমর ইবনে উম্মু মাকতূম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তিনি ছিলেন দৃষ্টিশক্তিহীন (অন্ধ)। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো দৃষ্টিশক্তিহীন। আমাকে আপনি কি নির্দেশ দেন? তখন আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তবে যারা অক্ষম তাদের কথা স্বতন্ত্র" (৪ ঃ ৯৫)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (আয়াতটি লিপিবদ্ধ করতে) তোমরা আমার জন্য কাঁধের হাড় ও দোয়াত অথবা (বলেন) তখতি ও দোয়াত নিয়ে এসো (বু, মু)।

আমর ইবনে উম্মু মাকতূম (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু কামতূম বলেও কথিত। তার পিতা হলেন যায়েদা এবং উম্মু মাকতূম তাঁর মা।

٢٩٧١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ (لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ) عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُوْنَ اِلٰى بَدْرٍ لَمَّا نَزَلَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَحْشٍ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اِنَّا اَعْمَيَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَهَلْ لَنَا رُخْصَةٌ فَنَزَلَتْ (لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ... وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً) فَهٰؤُلاَءِ الْقَاعِدُوْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ (وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَي الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا) دَرَجَاتٍ مِنْهُ عَلَي الْقَاعِدِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ .

২৯৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে" (৪ ঃ ৯৫) আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, যারা সক্ষম হয়েও ঘরে বসে ছিল তারা এবং যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তারা (মর্যাদায়) এক সমান নয়। এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে। বদর যুদ্ধের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত

নাযিল হলে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (আবু আহমাদ আব্দ ইবনে জাহ্শ) ও ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমরা তো উভয়েই অন্ধ! আমাদের দু'জনের জন্য কি এক্ষেত্রে কোনরূপ অবকাশ আছে? তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে... যারা ঘরে বসে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন" (৪ ঃ ৯৫)। যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে, এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্র পথে যারা জিহাদ করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে তাদের উপর অতি উচ্চ মার্যাদা ও মহান পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-র হাদীস হিসাবে উক্ত সূত্রে এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মিকসাম সম্পর্কে বলা হয় যে, ইনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসের মুক্তদাস। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র মুক্তদাস বলেও কথিত। তার উপনাম আবুল কাসেম।

٢٩٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ رَاَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَاَخْبَرَنَا اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْلٰى عَلَيْهِ (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْ اَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمٰى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلٰي فَخِذِيْ فَثَقُلَتْ حَتّٰى هَمَّتْ تَرُضُّ فَخِذِيْ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ (غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ) .

২৯৭২। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মসজিদে বসা দেখে আমি তাঁর নিকট এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসলাম। তিনি আমাদের বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) আমাকে বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দ্বারা লেখাচ্ছিলেন ঃ "লা ইয়াসতাবিল কাইদূনা মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুজাহিদূনা ফী সাবীলিল্লাহ"। তখন

তাঁর নিকট ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি জিহাদ করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই জিহাদ করতাম। তিনি ছিলেন অন্ধ। এ প্রসংগে আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর ওহী নাযিল করলেন, তখন তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল। তা এত ভারী লাগছিল যে, এতে আমার উরু ভেংগে চুরমার হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিছুক্ষণ পর তাঁর এ অবস্থা দূরীভূত হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর নাযিল করেন ঃ 'গাইরু উলিদ দারারি" (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী কর্তৃক একজন তাবিঈ থেকে বর্ণিত অর্থাৎ সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী আল-আনসারী (রা) রিওয়ায়াত করেছেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে। মারওয়ান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি হাদীস শুনেননি। তিনি তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত।

٢٩٧٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ (اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمْ) وَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ .

২৯৭৩। ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে বললাম, আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ "তোমরা যখন শত্রুর আশংকা করবে তখন নামায কসর করবে" (৪ ঃ ১০১)। এখন তো মানুষ নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত হয়ে গেছে (এখন নামায কসর করার কি প্রয়োজন)। উমার (রা) বলেন, যে বিষয়ে তুমি বিস্ময়বোধ করছ একই বিষয়ে আমিও বিস্ময়বোধ করেছি এবং বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করেছি। তিনি বলেন ঃ এটা তো তোমাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সদাকা। অতএব তোমরা তাঁর সদাকা (অনুগ্রহ) গ্রহণ কর (আ, ই, দা, না, মু)।[২১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

---

২১. শান্তিপূর্ণ সময়ের কসর হচ্ছে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকআত পড়া। আর যুদ্ধাবস্থায় কসরের কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। যুদ্ধাবস্থায় যেভাবে সম্ভব নামায পড়বে। জামাআত সহকারে পড়া সম্ভব হলে তাই পড়বে। অন্যথায় ব্যক্তিগতভাবেই একাকী নামায আদায় করবে।

٢٩٧٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ

এমনকি কেবলামুখী হওয়া সম্ভব না হলেও যেদিকে ফিরে সম্ভব সেদিকেই ফিরে পড়বে। আরোহী অবস্থায় বা পায় হাঁটা অবস্থায়ও পড়তে পারে, রুকূ ও সিজদা দেয়া সম্ভব না হলে তা ইশারায় আদায় করবে। প্রয়োজন হলে নামায পড়া অবস্থায় চলতে ও দৌড়াতে পারে। পরিধেয় কাপড়ে রক্ত লেগে থাকলেও কোন দোষ নেই। এসব সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও অবস্থা যদি খুবই সাংঘাতিক বিপদসংকুল হয় তবে নামাযে বিলম্বও করা যেতে পারে। খন্দকের যুদ্ধে তাই হয়েছিল। সফরে কেবল ফরয নামায পড়তে হবে না সুন্নাতও পড়তে হবে এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। নবী করীম (সা)-এর কাছ থেকে শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তিনি সফরে ফজরের সুন্নাত ও এশার পরের বিতিরের নামায রীতিমত পড়তেন, কিন্তু অন্যান্য সময় কেবল ফরযই পড়তেন, নিয়মিত সুন্নাত পড়ার কথা প্রমাণিত নয়। অবশ্য সময় সুযোগ পেলে নফল পড়তেন, আরোহী অবস্থায় চলতেও অনেক সময় নফল নামায পড়তেন। এজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সফরে ফজর ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত পড়তে লোকদের নিষেধ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম সুন্নাত পড়া ও না পড়া উভয়ই সংগত বলে মত পোষণ করেন এবং বিষয়টি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের অগ্রগণ্য মত এই যে, পথ অতিক্রম করাকালে সুন্নাত না পড়া ভালো এবং গন্তব্যে পৌঁছে বা পথিমধ্যে যাত্রা বিরতিকালে তা পড়া উত্তম। কোন কোন ইমামের মতে সফরে কসর করা জরুরী নয়; কেবল তার অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র। এখন এ সুযোগ গ্রহণ করা বা পূর্ণ নামায পড়া ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। ইমাম শাফিঈও এ রায় দিয়েছেন, যদিও তিনি কসর করাকেই উত্তম এবং তা না করাকে উত্তম কাজ ত্যাগ করার শামিল মনে করেন। ইমাম আহমাদের মতে কসর করা যদিও ওয়াজিব নয়, কিন্তু তা না করা মাকরূহ। ইমাম আবূ হানীফার মতে কসর করা ওয়াজিব। এরূপ একটি মত ইমাম মালেক থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) সব সময়ই সফরে কসর করেছেন। তিনি সফরে কখনো চার রাকাত পূর্ণ নামায পড়েছেন এটা কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায় না। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা), আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা)-এর সংগে সফর করেছি। তাঁদেরকে কখনোই কসর না করতে দেখিনি। ইবনে আব্বাস (রা)-সহ বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ এ মতেরই সমর্থন করে। হযরত উসমান (রা) যখন হজ্জের সময় মিনা নামক স্থানে চার রাকআত নামায পড়ালেন, তখন সাহাবীগণ এতে আপত্তি করেছিলেন। হযরত উসমান (রা) সকলকে এরূপ উত্তর দিয়ে শান্ত করলেন যে, মক্কায় আমি বিবাহ করেছি। আর নবী করীম (সা)-এর নিকট শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন শহরে পারিবারিক জীবন শুরু করল, সে যেন সেখানকার বাসিন্দা হয়ে গেল। এজন্য কসর আমি করি নাই। এ ধরনের বিপুল সংখ্যক হাদীসের বিপরীত ধরনের দু'টি হাদীস হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, কসর করা ও পূর্ণ নামায পড়া দুই-ই ঠিক। কিন্তু এ হাদীসদ্বয় বর্ণনা পরম্পরা সূত্রের দিক দিয়ে দুর্বল হওয়া ছাড়াও এটা স্বয়ং হযরত আইশা (রা)-এর গৃহীত নীতি ও ঘোষিত মতেরও সম্পূর্ণ খেলাফ। অবশ্য এ কথা সত্য যে, সফর ও অসফরের মধ্যবর্তী এক অবস্থাও হয়ে থাকে। তখন এ অস্থায়ী নিবাসে সুযোগমত কখনো কসর আর কখনো পূর্ণ নামায পড়া যায়। সম্ভবত হযরত আইশা (রা) এ অবস্থার কথাই বলেছেন ঃ নবী করিম (সা) এ সফরে কসর করেছেন আবার পূর্ণ নামাযও পড়েছেন। ইবনে আব্বাস (রা)-ও এ মতই প্রকাশ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانٍ وَعُسْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّ لِهٰؤُلَاءِ صَلَاةً هِىَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَبْنَائِهِمْ وَهِىَ الْعَصْرُ فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ فَمِيْلُوْا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَاَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّقْسِمَ اَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ اُخْرٰى وَرَاءَهُمْ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ثُمَّ يَاْتِى الْاٰخَرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ مَعَهُ رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَاْخُذُ هٰؤُلَاءِ حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ فَتَكُوْنُ لَهُمْ رَكْعَةٌ وَلِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ .

২৯৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজনান ও উসফান নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। মুশরিকরা বলল, তাদের নিকট একটি নামায আছে যা তাদের বাপ-দাদা ও সন্তান-সন্ততির চাইতেও বেশী প্রিয়। সেটি হচ্ছে আসরের নামায। কাজেই তোমরা নিজেদের যাবতীয়

করেছেন। ইমাম শাফিঈ থেকেও অনুরূপ একটি কথা বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রা) ১৫ মাইল দীর্ঘ সফরেও কসর করা জায়েয মনে করেন। ইমাম আওযাঈ ও ইমাম যুহরী হযরত উমার (রা)-র "এক দিনের সফর কসরের জন্য যথেষ্ট" এ কথাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন, ইমাম আবু ইউসুফ দুই দিনের পথেরও বেশী দীর্ঘ সফরে কসর করা জায়েয মনে করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পায়ে হেঁটে কিংবা উষ্ট্রযোগে গেলে তিন দিন অতিবাহিত হয় (অর্থাৎ প্রায় ৫৪ মাইল), তাতে কসর করা যায়। ইবনে উমার, ইবনে মাসউদ ও উসমান (রা)-ও এই মত পোষণ করেন (অনু.)।

সফরের মধ্যভাগে কোথাও অবস্থান করলে কত দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে মুসাফির যদি একসংগে চার দিন কোথাও অবস্থান করার সংকল্প করে তবে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে চার দিনের অধিক অবস্থান করার ইচ্ছা করলে সেখানে কসর করা জায়েয নয়। ইমাম আওযাঈর মতে ১৩ দিন এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ১৫ দিন বা তদূর্ধ দিন অবস্থান করার নিয়াত করলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। নবী করীম (সা) থেকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় নাই। মুসাফির কোথাও যদি কোন কারণে ঠেকে অবস্থান করতে থাকে এবং প্রতিটি মুহূর্তেই ঠেকা দূর হওয়ার ও বাড়ীর দিকে চলে যাওয়ার খেয়াল বর্তমান থাকে তবে এমন অবস্থানে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কসর পড়া সম্পর্কে সকল আলেমই একমত। এরূপ অবস্থায় সাহাবায়ে কিরাম ক্রমাগত দুই বছর পর্যন্ত কসর করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) এর উপর কিয়াস করে বন্দীদের জন্য সমস্ত মেয়াদ ব্যাপী কসর পড়ার অনুমতি দিয়েছেন (অনু.)।

সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করে সংকল্পবদ্ধ হয়ে থাক এবং তাদের উপর (নামযরত অবস্থায়) ঝটিকা আক্রমণ চালাও। এদিকে জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন, আপনার সংগীদের দু'ভাগে বিভক্ত করুন। এক অংশকে নিয়ে আপনি নামায পড়ুন। আরেক দল নামাযরতদের পেছনে তাদের ঢাল ও অস্ত্র নিয়ে সতর্কাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকবে। এরপর দ্বিতীয় দল (যারা নামায পড়েনি) আসবে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক রাকআত নামায পড়বে। তারপর তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্রসহ সতর্কাবস্থায় থাকবে। ফলে তাদের (উভয় দলের) এক এক রাকআত হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হবে দুই রাকআত (না)।[২২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, যায়দ ইবনে সাবিত, ইবনে আব্বাস, জাবির, আবু আইয়্যাশ আয-যুরাকী, ইবনে উমার, হুযাইফা, আবু বাকরাহ ও সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু আইয়্যাশ আয-যুরাকীর নাম যায়েদ ইবনুস সামিত।

২৯৭৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ شُعَيْبٍ اَبُوْ مُسْلِمٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ كَانَ اَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ اُبَيْرِقٍ بِشْرٌ وَبُشَيْرٌ وَمُبَشِّرٌ وَكَانَ بُشَيْرٌ رَجُلاً مُنَافِقًا يَقُوْلُ الشِّعْرَ يَهْجُوْ بِهِ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْحَلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ ثُمَّ يَقُوْلُ قَالَ فُلاَنٌ كَذَا وَكَذَا قَالَ فُلاَنٌ كَذَا وَكَذَا فَاِذَا سَمِعَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ الشِّعْرَ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا يَقُوْلُ هٰذَا الشِّعْرَ اِلاَّ هٰذَا الْخَبِيْثُ اَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ وَقَالُوْا ابْنُ الْاُبَيْرِقِ قَالَهَا قَالَ وَكَانُوْا اَهْلَ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالْاِسْلاَمِ وَكَانَ النَّاسُ اِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ التَّمْرُ وَالشَّعِيْرُ وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ مِنَ الدَّرْمَكِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَخَصَّ بِهَا نَفْسَهُ وَاَمَّا الْعِيَالُ فَاِنَّمَا

২২. এখানে সূরা আন-নিসার ১০২ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনু.)।

طَعَامُهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِيْرُ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِّنَ الشَّامِ فَابْتَاعَ عَمِّيْ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حِمْلاً مِّنَ الدَّرْمَكِ فَجَعَلَهُ فِيْ مَشْرَبَةٍ لَهُ وَفِي الْمَشْرَبَةِ سِلاَحٌ وَدِرْعٌ وَسَيْفٌ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْبَيْتِ فَنُقِبَتِ الْمَشْرَبَةُ وَاُخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلاَحُ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَانِيْ عَمِّيْ رِفَاعَةُ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ اِنَّهُ قَدْ عُدِيَ عَلَيْنَا فِيْ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ فَنُقِبَتْ مَشْرَبَتُنَا فَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلاَحِنَا قَالَ فَتَحَسَّسْنَا فِي الدَّارِ وَسَاَلْنَا فَقِيْلَ لَنَا قَدْ رَاَيْنَا بَنِيْ اُبَيْرِقٍ اِسْتَوْقَدُوْا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَلاَ نُرٰى فِيْمَا نُرِيَ اِلاَّ عَلٰى بَعْضِ طَعَامِكُمْ قَالَ وَكَانَ بَنُوْ اُبَيْرِقٍ قَالُوْا وَنَحْنُ نَسْاَلُ فِي الدَّارِ وَاللّٰهِ مَا نُرِيَ صَاحِبَكُمْ اِلاَّ لَبِيْدَ بْنَ سَهْلٍ رَجُلٌ مِّنَّا لَهُ صَلاَحٌ وَّاِسْلاَمٌ فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيْدٌ اِشْتَرَطَ سَيْفَهُ وَقَالَ اَنَا اَسْرِقُ فَوَاللّٰهِ لَيُخَالِطَنَّكُمْ هٰذَا السَّيْفُ اَوْ لَتُبَيِّنُنَّ هٰذِهِ السَّرِقَةَ قَالُوْا اِلَيْكَ عَنَّا اَيُّهَا الرَّجُلُ فَمَا اَنْتَ بِصَاحِبِهَا فَسَاَلْنَا فِي الدَّارِ حَتّٰى لَمْ نَشُكَّ اَنَّهُمْ اَصْحَابُهَا فَقَالَ لِيْ عَمِّيْ يَا ابْنَ اَخِيْ لَوْ اَتَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتَ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ قَتَادَةُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اِنَّ اَهْلَ بَيْتٍ مِّنَّا اَهْلَ جَفَاءٍ عَمَدُوْا اِلٰى عَمِّيْ رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ فَنَقَبُوْا مَشْرَبَةً لَهُ وَاَخَذُوْا سِلاَحَهُ وَطَعَامَهُ فَلْيَرُدُّوْا عَلَيْنَا سِلاَحَنَا فَاَمَّا الطَّعَامُ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاٰمُرُ فِيْ ذٰلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ بَنُوْ اُبَيْرِقٍ اَتَوْا رَجُلاً مِّنْهُمْ يُقَالُ لَهُ اُسَيْرُ ابْنُ عُرْوَةَ فَكَلَّمُوْهُ فِيْ ذٰلِكَ فَاجْتَمَعَ فِيْ ذٰلِكَ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ الدَّارِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدُوْا اِلٰى اَهْلِ بَيْتٍ مِّنَّا اَهْلِ اِسْلاَمٍ وَّصَلاَحٍ يَرْمُوْنَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَّلاَ ثَبَتٍ قَالَ قَتَادَةُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ عَمَدْتَ اِلٰى اَهْلِ بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ اِسْلاَمٌ وَّصَلاَحٌ تَرْمِيْهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلٰى غَيْرِ ثَبَتٍ وَّلاَ

بَيِّنَةٍ قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَوَدِدْتُ اَنِّىْ خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِىْ وَلَمْ اُكَلِّمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ فِىْ ذٰلِكَ فَاَتَانِىْ عَمِّىْ رِفَاعَةُ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ مَا
صَنَعْتَ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَللّٰهُ
الْـمُسْتَعَانُ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ (اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا) بَنِىْ اُبَيْرِقٍ (وَاسْتَغْفِرِ
اللّٰهَ) اَىْ مِمَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا . وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ
الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا . يَسْتَخْفُوْنَ
مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ) اِلٰى قَوْلِهِ (غَفُوْرًا رَّحِيْمًا) اَىْ لَوِ
اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ لَغَفَرَ لَهُمْ (وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلٰي نَفْسِهِ) اِلٰى
قَوْلِهِ (اِثْمًا مُّبِيْنًا) قَوْلُهُمْ لِلَبِيْدٍ (وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اِلٰى
قَوْلِهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا) فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْاٰنُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّلاَحِ فَرَدَّهُ اِلٰى رِفَاعَةَ فَقَالَ قَتَادَةُ لَمَّا اَتَيْتُ عَمِّىْ
بِالسِّلاَحِ وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَسِىَ اَوْ عَشِىَ الشَّكُّ مِنْ اَبِىْ عِيْسٰى فِىْ
الْـجَاهِلِيَّةِ وَكُنْتُ اُرٰى اِسْلاَمَهُ مَدْخُوْلاً فَلَمَّا اَتَيْتُهُ بِالسِّلاَحِ قَالَ يَا
ابْنَ اَخِىْ هُوَ (هِىَ) فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَعَرَفْتُ اَنَّ اِسْلاَمَهُ كَانَ صَحِيْحٌ فَلَمَّا
نَزَلَ الْقُرْاٰنُ لَحِقَ بَشِيْرٌ بِالْـمُشْرِكِيْنَ فَنَزَلَ عَلٰي سُلاَفَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ
سُمَيَّةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى
وَيَتَّبِعْ غَيْـرَ سَبِيْلِ الْـمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
مَصِيْـرًا . اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْـفِرُ اَنْ يُّشْـرَكَ بِهِ وَيَغْـفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا) فَلَمَّا نَزَلَ عَلٰى سُلاَفَةَ رَمَاهَا
حَسَّانُ ابْنُ ثَابِتٍ بِاَبْيَاتٍ مِّنْ شِعْرِهِ فَاَخَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضَعَتْهُ عَلٰى

رَأْسِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ بِهِ فَرَمَتْ بِهِ فِي الْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَتْ أَهْدَيْتَ لِيْ شِعْرَ حَسَّانٍ مَا كُنْتَ تَأْتِيْنِيْ بِخَيْرٍ .

২৯৭৫। কাতাদা ইবনুন নোমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বনূ উবাইরিক নামে একটি পরিবার ছিল। ঐ পরিবারে বিশর, বুশাইর ও মুবাশশির নামে তিনজন লোক ছিল। বুশাইর ছিল মোনাফিক। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগী সাথীদের কুৎসা বর্ণনামূলক কবিতা রচনা করত, অতঃপর অপরাপর আরবদের প্রতি সেগুলো আরোপ করে বলত, অমুকে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যখন তা শুনতেন তখন বলতেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এ কবিতা ঐ অপদার্থ (খবীস) লোকটি ছাড়া আর কেউ রচনা করেনি বা অনুরূপ কোন মন্তব্য করতেন। যাই হোক তারা বলতেন, এটা ইবনুল উবাইরিকেরই (বুশাইর) কবিতা। রাবী বলেন, জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে এ পরিবারটি ছিল অভাবগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত। মদীনায় লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর ও আটা। কেউ সম্পদশালী হলে সিরিয়া থেকে কোন খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী সাদা আটা বা ময়দা নিয়ে এলে সে ঐ (ব্যবসায়ী) কাফেলা থেকে ময়দা কিনে নিয়ে সঞ্চয় করে রাখত নিজের ব্যবহারের জন্য। অবশিষ্ট পরিবার-পরিজনের জন্য থাকতো খেজুর ও গম।

এক বারের ঘটনা, সিরিয়া থেকে একটি খাদ্য ব্যবসায়ী কাফেলা এলো। আমার চাচা রিফাআ ইবনে যায়েদ (তাদের থেকে) এক বোঝা ময়দা কিনলেন এবং ভাঁড়ার ঘরে রেখে দিলেন। একই জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম ও তলোয়ারও ছিল। এদিকে ঘরের নিচ দিয়ে তার মাল আসবাব চুরি হয়ে গেল। গোপনে সিঁদ কেটে উক্ত ঘরে রক্ষিত ময়দা ও অস্ত্রশস্ত্র লাপাত্তা হয়ে গেল। ভোরবেলা আমার চাচা রিফাআ আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, হে ভাতিজা! এ রাতে তো আমার উপর জুলুম হয়ে গেল। আমাদের ভাঁড়ারের ঘরে সিঁদ কেটে খাবার (ময়দা) ও অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহল্লায় অনুসন্ধান চালিয়ে দেখলাম ও জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। আমাদের বলা হল, আমরা আজ রাতে বনূ উবাইরিকদের ঘরে আলো জ্বালাতে দেখেছি। আমাদের ধারণামতে তারা তোমাদের খাদ্যাদির তালাশেই আলো জ্বালিয়েছিল। রিফাআ বললেন, আমরা যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম তখন উবাইরিকের লোকেরা বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা মনে করি তোমাদের এই চোর লাবীদ ইবনে সাহল ছাড়া আর কেউ নয়। আমরা এ বিষয়ে মহল্লাবাসীদের আগেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। লাবীদ ছিলেন আমাদেরই মধ্যকার একজন সৎ ও ভালো মুসলমান। লাবীদ এ কথা শুনামাত্র খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বলেন,

আমি চুরি করি? আল্লাহ্‌র কসম! হয় আমার এ তলোয়ারের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হবে অথবা তোমরা এ চুরির সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে। তখন লোকেরা বলল, যাও তুমি আমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়াও। তুমি এ কাজ করোনি। এরপরও আমরা এ ব্যাপারে মহল্লায় জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হলাম যে, বনূ উবাইরিকই এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। অবশেষে আমার চাচা আমাকে বলেন, হে ভাতিজা! তুমি যদি ঘটনার বৃত্তান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাতে তাহলে ভালো হত। কাতাদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে বললাম, আমাদের মহল্লায় একটি যালেম পরিবার আছে এবং তারা আমার চাচা রিফাআ ইবনে যায়েদের ভাণ্ডার কক্ষে সিঁদ কেটে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যাদি চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন, খাদ্যদ্রব্যাদির প্রয়োজন নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ ব্যাপারে শীঘ্রই আমি একটা ফয়সালা করে দিচ্ছি। বনূ উবাইরিক এ কথা শুনার পর তাদের নিজেদের এক লোকের নিকট এলো, যার নাম ছিল উসাইর ইবনে উরওয়া। তারা তার সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করল। এ বাড়ির কিছু লোক একত্র হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কাতাদা ইবনুন নোমান ও তার চাচা আমাদের এক সৎ ও মুসলিম পরিবারের পেছনে লেগেছে এবং কোন প্রমাণ ছাড়াই তারা তাদের বিরুদ্ধে চুরির অপবাদ দিচ্ছে। কাতাদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে (বিষয়টি নিয়ে) তাঁর সাথে কথা বললাম। তিনি বলেন ঃ তুমি এমন এক পরিবারের বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে চুরির অপবাদ দিচ্ছ, যাদের সততা ও ইসলাম সম্পর্কে সুনাম আছে। কাতাদা (রা) বলেন, আমি ফিরে আসলাম। আমি মনে মনে বললাম, আমার এ সামান্য মাল হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ না করতাম! এরপর আমার চাচা রিফাআ আমার নিকট এসে বলেন, হে ভাতিজা! (আমার ব্যাপারে) কি করেছ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যা কিছু বলেছেন, আমি তাকে তা জানালাম। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রকৃত সাহায্যকারী। এরপর কিছু সময় না যেতেই কুরআনের আয়াত নাযিল হয় (ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ) ঃ "নিশ্চয় আমি এ কিতাব সত্য সহকারে তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যা জ্ঞাত করেছেন তদনুসারে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করতে পার। তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে (যেমন বনূ উবাইরিকের সমর্থনে) বিতর্ককারী হয়ো না।[২৩] আর তুমি আল্লাহ্‌র

---

২৩. ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এরূপ ঃ বনূ জাফর নামক এক আনসার গোত্রে তুমা বা বুশাইর ইবনে উবাইরিক নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে অপর এক আনসারীর বর্ম চুরি করেছিল। তার তল্লাশী শুরু

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর (কাতাদাকে যা বলেছ তার জন্য)। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সাহায্য করো না। আল্লাহ খিয়ানতকারী পাপিষ্ঠদেরকে পছন্দ করেন না। এরা মানুষের থেকে লুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহ থেকে গোপন করতে পারে না, অথচ তিনি তাদের সংগেই থাকেন, যখন তারা রাতের বেলা গোপনে গোপনে তাঁর মর্জি বিরুদ্ধ পরামর্শ করে। এদের সমস্ত কাজই আল্লাহ্‌র জ্ঞান আয়ত্ত। আহা! তোমরাই এসব অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে পার্থিব জীবনে বিতর্ক করছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে? কেউ কোন পাপকর্ম করলে বা নিজের উপর যুলুম করলে অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে (অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন)। কেউ পাপ কর্ম করলে সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। কেউ কোন দোষ বা পাপকর্ম করে অতঃপর তা কোন নির্দোশ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে (যেমন লাবীদ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য) সে তো সাংঘাতিক মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একটি দল তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইতই। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন জ্ঞান জানিয়ে দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র বিরাট অনুগ্রহ আছে। তাদের অধিকাংশ গোপন সলা-পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। অবশ্য কেউ কাউকে দান-খয়রাতের কিংবা কোন ভালো কাজের জন্য অথবা লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপনরে উপদেশ দিলে তাতে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কেউ এরূপ করলে তাকে অবশ্যই আমি মহাপুরস্কার দিব" (সূরা আন-নিসা ঃ ১০৫-১১৪)।

হলে সে অপহৃত বর্ম এক ইহূদীর নিকট রেখে দেয়। বর্মের মালিক মহানবী (সা)-এর নিকট অভিযোগ করল এবং তুমা বা বুশাইরকে সন্দেহ করল। কিন্তু বুশাইর তার ভাই, বন্ধু ও বনূ জাফর গোত্রের বহু লোক একত্র হয়ে ঐ ইহূদীর উপরই দোষারোপ করল। ইহূদীর নিকট জিজ্ঞেস করা হলে সে নিজের নির্দোষ হওয়ার দাবি করে। অপর দিকে সমস্ত লোক বুশাইরের সমর্থনে খুব জোরেশোরে ওকালতী করতে থাকে। তারা বলল, ইহূদী অত্যন্ত খারাপ লোক, সত্যকে সে অস্বীকার করে, আল্লাহ্‌র রাসূলকে অমান্য করে, তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমাদের কথাই গ্রহণযোগ্য। কেননা আমরা মুসলমান। এ বিবাদের বাহ্যিক বিবরণী অনুযায়ী মহানবী (সা) ইহূদীর বিরুদ্ধে রায় দানের মনস্থ করেন এবং বাদী পক্ষকে বনূ উবাইরিক সম্পর্কে এ মিথ্যা দোষারোপ করার ব্যাপারে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিতে চান। কিন্তু ইতিমধ্যেই ওহী পাঠন হল এবং ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হল (অনুবাদক)।

কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অপহৃত অস্ত্র ফেরত আনা হল। তিনি তা রিফাআ (রা)-কে ফিরিয়ে দিলেন। কাতাদা (রা) বলেন, আমার চাচা ছিলেন বৃদ্ধ। জাহিলিয়াতের যুগে তার রাতকানা রোগ হয়ে ছিল, অথবা বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগেই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন (আবু ঈসার সন্দেহ)। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি ইসলামে দাখিল ছিলেন। আমি তার নিকট অস্ত্র ফেরত নিয়ে আসলে তিনি বলেন, হে ভাতিজা ! এটা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলাম। এবার আমার প্রত্যয় জন্মালো যে, নিঃসন্দেহে তিনি একজন খাঁটি মুসলমান । কুরআনের উক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর বুশাইর মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হয় এবং সাদ ইবনে সুমাইয়ার কন্যা সুলাফার নিকট অবস্থান গ্রহণ করে। তখন মহান আল্লাহ্ নাযিল করেন ঃ "কারো নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায় আমরা সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়" (সূরা আন-নিসা ঃ ১১৫-১১৬)।

বুশাইর যখন সুলাফার নিকট আশ্রয় নিল, তখন হাস্সান ইবনে সাবেত (রা) কতক কবিতার চরণ দ্বারা সুলাফার নিন্দাবাদ করেন। এতে সুলাফা বুশাইরের মালপত্র নিজ মাথায় তুলে নিয়ে তা আবতাহ নামক স্থানে গিয়ে ফেলে দিল। সে আরো বলল, তুমি আমার জন্য হাস্সানের (নিন্দাসূচক) কবিতা উপহার নিয়ে এলে, আমার জন্য উত্তম কিছু নিয়ে আসতে পারলে না (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা আল-হাররানী ছাড়া আর কেউ এটিকে মুসনাদরূপে রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। ইউনুস ইবনে বুকাইর প্রমুখ এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-আসেম-ইবনে উমার-ইবনে কাতাদা সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে 'তাঁর পিতা-তার দাদা' সূত্রের উল্লেখ নেই। কাতাদা ইবনুন নোমান মাতার দিক থেকে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র ভাই। আবু সাঈদ (রা)-র নাম সাদ ইবনে মালেক ইবনে সিনান।

٢٩٧٦. حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ اَسْلَمَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ اَبِىْ فَاخِتَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ مَا فِى الْقُرْاٰنِ اٰيَةٌ

أَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ) .

২৯৭৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট কুরআনের এ আয়াতটির চাইতে প্রিয় আয়াত আর কোনটি নেইঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না ; তা ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন"(৪ ঃ ১১৬)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু ফাখিতার নাম সাঈদ ইবনে ইলাকা। সুয়াইরের উপনাম আবু জাহম। ইনি কূফার অধিবাসী। তিনি ইবনে উমার (রা), ইবনে যুবাইর (রা) ও ইবনে মাহদী (র) থেকে হাদীস শুনেছেন। শেষোক্ত দু'জন তাকে কিছুটা দোষারোপ করতেন।

٢٩٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُحَيْصِنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهِ) شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا وَفِىْ كُلِّ مَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ كَفَّارَةٌ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا اَوِ النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا .

২৯৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে" (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৩) আয়াত নাযিল হলে মুসলমানদের নিকট বিষয়টি খুবই গুরুতর মনে হয়। তাই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা সত্যের নিকটবর্তী থাক এবং সরল সোজা পথ তালাশ কর। মুমিনের প্রতিটি বিপদ-মুসীবত ও কষ্ট-ক্লেশ, এমনকি তার দেহে কোন কাঁটা বিদ্ধ হলে বা তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ এলে তার দ্বারাও তার গুনাহ্র কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যায় (আ, না, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইবনে মুহাইসিনের নাম আমর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাইসিন।

٢٩٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَوْلَي بْنِ سِبَاعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ

عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَلَيَّ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَأَقْرَأَنِيْهَا فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّيْ قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ انْقِصَامًا فِيْ ظَهْرِيْ فَتَمَطَّأْتُ لَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوْءًا وَإِنَّا لَمَجْزِيُّوْنَ بِمَا عَمِلْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُوْنَ فَتُجْزَوْنَ بِذٰلِكَ فِي الدُّنْيَا حَتّٰى تَلْقَوُا اللّٰهَ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوْبٌ وَأَمَّا الْاٰخَرُوْنَ فَيُجْمَعُ (فَيَجْتَمِعُ) ذٰلِكَ لَهُمْ حَتّٰى يُجْزَوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৯৭৮। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাঁর উপর এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "যে কেউ মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবেই এবং সে নিজের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কোন অভিভাবক ও সহায়ক পাবে না"(সূরা আন-নিসা ঃ ১২৩)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! আমি কি আপনাকে ঐ আয়াত পড়ে শুনাব না যা আমার উপর নাযিল হয়েছে? আমি বল্‌লাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অবশ্যই। তিনি আমাকে আয়াতটি পড়ে শুনান। আমি আর কিছুই জ্ঞাত নই, তবে তখন আমার মনে হল যে, আমার মেরুদণ্ড ভেংগে গেছে। তাই আমি পিঠমোড় দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! আপনার কি হল? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে মন্দ কাজ করে না? আমাদের প্রতিটি কাজের জন্যই কি প্রতিফল ভোগ করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু বাকর! আপনি এবং মুমিনগণ এ পৃথিবীতেই তার প্রতিফল পেয়ে যাবেন। অবশেষে আপনারা আল্লাহ্‌র সাথে গুনাহমুক্ত অবস্থায় মিলিত হবেন। পক্ষান্তরে অপরাপর লোকদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য জমা করে রাখা হবে। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এটির সনদসূত্র সমালোচিত। এ হাদীসের রাবী মূসা ইবনে উবাইদা হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ ও আহমাদ

ইবনে হাম্বল (র) তাকে যঈফ বলেছেন। ইবনে সিবার মুক্তদাস অপরিচিত ও অজ্ঞাত। এ হাদীসটি অন্যভাবে আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এর সনদও সহীহ নয়। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٩٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لاَ تُطَلِّقْنِيْ وَأَمْسِكْنِيْ وَاجْعَلْ يَوْمِيْ لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ كَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

২৯৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা (রা)-র আশংকা হল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তালাক দিবেন। তাই তিনি বলেন, আপনি আমাকে তালাক না দিয়ে আপনার বিবাহবন্ধনে স্থির রাখুন। আমার জন্য নির্দ্ধারিত দিনটি আপনি আইশার নিকটই থাকুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন। এ প্রসংগেই নাযিল হয় ঃ "তবে তারা (স্বামী-স্ত্রী) আপোস–নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন গুনাহ নাই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়" (৪ ঃ ১২৮)। যে বিষয়ের উপর তারা আপোষ করবে তা জায়েয (বা)। শেষের বক্তব্যটুকু ইবনে আব্বাস (রা)-র।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٢٩٨٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ أَوْ آخِرُ شَيْءٍ أُنْزِلَ (يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ) .

২৯৮০। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উত্তরাধিকার সম্পর্কে) সবশেষে যে আয়াত নাযিল হয় তা হল ঃ "লোকেরা তোমার কাছে বিধান জানতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন..." (৪ ঃ ১৭৬) (বু, মু, দা, না)।[২৪]

---

২৪. এ সূরা নাযিল হওয়ার বহু পরে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। হাদীসের কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এটাই কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। এ বর্ণনা সহীহ প্রমাণিত না হলেও এটা

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবুস সাফারের নাম সাঈদ ইবনে আহ্‌মাদ। তিনি ইবনে ইউহ্‌মিদ আস-সাওরী বলেও কথিত।

٢٩٨١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ) فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُجْزِئُكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ ٠

২৯৮১। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! "লোকেরা আপনার নিকট বিধান জানতে চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের বিধান দিচ্ছেন..." (৪ ঃ ১৭৬)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তোমার জন্য এ ব্যাপারে গ্রীষ্মকালীন ঐ আয়াতটিই (৪ ঃ ১৭৬) যথেষ্ট (আ, দা)।[২৫]

৫. সূরা আল-মাইদা

٢٩٨٢. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ لِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ عَلَيْنَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا) لاَ تَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ

প্রমাণিত যে, এ আয়াত নবম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। 'কালালাহ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে কালালাহ সেই ব্যক্তি যার কোন সন্তান নেই এবং যার বাপ-দাদাও জীবিত নেই। আবার কারো কারো মতে যে লোক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছে তাকেই 'কালালাহ' বলা হয়। উমার ফারূক (রা) জীবনের শেষ পর্যন্ত এ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ফিক্‌হ্‌বিদরা এ ব্যাপারে হযরত আবু বাক্‌র (রা)-এর মত সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, প্রথমোক্ত লোককেই 'কালালাহ' বলা হয়। কুরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা কুরআনে কালালার বোনকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের অধিকারী করা হয়েছে। অথচ কালালার পিতা জীবিত থাকলে বোন কিছুই পায় না (অনু.)।

২৫. ইমাম বাগাবী (র) বলেন, এ আয়াত (৪ ঃ ১৭৬) বিদায় হজ্জ চলাকালে নাযিল হয়েছিল। তাই এটিকে আয়াতে সাইফ (গ্রীষ্মকালীন আয়াত) বলা হয় (অনু.)।

عِيْدًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِنِّىْ اَعْلَمُ اَىُّ يَوْمٍ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

২৯৮২। তারিক ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন। "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম" (সূরা আল-মাইদা ঃ ৩) আয়াতটি যদি আমাদের উপর নাযিল হত তাহলে আমরা উক্ত দিনকে ঈদের উৎসবের দিন হিসাবে নির্দ্ধারণ করতাম। উমার (রা) বলেন, নিশ্চয় আমি জানি এ আয়াত কোন দিন নাযিল হয়েছে। এটি (বিদায় হজ্জে) আরফার দিন শুক্রবারে নাযিল হয়েছিল (বু, মু, না)।[২৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٨٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ قَالَ قَرَاَ ابْنُ عَبَّاسٍ (اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا) وَعِنْدَهُ يَهُوْدِىٌّ فَقَالَ لَوْ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ عَلَيْنَا لاَتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيْدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاِنَّهَا نَزَلَتْ فِىْ يَوْمِ عِيْدَيْنِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ .

২৯৮৩। আম্মার ইবনে আবু আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়লেন (অনুবাদ) ঃ "আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম" (৫ ঃ ৩)। তাঁর নিকট এক ইহূদী উপস্থিত ছিল। সে বলল, এরূপ একটি আয়াত যদি আমাদের উপর নাযিল হত তাহলে সেই দিনকে আমরা অবশ্যই ঈদের দিন হিসাবে পালন করতাম। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটি তো (আমাদের) দুইটি ঈদের দিনে নাযিল হয়েছে ঃ জুমুআর দিন ও 'আরফার দিন।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

---

২৬. সেই দিন তো আমাদের একটি ঈদ নয়, দু'টি ঈদ। প্রথমত শুক্রবার, দ্বিতীয়ত আরাফার দিন, বিশ্ব-মুসলিমের সমবেত হওয়ার দিন (অনু.)।

٢٩٨٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنُ الرَّحْمٰنِ مَلْاٰىْ سَحَّاءَ لاَ يُغِيْضُهَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ قَالَ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِىْ يَمِيْنِهِ (وَعَرْشُهُ عَلَي الْمَاءِ) وَبِيَدِهِ الْاُخْرَى الْمِيْزَانُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ .

২৯৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন ঃ দয়াময় আল্লাহ্‌র ডান হাত (ভাণ্ডার) পূর্ণ। সর্বদা তা অনুগ্রহ ঢালছে। রাত দিনের অবিরাম বর্ষণ তাতে কখনো কমতি ঘটাতে পারে না। তিনি আরো বলেন, তোমরা লক্ষ্য করেছ কি যেদিন থেকে তিনি আসমান-যমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে কত না দান করে আসছেন, অথচ তাঁর ডান হাতে যা আছে তাতে কিছুই কমতি হয়নি। (সৃষ্টির পূর্বে) তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তাঁর অপর হাতে রয়েছে মীযান (দাড়ি-পাল্লা)। তিনি তা নীচু করেন ও উত্তোলন করেন (সৃষ্টির রিযিক নির্ধারণ করেন) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ হাদীসটি হল নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ .

"ইহূদীরা বলে, আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ। ওরাই আসলে রুদ্ধহস্ত এবং ওরা যা বলে তজ্জন্য ওরা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহ্‌র উভয় হাতই প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন" (সূরা আল- মাইদা ঃ ৬৪)।

ইমামগণ বলেন, এ হাদীস যেরূপে (আমাদের নিকট) এসেছে, কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই তার উপর সেভাবেই ঈমান আনতে হবে। একাধিক ইমাম এ কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইবনে আনাস, ইবনে উয়াইনা, ইবনুল মুবারক (র) প্রমুখ। তাদের মতে এরূপ বিষয় বর্ণনা করা যাবে, এগুলোর উপর ঈমান রাখতে হবে, কিন্তু তা কেমন এ কথা বলা যাবে না।

٢٩٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) فَاَخْرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوْا فَقَدْ عَصَمَنِي اللّٰهُ .

২৯৮৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (নিরাপত্তামূলক) পাহারা দেয়া হত। অতঃপর আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন" (সূরা আল-মাইদা ঃ ৬৭)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজরে হুজরা থেকে মাথা বের করে পাহারাদারগণকে বলেন, হে লোকজন! তোমরা (আমার পাহারা থেকে) চলে যাও। কারণ আল্লাহ্ই আমার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেউ কেউ এ হাদীসটি জুরাইরী-আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রহরা দেয়া হত"। তাতে তারা আইশা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

٢٩٨٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ فِي الْمَعَاصِيْ فَنَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِيْ مَجَالِسِهِمْ وَاَكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ (وَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ) قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ لَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ حَتّٰى تَاْطِرُوْهُمْ عَلَى الْحَقِّ اِطْرًا .

২৯৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বানূ ইসরাঈল পাপাচারে লিপ্ত হলে তাদের বিজ্ঞ আলেমগণ তাদেরকে বাধা দেন। কিন্তু তারা (পাপাচার থেকে) বিরত হয়নি। এতদসত্ত্বেও তাদের আলেমগণ তাদের সাথে তাদের মজলিস-বৈঠকাদিতে উঠাবসা অব্যাহত রাখে এবং তাদের সাথে একত্রে ভোজসভায় যোগদান করে।

ফলে আল্লাহ তাদের কতকের অন্তরসমূহ অপর কতকের (পাপীদের) অন্তরের সাথে একাকার করে দিলেন এবং দাউদ (আ) ও ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর যবানীতে তাদেরকে অভিসম্পাত করলেন। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং সীমালংঘন করেছিল।[২৭] রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা রেহাই পাবে না যতক্ষণ না তোমরা বিপথগামী লোকদের (শক্তভাবে) বাধা দিচ্ছ (আ, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, ইয়াযীদ বলেছেন, সুফিয়ান সাওরী (র) উক্ত হাদীসের সনদে আবদুল্লাহ (রা)-র উল্লেখ করেননি। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে আবুল ওয়াদ্দাহ-আলী ইবনে বাযীমা-আবূ উবাইদা-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ এ হাদীস আবূ উবাইদা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করছেন।

২৯৮৭. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لَمَّا وَقَعَ فِيْهِمُ النَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرٰى اَخَاهُ عَلَي الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ فَاِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَاٰى مِنْهُ اَنْ يَكُوْنَ اَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَخَلِيْطَهُ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَنَزَلَ فِيْهِمُ الْقُرْاٰنُ فَقَالَ (لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ) فَقَرَاَ حَتّٰى بَلَغَ (وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ

২৭. সূরা আল-মাইদার ৭৮-৭৯ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির পতন ও বিপর্যয় প্রথমত, মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির দ্বারাই শুরু হয়। তখন জাতির সামগ্রিক চেতনা ও অনুভূতি শক্তি যদি জীবন্ত থাকে তবে জনমত এ বিপথগামী লোক কয়টিকে দমন করে রাখতে পারে এবং জাতি সামগ্রিকভাবে বিগড়ে যেতে পারে না। কিন্তু জাতি একজন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি অবজ্ঞা-উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করে এবং ভ্রান্ত লোকদের অন্যায় কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে সমাজের মধ্যে ছেড়ে দেয়, তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ দোষ-ত্রুটি ক্রমশ সমগ্র জাতিতে সংক্রমিত হয়ে পড়ে। বস্তুত এরূপ অবস্থাই বনী ইসরাঈলের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। হযরত দাউদ ও ঈসা (আ)-এর ভাষায় বনী ইসরাঈলের প্রতি যে অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছে, তার বিবরণের জন্য যাবূর ১০ ও ৫০ এবং মথি ২৩ দ্রষ্টব্য (অনু.)।

اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ) قَالَ وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ لاَ حَتّٰى تَأْخُذُوْا عَلٰى يَدِ الظَّالِمِ فَتَاْطِرُوْهُ عَلَى الْحَقِّ اِطْرًا .

২৯৮৭। আবু উবাইদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ছড়িয়ে পড়তে লাগলে তাদের একজন অপরজনকে গুনাহে পতিত দেখলে তাকে তা থেকে বারণ করত। কিন্তু সে তাকে যা করতে দেখেছে তা পরদিন তাকে তার সঙ্গে পানাহার ও একত্রে বৈঠকে উঠাবসা থেকে বিরত রাখল না। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহকে পরস্পর একাকার করে দিলেন। তাদের সম্পর্কেই কুরআন নাযিল হয়। তিনি পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "বনী ইসরাঈলের মধ্য যেসব লোক কুফরী করেছিল তাদের প্রতি দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার যবানে অভিশাপ করা হয়েছে। কেননা তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী"। তিনি তিলাওয়াত করতে করতে "তারা আল্লাহ্‌তে, নবীতে ও তার উপর যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান আনলে ওদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক" (৫ ঃ ৮১) পর্যন্ত পৌঁছলেন। রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র নবী হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন ঃ না, তোমরা যালেমের হাত ধরে তাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত রক্ষা পাবে না (দা)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবু দাউদ-আলী-মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবেন আবুল ওয়াদ্দাহ-আলী ইবনে বাযীমা-আবু উবায়দা-আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٩٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ اَبِيْ مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَنَزَلَتِ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ (يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الْاٰيَةَ فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِاَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ فِى النِّسَاءِ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى) فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِاَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَنَزَلَتِ الَّتِىْ فِى الْمَائِدَةِ (اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ

اَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) اِلَى قَوْلِهِ (فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ) فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِاَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا .

২৯৮৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাপারে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বর্ণনা দিন। এ প্রসঙ্গেই সূরা আল-বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও। কিন্তু এগুলোর পাপ এগুলোর উপকার অপেক্ষা অধিক" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৯)।

উমার (রা)-কে ডেকে এনে তাকে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শুনানো হল। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাপারে আমাদের আরও সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিন। তখন সূরা আন-নিসার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার" (৪ ঃ ৪৩)।

উমার (রা)-কে ডেকে এনে তাকে উক্ত আয়াত পড়ে শুনানো হল। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট ও পূর্ণ বিবরণ দিন। অতঃপর সূরা আল-মাইদার এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "শয়তান তো শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না" (৫ ঃ ৯১)?

উমার (রা)-কে ডেকে এনে তাকে এ আয়াত পড়ে শুনানো হল। তিনি বলেন, আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পেয়েছি, আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পেয়েছি।

আবু ঈসা বলেন, ইসরাঈলের সূত্রে এটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা-ওয়াকী-ইসরাঈল-আবু ইসহাক-আবু মাইসারা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহ! শরাব ও মাদক দ্রব্য সম্পর্কে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিন.... অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের হাদীসের চাইতে অধিকতর সহীহ।

٢٩٨٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَاتَ رِجَالٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ رِجَالٌ كَيْفَ بِاَصْحَابِنَا وَقَدْ

مَاتُوْا يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ فَنَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) .

২৯৮৯। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের বেশ কয়েকজন শরাব হারাম হওয়ার আগেই ইন্তিকাল করেন। শরাব হারাম হওয়ার পর লোকেরা বলাবলি করল, আমাদের ঐ সকল সাথীর কি হবে, যারা শরাব পানের অভ্যাস থাকা অবস্থায় মারা গেছেনে! তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে সেজন্য তাদের কোনরূপ গুনাহ নাই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও ঈমান আনে, পুনরায় সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন" (সূরা আল-মাইদা ঃ ৯৩)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শোবা (র) ও আবু ইসহাক (র) আল-বারাআ (রা) সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

٢٩٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ بِهٰذَا قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ مَاتَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا قَالَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِاَصْحَابِنَا الَّذِيْنَ مَاتُوْا وَهُمْ يَشْرَبُوْنَهَا فَنَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) الْاٰيَةَ .

২৯৯০। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কিছু সাহাবী শরাব নিষিদ্ধ হওয়া পূর্বে মদ্যপানে অভ্যস্ত অবস্থায় মারা যান। শরাব হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের কেউ কেউ বলেন, আমাদের ঐসব সাথীর কি হবে, যারা শরাব পানের অভ্যাস থাকা অবস্থায় মারা গেছেন! তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সেজন্য তাদের কোন গুনাহ নাই....." (৫ ঃ ৯৩)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٩١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ رِزْمَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الَّذِيْنَ مَاتُوْا وَهُمْ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ فَنَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) .

২৯৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যারা শরাবপানে অভ্যস্ত অবস্থায় মারা গেছে তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে সেজন্য তাদের কোনরূপ গুনাহ নাই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে" (৫ ঃ ৯৩)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٩٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتَ مِنْهُمْ .

২৯৯২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে সেজন্য তাদের কোন গুনাহ নাই...." (৫ ঃ ৯৩), এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٩٩٣. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ اَبُوْ حَفْصٍ الْفَلَاسُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِذَا اَصَبْتُ اللَّحْمَ اَنْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ

وَاَخَذَتْنِىْ شَهْــوَتِىْ فَحَرَّمْتُ عَلَىَّ اللَّحْمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْــتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْـمُعْــتَدِيْنَ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلاَلاً طَيِّبًا) .

২৯৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি গোশ্‌ত খেলে স্ত্রীসহবাসের জন্য অস্থির হয়ে পড়ি এবং যৌনাবেগ আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। তাই আমি নিজের জন্য গোশ্‌ত ভক্ষণ হারাম করে নিয়েছি। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট ও পবিত্র যেসব বস্তু হালাল করেছেন, তোমরা সেগুলোকে হারাম করে নিও না এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের অপছন্দ করেন। যা কিছু হালাল ও উৎকৃষ্ট রিযিক আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন তোমরা তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ" (সূরা আল-মাইদা ঃ ৮৭, ৮৮)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। উসমান ইবনে সাদের হাদীস ব্যতীত কেউ কেউ এটিকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ নাই। খালিদ আল-হায্‌যা এ হাদীস ইকরিমা (র) থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٩٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ عَامٍ قَالَ لاَ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) .

২৯৯৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "লোকদের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য" (সূরা আল ইমরান ঃ ৯৭), এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! প্রতি বছর (কি হজ্জ করতে হবে)? তিনি নিরুত্তর রহিলেন। তারা পুনরায় বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি বছর কি? তিনি বলেন, না। তবে আমি যদি হাঁ বলতাম, তাহলে তাই ওয়াজিব হত। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ এ আয়াত

নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমারা এমন কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের জন্য প্রকাশ করলে তোমাদের খারাপ লাগবে" (সূরা আল-মাইদা ঃ ১০১) (আ, ই)।[২৮]

আবু ঈসা বলেন, আলী (রা)-র হাদীস হিসাবে এটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٩٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبِيْ قَالَ اَبُوْكَ فُلاَنٌ فَنَزَلَتْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ).

২৯৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা কে? তিনি বলেন ঃ তোমার পিতা অমুক। তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "হে ইমানদারগণ! তোমরা এমন কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের নিকট প্রকাশিত হলে তা তোমাদের কষ্ট দিবে" (সূরা আল- মাইদা ঃ ১০১) (আ, বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٢٩٩٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَاْخُذُوْا عَلٰي يَدَيْهِ اَوْشَكَ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ .

২৯৯৬। আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা এ আয়াত পড়ে থাক (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা আল-মাইদা ঃ ১০৫)। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষ কোন

২৮. হাদীসটি ৭৬১ নম্বরেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

যালেমকে যুলুম ও অত্যাচার করতে দেখেও তার হাত ধরে তাকে নিবৃত্ত না করলে অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপকভাবে শাস্তি দিবেন (আ, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদের সূত্রে অপরাপর রাবীও এটিকে মরফূরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ ইসমাঈল-কায়েস (র) সূত্রে এটিকে আবু বাক্‌র (রা)-র বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তারা এটিকে মরফূরূপে বর্ণনা করেননি।

٢٩٩٧. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا عُقْبَةُ بْنُ اَبِيْ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ عَنْ اَبِيْ اُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهٰذَا الْاٰيَةِ قَالَ اَيَّةُ اٰيَةٍ قُلْتُ قَوْلُهُ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ) قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ سَاَلْتَ عَنْهَا خَبِيْرًا سَاَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتَ شُحًّا مُّطَاعًا وَهَوًى مُّتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَاْيٍ بِرَاْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَّ فَاِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ اَيَّامًا الصَّبْرُ فِيْهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَي الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ اَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَّعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَزَادَنِيْ غَيْرُ عُتْبَةَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنَّا اَوْ مِنْهُمْ قَالَ بَلْ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ .

২৯৯৭। আবু উমাইয়্যা আশ-শাবানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সালাবা আল-খুশানী (রা)-র নিকট এসে তাকে বললাম, এ আয়াত সম্পর্কে আপনি কি করণীয় বলে নির্দ্ধারণ করেছেন? তিনি বলেন, কোন্ আয়াত? আমি বললাম, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (৫ ঃ ১০৫)। আবু সালাবা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি এ ব্যাপারে সম্যক অবগত একজনকে জিজ্ঞেস করেছ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন ঃ বরং তোমরা ভালো কাজের আদেশ দিতে থাক এবং মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে

থাক। অবশেষে যখন দেখবে কৃপণতার আনুগত্য করা হচ্ছে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হচ্ছে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের মতকে সর্বোত্তম মনে করছে,তখন তুমি শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষায় মশগুল থেকো এবং সাধারণের চিন্তা ছেড়ে দিও। কারণ তোমাদের পর এমন যুগ আসবে, যখন (দীনের উপর) ধৈর্য ধারণ করে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় ধারণ করে রাখার ন্যায় (কষ্টকর) হবে। ঐ সময় দীনের উপর আমলকারীর প্রতিদান হবে তোমাদের ন্যায় পঞ্চাশজন আমলকারীর প্রতিদানের সমান। আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (র) বলেন, উতবা ব্যতীত অপরাপর রাবীর রিওয়ায়াতে আরো আছে ঃ জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজন না তাদের মধ্যকার পঞ্চাশজন আমলকারীর সমান? তিনি বলেন ঃ না, বরং তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজনের সমান তার সওয়াব হবে (দা, ই, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٩٩٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بَاذَانَ مَوْلٰى أُمِّ هَانِئٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِىِّ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) قَالَ بَرِئَ مِنْهَا النَّاسُ غَيْرِىْ وَغَيْرُ عَدِىِّ بْنِ بَدَّاءٍ وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ يَخْتَلِفَانِ اِلَى الشَّامِ قَبْلَ الْاِسْلَامِ فَاَتَيَا الشَّامَ لِتِجَارَتِهِمَا وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلًى لِّبَنِىْ سَهْمٍ يُقَالُ لَهُ بُدَيْلُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ بِتِجَارَةٍ وَّمَعَهُ جَامٌ مِّنْ فِضَّةٍ يُّرِيْدُ بِهِ الْمَلِكَ وَهُوَ عُظْمُ تِجَارَتِهِ فَمَرِضَ فَاَوْصٰى اِلَيْهِمَا وَاَمَرَهُمَا اَنْ يُّبَلِّغَا مَا تَرَكَ اَهْلَهُ قَالَ تَمِيْمٌ فَلَمَّا مَاتَ اَخَذْنَا ذٰلِكَ الْجَامَ فَبِعْنَاهُ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ اَنَا وَعَدِىُّ بْنُ بَدَّاءٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا (اَتَيْنَا) اِلٰى اَهْلِهِ دَفَعْنَا اِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا وَفَقَدُوا الْجَامَ فَسَاَلُوْنَا عَنْهُ فَقُلْنَا مَا تَرَكَ غَيْرَ هٰذَا وَمَا دَفَعَ اِلَيْنَا غَيْرَهُ قَالَ تَمِيْمٌ فَلَمَّا اَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُوْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ تَاَثَّمْتُ مِنْ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ اَهْلَهُ فَاَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَاَدَّيْتُ اِلَيْهِمْ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَاَخْبَرْتُهُمْ اَنَّ عِنْدَ

صَاحِبِىْ مِثْلَهَا فَاَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَجِدُوْا فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَسْتَحْلِفُوْهُ بِمَا يَعْظُمُ بِهِ عَلٰى اَهْلِ دِيْنِهِ فَحَلَفَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْـمَوْتُ) اِلٰى قَوْلِهِ (اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْـمَانٌ بَعْدَ اَيْـمَانِهِمْ) فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَحَلَفَا فَنُزِعَتِ الْخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِّنْ عَدِىِّ بْنِ بَدَّاءَ .

২৯৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামীম আদ-দারী (রা) নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, আমি ও আদী ইবনে বাদ্দা ছাড়া অপর কারো সাথে তা সংশ্লিষ্ট নয় (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়নিষ্ঠ দু'জনকে সাক্ষী রাখবে" (সূরা আল-মাইদা ঃ ১০৬)। তারা দু'জনই ছিলেন খৃস্টান। ইসলাম কবুলের পূর্বে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তাদের সিরিয়ায় যাতায়াত ছিল। একদা তারা ব্যবসায় ব্যপদেশে সিরিয়া যান। বনূ সাহ্‌মের গোলাম বুদাইল ইবেন আবু মরিয়মও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট এলো। তার নিকট একটি রূপার পানপাত্র ছিল। তিনি এটি বাদশার নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এনেছিলেন। তার ব্যবসায় পণ্যের মধ্যে এটিই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তাদের (তামীমুদ দারী ও আদী ইবনে বাদ্দা) উভয়কে ওসিয়াত করেন যে, (তার মৃত্যু হলে) তার পরিত্যক্ত সম্পদ যেন তারা তার পরিজনকে পৌছে দেয়। তামীম (রা) বলেন, তিনি মারা গেলে আমরা পানপাত্রটি নিয়ে গিয়ে এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করি এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমি ও আদী ইবনে বাদ্দা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেই। আমরা তার পরিবার-পরিজনের নিকট পৌঁছে, আমাদের নিকট যা কিছু রক্ষিত ছিল তা তাদের ফিরিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা পানপাত্রটি না পেয়ে আমাদেরকে সেটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আমরা বললাম, সে তো আমাদের নিকট এ ছাড়া আর কিছু ছেড়ে যায়নি। তামীম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় পদার্পণের পর যখন আমি ইসলাম কবুল করি, তখন আমি আমার এ কৃতকর্মের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করলাম (এবং এ থেকে মুক্ত হতে চাইলাম)। তাই আমি তার পরিজনের নিকট এসে তাদের প্রকৃত ঘটনা খুলে বললাম এবং তাদের পাঁচ শত দিরহাম দিয়ে দিলাম। আমি তাদের এও বললাম, আমার সাথীর (আদী ইবনে বাদ্দা) নিকটও সমপরিমাণ (দিরহাম) রয়েছে। তারা তখন বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো। তিনি

তাদের নিকট প্রমাণ চাইলে তারা তা পেশ করতে অপারগ হয়। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা আদী ইবনে বাদ্দাকে এমনভাবে শপথ করতে বলবে যেভাবে শপথ করলে তার ধর্মের দৃষ্টিতে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়। অতঃপর আদী শপথ করল (নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য)। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে... আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না" (৫ ঃ ১০৬-১০৮)। অতঃপর আমর ইবনুল আস (রা) ও অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে উঠলেন এবং শপথ করলেন। অবশেষে আদী ইবনে বাদ্দার নিকট থেকে পাঁচ শত দিরহাম উসুল করা হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এটির সনদ সহীহ নয়। আর যে আবুন নাদরের নিকট থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমার মতে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কালবী। আবুন নাদর হল তার ডাকনাম। মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি একজন তাফসীরকারও। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কালবীর ডাকনাম আবুন নাদর। উম্মু হানী (রা)-র মুক্তদাস আবু সালেহ থেকে সালেম আবুন নাদর আল-মাদীনীর কোন রিওয়ায়াত আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে অন্যভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٩٩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ سَهْمٍ مَعَ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ وَعَدِىِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِىُّ بِاَرْضٍ لَيْسَ فِيْهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوْا جَامًا مِّنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَاَحْلَفَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقِيْلَ اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِىٍّ وَّتَمِيْمٍ فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ اَوْلِيَاءِ السَّهْمِىِّ فَحَلَفَا بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَاَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ) .

২৯৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ সাহ্‌মের এক ব্যক্তি তামীমুদ দারী (রা) ও আদী ইবনে বাদ্দার সাথে (সফরে) বের হয়। বনূ সাহমের লোকটি এমন এক এলাকায় মারা গেল, যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। ঐ দুই ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে তার পরিজনের নিকট ফিরে এলে তারা তার মধ্যে স্বর্ণখচিত রূপার পানপাত্রটি খুজেঁ পেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে শপথ করান। তার ওয়ারিশরা পরে মক্কায় ঐ পানপাত্রটি দেখতে পায়। তাদের বলা হয়,আমরা এটি তামীম ও আদীর নিকট থেকে কিনেছি। সাহমীর ওয়ারিশদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি দাবি নিয়ে উঠে এবং আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে, আমাদের সাক্ষ্য উক্ত দুইজনের সাক্ষ্যের তুলনায় অধিকতর সত্য ও গ্রহণযোগ্য। নিঃসন্দেহে এ পানপাত্রটি তাদের সাথীরই। এদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে....." (৫ ঃ ১০৬-৮) (বু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এটি হল ইবনে আবু যায়েদার রিওয়ায়াত।

٣٠٠٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوْا اَنْ لاَّ يَخُوْنُوْا وَلاَ يَدَّخِرُوْا لِغَدٍ فَخَانُوْا وَادَّخَرُوْا وَرَفَعُوْا لِغَدٍ فَمُسِخُوْا قِرَدَةً وَّخَنَازِيْرَ .

৩০০০। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আসমান থেকে (ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মাতের জন্য) খাঞ্চাভর্তি রুটি ও গোশত প্রেরণ করা হয়। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা যেন খেয়ানত না করে এবং আগামী কালের জন্য তা জমা করে না রাখে। কিন্তু তারা এতে খেয়ানত করল ও তা থেকে সঞ্চয় করল এবং আগামী কালের জন্য তুলে রাখল। ফলে তাদেরকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করা হল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি আবু আসেম প্রমুখ সাঈদ ইবনে আবু আরূবা-কাতাদা-খিলাস-আম্মার (রা) সূত্রে মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। হাসান ইবনে কাযাআর রিওয়ায়াত ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এটিকে আমরা মরফূ

বলে জানি না। হুমাইদ ইবনে মাসআদা-সুফিয়ান ইবনে হাবীব-সাঈদ ইবনে আবু আরূবা সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এই সূত্রে তা মরফূরূপে বর্ণিত হয়নি। এটি হাসান ইবনে কাযাআর রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিকতর সহীহ। মরফূরূপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির কোন ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নেই।

٣٠٠١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ يُلَقَّى عِيْسٰى حُجَّتَهُ وَلَقَّاهُ اللّٰهُ فِىْ قَوْلِهٖ (وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَّاهُ اللّٰهُ (سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ) الْاٰيَةَ كُلَّهَا .

৩০০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা (আ)-কে তাঁর যুক্তি-প্রমাণ শিখিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ই তাঁকে তা শিখিয়ে দেন। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ যখন বললেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে এবং আমার মাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর" (৫ ঃ ১১৬)? আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ তখন আল্লাহ তাআলাই ঈসা (আ)-কে উত্তর শিক্ষা দিলেন ঃ "তিনি বলেন, তুমি মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নাই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়.... তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (সূরা আল-মাইদা ঃ ১১৬-১১৮)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٠٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَىٍّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اٰخِرُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ وَالْفَتْحُ .

৩০০২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হল সূরা আল-মাইদা ও সূরা আল-ফাত্হ (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ ছাড়া ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ও একটি বর্ণনা রয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, সবশেষে অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে সূরা আল-কাওসার।

৬. সূরা আল-আনআম

٣٠٠٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ اَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِنَّا لاَ نُكَذِّبُكَ وَلٰكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ) .

৩০০৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু জাহল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, বরং তুমি যে জিনিস নিয়ে এসেছ তাকেই আমরা মিথ্যা মনে করি। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং যালেমরা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে...." (সূরা আল-আনআম ঃ ৩৩) (হা)।

ইসহাক ইবনে মানসূর-আবদুর রহমান ইবনে মাহদী-সুফিয়ান-আবু ইসহাক-নাজিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু জাহল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল... এরপর অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই সনদে আলী (রা)-র উল্লেখ নাই এবং এটাই অধিকতর সহীহ।

٣٠٠٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْـدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْـعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَعُوْذُ بِوَجْـهِكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ (اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْـضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَانِ اَهْوَنُ اَوْ هَاتَانِ اَيْسَرُ .

৩০০৪। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল (অনুবাদ) ঃ "বল তিনি তোমাদের উর্দ্ধদেশ অথবা পাদদেশ হতে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতে সক্ষম", তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "(হে আল্লাহ!) আমি আপনার মুখমণ্ডলের উসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করি"। পরে আবার নাযিল হল (অনুবাদ) ঃ "অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের স্বাদ আস্বাদন করাতে সক্ষম" (সূরা আল-মাইদা ঃ ৬৫)।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ দু'টিই অপেক্ষাকৃত সহজতর (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٠٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ الْغَسَّانِيِّ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيْلُهَا بَعْدُ .

৩০০৫। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। "বল, তিনি তোমাদের উপর তোমাদের ঊর্ধ্বলোক থেকে কিংবা তোমাদের পাদদেশ থেকে আযাব পাঠিয়ে দিতে সক্ষম" (৬ ঃ ৬৫), এ আয়াত নাযিল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন ঃ এরূপ সংঘটিত হবেই কিন্তু তার পরিণাম এখনো স্বরূপ লাভ করেনি (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٠٠٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ) .

৩০০৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হল ঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি......" (সূরা আল-আনআম ঃ ৮২), তখন মুসলমানদের নিকট তা খুবই কঠিন মনে হল। তাই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের উপর যুলুম করেনি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিষয়টি আসলে তা নয়। এখানে যুলুম অর্থ হল শিরক। তোমরা কি শুনোনি যা লোকমান (আ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ "হে পুত্র!

আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না। নিশ্চয় শিরক অতি বড় যুলুম" (সূরা লোকমান ঃ ১৩) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٠٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا اَبَا عَائِشَةَ ثَلاَثٌ مَّنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاٰى رَبَّهُ فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ (لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ)(وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاىءِ حِجَابٍ) وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْظِرِيْنِيْ وَلاَ تُعْجِلِيْنِيْ اَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ (وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى) (وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ) قَالَتْ اَنَا وَاللّٰهِ اَوَّلُ مَنْ سَاَلَ عَنْ هٰذَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيْلُ مَا رَاَيْتُهُ فِي الصُّوْرَةِ الَّتِيْ خُلِقَ فِيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَاَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِّنَ السَّمَاءِ سَادًّا عُظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِّمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللّٰهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ (يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ) وَمَنْ زَعَمَ اَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ (قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ).

৩০০৭। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-এর এখানে হেলান দিয়ে বসা ছিলাম। তিনি বলেন, হে আবু আইশা! তিনটি বিষয় এমন যে, এগুলোর কোনটি কেউ বললে সে আল্লাহ্‌র উপর ভীষণ (মিথ্যা) অপবাদ চাপালো। যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন, সে আল্লাহ্‌র উপর ভীষণ অপবাদ আরোপ করল। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ "দৃষ্টিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিসমূহকে অবধারণ করেন। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক ওয়াকিফহাল" (সূরা

আল-আনআম ঃ ১০৩); "কোন মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতীত অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত" (সূরা আশ-শূরা ঃ ৫১)। আমি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলাম। আমি উঠে সোজা হয়ে বসে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! থামুন, আমাকে বলার সুযোগ দিন, তাড়াহুড়া করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল" (সূরা আন-নাজ্‌ম ঃ ১৩)। "সে তো তাকে উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছে" (সূরা আত-তাকবীর ঃ ২৩)।

আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন ঃ সে তো জিবরাঈল। আমি তাকে তার আসল আকৃতিতে এ দু'বারই দেখেছি। আমি তাকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তার দেহাবয়ব এতো প্রকাণ্ড যে, তা আসমান ও যমীনের মধ্যখানের সবটুকু স্থান ঢেকে ফেলেছিল।

(দুই) যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন, তিনি তার কিছুটা গোপন করেছেন, সেও আল্লাহ্‌র উপর ভীষণ অপবাদ আরোপ করল। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ "হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা (লোকদের পর্যন্ত) পৌঁছে দাও...." (সূরা আল-মাইদা ঃ ৬৭)।

(তিন) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আগামী কাল কি ঘটবে তিনি তা জানেন, সেও আল্লাহ্‌র উপর ভীষণ মিথ্যা আরোপ করল। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ "বল, আল্লাহ ব্যতীত আসমান-যমীনে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না" (সূরা আন-নামল ঃ ৬৫) (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। মাসরূক ইবনুল আজদার ডাকনাম আবু আইশা।

٣٠٠٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ الْحَرَشِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَكَائِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَى اُنَاسٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَأْكُلُ مَا نَقْتُلُ وَلاَ نَأْكُلُ مَا يَقْتُلُ اللّٰهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ) اِلَى قَوْلِهِ (وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ) .

৩০০৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যা যবেহ করি তা তো আহার করি এবং আল্লাহ যা হত্যা করেন তা আহার করি না। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাসী হলে যার উপর আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়েছে তা থেকে আহার কর...... তোমরা যদি তাদের কথামত চল তবে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে" (সূরা আল-আনআম ঃ ১১৮-১২১) (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে আতা ইবনুস সাইব-সাঈদ ইবনে যুবাইর-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٠٩. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الصَّحِيفَةِ الَّتِيْ عَلَيْهَا خَاتَمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْرَأْ هٰذِهِ الْآيَاتِ (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ).

৩০০৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সহীফার (ক্ষুদ্র পুস্তিকা) উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরাংকিত রয়েছে তার দর্শন যাকে আনন্দ দেয় সে যেন এ আয়াতগুলো পড়ে (অনুবাদ) ঃ "বল! এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই..... এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও" (সূরা আল-আনআম ঃ ১৫১-১৫৩)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٠١٠. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ) قَالَ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

৩০১০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ্র বাণী "অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে" (৬ ঃ ১৫৮) সম্পর্কে বলেন, তা হচ্ছে পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্যোদয় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেউ কেউ এটিকে মরফু হিসাবে বর্ণনা করেননি।

٣٠١١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ اِذَا خَرَجْنَ (لَمْ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ) اَلاٰيَةَ اَلدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ اَوْ مِنْ مَغْرِبِهَا .

৩০১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশিত হবে "তখন কারো ঈমান আনয়ন তার কোন উপকারে আসবে না–যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি বা যারা নিজেদের ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করেনি" (৬ ঃ ১৫৮)। সেই তিনটি নিদর্শন হল দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ ও পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্যোদয় (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٣٠١٢. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ اِذَا هَمَّ عَبْدِىْ بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَاِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوْهَا فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِمِثْلِهَا فَاِنْ تَرَكَهَا وَرُبَّمَا قَالَ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً ثُمَّ قَرَاَ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا) .

৩০১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন, আর তাঁর বাণী সম্পূর্ণ সত্য ঃ যখন আমার কোন বান্দা কোন ভালো কাজের সংকল্প করে তখনই হে ফেরেশতাগণ! তোমরা তার জন্য একটি নেকি লিখো এবং সে যখন কাজটি করে তখন তার দশ গুণ নেকি তার জন্য লিখো। পক্ষান্তরে সে যদি কোন মন্দ কাজের সংকল্প করে তবে তোমরা তার কোন গুনাহ লিখো না, যদি সে তা করে তবে একটি মাত্র গুনাহই লিখো এবং যদি সে তা বর্জন করে বা কার্যকর না করে তবে তার জন্য একটি নেকি লিখো। অতঃপর তিনি এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "কেউ কোন

সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু এর প্রতিফল দেয়া হবে" (৬ ঃ ১৬০) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

৭. সূরা আল-আরাফ

٣٠١٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا) قَالَ حَمَّادٌ هٰكَذَا وَاَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ اِبْهَامِهِ عَلٰى اَنْمُلَةِ اِصْبَعِهِ الْيُمْنٰى قَالَ فَسَاخَ الْجَبَلُ (وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا) ·

৩০১৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়লেন (অনুবাদ) ঃ "যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ের উপর জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল" (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৪৩)। হাম্মাদ (র) তাজাল্লীর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন এবং সুলাইমান বৃদ্ধাংগুলির কিনারা দিয়ে ডান হাতের আংগুলগুলোর মাথা স্পর্শ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই জ্যোতিতে পাহাড় ধ্বসে গেল এবং মূসা (আ) চেতনা হারিয়ে ফেলেন (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। হাম্মাদ ইবনে সালামার রিওয়ায়াত ছাড়া অন্য কোনভাবে আমরা এটিকে জানতে পারিনি। আবদুল ওয়াহ্হাব আল-ওয়াররাক আল-বাগদাদী-মুআয ইবনে মুআয-হাম্মাদ ইবনে সালামা-সাবিত-আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সনদে বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

٣٠١٤. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا

بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ) قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْئَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِّنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَاِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِّنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ اللّٰهُ النَّارَ .

৩০১৪। মুসলিম ইবনে ইয়াসার আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (অনুবাদ) ঃ "যখন তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমি কি তোমাদের রব নই!' তারা বলল ঃ হাঁ নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী থাকলাম। তা এজন্য যে, তোমরা কিয়ামতের দিন যেন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম" (৭ ঃ ১৭২)। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটও আমি এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন, তারপর আপন (কুদরতের) ডান হাত তাঁর পিঠে বুলালেন এবং তা থেকে তাঁর একদল (ভাবী) সন্তান বের করলেন। তিনি বললেন, এদের আমি জান্নাতের জন্য এবং জান্নাতীদের কাজ করতে সৃষ্টি করেছি। অতএব এরা জান্নাতীদের কাজই করবে। তিনি আবার আদমের পিঠে হাত বুলালেন এবং সেখান থেকে তাঁর (অপর) একদল সন্তান বের করলেন। তিনি বললেন, এদের আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি। দোযখীদের মত কাজই তারা করবে। একজন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে কর্মপ্রচেষ্টা আর কিসের জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন

তার দ্বারা বেহেশতীদের কাজই করিয়ে নেন। সে বেহেশতীদের যোগ্য কাজ করে মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ্ তাকে বেহেশতে দাখিল করেন। পক্ষান্তরে যখন আল্লাহ্ কোন বান্দাকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা দোযখীদের কাজ করিয়ে নেন। সে দোযখীদের কাজ করেই মারা যায়। ফলে আল্লাহ তাকে দোযখে দাখিল করেন (আ, না, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র) উমার (রা) থেকে (হাদীস) শুনেননি। কেউ কেউ এ হাদীসের সনদে মুসলিম ইবনে ইয়াসার ও উমার (রা)-র মাঝখানে আরেকজন রাবীর উল্লেখ করেছেন।

٣٠١٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ وَبِيْصًا مِّنْ نُوْرٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰى اٰدَمَ فَقَالَ اَيْ رَبِّ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَرَاٰى رَجُلًا مِّنْهُمْ فَاَعْجَبَهُ وَبِيْصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ اَيْ رَبِّ مَنْ هٰذَا فَقَالَ هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ اٰخِرِ الْاُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَقَالَ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ سِتِّيْنَ سَنَةً قَالَ اَيْ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِيْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ اٰدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ اَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِيْ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ قَالَ فَجَحَدَ اٰدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ اٰدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَ اٰدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ ٠

৩০১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর পিঠ মাসেহ করলেন। এতে তাঁর পিঠ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তান বের হল, যাদের তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের দুই চোখের মাঝখানে নূরের ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করলেন, অতঃপর তাদেরকে আদম (আ)-এর সামনে পেশ করলেন। আদম (আ) বললেন ঃ হে প্রভু! এরা কারা? আল্লাহ বলেন, এরা তোমার সন্তান। আদমের দৃষ্টি তার সন্তানদের একজনের উপর পড়লো যাঁর দুই চোখের মাঝখানের ঔজ্জ্বল্যে

তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বলেন, হে আমার প্রভু! ইনি কে? আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ শেষ যমানার উমাতের অন্তর্গত তোমার সন্তানদের একজন। তার নাম দাঊদ (আ)। আদম (আ) বলেন, হে আমার রব! আপনি তাঁর বয়স কত নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ বলেন, ৬০ বছর। আদম (আ) বলেন ঃ পরোয়ারদিগার! আমার বয়স থেকে ৪০ বছর (কেটে) তাকে দিন। আদম (আ)-এর বয়স ফুরিয়ে গেলে তাঁর নিকট মালাকুল মাওত (আযরাঈল) এসে হাযির হন। আদম (আ) বলেন ঃ আমার বয়সের কি আরো ৪০ বছর অবশিষ্ট নেই? তিনি বলেন, আপনি কি তা আপনার সন্তান দাঊদকে দান করেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আদম (আ) অস্বীকার করলেন, তাই তার সন্তানরাও অস্বীকার করে থাকে। আদম (আ) ভুলে গিয়েছিলেন, ফলে তার সন্তানরাও ভুলে যায়। আদমের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছিল, তাই তাঁর সন্তানদেরও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

٣٠١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا اِبْلِيْسُ وَكَانَ لاَ يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِّيْهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَسَمَّتْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَعَاشَ ذٰلِكَ وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَاَمْرِهِ ·

৩০১৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাওয়া (আ) সন্তানসম্ভবা হলে তাঁর নিকট ইবলীস এলো। তাঁর সন্তান জীবিত থাকত না। শয়তান বলল, এর নাম আবদুল হারিস রাখুন। তিনি তার নাম আবদুল হারিস রাখলেন। এ সন্তান জীবিত রইল। আর এটা ছিল শয়তানের প্ররোচনা (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কাতাদার মাধ্যমে উমার ইবনে ইবরাহীমের বর্ণনা ছাড়া আমরা এটিকে জানি না। কেউ কেউ আবদুস সামাদ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, তবে মরফূরূপে নয়। উমার (র) বসরার শায়খ। আব্দ ইবনে হুমাইদ-আবু নুআইম-হিশাম ইবনে সাদ-যায়েদ ইবনে আসলাম-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন... অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৮. সূরা আল-আনফাল

٣٠١٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ جِئْتُ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ شَفٰى صَدْرِىْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَوْ نَحْوَ هٰذَا هَبْ لِىْ هٰذَا السَّيْفَ فَقَالَ هٰذَا لَيْسَ لِىْ وَلاَ لَكَ فَقُلْتُ عَسٰى اَنْ يُّعْطٰى هٰذَا لاَ يُبْلٰى بَلاَئِىْ فَجَاءَنِى الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّكَ سَاَلْتَنِىْ وَلَيْسَ لِىْ وَقَدْ صَارَتْ لِىْ وَهُوَ لَكَ قَالَ فَنَزَلَتْ (يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الاَنْفَالِ) الْاٰيَةَ .

৩০১৭। মুসআব ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমি একটি তলোয়ার নিয়ে আসলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ আমার হৃদয়কে মুশরিকশত্রুদের পরাজিত করে প্রশান্তি দান করেছেন, অথবা অনুরূপ বলেছেন। আপনি আমাকে এ তলোয়ারটি দিন। তিনি বলেন ঃ এটা তো আমারও নয়, তোমারও নয়। আমি (মনে মনে) বললাম, হয় তো তলোয়ারটি এমন কাউকে দেয়া হবে যে আমার মত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারবে না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে বলেন ঃ তুমি আমার নিকট এ তলোয়ারটি চেয়েছিলে। তখন এটি আমার ছিল না, কিন্তু এখন তা আমার হয়েছে। অতএব এটি তোমাকে দিলাম। রাবী বলেন, এ প্রসংগেই নাযিল হল (অনুবাদ) ঃ "লোকেরা তোমার নিকট যুদ্ধলব্ধ মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, যুদ্ধলব্ধ মাল আল্লাহ ও রাসূলের..." (সূরা আল-আনফাল ঃ ১) (মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সিমাক (র) মুসআব ইবনে সাদ (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠١٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرٍ قِيْلَ لَهُ عَلَيْكَ الْعِيْرُ لَيْسَ دُوْنَهَا شَىْءٌ قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ فِىْ وِثَاقِهِ لاَ يَصْلُحُ وَقَالَ لِاَنَّ اللّٰهَ وَعَدَكَ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَقَدْ اَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ قَالَ صَدَقْتَ .

৩০১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধ থেকে অবসর হলে তাঁকে বলা হল, আপনি কাফেলার উপর আক্রমণ করুন। কারণ তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ নেই। রাবী বলেন, আব্বাস (রা) তখন কাফের কয়েদীদের সাথে বন্দী থাকা অবস্থায় বলেন, এটা ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ আপনার সাথে দুই দলের মধ্যে যে কোন একটির উপর বিজয়দানের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ আপনার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তো তিনি আপনাকে দান করেছেন। তিনি বলেন ঃ আপনি সত্য বলেছেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٠١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُمَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ نَظَرَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ اَلْفٌ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ اٰتِنِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدُ فِى الْاَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتّٰى سَقَطَ رِدَاؤُهُ مِنْ مَنْكِبَيْهِ فَاَتَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَاَلْقَاهُ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَاِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى (اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ) فَاَمَدَّهُمُ اللّٰهُ بِالْمَلاَئِكَةِ .

৩০১৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বদর যুদ্ধের দিন) আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের প্রতি তাকালেন। তারা ছিল (সংখ্যায়) এক হাজার। আর তাঁর সাথীরা ছিলেন তিন শত দশজনের কিছু বেশী। আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলার দিকে মুখ করে দুই হাত দরাজ করে তাঁর রবের নিকট দোয়া করতে লাগলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার সাথে তুমি যে ওয়াদা করেছিলে তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ! কতিপয় মুসলমানের এ ক্ষুদ্র দলটি যদি ধ্বংস করে দাও তাহলে জমিনে তোমার জন্য

ইবাদত অনুষ্ঠিত হবে না"। কিবলামুখী হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত দরাজ করে এমনভাবে তাঁর পরোয়ারদিগারের নিকট ফরিয়াদ করেন যে, তাঁর উভয় কাঁধ থেকে তাঁর চাদর গড়িয়ে পড়ে গেল। তখন আবু বাক্‌র (রা) তাঁর নিকট এসে চাদরটি উঠিয়ে তাঁর কাঁধে তুলে দিলেন এবং তাঁর পেছন দিক থেকে তাঁকে চেপে ধরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার পরোয়ারদিগারের সমীপে আমাদের পক্ষ থেকে আপনার যথেষ্ট পরিমাণ ফরিয়াদ করা হয়েছে। আল্লাহ আপনার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই তিনি পূর্ণ করবেন। এ প্রসঙ্গে বরকতময় মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "স্মরণ কর যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিলেন, আমি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব" (সূরা আল-আনফাল ঃ ৯)। অতএব আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের পাঠিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেন (আ, দা, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইকরিমা ইবনে আম্মার-আবু যুমাইল (র) সূত্র ব্যতীত উমার (রা)-র এ হাদীস সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। আবু যুমাইলের নাম সিমাক আল-হানাফী। রাবী (তিরমিযী) বলেন, এটা বদর যুদ্ধের সময়কার ঘটনা।

٣٠٢٠. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ اَمَانَيْنِ لِاُمَّتِىْ (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ) اِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيْهِمُ الْاِسْتِغْفَارَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৩০২০। আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমার উম্মাতের জন্য আমার উপর দু'টি আমান বা নিরাপত্তার উপায় অবতীর্ণ করেছেন ঃ "আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তিনি তাদের শাস্তি দিবেন" (সূরা আল-আনফাল ঃ ৩৩)। আমি যখন চলে যাব তখন কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনার উপায়টি রেখে যাব।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীমকে 'যঈফ' বলা হয়।

٣٠٢١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ عَلَي الْمِنْبَرِ (وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ) قَالَ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِىُّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ سَيَفْتَحُ لَكُمُ الْاَرْضَ سَتُلْقَوْنَ الْمُؤْنَةَ فَلاَ يَعْجِزَنَّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَلْهُوَ بِاَسْهَامِهِ .

৩০২১। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা যথাসাধ্য তাদের মোকাবিলার জন্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে....." (সূরা আল-আনফাল ঃ ৬০)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জেনে রাখ, শক্তি হল তীর নিক্ষেপ। তিনি তিন তিনবার এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন ঃ জেনে রাখ, অচিরেই আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিজয় দান করবেন এবং তোমাদেরকে নিজেদের ব্যয়ভার সংকুলানের চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে। সুতরাং তীরন্দাজির অনুশীলন থেকে তোমাদের কেউ যেন কাতর হয়ে না পড়ে (মু)।

এ হাদীসটি কোন কোন রাবী উসামা ইবনে যায়েদ আল-লাইসী-সালেহ ইবনে কাইসান-উকবা ইবনে আমের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে ওয়াকী'র রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ। সালেহ ইবনে কাইসান (র) উকবা ইবনে আমের (রা)-র সাক্ষাত পাননি। তবে তিনি ইবনে উমার (রা)-র সাক্ষাত পেয়েছেন।

٣٠٢٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِئَ بِالْاُسَارٰي قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰؤُلاَءِ الْاُسَارٰى فَذَكَرَ فِى الْحَدِيْثِ قِصَّةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلاَّ بِفِدَاءٍ اَوْ ضَرْبِ عُنُقٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ

مَسْعُوْدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الاَّ سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ فَانِّىْ قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْاِسْلاَمَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا رَاَيْتُنِىْ فِىْ يَوْمٍ اَخْوَفَ اَنْ تَقَعَ عَلَىَّ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ مِنِّىْ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ حَتّٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَّ سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ قَالَ وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ بِقَوْلِ عُمَرَ (مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَاتِ .

৩০২২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আসা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তোমাদের কি মত? অতঃপর রাবী এ হাদীসে একটি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুক্তিপণ আদায় বা শিরশ্ছেদ করা ব্যতীত এদের মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে সুহাইল ইবেন বাইদা ব্যতীত। কেননা আমি তাকে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথায় নীরব রইলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, ঐ দিনের ন্যায় এহেন ভয়ানক অবস্থা আমার আর কোন দিন ছিল না। ঐ দিন প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, আমার মাথার উপর বুঝি আসমান থেকে পাথর বর্ষিত হবে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুহাইল ইবনে বাইদা ব্যতীত। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এদিকে উমার (রা)-র উক্তি মোতাবেক কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "কোন নবীর জন্য সংগত নয় দেশে ব্যাপক হারে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা ...." (আল-আনফাল ঃ ৬৭) (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবু উবাইদা ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা থেকে হাদীস শুনেননি।

٣٠٢٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِاَحَدٍ سُوْدِ الرُّئُوْسِ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِّنَ

السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا قَالَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ فَمَنْ يَقُوْلُ هٰذَا الاَّ اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْاٰنَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَعُوْا فِى الْغَنَائِمِ قَبْلَ اَنْ تحلُّ لَهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (لَوْ لاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ) .

৩০২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী কোন কোন কালো মাথাবিশিষ্ট উম্মাতের জন্য গানীমাতের মাল হালাল ছিল না। আসমান থেকে আগুন নাযিল হত এবং তা পুড়িয়ে ফেলত। রাবী সুলাইমান আল-আমাশ বলেন, আজকের দিনে আবু হুরায়রা (রা) ছাড়া এ হাদীস আর কে বলতে পারে! বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলে লোকেরা গানীমাতের মাল ব্যবহারে লিপ্ত হন, অথচ তখনো গানীমাতের মাল তাদের জন্য হালাল ঘোষিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ্র পূর্ব-বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত" (৮ ঃ ৬৮)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৯. সূরা আত-তাওবা

٣٠٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ اَبِيْ جُمَيْلَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ اَنْ عَمَدْتُمْ الِي الْاَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِيْ وَالِي بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمِئِيْنَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا لَمْ تَكْتُبُوْا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُمُوْهَا فِى السَّبْعِ الطُّوَلِ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِيْ عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ فَكَانَ اذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْئُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُوْلُ ضَعُوْا هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ فِى السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَاِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْاٰيَةُ فَيَقُوْلُ ضَعُوْا هٰذِهِ الْاٰيَةَ فِى السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنْ

اَوَائِلِ مَا اُنْزِلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِّنْ اٰخِرِ الْقُرْاٰنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ اَنَّهَا مِنْهَا فَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ اَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَوَضَعْتُهَا فِى السَّبْعِ الطُّوَلِ .

৩০২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে বললাম, শত আয়াত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম সূরা আল-আনফালকে শত আয়াত সম্বলিত সূরা বারাআতের দিকে (পূর্বে স্থাপন করতে) কিসে আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করল? আপনারা এই দু'টি সূরাকে একত্রে মিলিয়ে দিলেন, অথচ উভয়ের মাঝখানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বাক্যটি লিখেননি এবং এটিকে সপ্ত দীর্ঘ সূরার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আপনাদের এরূপ করার কারণ কি? উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একই সময়কালে অনেক কয়টি সূরা নাযিল হত। অতএব তাঁর উপর কোন আয়াত নাযিল হলে তিনি লেখকদের কাউকে ডেকে বলতেন, এ আয়াতগুলো অমুক সূরায় যোগ কর যাতে এই এই বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। অতএব তার উপর আয়াত নাযিল হল এবং তিনি বলেন, এ আয়াতটি ঐ সূরায় শামিল কর যাতে এই এই বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। সূরা আল-আনফাল ছিল মদীনায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর বারাআত ছিল (নাযিলের দিক থেকে) কুরআনের শেষ দিকের সূরা। সূরা বারাআতের আলোচ্য বিষয় সূরা আল-আনফালের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাই আমার ধারণা হল, এটি (বারাআত) তার অন্তর্ভুক্ত। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন। অথচ তিনি আমাদের স্পষ্ট করে বলে যাননি যে, এ সূরা (বারাআত) আনফালের অন্তর্ভুক্ত কি না। তাই আমি উভয় সূরাকে একত্রে মিলিয়ে দিয়েছি এবং সূরাদ্বয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম বাক্যও লিখিনি, আর এটিকে সপ্ত দীর্ঘ সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি (আ, দা, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আওফ-ইয়াযীদ আল-ফারেসী-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইয়াযীদ আল-ফারেসী বসরাবাসী তাবিঈগণের অন্তর্ভুক্ত। আর ইয়াযীদ ইবনে আবান আর-রুকাশীও বসরাবাসী তাবিঈগণের অন্তর্ভুক্ত। তবে তিনি পূর্বোক্ত জনের তুলনায় কনিষ্ঠ। ইয়াযীদ আর-রুকাশী (র) আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٠٢٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا اَبِيْ اَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ اَيُّ يَوْمٍ اَحْرَمُ اَيُّ يَوْمٍ اَحْرَمُ اَيُّ يَوْمٍ اَحْرَمُ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا اَلاَ لاَ يَجْنِيْ جَانٍ اِلاَّ عَلٰى نَفْسِهِ وَلاَ يَجْنِيْ وَالِدٌ عَلٰى وَلَدِهِ وَلاَ وَلَدٌ عَلٰى وَالِدِهِ اَلاَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اَخُو الْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ اِلاَّ مَا اَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ اَلاَ وَاِنَّ كُلَّ رِبًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ لَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ غَيْرَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ اَلاَ وَاِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ دَمٍ وُضِعَ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْ بَنِيْ لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ اَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً اَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَاَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ اَلاَ وَاِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .

৩০২৫। সুলাইমান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করলেন, ওয়াজ-নসীহত করলেন ও উপদেশ দিলেন। তারপর তিনি বলেন ঃ কোন্ দিনটির আমি মর্যাদা বর্ণনা করছি,

কোন্ দিনটির আমি মর্যাদা বর্ণনা করছি, কোন দিনটির আমি মর্যাদা ঘোষণা করছি? রাবী বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হজ্জের মহান দিনের । তিনি বলেন ঃ তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-মাল ও তোমাদের ইজ্জত-সম্মানে (হস্তক্ষেপ) তোমাদের উপর হারাম, যেরূপ তোমাদের এ দিন এ শহরে ও এ মাসে হারাম। জেনে রাখ! অপরাধ কর্মের জন্য অপরাধীই দায়ী ও দোষী। পুত্রের অপরাধের জন্য পিতা এবং পিতার অপরাধের জন্য পুত্র অপরাধী নয়। জেনে রাখ! মুসলমান মুসলমানের ভাই। কাজেই এক মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের ঐ জিনিসই হালাল যা সে স্বেচ্ছায় তার জন্য হালাল করে (দান করে)। জেনে রাখ! জাহিলী যুগের প্রাপ্য যাবতীয় সূদ বাতিল ঘোষণা করা হল। তবে তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা কারো প্রতি যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সূদের সকল পাওনা বাতিল করা হল। জেনে রাখ! জাহিলিয়াতের সকল প্রকার রক্তের দাবি বাতিল করা হল। জাহিলিয়াতের সর্বপ্রথম যার রক্ত আমি বাতিল ঘোষণা করছি সে হচ্ছে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের রক্ত। সে শিশু অবস্থায় বনূ লাইস গোত্রে দুধ পানরত অবস্থায় হুযাইল গোত্র তাকে হত্যা করেছিল। শোন! আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি। তারা তোমাদের সাথে বন্দীর মত যুক্ত। তাদের উপর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই, যদি না তারা কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়ে। যদি তারা তাই করে তাহলে তোমরা তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং একান্তই হালকাভাবে আঘাত কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের প্রতি বাড়াবাড়ির পথ অন্বেষণ কর না। জেনে রাখ! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেরূপ অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরও তোমাদের স্ত্রীদের তদ্রূপ অধিকার রযেছে (কাজেই উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার আদায় করা কর্তব্য)। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের অপছন্দনীয় লোককে তোমাদের বিছানায় স্থান দিবে না এবং তোমাদের অপছন্দনীয় লোককে তোমাদের ঘরে যাতায়াতের অনুমতি দিবে না। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা (যথাসম্ভব) তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আহারের সুব্যবস্থা করবে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুল আহ্ওয়াস (র) শাবীব ইবনে গারকাদা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٢٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ .

৩০২৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জের মহান দিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ কোরবানীর দিন।[২৯]

٣٠٢٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ .

৩০২৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান হজ্জের দিন হচ্ছে কোরবানীর দিন।[২৯]

আবু ঈসা বলেন, এটি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের হাদীসের চাইতে অধিকতর সহীহ। কেননা তিনি অন্যভাবে এ হাদীসকে আবূ ইসহাক-আল হারিস-আলী (রা) থেকে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে ব্যতীত অন্য কেউ এটিকে মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

٣٠٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةٍ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لاَ يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هٰذَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِيْ فَدَعَا عَلِيًّا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

৩০২৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বারাআতের প্রাথমিক আয়াতগুলো সহকারে আবু বাকর (রা)-কে মক্কা মুআজ্জমায় পাঠান। অতঃপর তাকে ফেরত ডেকে এনে বলেন ঃ আমার পরিবারের কোন লোক ছাড়া অন্য কারো দ্বারা এটা পৌঁছানো সংগত নয়। এরপর তিনি আলী (রা)-কে ডাকলেন এবং তাকেই এটি দিলেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২৯. হাদীসদ্বয় পর্যায়ক্রমে ৮৯৯ ও ৯০০ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)।

٣٠٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ وَاَمَرَهُ اَنْ يُّنَادِيَ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ ثُمَّ اَتْبَعَهُ عَلِيًا فَبَيْنَا اَبُوْ بَكْرٍ فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ اِذْ سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَصْوَاءِ فَخَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ فَزِعًا فَظَنَّ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ عَلِيٌّ فَدَفَعَ اِلَيْهِ كِتَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَ عَلِيًا اَنْ يُّنَادِيَ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فَانْطَلَقَا فَحَجَّا فَقَامَ عَلِيٌّ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ فَنَادٰى ذِمَّةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ بَرِيْئَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَلاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَكَانَ عَلِيٌّ يُنَادِيْ فَاِذَا عَيِيَ قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَادٰى بِهَا .

৩০২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকর (রা)-কে (আমীরুল হজ্জ নিয়োগ করে) পাঠান এবং তাকে এই বাক্যগুলো ঘোষণা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি আলী (রা)-কে পাঠান। আবু বাকর (রা) পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী কাস্ওয়ার আওয়ায শুনতে পান। আবু বাকর (রা) সন্ত্রস্ত হয়ে বের হলেন। তিনি ভেবেছিলেন হয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন আলী (রা)। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখা ফরমান আবু বাক্র (রা)-কে দিলেন এবং তাতে তাকে এসব বিষয় ঘোষণা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তারা উভয়ে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হলেন এবং হজ্জ সমাপন করলেন। আলী (রা) আইয়্যামে তাশরীকে (কোরবানীর দিন) দাঁড়িয়ে বলেন ঃ প্রত্যেক মুশরিকের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হল। অতএব তোমরা আর চার মাস দেশে চলাফেরা কর। এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কোন লোক নগ্ন অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। কেবল মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। আলী (রা) এভাবে

ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে আবু বাকর (রা) দাঁড়িয়ে অনুরূপ ঘোষণা দিতে থাকেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্রে হাসান ও গরীব।

٣٠٣٠. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَ سَاَلْنَا عَلِيًّا بِاَىِّ شَىْءٍ بُعِثْتَ فِى الْحَجَّةِ قَالَ بُعِثْتُ بِاَرْبَعٍ اَنْ لاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَهُوَ اِلَي مُدَّتِه وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَاَجَلُهُ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلاَ يَجْتَمِعُ الْمُشْرِكُوْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا .

৩০৩০। যায়েদ ইবনে ইউসায়্যি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে হজ্জ উপলক্ষে কোন জিনিস সহকারে পাঠানো হয়েছিল। তিনি বলেন, আমাকে (হজ্জে) চারটি বিষয় সহকারে পাঠানো হয়েছিল ঃ (১) কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না; (২) যাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি আছে তা তার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং যাদের সাথে তাঁর কোন চুক্তি নাই তারা চার মাসের অবকাশ পাবে (নিরাপত্তা সহকারে বিচরণ করার); (৩) মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং (৪) এ বছরের পর মুসলমানগণ ও মুশরিকরা (হজ্জে) একত্র হতে পারবে না (এরপর থেকে মুশরিকদের জন্য হজ্জে যোগদান চিরতরে নিষিদ্ধ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি আবু ইসহাক-ইবনে উয়াইনা সূত্রে বর্ণিত হাদীস। সুফিয়ান সাওরীও এটি বর্ণনা করেছেন আবূ ইসহাক-তার কোন কোন সহযোগী-আলী (রা) থেকে। তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন বলে এই সূত্রে উল্লেখ আছে। নাসর ইবনে আলী প্রমুখ-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা–আবু ইসহাক-যায়েদ ইবনে ইউসায়্যি-আলী (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আলী ইবনে খাশরাম-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-আবু ইসহাক-যায়েদ ইবনে উসায়্যি-আলী (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, ইবনে উয়াইনা উভয় রিওয়ায়াত ইবনে উসায়্যি ও ইবনে ইউসায়্যি উভয়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সঠিক হল যায়েদ ইবনে ইউসায়্যি। শোবা (র) আবু ইসহাকের সূত্রে উক্ত হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে

গোলমাল করে ফেলেছেন এবং যায়েদ ইবনে উসাইল নাম বলেছেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে শোবার (উসায়্যি-এর স্থলে উসাইল) অনুসরণ করা হয়নি।

٣٠٣١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) .

৩০৩১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে যাতায়াতে অভ্যস্ত দেখলে তার ঈমানের সাক্ষী দিও। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ তো তারাই করে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছে......" (সূরা আত-তাওবা ঃ ১৮) (ই, দার, হা)।[৩০]

ইবনে আবু উমার-আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব-আমর ইবনুল হারিস-দাররাজ-আবুল হাইসাম-আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে "তোমরা যাকে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে দেখ" এরূপ বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবুল হাইসামের নাম সুলাইমান ইবনে আমর ইবনে আবদুল উতওয়ারী। তিনি ইয়াতীম ছিলেন এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র পরিবারে লালিত-পালিত হন।

٣٠٣٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ اُنْزِلَ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا اُنْزِلَ لَوْ عَلِمْنَا اَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ اَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُّؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلٰي اِيْمَانِهِ .

৩০৩২। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যারা সোনা ও রূপা পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে না তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের

৩০. হাদীসটি ২৫৫৫ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)

সুসংবাদ দাও" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৪), এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। কোন কোন সাহাবী বলেন, সোনা ও রূপার সমালোচনায় এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কোন্ মাল ভালো তা আমরা জানতে পারলে তা জমা করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উৎকৃষ্ট মাল হল (আল্লাহ্‌র) যিকিরকারী জিহ্‌বা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও ঈমানদার স্ত্রী, যে স্বামীকে দীনদারির ব্যাপারে সহযোগিতা করে (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করে বললাম, সালেম ইবনে আবুল জাদ (র) সাওবান (রা) থেকে (হাদীস) শুনেছেন কি? তিনি বলেন, না । আমি তাকে বললাম, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কার কাছে তিনি শুনেছেন? তিনি বলেন, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট শুনেছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কয়েকজন সাহাবীর নামও উল্লেখ করেছেন।

٣٠٣٣. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ غُطَيْف بْنِ اَعْيَنَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ عُنُقِىْ صَلِيْبٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِىُّ اطْرَحْ عَنْكَ هٰذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِىْ سُوْرَةِ بَرَاءَةَ (اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ) قَالَ اَمَا اِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا اَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اِسْتَحَلُّوْهُ وَاِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ .

৩০৩৩। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গলায় সোনার ক্রুশ পরিহিত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি বলেন ঃ হে আদী! তোমার গলা থেকে এই প্রতিমা সরিয়ে ফেল। (এই বলে) আমি তাঁকে সূরা বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে শুনলাম (অনুবাদ) ঃ "তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩১)। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তারা অবশ্য তাদের পূজা করত না। তবে তারা যখন তাদের জন্য কোন জিনিস হালাল বলত তখন তারা সেটাকে হালাল বলে বিশ্বাস করত। আবার তারা যখন কোন জিনিসকে তাদের জন্য হারাম বলত তখন তাকে তারা নিজেদের জন্য হারাম বলে বিশ্বাস করত (আ, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবদুস সালাম ইবনে হারবের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। গুতাইফ ইবনে আইয়ান হাদীস শাস্ত্রে তেমন প্রসিদ্ধ নন।

٣٠٣٤. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ يَنْظُرُ اِلٰى قَدَمَيْهِ لَاَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا .

৩০৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকর (রা) তাকে বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সাওর) গিরিগুহায় অবস্থানকালে বললাম, কাফেরদের কেউ যদি তার পদদ্বয়ের দিকে (নীচের দিকে) তাকায়, তাহলে সে নিশ্চিত আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বলেন ঃ হে আবু বাকর! যে দু'জনের সাথে তৃতীয়জন হিসাবে আল্লাহ আছেন সেই দু'জন সম্পর্কে আপনার কি ধারণা (বু, মু)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। হাম্মামের সূত্রেই এ হাদীস বর্ণিত আছে। হাব্বান ইবনে হিলাল প্রমুখও হাম্মামের সূত্রে এ হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٣٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ دُعِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَامَ اِلَيْهِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ تَحَوَّلْتُ حَتّٰى قُمْتُ فِيْ صَدْرِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلٰى عَدُوِّ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا يَعُدُّ اَيَّامَهُ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ حَتّٰى اِذَا اَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ اَخِّرْ عَنِّيْ يَا عُمَرُ اِنِّيْ قَدْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ قَدْ قِيْلَ لِيْ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ) لَوْ اَعْلَمُ

أَنِّيْ لَوْ زِدْتُ عَلَي السَّبْعِيْنَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فُرِغَ مِنْهُ قَالَ فَعُجِبَ لِيْ وَجُرْأَتِيْ عَلَي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَوَاللهِ مَا كَانَ الاَّ يَسِيْرًا حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الْاٰيَتَانِ (وَلاَ تُصَلِّ عَلَي اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) اِلَي اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ فَمَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ وَّلاَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ۔

৩০৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার জানাযার নামায পড়াবার জন্য আবেদন করা হয়। তিনি তথায় রওয়ানা হলেন। তিনি জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে আমি ঘুরে গিয়ে তাঁর বুক বরাবর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আল্লাহ্র দুশ্মন ইবনে উবাইর জানাযা পড়বেন, যে অমুক দিন এই কথা বলেছে, অমুক দিন এই কথা বলেছে? এভাবে উমার (রা) নির্দিষ্ট দিন তারিখ উল্লেখ করে বলতে লাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিতে থাকলেন। এমনকি আমি যখন তাঁকে অনেক কিছু বললাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে উমার! আমার সামনে থেকে সরে যাও। আমাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কাজেই আমি (জানাযা পড়া) এখতিয়ার করেছি। আমাকে বলা হয়েছে (আয়াতের অর্থ) ঃ "তুমি এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, এমনকি তুমি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৮০)। আমি যদি জানতাম সত্তর বারের অধিক তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাদের মাফ করে দিবেন, তাহলে আমি তাই করতাম। উমার (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়লেন এবং তার জানাযার সাথে গেলেন। তিনি তার কবরের সামনে দাঁড়ান এবং যাবতীয় কাজ সমাধা করেন। উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমার দুঃসাহসিকতায় আশ্চর্যবোধ হল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহ্র শপথ! অল্পক্ষণ অতিবাহিত হতেই এ দু'টি আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশে কখনো দাঁড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং

পাপাচারী অবস্থায় এদের মৃত্যু হয়েছে" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৮৪)। উমার (রা) বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমৃত্যু আর কোন মোনাফিকের জানাযা পড়েননি এবং এদের কবরের পাশেও দাঁড়াননি (মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

٣٠٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ مَاتَ اَبُوْهُ فَقَالَ اَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْلَهُ فَاَعْطَاهُ وَقَالَ اِذَا فَرَغْتُمْ فَاٰذِنُوْنِيْ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ جَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ اَلَيْسَ قَدْ نَهَى اللهُ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ اَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ) فَصَلَّى عَلَيْهِ فَاَنْزَلَ اللهُ (وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ) فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ .

৩০৩৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা)-র পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেল। আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আপনার জামাখানা আমাকে দিন, তা দিয়ে তাকে (পিতাকে) কাফন দিব এবং আপনি তার জানাযা পড়ুন, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর জামা দিলেন এবং বলেন ঃ তোমরা (গোসল, কাফন ইত্যাদি থেকে) অবসর হলে আমাকে খবর দিও। তিনি নামায পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। উমার (রা) তাঁকে টেনে ধরে বলেন, আপনাকে কি আল্লাহ মোনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেননি? তিনি বলেন ঃ আমাকে উভয় ব্যাপারেই এখতিয়ার দেয়া হয়েছে–"তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর"। যাই হোক তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও কখনো দাঁড়াবে না...." (সূরা আত-তাওবা ঃ ৮৪)। এরপর তিনি তাদের জানাযা পড়া ত্যাগ করেন (বু, মু, না, ই)।[৩১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

---

৩১. কোন কোন রিওয়াত অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সা) তার জানাযা পড়ানোর পূর্বেই এ আয়াত নাযিল হয়। তাই তিনি তার জানাযা পড়েননি। আয়াতের শেষাংশে যে সত্তর বার মাগফিরাত

٣٠٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ تَمَارٰى رَجُلاَنِ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَقَالَ الْاٰخَرُ هُوَ مَسْجِدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَسْجِدِىْ هٰذَا .

৩০৩৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে" (সূরা আত-তাওবা ঃ ১০৮), সেই মসজিদ সম্পর্কে দুই ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হয়। একজন বলল, তা হচ্ছে মসজিদে কুবা। অপরজন বলল, তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ (মসজিদে নববী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা আমার এই মসজিদ (বু, মু)।[৩২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ اَهْلِ قُبَاءَ (فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ) قَالَ كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْهِمْ .

৩০৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ আয়াত কুবাবাসীদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে

কামনার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা অত্যধিক পরিমাণ বুঝানোই উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়। এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফাসেক ফাজের ও পাপাচারী কুখ্যাত লোকদের জানাযা পড়া বা পড়ানো মুসলিম সমাজের ইমাম বা নেতৃস্থানীয় লোকদের উচিত নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সা)-কে কোন জানাযায় শরীক হতে বলা হলে সর্বপ্রথম তিনি মৃত ব্যক্তি কি ধরনের লোক ছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিতেন। লোকটি খারাপ চরিত্রের ছিল বলে জানালে তার ঘরের লোকদের বলতেন ঃ "তোমাদের ইচ্ছা যেভাবে চাও তাকে দাফন করতে পার।

৩২. হাদীসটি ৩০৩ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)।

(অনুবাদ) ঃ "তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন" (সূরা আত-তাওবা ঃ ১০৮)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এসব লোক পানি দিয়ে ইস্তিনজা করত। তাই তাদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযিল হয় (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু আইউব, আনাস ইবনে মালেক ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٣٩. حَدَّثَنَا مُحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ كُوْفِىٌّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لِاَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ لَهُ اَسْتَغْفِرُ لِاَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ اَوَ لَيْسَ اسْتَغْفَرَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ (مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ) ·

৩৯৩৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে তার মৃত মুশরিক পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে শুনলাম। আমি তাকে বললাম, তুমি কি তোমার মৃত পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছ, অথচ তারা ছিল মুশরিক? সে বলল, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কি তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি, অথচ তাঁর পিতা ছিল মুশরিক? আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "নবী ও ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন......" (সূরা আত-তাওবা ঃ ১১৩-৪) (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتّٰى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ اِلاَّ بَدْرًا وَلَمْ يُعَاقِبِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ اِنَّمَا خَرَجَ

يُرِيْدُ الْعِيْرَ تَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ تُغِيْثِيْنَ لِعِيْرِهِمْ فَالْتَقَوْا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَعُمْرِىْ اِنَّ اَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّاسِ لَبَدْرٌ وَمَا اُحِبُّ اَنِّىْ كُنْتُ شَهِدْتُّهَا مَكَانَ بَيْعَتِىْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلَامِ ثُمَّ لَمْ اَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ وَهِىَ اٰخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا وَاٰذَنَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَهُوَ يَسْتَنِيْرُ كَاسْتِنَارَةِ الْقَمَرِ وَكَانَ اِذَا سُرَّ بِالْاَمْرِ اسْتَنَارَ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ بِخَيْرِ يَوْمٍ اَتٰى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ اُمُّكَ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَمِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اَوْ مِنْ عِنْدِكَ قَالَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ تَلَا هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ (لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) حَتّٰى بَلَغَ (اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ) قَالَ وَفِيْنَا اُنْزِلَتْ اَيْضًا (اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ) قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ لَا اُحَدِّثَ اِلَّا صِدْقًا وَاَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَّالِىْ كُلِّهِ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَقُلْتُ فَاِنِّىْ اُمْسِكُ سَهْمِىَ الَّذِىْ بِخَيْبَرَ قَالَ فَمَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ نِعْمَةً بَعْدَ الْاِسْلَامِ اَعْظَمَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ صِدْقِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ صَدَقْتُهُ اَنَا وَصَاحِبَاىَ وَلَا نَكُوْنُ كَذَبْنَا فَهَلَكْنَا كَمَا هَلَكُوْا وَاِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ لَا يَكُوْنَ اللّٰهُ اَبْلٰى اَحَدًا فِى الصِّدْقِ مِثْلَ الَّذِىْ اَبْلَانِىْ مَا تَعَمَّدْتُ لِكَذِبَةٍ بَعْدُ وَاِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ يَّحْفَظَنِى اللّٰهُ فِيْمَا بَقِىَ ·

৩০৪০। কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, একমাত্র বদরের যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধেই আমি অনুপস্থিত ছিলাম না। এভাবে তাবূকের যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাউকে কোনরূপ ভর্ৎসনা করেননি। কারণ তিনি কাফেলা অবরোধ করার জন্যই বের হয়েছিলেন। ওদিকে কুরাইশরাও তাদের কাফেলার সাহায্যার্থে বের হয়েছিল। প্রতিশ্রুত স্থান ব্যতীত উভয় পক্ষ পরস্পর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন। আমার জীবনের শপথ! লোকদের দৃষ্টিতে বদরই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতির সর্বোৎকৃষ্ট স্থান কিন্তু আমি আকাবার রাতে আমার বাইআতের উপর মর্যাদা দিয়ে তাতে (বদরে) শরীক হওয়াকে পছন্দ করিনি। কারণ সেই রাতে লাইলাতুল আকাবাতেই আমি বাইআত করেছি এবং এখানেই আমরা ইসলামের উপর সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছি।৩৩ অতঃপর আমি কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন অভিযান থেকে পেছনে ছিলাম না। এভাবে তাবূকের যুদ্ধের পালা আসে। আর তাবূক যুদ্ধই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বশেষ যুদ্ধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর রাবী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন।

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি তখন মসজিদে বসা ছিলেন। তাঁর চারপাশে মুসলমানগণ সমবেত ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল চাঁদের ন্যায় চমকাচ্ছিল। তিনি কোন বিষয়ে আনন্দিত হলে তাঁর চেহারা মোবারক দীপ্তিমান হয়ে উঠত। আমি উপস্থিত হয়ে তাঁর সামনে বসে পড়লাম। তিনি বলেন ঃ "হে কাব ইবনে মালেক! তোমার মা তোমাকে প্রসব করার পর থেকে যতগুলো দিন তোমার কাছে এসেছে তার মধ্যে একটি সর্বোৎকৃষ্ট দিনের সুসংবাদ তোমার জন্য। আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্র পক্ষ থেকে না আপনার পক্ষ থেকে? তিনি বলেন ঃ বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। তারপর তিনি এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা বড় দুঃসময়ে তার অনুসরণ করেছিল, এমনকি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের হৃদয়-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল।

৩৩. অর্থাৎ আমার নিকট বদরে শরীক হওয়ার চাইতে বাইআতে আকাবায় শরীক হওয়াটা অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ। কাজেই বদরে শামিল হতে না পারলেও বাইআতে আকাবায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য তো আমার হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় কতিপয় মদীনাবাসী গোপনে এখানে এসে ইসলাম কবুল করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সার্বিক সাহায্য সহায়তার প্রতিশ্রুতি দান করেন (অনু.)।

অতঃপর আল্লাহ তাদের মাফ করলেন। তিনি তো তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু (সূরা আত-তাওবা ঃ ১১৭)।

রাবী বলেন, এ আয়াতগুলোও আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও" (সূরা আত-তাওবা ঃ ১১৯)। কাব (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমার তওবার মধ্যে এও অন্তর্ভুক্ত যে, আমি সর্বদা সত্য কথাই বলব এবং আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে দান করে দিচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখ। এটাই তোমার জন্য ভালো। আমি বললাম, আমি আমার খায়বারের অংশটুকু নিজের জন্য রেখে দিচ্ছি। কাব (রা) বলেন, ইসলাম কবুল করার পর থেকে আল্লাহ আমাকে যত নিয়ামতে ধন্য করেছেন আমার মতে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার ও আমার সঙ্গীদ্বয়ের সত্য কথা বলা এবং আমাদের মিথ্যাবাদী না হওয়া। অন্যথায় তারা যেভাবে ধ্বংস হয়েছে আমরাও তদ্রূপ ধ্বংস হতাম। আমি আশা করি সত্য বলার ব্যাপারে আল্লাহ যেন আমার ন্যায় এতো বড় পরীক্ষায় আর কাউকে না ফেলেন। আমি আর কখনো মিথ্যা বলিনি। আমি আরো আশা করি অবশিষ্ট দিনগুলোও যেন আল্লাহ আমাকে হেফাজত করেন।[৩৪]

যুহরী (র) থেকে এ হাদীস উপরোক্ত সনদের বিপরীত সনদে বর্ণিত হয়েছে। অতএব কথিত আছে যে, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কাব ইবনে মালেক–তার পিতা-কাব (রা) থেকে। আবার কেউ কেউ এ ছাড়া অন্য সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। অনন্তর ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ এ হাদীস যুহরী-আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মালেক-তার পিতা-কাব ইবেন মালেক (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

٣٠٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ اَنَّ زَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ بَعَثَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ فَقَالَ اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ اَتَانِيْ فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ

৩৪. বুখারী (ওয়াসায়া, জিহাদ, সিফাতিন নাবিয়্যী (সা), উফূদিল আনসার, মাগাযীর দুই স্থানে, তাফসীরের দুই স্থানে, ইসতিযান ও আহকাম), মুসলিম (তওবা), আবূ দাউদ ও নাসাঈ (তালাক) (সম্পা.)।

الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَاِنِّىْ لَاَخْشٰى اِنْ يَسْتَحِرُّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِى الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبُ قُرْاٰنٌ كَثِيْرٌ وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تَاْمُرَ بِجَمِيْعِ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ كَيْفَ اَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِىْ فِىْ ذٰلِكَ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِلَّذِىْ شَرَحَ صَدْرَ عُمَرَ وَرَاَيْتُ فِيْهِ الَّذِىْ رَاٰى قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْىَ فَتَتَبَّعُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِىْ نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَىَّ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِىْ فِىْ ذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِى الَّذِىْ شَرَحَ صَدْرَهُمَا صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْعُسُبِ وَاللِّخَافِ يَعْنِى الْحِجَارَةَ (وَيُرْوٰى النُّجَافُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَالنِّجَافُ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْاَرْضِ) وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ بَرَاءَةَ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ).

৩০৪১। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের শাহাদাতের যমানায় আবু বাকর সিদ্দীক (রা) আমাকে ডেকে পাঠান। আমি গিয়ে দেখলাম, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও তার নিকট উপস্থিত। আবু বাকর (রা) বলেন, উমার আমার নিকট এসে বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন বিপুল সংখ্যক কুরআনের কারী (হাফেয) শহীদ হয়েছেন। আমার আশংকা হচ্ছে, সর্বত্র এভাবে কারীরা শহীদ হয়ে গেলে কুরআনের অনেক অংশই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আমি মনে করি আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। আবু বাকর (রা) উমার (রা)-কে বলেন, যে কাজ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

করে যাননি তা আমি কিভাবে করতে পারি? উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা অত্যন্ত কল্যাণকর কাজ। তিনি আমার নিকট বারবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্‌ সেই কাজের জন্য আমার বক্ষও উন্মুক্ত করে দিলেন, যার জন্য তিনি (আগেই) উমারের বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আমিও উক্ত কাজে সেই কল্যাণ লক্ষ্য করলাম যা তিনি (আমার আগেই) লক্ষ্য করেছিলেন। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, আবু বাকর (রা) বলেন, তুমি একজন জ্ঞানবান যুবক। কোন বিষয়ে আমি তোমাকে দোষারোপ করিনি। আর তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআন লিপিবদ্ধ করতে। অতএব তুমি কুরআনের (বিভিন্ন অংশ) সন্ধানে লেগে যাও। যায়েদ (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যদি আমাকে পর্বতমালার মধ্য থেকে কোন পাহাড় স্থানান্তরের কষ্টে নিক্ষেপ করতেন তবে তাও আমার জন্য এ মহা দায়িত্বের তুলনায় অধিকতর ভারবহ হত না। আমি বললাম, যে কাজ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি তা আপনারা কিভাবে করতে পারেন? আবু বাকর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা অত্যন্ত ভালো কাজ। আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) উভয়ে ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্‌ আবু বাকর ও উমারের ন্যায় আমার বক্ষও উন্মুক্ত করে দিলেন। অতএব আমি চামড়ার টুকরাসমূহ, খেজুরপত্র, মসৃণ পাথর ও লোকদের অন্তকরণ থেকে খুঁজে খুঁজে সম্পূর্ণ কুরআন একত্র করলাম। সূরা বারাআতের শেষ অংশটুকু আমি খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা)-র নিকট পেলাম। তা হল (অনুবাদ) ঃ "অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী এবং মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও অত্যন্ত করুণাসিক্ত। এতদসত্ত্বেও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বল ঃ আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তার উপরই নির্ভর করি এবং তিনিই মহান আরশের মালিক" (সূরা আত-তাওবা ঃ ১২৮, ১২৯) (আ, না, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلٰى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ وَكَانَ يُغَازِيْ اَهْلَ الشَّامِ فِيْ فَتْحِ اَرْمِيْنِيَّةَ وَاَذْرَبِيْجَانَ مَعَ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَرَاٰى حُذَيْفَةُ اخْتِلاَفَهُمْ فِى الْقُرْاٰنِ فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَدْرِكْ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَبْلَ اَنْ يَّخْتَلِفُوْا فِى الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَ الْيَهُوْدُ

وَالنَّصَارٰى فَاَرْسَلَ اِلٰى حَفْصَةَ اَنْ اَرْسِلِىْ اِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِى الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا اِلَيْكِ فَاَرْسَلَتْ حَفْصَةُ اِلٰى عُثْمَانَ بِالصُّحُفِ فَاَرْسَلَ عُثْمَانُ اِلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِىْ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنِ انْسَخُوا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلاَثَةِ مَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ حَتّٰى نَسَخُوا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ بَعَثَ عُثْمَانُ اِلٰى كُلِّ اُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ الَّتِىْ نَسَخُوْا قَالَ الزُّهْرِىُّ وَحَدَّثَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ اٰيَةً مِّنْ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ) فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ اَوْ اَبِىْ خُزَيْمَةَ فَاَلْحَقْتُهَا فِىْ سُوْرَتِهَا قَالَ الزُّهْرِىُّ فَاخْتَلَفُوْا يَوْمَئِذٍ فِى التَّابُوْتِ وَالتَّابُوْهِ فَقَالَ الْقُرَشِيُّوْنَ التَّابُوْتُ وَقَالَ زَيْدٌ التَّابُوْهُ فَرُفِعَ اخْتِلاَفُهُمْ اِلٰى عُثْمَانَ فَقَالَ اكْتُبُوْهُ التَّابُوْتُ فَاِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَاَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ الْمَصَاحِفِ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اُعْزَلُ عَنْ نُسْخِ كِتَابَةِ الْمَصَاحِفِ وَيَتَوَلاَّهَا رَجُلٌ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَسْلَمْتُ وَاِنَّهُ لَفِىْ صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ يُرِيْدُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَلِذٰلِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ اُكْتُمُوا الْمَصَاحِفَ الَّتِىْ عِنْدَكُمْ وَغُلُّوْهَا فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ (وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَالْقُوْا اللّٰهَ بِالْمَصَاحِفِ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَبَلَغَنِىْ اَنَّ ذٰلِكَ كَرِهَ مِنْ مَقَالَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رِجَالٌ مِنْ اَفَاضِلِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৩০৪২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফা (রা) উসমান ইবনে আফফান (রা)-র নিকট এসে উপস্থিত হলেন। হুযাইফা (রা) আর্মেনিয়া ও আযারবাইজানের বিজয় অভিযানে ইরাকীদের সঙ্গী হয়ে সিরীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। তখন হুযাইফা (রা) তাদের মধ্যে কুরআন নিয়ে মতভেদ লক্ষ্য করেন। তিনি (ফিরে এসে) উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! ইহূদী-নাসারাগণ যেভাবে তাদের কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল, তদ্রূপ এই উম্মাতের লোকদের নিজেদের কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তাদের খবর নিন। উসমান (রা) এই কথা বলে হাফসা (রা)-র নিকট লোক পাঠান যে, আপনার নিকট রক্ষিত কুরআনের সহীফাখানি আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিন। আমরা সেটি থেকে কপি করার পর তা আপনাকে আবার ফেরত দিব। উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) তার কপি উসমান ইবনে আফফান (রা)-র নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উসমান (রা) যায়েদ ইবনে সাবিত (রা), সাঈদ ইবনুল আস (রা), আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবেন হিশাম (রা), আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) প্রমুখের নিকট উক্ত সহীফাখানি পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, আপনারা এ সহীফাখানি থেকে অনেকগুলো কপি করে নিন। তিনি উক্ত কমিটির তিন কুরাইশ সদস্যকে[৩৫] বলেন, কোন ক্ষেত্রে তোমাদের ও যায়েদ ইবনে সাবিতের মধ্যে মতভেদ হলে তা তোমরা কুরাইশের বাকরীতি অনুযায়ী লিখবে। কেননা কুরআন তাদের বাকরীতিতে নাযিল হয়েছে। অবশেষে তারা পূর্ণ কুরআনের কয়েকটি কপি করেন। উসমান (রা) সেগুলোর এক একটি কপি রাজ্যের এক এক এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।

যুহরী (র) বলেন, খারিজা ইবনে যায়েদ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন; যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন, সূরা আল-আহ্যাবের একটি আয়াত আমি পেলাম না, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়তে শুনতাম। আয়াতটি এই (অনুবাদ) ঃ "মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি" (সূরা আল-আহ্যাব ঃ ২৩)।

আমি আয়াতটি তালাশ করছিলাম। অবশেষে খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) বা আবু খুযাইমা (রা)-র নিকট তা পেলাম। আমি আয়াতটি সূরার যথাস্থানে স্থাপন করলাম। যুহরী (র) বলেন, তারা ঐ দিন তাবূত ও তাবূহ শব্দ নিয়ে মতভেদ করেন। কুরাইশীরা বলেন ঃ তাবূত, আর যায়েদ (রা) বলেন, তাবূহ। তাদের

৩৫. হযরত সাঈদ, আবদুর রহমান ও আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) এ তিন জন ছিলেন কুরাইশী (সম্পা.)।

মতভেদের বিষয়টি উসমান (রা)-এর নিকট উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন, তোমরা তাবূত লিখ। কেননা কুরআন কুরাইশদের ভাষায় নাযিল হয়েছে (বু)।

যুহরী (র) বলেন, আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উত্‌বা খবর দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যায়েদ ইবনে সাবিতের কুরআন লিপিবদ্ধ করাকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, হে মুসলমানগণ! কুরআন লিপিবদ্ধ করা থেকে আমি তো বরখাস্ত হব আর তার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে এমন ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র শপথ! যে আমার ইসলাম গ্রহণের সময় এক কাফের ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশে অন্তর্হিত ছিল! এ কথা দ্বারা তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ হে ইরাকবাসী! তোমাদের নিকট রক্ষিত কুরআনের লিপিবদ্ধ সংকলন লুকিয়ে রাখ এবং তালাবদ্ধ করে রাখ। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, (অনুবাদ) ঃ "এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু আত্মসাৎ করলে, যা সে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে উপস্থিত হবে" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৬১)। অতএব তোমরা তোমাদের সংকলনগুলোসহ আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে। যুহরী (র) বলেন,আমি জানতে পেরেছি যে, ইবনে মাসউদ (রা)-র এ উক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু প্রবীণ সাহাবী অপছন্দ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি যুহরীর রিওয়ায়াত। আমরা কেবল তার সূত্রেই এই হাদীস জানতে পেরেছি।

১০. সূরা ইউনুস

٣٠٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (اَلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ) قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادٰى مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَوْعِدًا يُرِيْدُ اَنْ يُنْجِزَكُمُوْهُ قَالُوْا اَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلَيْهِ ·

৩০৪৩। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বাণী "যারা উত্তম কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরও অধিক" (সূরা ইউনুস ঃ ২৬) সম্পর্কে বলেন ঃ বেহেশতীরা যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন একজন আহবানকারী ডেকে বলবে, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং তিনি তা পূর্ণ করতে চান। তারা বলবে, আল্লাহ কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি এবং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিয়ে বেহেশতে দাখিল করেননি? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন সময় পর্দা উন্মোচিত হবে (এবং তারা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ পাকের দর্শন লাভের চাইতে বেশি প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত কোন বস্তুই তিনি তাদেরকে দান করেননি (ই, না)।[৩৬]

আবু ঈসা বলেন, এটি হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীস। একাধিক রাবী এটি হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) থেকে 'মরফূ' হিসাবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান ইবনুল মুগীরা এ হাদীস সাবিত আল-বুনানী-আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা সূত্রে তার বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে সুহাইব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রের উল্লেখ নাই।

٣٠٤٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ مِصْرَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) قَالَ مَا سَاَلَنِىْ عَنْهَا اَحَدٌ مُنْذُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ مَا سَاَلَنِىْ عَنْهَا اَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ اُنْزِلَتْ فَهِىَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ .

৩০৪৪। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে জনৈক মিসরবাসীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুদ দারদা (রা)-কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী "পার্থিব জীবনে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ" (সূরা ইউনুস ঃ ৬৪) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এ আয়াত সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করার পর থেকে আজ অবধি আর কেউ আমার নিকট এ সম্পর্কে জানতে চায়নি। আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন ঃ এ আয়াত নাযিল হওয়া অবধি তুমি ছাড়া আর কেউ

---

৩৬. হাদীসটি ২৪৯১ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)।

আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনি। এটা (বুশরা) হচ্ছে সত্য স্বপ্ন, যা মুসলিম ব্যক্তি দেখে বা তাকে দেখানো হয় (আ)।[৩৭]

ইবনে আবু উমার–সুফিয়ান–আবদুল আযীয ইবনে রুআইফে–মিসরীয় ব্যক্তি –আবুদ দারদা (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আহমাদ ইবনে আবদা আদ-দাব্বী–হাম্মাদ ইবনে যায়েদ–আসিম ইবনে বাহ্‌দালা–আবু সালেহ–আবুদ দারদা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। অবশ্য তাতে আতা ইবনে ইয়াসার-এর উল্লেখ নাই। এ অনুচ্ছেদে 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا اَغْرَقَ اللّٰهُ فِرْعَوْنَ قَالَ (اٰمَنْتُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهِ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ) فَقَالَ جِبْرِيْلُ يَا مُحَمَّدُ فَلَوْ رَاَيْتَنِىْ وَاَنَا اٰخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَاَدُسُّهُ فِىْ فِيْهِ مَخَافَةَ اَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ .

৩০৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন ফেরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে দিলেন তখন সে বলে, "আমি ঈমান আনলাম বনী ইসরাঈল যার উপর ঈমান এনেছে। নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই" (সূরা ইউনুস ঃ ৯০)। জিবরাঈল (আ) বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি ঐ সময় আমাকে দেখতেন যখন আমি সমুদ্র থেকে কালো কাদামাটি তুলে তার মুখে ঢালছিলাম যাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তাকে পরিবেষ্টন না করে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٠٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ اَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّ جِبْرِيْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَدُسُّ فِىْ فِيْ فِرْعَوْنَ الطِّيْنَ خَشْيَةَ اَنْ يَّقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ اَوْ خَشْيَةَ اَنْ يَرْحَمَهُ اللّٰهُ .

---

৩৭. হাদীসটি ২২১৯ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)।

৩০৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করেন যে, জিবরাঈল (আ) ফেরাউনের মুখে কালো কাদামাটি ঠেসে দিচ্ছিল এই আশংকায় যে, পাছে সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

১১. সূরা হূদ

٣٠٤٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ رَزِيْنٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِىْ عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَي الْمَاءِ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَلْعَمَاءُ اَىْ لَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ .

৩০৪৭। আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মাখলূকাত সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের প্রতিপালক কোথায় ছিলেন? তিনি বলেন ঃ তিনি আমা' (হালকা মেঘমালা)-র মধ্যে ছিলেন। এর নিচেও বাতাস ছিল না এবং উপরেও বাতাস ছিল না। তিনি পানির উপর তার আরশ সৃষ্টি করেন (আ, ই)।

আহ্‌মাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) বলেছেন, 'আমা' শব্দের অর্থ 'তাঁর সাথে কিছুই ছিল না।'[৩৮] হাম্মাদ ইবনে সালামা ও ওয়াকী ইবনে হুদুস অনুরূপ বলেন। শোবা, আবু আওয়ানা ও হুশাইম (রাবীর নামের উচ্চারণ) ওয়াকী ইবনে উদুস বলেছেন। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٠٤٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰي يُمْلِىْ وَرُبَّمَا قَالَ يُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَاَ (وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ) الْاٰيَةَ .

৩৮. আমা শব্দের অর্থ "হালকা মেঘমালা", এর আরেক অর্থ রয়েছে ঃ তার সাথে কিছুই ছিল না অথবা এক অজ্ঞাত অবস্থায় ছিলেন, যে সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নাই (অনু.)।

৩০৪৮। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বরকতময় মহান আল্লাহ যালেম-অত্যাচারীকে অবকাশ দেন। অবশেষে তিনি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন আর রেহাই দেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি জনপদসমূহকে শাস্তিদান করেন যখন তারা সীমা লংঘন করে। নিশ্চয় তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন" (সূরা হূদ ঃ ১০২) (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। আবু উসামাও বুরাইদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং 'ইউমলী' শব্দ বলেছেন। ইবরাহীম ইবনে সাঈদ আল-জাওহারী–আবু উসামা–বুরাইদ ইবনে আবদুল্লাহ–তার দাদা আবু বুরদা–আবু মূসা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে সন্দেহমুক্তভাবে 'ইউমলী' শব্দ উল্লেখ আছে।

٣٠٤٩. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ) سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَعَلٰى مَا نَعْمَلُ عَلٰى شَىْءٍ فُرِغَ مِنْهُ اَوْ عَلٰى شَىْءٍ لَمْ يُفْرَغْ مِنْهُ قَالَ بَلْ عَلٰى شَىْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ وَجَرَتْ بِهِ الْاَقْلاَمُ يَا عُمَرُ وَلٰكِنْ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ ٠

৩০৪৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে ভাগ্যবান" (সূরা হূদ ঃ ১০৫), এ আয়াত নাযিল হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! তাহলে আমরা কিসের উপর আমল করি, এমন জিনিস অনুযায়ী যে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে অথবা এমন জিনিস অনুযায়ী যে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি? তিনি বলেন ঃ হে উমার! না, বরং এমন জিনিসের উপর যা পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে আছে এবং যার সাথে কলম জারী হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকের করণীয় বিষয় আয়াসসাধ্য করে রাখা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি এ সূত্রে হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবদুল মালেক ইবনে আমরের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣٠٥٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ عَالَجْتُ امْرَاَةً فِيْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنِّيْ اَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ اَنْ اَمَسَّهَا وَاَنَا هٰذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللّٰهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلٰى نَفْسِكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَاَتْبَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَدَعَاهُ فَتَلاَ عَلَيْهِ (اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ) اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ هٰذَا لَهُ خَاصَّةً قَالَ لاَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً .

৩০৫০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি মদীনার ঐ প্রান্তে এক মহিলাকে স্পর্শ করেছি এবং আমি তার সাথে সহবাস ছাড়া সবই করেছি। আমি এখন আপনার নিকট হাযির হয়েছি। আমার ব্যাপারে আপনি যা ইচ্ছা ফয়সালা দিন। উমার (রা) তাকে বলেন, আল্লাহ তোমার অপরাধ গোপন রেখেছেন। এখন তুমিও যদি তা গোপন রাখতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কথায় প্রতিউত্তর করলেন না। লোকটি উঠে চলে গেলে পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনেন এবং এই আয়াত পড়ে শুনান (অনুবাদ) ঃ "তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। সৎকাজসমূহ অন্যায় কাজসমূহকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ" (সূরা হূদ ঃ ১১৪)। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বলল, এটা কি শুধু তার বেলায় প্রযোজ্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বরং সকল লোকের জন্য (মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এভাবেই সিমাক–ইবরাহীম–আলকামা ও আসওয়াদ–আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। শোবাও এটিকে সিমাক–ইবরাহীম–আসওয়াদ–আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী (র) সিমাক–ইবরাহীম–আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ–আবদুল্লাহ (রা)-নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এদের রিওয়ায়াত সাওরীর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ্। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া নায়সাবূরী–মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ–সুফিয়ান সাওরী–আমাশ–সিমাক-ইবরাহীম–আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ–আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মাহমূদ ইবনে গাইলান–আল-ফাদল ইবনে মূসা–সুফিয়ান–সিমাক–ইবরাহীম–আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ–আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও একই মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। উক্ত বর্ণনায় অবশ্য আমাশের উল্লেখ নেই। সুলাইমান আত-তাইমী (র) এ হাদীস আবু উসমান আন-নাহদী-ইবনে মাসঊদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً لَقِىَ امْرَاَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْرِفَةٌ فَلَيْسَ تَاْتِى الرَّجُلُ شَيْئًا اِلَي امْرَاَتِه اِلاَّ قَدْ اَتٰى هُوَ اِلَيْهَا اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ) فَاَمَرَهُ اَنْ يَّتَوَضَّاَ وَيُصَلِّىْ قَالَ مُعَاذٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهِىَ لَهُ خَاصَّةً اَمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً قَالَ بَلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً .

৩০৫১। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক ব্যক্তি এক বেগানা মহিলার সাথে সহবাস ব্যতীত আর সবই করেছে, তার সম্পর্কে আপনার কি মত? তখন মহামহিম আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। সৎ কর্মসমূহ অবশ্যই অসৎ কর্মসমূহ দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা উপদেশ" (সূরা হূদ ঃ ১১৪)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উযূ করে এসে নামায পড়তে আদশে দেন। মুআয (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সুযোগ কি শুধু তার জন্যই না সাধারণভাবে সকল মুমিনের জন্য? তিনি বলেন ঃ বরং সাধারণভাবে সকল মুমিনের জন্য (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে সরাসরি কিছু শুনেননি। মুআয ইবনে জাবাল (রা) উমার (রা)-এর খিলাফত কালে ইন্তিকাল করেন। উমার (রা) যখন নিহত হন তখন আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা ছয় বছরের বালক। তিনি উমার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি তাকে দেখেছেন। শোবা (র) এ হাদীসটি আবদুল মালেক ইবনে উমাইর–আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَ مِنْ امْرَاَةٍ قُبْلَةَ حَرَامٍ فَاَتَي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَهُ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَنَزَلَتْ (اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فَقَالَ الرَّجُلُ اَلِيَ هٰذِهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَكَ وَلِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ اُمَّتِيْ .

৩০৫২। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক বেগানা মহিলাকে চুমা দিল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে এর কাফফারা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। ন্যায় কাজসমূহ অন্যায় কাজসমূহকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা উপদেশ" (সূরা হূদ ঃ ১১৪)। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সুযোগ কি শুধু আমার জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার জন্যও এবং আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে বসে তার জন্যও (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٥٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوْسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الْيَسَرِ قَالَ اَتَتْنِيْ امْرَاَةٌ تَبْتَاعُ تَمْرًا فَقُلْتُ اِنَّ فِى الْبَيْتِ تَمْرًا اَطْيَبَ مِنْهُ فَدَخَلَتْ مَعِيْ فِى الْبَيْتِ فَاَهْوَيْتُ اِلَيْهَا فَقَبَّلْتُهَا فَاَتَيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ

ذٰلِكَ لَهُ قَالَ اُسْتُرْ عَلٰي نَفْسِكَ وَتُبْ وَلاَ تُخْبِرْ اَحَدًا فَلَمْ اَصْبِرْ فَاَتَيْتُ عُمَرَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اُسْتُرْ عَلٰى نَفْسِكَ وَتُبْ وَلاَ تُخْبِرْ اَحَدًا فَلَمْ اَصْبِرْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَخَلَفْتَ غَازِيًا فِى اللّٰهِ فِىْ اَهْلِهِ بِمِثْلِ هٰذَا حَتّٰى تَمَنّٰي اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اَسْلَمَ الاَّ تِلْكَ السَّاعَةَ حَتّٰى ظَنَّ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالَ وَاَطْرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيْلاً حَتّٰى اَوْحَي اللّٰهُ اِلَيْهِ (اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ) اِلٰى قَوْلِهِ (ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ) قَالَ اَبُو الْيَسَرِ فَاَتَيْتُهُ فَقَرَاَهَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا خَاصَّةً اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ٠

৩০৫৩। আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা খেজুর কেনার জন্য আমার নিকট এলে আমি বললাম, ঘরের ভেতর এর চাইতে উত্তম খেজুর আছে। অতএব সে আমার সাথে ঘরে প্রবেশ করে। আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হলাম এবং তাকে চুমু দিলাম। এরপর আমি আবু বাকর (রা)-এর নিকট এসে বিষয়টি তাকে জানালাম। তিনি বলেন, এটা নিজের কাছেই গোপন রাখ, আল্লাহ্র নিকট তওবা কর এবং আর কাউকে বল না। কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। তাই আমি উমার (রা)-র নিকট এসে তাকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বলেন, এটা নিজের কাছেই গোপন রাখ, আল্লাহ্র কাছে তওবা কর এবং আর কারো কাছে এটা বল না। কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। তাই আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তাঁর নিকট বিষয়টি ব্যক্ত করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে গমনকারী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের সাথে এই অপকর্ম করেছ? এ কথায় অনুতপ্ত হয়ে আবুল ইয়াসার আক্ষেপ করে বলেন যে, তিনি যদি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে এই মুহূর্তে গ্রহণ করতেন। এমনকি তিনি নিজেকে দোযখী বলে ভাবলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ নীরবে দৃষ্টি অবনমিত করে রইলেন। অবশেষে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হল ঃ "তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। সৎ কর্মগুলো অসৎ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য উপদেশ" (১১ ঃ১১৪)। আবুল ইয়াসার (রা) বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি আমাকে উক্ত আয়াত পড়ে শুনান। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা তার জন্যই নির্দিষ্ট না সাধারণভাবে সকলের জন্য? তিনি বলেন ঃ বরং সাধারণভাবে সকলের জন্য (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। কায়েস ইবনুর রবীকে ওয়াকী প্রমুখ হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন। শারীক (র) উসমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে এ হাদীস কায়েস ইবনুর রবীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবু উমামা, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবুল ইয়াসারের নাম কাব ইবনে আমর।

১২. সূরা ইউসুফ

٣٠٥٤. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْكَرِيْمَ بْنَ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ جَاءَنِى الرَّسُوْلُ اَجَبْتُ ثُمَّ قَرَاَ (فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ) قَالَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى لُوْطٍ اِنْ كَانَ لَيَاْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ قَالَ (لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ) فَمَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا اِلاَّ فِىْ ذِرْوَةٍ مِّنْ قَوْمِهِ .

৩০৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবানের পুত্র ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আলাইহিমুস সালাম। তিনি বলেন ঃ ইউসুফ আলাইহিস সালাম যত কাল কারাগারে ছিলেন আমি যদি তত কাল কারাগারে থাকতাম এবং অতঃপর রাজদূত আমার নিকট এসে আহবান জানালে আমি (তার ডাকে) সাড়া দিতাম। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "রাজদূত যখন তার নিকট উপস্থিত হল তখন সে বলল, তুমি তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর– যে নারীরা নিজেদের হাত কেটেছিল তাদের অবস্থা কি" (সূরা ইউসুফ ঃ ৫০)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লূত আলাইহিস সালামের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক! তিনি মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের আকাংখা করতেন। "সে বলল, তোমাদের উপর যদি আমার জোর খাটত অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় নিতে পারতাম" (সূরা হূদ ঃ ৮০)! তাঁর পরে আল্লাহ্ ঐ জাতির মর্যাদাবান গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই নবীগণকে পাঠিয়েছেন (বু, মু)।

আবু কুরাইব (র) আবদা ও আবদুর রহীম–মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) সূত্রে আল-ফাদল ইবনে মূসার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় (যিরওয়াতুন-এর স্থলে) 'সারওয়াতুন' শব্দ উল্লেখ আছে (অর্থ অভিন্ন)। মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) বলেন, "আস-সারওয়াতু" অর্থ প্রচুর, প্রাচুর্য, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা। এটি আল-ফাদল ইবনে মূসার রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ্। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

১৩. সূরা আর-রাদ

٣٠٥٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْوَلِيْدِ وكَانَ يَكُوْنُ فِيْ بَنِيْ عِجْلٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلَتْ يَهُوْدُ اِلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ اَخْبِرْنَا عَنِ الرَّعْدِ مَا هُوَ قَالَ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيْقُ مِّنْ نَّارٍ يَّسُوْقُ بِهَا السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالُوْا فَمَا هٰذَا الصَّوْتُ الَّذِيْ نَسْمَعُ قَالَ زَجْرُهُ بِالسَّحَابِ اِذَا زَجَرَهُ حَتّٰى يَنْتَهِيَ اِلٰي حَيْثُ اُمِرَ قَالُوْا صَدَقْتَ فَاَخْبِرْنَا عَمَّا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهِ قَالَ اشْتَكٰى عِرْقَ النَّسَاءِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلاَئِمُهُ اِلاَّ لُحُوْمَ الاِبِلِ وَاَلْبَانَهَا فَلِذٰلِكَ حَرَّمَهَا قَالُوْا صَدَقْتَ .

৩০৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসেম! আমাদেরকে রা'দ (মেঘের গর্জন) সম্পর্কে বলুন, এটা কি? তিনি বলেন ঃ ফেরেশতাদের একজন মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নেয়ার জন্য নিয়োজিত আছে। তার সাথে আছে আগুনের চাবুক। এর সাহায্যে সে মেঘমালাকে এদিক সেদিক

পরিচালনা করে, যেদিকে আল্লাহ চান। তারা বলল, যে আওয়াজ আমরা শুনতে পাই তার তাৎপর্য কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হচ্ছে ফেরেশতার হাঁকডাক। এভাবে হাঁকডাক দিয়ে সে মেঘমালাকে তার নির্দেশিত স্থানে নিয়ে যায়। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। তারা আবার বলল, আপনি আমাদের বলুন, ইসরাঈল (ইয়াকূব আলাইহিস সালাম) কোন জিনিস নিজের জন্য হারাম করেছিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনি 'ইরকুন নিসা[৩৯] রোগে আক্রান্ত ছিলেন। উটের গোশ্ত ও এর দুধই ছিল তাঁর প্রিয় বা উপযোগী খাদ্য। তাই তিনি তা হারাম করে নিয়েছিলেন। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٠٥٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ (وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰي بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ) قَالَ الدَّقَلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحُلْوُ وَالْحَامِضُ .

৩০৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বাণী "এদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি" (সূরা আর-রাদ ঃ ৪) সম্পর্কে বলেন ঃ যেমন নিকৃষ্ট খেজুর ও উত্তম খেজুরে এবং মিষ্টি ও তেতোর মধ্যে পার্থক্য।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। যায়েদ ইবনে আবু উনাইসা (র) আল-আমাশের সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাইফ ইবনে মুহাম্মাদ (র) আম্মার ইবনে মুহাম্মাদের ভাই। আম্মার তার তুলনায় অধিক শক্তিশালী রাবী। ইনি সুফিয়ান সাওরীর বোনপুত্র।

১৪. সূরা ইবরাহীম

٣٠٥٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

৩৯. এক প্রকারব্যথা জাতীয় রোগ, যা উরু থেকে শুরু হয়ে হাঁটু বা পায়ের পাতা পর্যন্ত পৌছে থাকে (অনু.)।

وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ عَلَيْهِ رُطَبٌ فَقَالَ (مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا) قَالَ هِىَ النَّخْلَةُ (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ) قَالَ هِىَ الْحَنْظَلُ قَالَ فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ اَبَا الْعَالِيَةِ فَقَالَ صَدَقَ وَاَحْسَنَ.

৩০৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাজা খেজুরের ছড়া পরিবেশন করা হলে তিনি বলেন ঃ "সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উর্দ্ধে বিস্তৃত, যা প্রতি মৌসুমে তার ফল দান করে তার প্রতিপালকের সম্মতিতে" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪, ২৫)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা হল খেজুর গাছ। "আর নাপাক বাক্যের তুলনা হল একটি মন্দ বৃক্ষ, যার মূল ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৬)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা হল (তিক্ত) মাকাল ফলের গাছ। রাবী বলেন, আমি এ সম্পর্কে আবুল আলিয়াকে অবহিত করলে তিনি বলেন, (তোমার উস্তাদ) সত্য বলেছেন এবং সঠিক বলেছেন।

কুতাইবা–আবু বাকর ইবনে শুআইব–তার পিতা-আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এটি মরফূরূপে বর্ণনা করেননি এবং তিনি আবুল আলিয়ার কথাও উল্লেখ করেননি। হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীস অপেক্ষা এটি অধিকতর সহীহ। একাধিক রাবী অনুরূপ মওকূফ (আনাসের কথা) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যতীত আর কেউ এটি মরফূরূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মামার, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাদের কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এর সনদ পৌঁছাননি। আহ্মাদ ইবনে আবদা (র) হাম্মাদ ইবনে যায়েদ–শুআইব ইবনুল হাবহাব–আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর ইবনে শুআইব ইবনুল হাবহাবের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনিও মরফূরূপে বর্ণনা করেননি।[৪০]

٣٠٥٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِىِّ

৪০. অর্থাৎ কলেমা তায়্যিবা ও কলেমা খাবীসার যে কথা হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নয়, বরং আনাস (রা)-র ব্যাখ্যা (সম্পা.)।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ (يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ) قَالَ فِى الْقَبْرِ اِذَا قِيْلَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ ·

৩০৫৮। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বাণী "যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭) সম্পর্কে বলেন ঃ কবরে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা হবে–যখন তাকে বলা হবে, তোমরা রব কে, তোমার দীন কি এবং তোমার নবী কে (দা, না, ই, মা, আ)?

٣٠٥٩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ تَلَتْ عَائِشَةُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ) قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ ·

৩০৫৯। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "যে দিন পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে....." (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮)। আইশা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে সময় মানুষ কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুলসিরাতে উপর (আ, মু, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি অন্যভাবেও আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১৫. সূরা আল-হিজর

٣٠٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ اِمْرَاَةٌ تُصَلِّىْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْنَاءُ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ وَفَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتّٰى يَكُوْنَ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ لِئَلاَّ يَرَاهَا وَيَسْتَاْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَاِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ اِبْطَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ) ·

৩০৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক পরমা সুন্দরী মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে (মহিলাদের কাতারে) নামায পড়ত। কিছু লোক প্রথম কাতারে এগিয়ে আসত, যাতে উক্ত মহিলা দৃষ্টিগোচর না হয়। আবার কিছু লোক পেছনে সরে গিয়ে (মহিলাদের নিকটবর্তী) পেছনের কাতারে দাঁড়াত এবং রুকূতে গিয়ে বগলের নিচ দিয়ে (উক্ত মহিলার প্রতি) তাকাতো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "তোমাদের মধ্যকার সামনে অগ্রসর হয়ে যাওয়া লোকদেরও আমি জানি এবং পেছনে পিছিয়ে যাওয়া লোকদেরও আমি জানি" (সূরা আল-হিজর ঃ ২৪)।

জাফর ইবনে সুলাইমানও এ হাদীস আমর ইবনে মালেক-আবুল জাওযা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি। আর এটি নূহ-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ হওয়ার সমর্থক।

٣٠٦١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكِ ابْنِ مِغْوَلٍ عَنْ جُنَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ بَابٌ مِّنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَي اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ عَلٰى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ .

৩০৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখের সাতটি প্রবেশদ্বার আছে (১৫ ঃ ৪৪ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত)। তন্মধ্যে একটি প্রবেশদ্বার দিয়ে সেইসব লোক প্রবেশ করবে যারা আমার উম্মাতের বিরুদ্ধে অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের বিরুদ্ধে তলোয়ার চালনা করেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল মালেক ইবনে মিগওয়ালের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣٠٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ .

৩০৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহ" অর্থাৎ সূরা আল-ফাতিহা হচ্ছে উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল), উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল) ও সাবউল মাসানী (বারবার পঠিত সপ্তক) (বু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٦٣. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الْاِنْجِيْلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْاٰنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَهِيَ مَقْسُوْمَةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ .

৩০৬৩। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাওরাত ও ইনজীলে আল্লাহ তাআলা উম্মুল কুরআনের সমতুল্য কিছু নাযিল করেননি। আর তা হচ্ছে সাবউল মাসানী (বারবার পঠিত সপ্তক; ১৫ ঃ ৮৭ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত)। (আল্লাহ বলেন) তা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বণ্টিত। আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়।

কুতাইবা–আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ–আলা ইবনে আবদুর রহমান–তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই (রা)-র নিকট বের হয়ে এলেন। তখন তিনি নামাযরত ছিলেন ...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদের হাদীস অধিকতর দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ এবং এটি আবদুল হামীদ ইবনে জাফরের হাদীস অপেক্ষা অধিকতর সহীহ। একাধিক রাবী আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٦٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمٍ عَنْ بِشْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ (لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) قَالَ عَنْ قَوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৩০৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বাণী "আমি অবশ্যই এদের সকলকে জিজ্ঞেস করব সেই বিষয়ে যা তারা করে" (১৫ ঃ ৯২-৩) সম্পর্কে বলেন ঃ অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সম্পর্কে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল লাইস ইবনে আবূ সুলাইমের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসও এ হাদীস

লাইস ইবনে আবু সুলাইম–বিশ্‌র–আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং মরফূরূপে বর্ণনা করেননি।

٣٠٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الطَّيِّبِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلاَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ ثُمَّ قَرَاَ (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاَٰيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ) .

৩০৬৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মুমিনের দূরদৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক থাক। কারণ সে আল্লাহ্‌র নূরের সাহায্যে দেখে। তারপর তিনি পড়েন (অনুবাদ) ঃ "অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য" (সূরা আল-হিজর ঃ ৭৫)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। কোন কোন তাফসীরকার আয়াতে উদ্ধৃত "মুতাওয়াসসিমীন" শব্দের অর্থ করেছেন "মুতাফাররিসীন" (দূরদৃষ্টি বা অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক)।

১৬. সূরা আন-নাহ্‌ল

٣٠٦٦. حدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ عَاصِمٍ عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِىْ صَلاَةِ السَّحَرِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ وَيُسَبِّحُ اللّٰهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَاَ (يَتَفَيَّاُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ) الْاٰيَةَ كُلَّهَا .

৩০৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যোহরের (ফরযের) পূর্বে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যে চার রাকআত নামায (পড়া হয়, সওয়াবের দিক থেকে) তা শেষ রাতের চার রাকআত নামাযের ন্যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন কোন জিনিস নেই যা ঐ সময় আল্লাহ্‌র গুণগান করে না। তারপর তিনি এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "এর ছায়া ডানে ও বাঁয়ে ঢলে পড়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজদাবনত হয়...." (সূরা আন-নাহল ঃ ৪৮-৫০)..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আলী ইবনে আসেমের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٣٠٦٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عِيْسَى ابْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اُصِيْبَ مِنَ الْاَنْصَارِ اَرْبَعَةٌ وَّسِتُّوْنَ رَجُلاً وَّمِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ سِتَّةٌ فِيْهِمْ حَمْزَةُ فَمَثَّلُوْا بِهِمْ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَئِنْ اَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِّثْلَ هٰذَا لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ) فَقَالَ رَجُلٌ لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّوْا عَنِ الْقَوْمِ اِلاَّ اَرْبَعَةً .

৩০৬৭। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে চৌষট্টিজন আনসার ও ছয়জন মুহাজির শাহাদাত বরণ করেন। তাদের মধ্যে হামযা (রা)-ও ছিলেন। কাফেররা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে লাশ বিকৃত করেছিল। আনসারগণ বলেন, এসব কাফেরকে যদি কোন দিন আমরা কাবু করতে পারি তাহলে এর দ্বিগুণ লোকের উপর বদলা নেব। রাবী বলেন, যেদিন মক্কা বিজয় হল সেদিন মহান আল্লাহ নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "যদি তোমরা শাস্তি দাওই তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাইতো উত্তম" (সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ১২৬)। তখন এক ব্যক্তি বলল, আজকের দিনের পর থেকে কুরাইশদের নাম থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চার ব্যক্তি ছাড়া অন্য লোকদের হত্যা করা থেকে তোমরা বিরত থাক (বা, না, হা)।[৪১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উবাই ইবনে কাব (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

---

৪১. ঐ চার ব্যক্তি ছিল ইকরিমা ইবনে আবু জাহ্‌ল, আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, মাকীস ইবনে সাবাবা ও আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবুস সারহ (সম্পা.)।

১৭. সূরা বনী ইসরাঈল

٣٠٦٨. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اُسْرِيَ بِيْ لَقِيْتُ مُوْسٰى قَالَ فَنَعَتَهُ فَاِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّاْسِ كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيْسٰى قَالَ فَنَعَتَهُ قَالَ رَبْعَةٌ اَحْمَرُ كَاَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَّامَ وَرَاَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ وَاَنَا اَشْبَهُ وُلْدِهِ بِهِ قَالَ وَاُتِيْتُ بِاِنَاءَيْنِ اَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْاٰخَرُ خَمْرٌ فَقَالَ لِيْ خُذْ اَيَّهُمَا شِئْتَ فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيْلَ هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ اَوْ اَصَبْتَ الْفِطْرَةَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ .

৩০৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে যে রাতে (উর্দ্ধজগতে) ভ্রমণ করানো হয় সে রাতে আমি মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করি। রাবী বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূসা আলাইহিস সালামের দৈহিক গঠানাকৃতির বর্ণনা দেন। (তিনি বলেন ঃ) তিনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর দেহ মধ্যমাকৃতির, তাঁর চুল মধ্যম গোছের, খুব কোঁকড়ানোও নয়, আবার একেবারে সোজাও নয়। মনে হয় তিনি শানূআহ গোত্রের লোক। তিনি আরো বলেন ঃ আমি ঈসা আলাইহিস সালামের সাথেও সাক্ষাত করলাম। রাবী বলেন, তিনি তাঁর চেহারারও বর্ণনা দিলেন। তাঁর দেহের গড়ন মধ্যম, শরীরের রং লাল এবং মনে হয় তিনি এইমাত্র গোসলখানা থেকে বের হয়েছেন। আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও দেখেছি। তাঁর বংশধরের মধ্যে আমি তাঁর দৈহিক আকৃতি সদৃশ। আমার সামনে দু'টি পানপাত্র পেশ করা হয়ঃ একটি দুধের এবং অপরটি মদের। আমাকে বলা হল, এ দুইয়ের মধ্যে আপনি যেটা পান করতে চান নিন। আমি দুধের পাত্রটি নিয়ে তা পান করলাম। অতঃপর আমাকে বলা হল, আপনাকে ফিতরাতের (ইসলামের) পথ দেখানো হয়েছে বা আপনি ফিতরাতকে পেয়ে গেছেন। যদি আপনি মদের পাত্র নিতেন তবে আপনার উম্মাত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٦٩. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِىَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ مُلْجَمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ اَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هٰذَا فَمَا رَكِبَكَ اَحَدٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْهُ قَالَ فَارْفَضَّ عَرَقًا ٠

.৩০৬৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে রাতে (মিরাজে) ভ্রমণ করানো হয় সে রাতে তাঁর সামনে জিনপোষ আঁটা ও লাগাম বাঁধা একটি বোরাক আনা হয়। বোরাক তার পিঠে সওয়ার হওয়াটা তাঁর জন্য অসম্ভব করে তুললে জিবরীল আলাইহিস সালাম তাকে বলেন, তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এই আচরণ করছ? অথচ তোমার পিঠে আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত কেউ সওয়ার হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এতে বোরাক ঘর্মাক্ত হয়ে একাকার হয়ে যায় (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٠٧٠. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ جُنَادَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ جِبْرِيْلُ بِاِصْبَعِهٖ فَخَرَقَ بِهَا الْحَجَرَ وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ ٠

৩০৭০। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌছলাম, তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর আঙ্গুলের ইশারায় পাথর ফাটান এবং তার সাথে বোরাক বাঁধেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٠٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَّبَتْنِىْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلاَ اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ ٠

৩০৭১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোরাইশরা আমাকে মিথ্যা মনে করল (এবং বল্‌ল, আপনার মিরাজে যাওয়ার দাবি সত্য হলে বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি বর্ণনা দিন)। আমি হাজারে (হাতীমে) দাঁড়ালাম এবং আল্লাহ তাআলা আমার সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরলেন। আমি তা দেখে তাদের সামনে এর নিদর্শনসমূহের বর্ণনা দিলাম। মনে হল আমি যেন বাইতুল মুকাদ্দাসকেই দেখছি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মালেক ইবনে আবু সা'সা, আবু সাঈদ, ইবনে আব্বাস, আবু যার ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٧٢. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ الاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ) قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ اِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ) هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ·

৩০৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমাকে আমরা চাক্ষুষভাবে যা দেখালাম তা এই লোকদের জন্য একটি পরীক্ষার বস্তু বানিয়ে রেখেছি" (১৭ ঃ ৬০)। আয়াতে উল্লেখিত "রুইয়া" সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটা ছিল চাক্ষুস দর্শন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের বেলা (মিরাজের সময়) বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গিয়ে তা (যাবতীয় নিদর্শন) দেখানো হয়েছিল। রাবী বলেন, "কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত গাছটি" (১৭ ঃ ৬০) হল যাক্‌কূম গাছ (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٧٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ قُرَشِىٌّ كُوْفِىٌّ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهِ (وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا) قَالَ تَشْهَدُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ ·

৩০৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "আর ফজরে কুরআন পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন কর। কেননা ফজরের কুরআন পাঠে উপস্থিত থাকা হয়" (১৭ ঃ ৭৮)। এ আয়াত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের ফেরেশতারা এবং দিনের ফেরেশতারা এ সময় উপস্থিত থাকে (আ, ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অপর একটি সূত্রে এ হাদীসটি আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ (يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ) قَالَ يُدْعٰى اَحَدُهُمْ فَيُعْطٰى كِتَابُهُ بِيَمِيْنِهِ وَيُمَدُّ لَهُ فِىْ جِسْمِهِ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ وَيُجْعَلُ عَلٰى رَاْسِهِ تَاجٌ مِّنْ لُؤْلُؤٍ يَتَلَاْلَاُ فَيَنْطَلِقُ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعِيْدٍ فَيَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْئْتِنَا بِهٰذَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ هٰذَا حَتّٰى يَاْتِيَهُمْ فَيَقُوْلُ اَبْشِرُوْا لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مِثْلَ هٰذَا قَالَ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيُسَوَّدُ وَجْهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِىْ جِسْمِهِ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ فَيُلْبَسُ تَاجًا فَيَرَاهُ اَصْحَابُهُ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا اَللّٰهُمَّ لَا تَاْتِنَا بِهٰذَا قَالَ فَيَاْتِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَخْزِهِ فَيَقُوْلُ اَبْعَدَكُمُ اللّٰهُ فَاِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مِثْلَ هٰذَا .

৩০৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "সেদিন আমরা প্রত্যেক মানব দলকে তাদের অগ্রনেতাসহ ডাকব" (১৭ ঃ ৭১), এ আয়াত প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (মুসলিম নেতাদের) একজনকে ডাকা হবে। তার কিতাব (আমলনামা বা কার্যবিবরণী) তার ডান হাতে দেয়া হবে। তার দেহ ষাট গজ লম্বা করা হবে। তার মুখমণ্ডল সাদা (আকর্ষণীয়) করা হবে। তার মাথায় মনিমুক্তার টুপি পরিয়ে দেয়া হবে এবং তা চমকাতে থাকবে। সে তার সাথীদের কাছে আসবে। তারা দূর থেকেই তাকে দেখতে পাবে। তারা বলবে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকেও এরূপ দান কর এবং এর মাধ্যমে বরকত দান কর।" ইতিমধ্যে সে তাদের কাছে পৌঁছে যাবে এবং তাদেরকে বলবে, তোমাদের জন্য

সুসংবাদ। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এরূপ পুরস্কার রয়েছে। অপর দিকে কাফেরদের নেতার গায়ের রং কৃষ্ণকায় হবে। তার দেহ আদম আলাইহিস সালামের মতই ষাট গজ লম্বা করা হবে। তাকেও একটি টুপি পরানো হবে। তার সাথীরা দূর থেকে তাকে দেখে বলবে, "আমরা এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিও না। তুমি তাকে অপদস্ত কর।" অতঃপর সে বলবে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করুন। কেননা তোমাদের প্রত্যেককে এভাবেই অপমান করা হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইমাম সুদ্দীর নাম ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান।

٣٠٧٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيْدَ الزَّعَافِرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ (عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا) سُئِلَ عَنْهَا قَالَ هِيَ الشَّفَاعَةُ ٠

৩০৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্র বাণী "আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছে দিবেন" (১৭ঃ ৭৯) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বলেন ঃ এটা শাফাআতের স্থান।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। দাঊদ আয-যাআফিরী হলেন দাঊদ আল-আওদী, ইয়াযীদ ইবনে আবদুর রহমানের পুত্র। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসের চাচা।

٣٠٧٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلٰثُمِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ نُصُبًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْعَنُهَا بِمِخْصَرَةٍ فِيْ يَدِهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِعُوْدٍ وَيَقُوْلُ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.... جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ) ٠

৩০৭৬। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন কাবার

চারপাশে তিন শত ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের লাঠি বা কাঠ দিয়ে মূর্তিগুলোর গায়ে আঘাত করে সেগুলোকে ভূপাতিত করছিলেন আর বলছিলেন ঃ "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। আর বাতিলের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী" (১৭ ঃ ৮১)। "সত্য সমাগত এবং অসত্য কিছুই সৃজন করতে পারে না এবং তা পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না" (৩৪ ঃ ৪৯) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٧٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسِ بْنِ اَبِىْ ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ (وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا) .

৩০৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর তাঁকে (মদীনায়) হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়। তখন তাঁর উপর এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আর বল, হে পরোয়ারদিগার! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি" (১৭ ঃ ৮০) (আ)।

٣٠٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لِيَهُوْدَ اعْطُوْنَا شَيْئًا نَسْاَلُ هٰذَا الرَّجُلَ فَقَالَ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ قَالَ فَسَاَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً) قَالُوْا اُوْتِيْنَا عِلْمًا كَثِيْرًا التَّوْرَاةُ وَمَنْ اُوْتِىَ التَّوْرَاةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا فَاُنْزِلَتْ (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

৩০৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা ইহূদীদের বলল, তোমরা আমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দাও যে সম্পর্কে আমরা এই

ব্যক্তিকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) জিজ্ঞেস করতে পারি। ইহূদীরা বলল, তোমরা তাঁকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। তারা তাঁকে রূহ (বা প্রাণ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "লোকেরা তোমার কাছে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। তোমাদেরকে জ্ঞানের খুব অল্পই দেয়া হয়েছে" (১৭ ঃ ৮৫)। ইহূদীরা বলল, 'আমাদের বিরাট বা প্রচুর জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমাদেরকে তাওরাত কিতাব দেয়া হয়েছে। আর যাদেরকে তাওরাত কিতাব দান করা হয়েছে তাদেরকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "বল, আমার প্রতিপালকের কথাগুলো লেখার জন্য সমুদ্রের সমস্ত পানি যদি কালি হয়ে যায় তবুও তা আমার প্রভুর কথাগুলো লিখে শেষ করার পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা যদি পুনরায় অনুরূপ পরিমাণ কালি নিয়ে আসি তবুও তা যথেষ্ট হবে না" (১৮ ঃ ১০৯) (আ)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٠٧٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَرْثٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ سَاَلْتُمُوْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْاَلُوْهُ فَاِنَّهُ يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ فَقَالُوْا لَهُ يَا اَبَا الْقَاسِمِ حَدِّثْنَا عَنِ الرُّوْحِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَرَفَعَ رَاْسَهُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ حَتّٰى صَعِدَ الْوَحْىُ ثُمَّ قَالَ (الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً) .

৩০৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনায় একটি কৃষি খামারে যাচ্ছিলাম। তিনি খেজুর গাছের ডালে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি একদল ইহূদীকে অতিক্রম করলেন। তাদের কতক বলল, তোমরা যদি তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে? তাদের অপর কতক বলল, তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। অন্যথায় তিনি এমন কিছু শুনিয়ে দিবেন যা তোমাদের মনোপূত হবে না। তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আমাদেরকে রূহ (প্রাণ) সম্পর্কে বলুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর মাথা আসমানের দিকে উঠালেন। আমি বুঝে ফেললাম যে,

তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ওহী অবতরণ সমাপ্ত হলে তিনি বলেন ঃ "রূহ আমার প্রতিপালকের হুকুম মাত্র। তোমাদেরকে জ্ঞানের খুব অল্পই দেয়া হয়েছে" (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٨٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى وَسُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةَ اَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلٰى وُجُوْهِهِمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَمْشُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ قَالَ اِنَّ الَّذِىْ اَمْشَاهُمْ عَلٰى اَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّمْشِيَهُمْ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَمَا اِنَّهُمْ يَتَّقُوْنَ بِوُجُوْهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَّشَوْكٍ .

৩০৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকদেরকে তিন অবস্থায় উঠানো হবে। একদল লোক পদব্রজে, দ্বিতীয় দল সওয়ারী অবস্থায় এবং তৃতীয় দল অধঃমুখে (এবং পা উপরে তুলে) উপস্থিত হবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরা মুখমণ্ডলে ভর করে চলবে কিভাবে? তিনি বলেন ঃ যে মহান সত্তা তাদেরকে পায়ের সাহায্যে হাঁটিয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে মুখমণ্ডলে ভর করে হাঁটাতেও সক্ষম। এরা নিজেদের মুখের দ্বারা প্রতিটি উচ্চ-নীচু ও কাটা পরিহার করে পথ অতিক্রম করবে (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। উহাইব (র) ইবনে তাউসের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ رِجَالاً وَّرُكْبَانًا وَتُجَرُّوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ .

৩০৮১। বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পদব্রজে ও সওয়ারী অবস্থায় সমবেত করা হবে এবং কতককে মুখের উপর হেঁচড়িয়ে হাযির করা হবে (নাসাঈ)।[৪২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٨٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَاَبُوْ الْوَلِيْد وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَزِيْدَ وَالْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ اَنَّ يَهُوْدِيَّيْنِ قَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه اذْهَبْ بِنَا اِلٰى هٰذَا النَّبِيِّ نَسْاَلُهُ فَقَالَ لاَ تَقُلْ نَبِيٌّ فَاِنَّهُ اِنْ سَمِعَهَا تَقُوْلُ نَبِيٌّ كَانَتْ لَهُ اَرْبَعَةُ اَعْيُنٍ فَاَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلاَهُ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَسْحَرُوْا وَلاَ تَمْشُوْا بِبَرِيْءٍ اِلٰى سُلْطَانٍ فَيَقْتُلَهُ وَلاَ تَاْكُلُوا الرِّبَا وَلاَ تَقْذِفُوْا مُحْصَنَةً وَلاَ تَفِرُّوْا مِنَ الزَّحْفِ شَكَّ شُعْبَةُ وَعَلَيْكُم يَامَعْشَرَ الْيَهُوْدِ خَاصَّةً لاَ تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ فَقَبَّلاَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالاَ نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا اَنْ تَسْلِمَا قَالاَ اِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ دَعَا اللّٰهَ اَنْ لاَ يَزَالَ فِيْ ذُرِّيَّتِه نَبِيٌّ وَّاِنَّا نَخَافُ اِنْ اَسْلَمْنَا اَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ .

৩০৮২। সাফওয়ান ইবনে আসসাল আল-মুরাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ইহূদীর একজন অপরজনকে বলল, চল আমরা এই নবীর কাছে গিয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করি। অপরজন বলল, তাঁকে নবী বল না। কেননা সে যদি এটা শুনে ফেলে যে, তুমি (ইহূদীরাও) তাকে নবী বলছ, তার চারটি চোখ আছে। তারা উভয়ে তাঁর কাছে এসে তাঁকে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে

৪২. হাদীসটি ২৩৬৬ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

জিজ্ঞেস করে ঃ "আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলাম" (১৭ ঃ ১০১)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই নয়টি নিদর্শন (নির্দেশ) হচ্ছে ঃ (১) তোমরা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছু শরীক করো না, (২) যেনা-ব্যভিচার করো না, (৩) যাকে হত্যা করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত তার জীবন সংহার করো না, (৪) চুরি করো না, (৫) যাদুটোনা করো না, (৬) কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে সরকারের কাছে অপরাধী বানিয়ে হত্যা করো না, (৭) সূদ খেও না, (৮) কোন সতী-সাধ্বী মহিলার বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ দিও না এবং (৯) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না। হে ইহূদী সম্প্রদায়! বিশেষ করে তোমরা শনিবারের বাধ্যবাধকতা লংঘন করো না। অতঃপর ইহূদী শ্রোতাদ্বয় তাঁর পদদ্বয়ে ও হস্তদ্বয়ে চুমা দিয়ে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি নবী। তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমাদের দু'জনকে ইসলাম গ্রহণে কিসে বাধা দিচ্ছে? তারা উভয়ে বলল, দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছিলেন তিনি যেন বরাবর তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকেই নবী পাঠান। অনন্তর আমাদের ভয় হচ্ছে, আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তাহলে ইহূদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে।[৪৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٨٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ) قَالَ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ سَبَّهُ الْمُشْرِكُوْنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ) فَيَسُبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ (وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا) عَنْ اَصْحَابِكَ بِاَنْ تُسْمِعَهُمْ حَتّٰى يَاْخُذُوْا عَنْكَ الْقُرْاٰنَ .

৩০৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র বাণী ঃ "তোমার নামাযে স্বর (কিরাআত) উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না" (১৭ ঃ ১১০) মক্কায় অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ স্বরে কুরআন পাঠ করলে মুশরিকরা কুরআনকে গালি দিত এবং এর নাযিলকারী (আল্লাহ) ও এর বাহককেও (জিবরীল) গালি দিত। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "তোমার নামাযের কিরাআত উচ্চ স্বরে পাঠ করো না" অর্থাৎ আপনি উচ্চ স্বরে

৪৩। হাদীসটি অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায় "হাতে-পায়ে চুমু দেয়া" অনুচ্ছেদেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

কুরআন পাঠ করবেন না, অন্যথায় কুরআন, এর অবতরণকারী ও এর বাহককে গালি দেয়া হবে। "এবং তা ক্ষীণ স্বরেও পড়বে না", তাহলে আপনার সাথীরা শুনতে পাবে না, (বরং মধ্যম আওয়াজে তা পাঠ করুন) যাতে তারা আপনার কাছ থেকে কুরআন শিখতে পারে (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٨٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً) قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ اِذَا صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ اِذَا سَمِعُوْهُ شَتَمُوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِ (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ) اَىْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوا الْقُرْاٰنَ (وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا) عَنْ اَصْحَابِكَ (وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً) .

৩০৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ "তোমার নামাযের কিরাআত না উচ্চ স্বরে পড়বে, আর না নিম্ন স্বরে, এ দুইয়ের মধ্যবর্তী মাত্রার ধ্বনিই অবলম্বন কর" (১৭ ঃ ১১০) যখন নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আত্মগোপন করে ছিলেন। তিনি যখন নিজের সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়তেন, তখন উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন। মুশরিকরা তা শুনতে পেয়ে কুরআনকে, এর অবতরণকারীকে এবং এর বাহককে গালি দিত। অতএব আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেন ঃ "তোমার নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করো না", কারণ মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে গালি দেয়। "আবার এত নীচু স্বরেও পড়বে না", যাতে তোমার সাহাবীদের শুনতে অসুবিধা হয়, বরং "এই দুইয়ের মধ্যবর্তী মাত্রার আওয়াজ অবলম্বন কর"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٨٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قُلْتُ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ لاَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ اَنْتَ تَقُوْلُ

ذٰلِكَ يَا اَصْلَعُ بِمَا تَقُوْلُ ذٰلِكَ قُلْتُ بِالْقُرْاٰنِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ الْقُرْاٰنُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَنِ احْتَجَّ بِالْقُرْاٰنِ فَقَدْ اَفْلَحَ قَالَ سُفْيَانُ يَقُوْلُ فَقَدِ احْتَجَّ وَرُبَّمَا قَالَ قَدْ اَفْلَحَ فَقَالَ (سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى) قَالَ اَفْتَرَاهُ صَلّٰى فِيْهِ قُلْتُ لاَ قَالَ لَوْ صَلّٰى فِيْهِ لَكُتِبَ عَلَيْكُمْ فِيْهِ الصَّلاَةُ كَمَا كُتِبَتِ الصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ حُذَيْفَةُ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَابَّةٍ طَوِيْلَةِ الظَّهْرِ مَمْدُوْدَةٍ هٰكَذَا خَطْوُهُ مَدُّ بَصَرِهٖ فَمَا زَايَلاَ ظَهْرَ الْبُرَاقِ حَتّٰى رَاَيَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَوَعْدَ الْاٰخِرَةِ اَجْمَعَ ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلٰى بَدْئِهِمَا قَالَ وَيَتَحَدَّثُوْنَ اَنَّهُ رَبَطَهُ لِمَا لِيَفِرَّ مِنْهُ وَاِنَّمَا سَخَّرَهُ لَهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ·

৩০৮৫। যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়েছেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, হাঁ তিনি নামায পড়েছেন। তিনি বলেন, হে টেকো! তুমি এরূপ বলছ, তা কিসের ভিত্তিতে বলছ? আমি বললাম, কুরআনের ভিত্তিতে। আমার ও আপনার মাঝে কুরআন ফয়সালা করবে। হুযাইফা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন থেকে দলীল গ্রহণ করল সে সফলকাম হল। সুফিয়ান (র) বলেন, তিনি (মিসআর) কখনো "কাদ ইহ্‌তাজ্জা" আবার কখনো "কাদ আফলাহা" বলেছেন। অতঃপর তিনি (যির) এই আয়াত পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি এক রাতে তাঁর বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তী সেই মসজিদে নিয়ে গেলেন" (১৭ ঃ ১)। হুযাইফা (রা) বলেন, তুমি কি এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণ করতে চাও যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নামায পড়েছেন? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সেখানে নামায পড়তেন, তাহলে তোমাদের উপরও সেখানে নামায পড়া বাধ্যতামূলক হত, যেমন মসজিদুল হারামে নামায পড়া তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি পশু আনা হল। এর পিঠ ছিল দীর্ঘ এবং (চলার সময়) এর পা দৃষ্টির সীমায় পতিত হত। তাঁরা দু'জন (মহানবী ও জিবরীল) বেহেশত, দোযখ এবং আখেরাতের প্রতিশ্রুত

বিষয়সমূহ না দেখা পর্যন্ত বোরাকের পিঠ থেকে নামেননি। অতঃপর তাঁরা দু'জন প্রত্যাবর্তন করেন। তারা যেভাবে গিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করেন (অর্থাৎ সওয়ারী অবস্থায়ই প্রত্যাবর্তন করেন)। হুযাইফা (রা) বলেন, লোকেরা বলাবলি করে, তিনি বোরাককে বেঁধেছিলেন। কেননা এর পলায়ন করার আশংকা ছিল। অথচ গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানার মালিক (আল্লাহ্) বোরাককে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন (আ, না)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٣٠٨٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ ابْنِ جَدْعَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِىْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ اِلاَّ تَحْتَ لِوَائِىْ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلاَ فَخْرَ قَالَ فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلاَثَ فَزَعَاتٍ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اَبُوْنَا اٰدَمُ فَاشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا اُهْبِطْتُ مِنْهُ اِلَى الْاَرْضِ وَلٰكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ اِنِّىْ دَعَوْتُ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ دَعْوَةً فَاُهْلِكُوْا وَلٰكِنِ اذْهَبُوْا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْهَا كَذْبَةٌ اِلاَّ مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُوْسٰى فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ اِنِّىْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا وَلٰكِنِ ائْتُوْا عِيْسٰى فَيَأْتُوْا عِيْسٰى فَيَقُوْلُ اِنِّىْ عُبِدْتُّ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا قَالَ فَيَأْتُوْنَنِىْ فَاَنْطَلِقُ مَعَهُمْ قَالَ ابْنُ جُدْعَانَ قَالَ اَنَسٌ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاٰخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَاُقَعْقِعُهَا فَيُقَالُ مَنْ هٰذَا فَيُقَالُ مُحَمَّدٌ فَيَفْتَحُوْنَ لِىْ وَيُرَحِّبُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ مَرْحَبًا فَاَخِرُّ سَاجِدًا فَيُلْهِمُنِى اللّٰهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ فَيُقَالُ لِىْ اِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَقُلْ يُسْمَعْ بِقَوْلِكَ وَهُوَ الْمَقَامُ

الْمَحْمُوْدُ الَّذِيْ قَالَ اللّٰهُ (عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا) قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ عَنْ اَنَسٍ اِلاَّ هٰذِهِ الْكَلِمَةُ فَاٰخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَاُقَعْقِعُهَا ٠

৩০৮৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি সকল আদম সন্তানের নেতা হব। এতে গর্বের কিছু নেই। আমার হাতেই থাকবে হাম্‌দের (প্রশংসার) পতাকা। এতেও গর্বের কিছু নেই। সেদিন আদম আলাইহিস সালাম এবং অন্য সকল নবী আমার পতাকাতলেই সমবেত হবেন। আমিই প্রথম ব্যক্তি যার জন্য জমিন বিদীর্ণ করা হবে (অর্থাৎ আমাকেই সর্বপ্রথম উত্থিত করা হবে)। এতেও অহংকারের কিছু নেই। লোকেরা তিনবার ভীতসন্ত্রস্ত হবে। অতঃপর তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে, আপনি আমাদের পিতা আদম। আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আমি এমন এক অপরাধ করেছিলাম যার পরিণতিতে আমাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তোমরা বরং নূহ আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তারা নূহ আলাইহিস সালামের কাছে এলে তিনি বলবেন, আমি পৃথিবীর অধিবাসীদের এমন বদ দোয়া করেছিলাম, যার পরিণতিতে তারা ধ্বংস হয়েছে (এজন্য আমি লজ্জিত)। অতএব তোমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে এলে তিনি বলবেন, আমি তিনটি মিথ্যা বলেছিলাম। (রাবী বলেন) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিটি মিথ্যাকে কৌশল হিসাবে গ্রহণ করে তিনি আল্লাহ্‌র দীনকে হেফাজত করেছেন। (ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলবেন) তোমরা বরং মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এলে তিনি বলবেন, আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। অতএব তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তারা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে এলে তিনি বলবেন, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমার ইবাদত করা হয়েছে। আমাকে মা'বূদ বানানো হয়েছে। তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা আমার কাছে আসবে এবং আমি তাদের সাথে যাব। ইবনে জুদআন বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে আছি, আর তিনি বলছেন ঃ আমি বেহেশতের দরজার শিকল ধরে তাতে খটখট শব্দ করব। ভেতর থেকে বলা হবে, কে? বলা হবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাথে সাথে ভেতরের অধিবাসীরা আমার সৌজন্যে দরজা খুলে দিবে, আমার নাম শুনে প্রভাবিত হবে এবং মারহাবা মারহাবা বলে আমাকে

অভিনন্দন জানাবে। তখন আমি সিজদায় পতিত হব। এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি বিশেষ হাম্‌দ ও সানা (প্রশংসা ও স্তুতিবাক্য) ইলহাম করবেন (গোপনে শিখিয়ে দিবেন এবং আমি তা পড়তে থাকব)। আমাকে বলা হবে, মাথা তোল, যা চাও দেয়া হবে, সুপারিশ কর কবুল করা হবে এবং বল, তোমার কথা শুনা হবে। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) এটাই হল সেই 'মাকামে মাহমূদ' (উচ্চ প্রশংসিত মর্যাদা), যার কথা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহ্‌মূদে (Praised Position) সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন" (১৭ ঃ ৭৯)। সুফিয়ান (র) বলেন, আনাস (রা) থেকে কেবল এই কথাটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "আমি বেহেশতের দরজার শিকল ধরে খটখট শব্দ করব" (আ, ই)।[৪৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কতক রাবী এ হাদীস আবু নাদরা–ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন।

১৮. সূরা আল-কাহ্‌ফ

٣٠٨٧. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَ يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى صَاحِبُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَيْسَ بِمُوْسٰى صَاحِبُ الْخَضِرِ قَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ سَمِعْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَامَ مُوْسٰى خَطِيْبًا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ اَىُّ النَّاسِ اَعْلَمُ فَقَالَ اَنَا اَعْلَمُ فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِىْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ اَىْ رَبِّ فَكَيْفَ بِهِ فَقَالَ لَهُ اَحْمِلْ حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنَ وَيُقَالُ يُوْسَعُ فَجَعَلَ مُوْسٰى حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتّٰى اِذَا اَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوْسٰى وَفَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِى الْمِكْتَلِ حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِى الْبَحْرِ قَالَ وَاَمْسَكَ اللّٰهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ

৪৪। হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে আবওয়াবুল মানাকিব-এ উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

حَتّٰى كَانَ مِثْلُ الطَّاقِ وَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوْسٰى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوْسٰى اَنْ يُّخْبِرَهُ فَلَمَّا اَصْبَحَ مُوْسٰى (قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا) قَالَ وَلَمْ يَنْصَبْ حَتّٰى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِيْ اُمِرَ بِه (قَالَ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَي الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ) مُوْسٰى (ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا) قَالَ فَكَانَ يَقُصَّانِ اٰثَارَهُمَا قَالَ سُفْيَانُ يَزْعُمُ نَاسٌ اَنَّ تِلْكَ الصَّخْرَةَ عِنْدَهَا عَيْنُ الْحَيَاةِ لاَ يُصِيْبُ مَاؤُهَا مَيِّتًا اِلاَّ عَاشَ قَالَ وَكَانَ الْحُوْتُ قَدْ اُكِلَ مِنْهُ فَلَمَّا قُطِرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ عَاشَ قَالَ فَقَصَّا اٰثَارَهُمَا حَتّٰى اَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَاٰى رَجُلاً مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسٰى فَقَالَ اَنّٰى بِاَرْضِكَ السَّلاَمُ قَالَ اَنَا مُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا مُوْسٰى اِنَّكَ عَلٰى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ لاَ اَعْلَمُهُ وَاَنَا عَلٰي عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ لاَ تَعْلَمُهُ فَقَالَ مُوْسٰى (هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰي اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِه خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلاَ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا قَالَ) لَهُ الْخَضِرُ (فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلاَ تَسْاَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوْسٰى يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمَاهُ اَنْ يَّحْمِلُوْهُمَا فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْهَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمَدَ الْخَضِرُ اِلَي لَوْحٍ مِّنْ اَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلَي سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا (لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ٠ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ

عُشْرًا) ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِيْنَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ وَاِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ لَهُ مُوْسٰى (اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ٠ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا) قَالَ وَهٰذِهِ اَشَدُّ مِنَ الْاُوْلٰي (قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ٠ فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ) يَقُوْلُ مَائِلٌ فَقَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هٰكَذَا (فَاَقَامَهُ) (قَالَ) لَهُ مُوْسٰى قَوْمٌ اَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلَمْ يُطْعِمُوْنَا (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ٠ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَوَدِدْنَا اَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتّٰى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ اَخْبَارِهِمَا قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاُوْلٰي كَانَتْ مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ عُصْفُوْرٌ حَتّٰى وَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِى الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا نَقَصَ عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلاَّ مِثْلُ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ مِنَ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَانَ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ وَاَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا.

৩০৮৭। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, নাওফ আল-বিকালী মনে করেন যে, খিযিরের সাথে যে মূসার সাক্ষাত হয়েছিল, তিনি বনী ইসরাঈলের নবী মূসা আলাইহিস সালাম নন (এরা দুই ভিন্ন ব্যক্তি)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র দুশমন মিথ্যা বলছে। আমি উবাই ইবনে কাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের লোকদের সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কোন ব্যক্তি

সবচেয়ে বড় জ্ঞানী? তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। এতে আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন। কেননা তিনি এলেমকে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করেননি (অর্থাৎ আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী এ কথা বলেননি)। আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে ওহী পাঠান, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত এক বান্দা দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আছে। সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মূসা আলাইহিস সালাম বলেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি কি উপায়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করব? মহান আল্লাহ বলেন ঃ তুমি থলেতে একটি মাছ লও। মাছটি যেখানে অন্তর্হিত হয়ে যাবে, সেখানেই সে আছে। অতএব তিনি রওনা হলেন এবং ইউশা ইবনে নূন নামক তাঁর যুবক শাগরিদও তাঁর সফরসঙ্গী হলেন। মূসা আলাইহিস সালাম একটি মাছ থলেতে ভরে নিলেন। তাঁরা উভয়ে পদব্রজে চলতে চলতে একটি প্রকাণ্ড পাথরের নিকট (সমুদ্রের তীরে) এসে পৌঁছেন। এখানে দু'জনই শুয়ে বিশ্রাম নিলেন। থলের মধ্যকার মাছটি নড়াচড়া করতে করতে তা থেকে বের হয়ে সমুদ্রে পতিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা মাছটি দিয়ে পানির স্রোতধারা বন্ধ করে দিলেন। ফলে তা প্রাচীরবৎ হয়ে গেল এবং মাছটির জন্য এভাবে একটি পথের ব্যবস্থা হল। মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর যুবক সঙ্গীর কাছে এটা বড়ই আশ্চর্য লাগছিল। তাঁরা দিনের অবশিষ্ট সময় ও রাতে অগ্রসর হতে থাকলেন। তাঁর সঙ্গী তাঁকে মাছের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে ভুলে গেল। ভোর হলে মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গীকে বলেন, "আমাদের সকালের নাশতা লও। আজকের সফরে আমরা অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি" (১৮ ঃ ৬২)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে জায়গায় যেতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে তাঁরা ক্লান্ত হননি। কিন্তু নির্দেশিত স্থান অতিক্রম করার পরই তাঁদেরকে ক্লান্তিতে পেয়ে বসে। "যুবক বলল, আমরা যখন সেই প্রস্তরময় প্রান্তরে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটনা ঘটেছে তা কি আপনি লক্ষ্য করেননি? মাছের প্রতি আমার কোন লক্ষ্য ছিল না। আর শয়তান আমাকে এমনভাবে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমি আপনার কাছে তা উল্লেখ করতেও ভুলে গেছি। মাছ তো আশ্চর্য রকমভাবে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেছে। মূসা বলেন, আমরা তো এটাই চেয়েছিলাম" (১৮ ঃ ৬৪)। তাঁরা উভয়ে তাঁদের পদচিহ্ন ধরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, কতিপয় লোকের ধারণা যে, এই প্রস্তরময় ময়দানে (বা সমুদ্র তীরেই) আবে হায়াতের ঝর্ণা অবস্থিত। মৃতদেহের উপর এই পানি ছিটিয়ে দিলে সে জীবিত হয়ে উঠে। এই মাছের কিছু অংশ খাওয়াও হয়েছিল। ঐ ঝর্ণার পানির ফোঁটা মাছের গায়ে পড়লে সাথে সাথে মাছটি জীবিত হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাঁরা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন ধরে অগ্রসর হতে হতে পূর্বের সেই প্রান্তরে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি চাদর লম্বা করে গায়ে দিয়ে মুখ ডেকে শুয়ে আছেন। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁকে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বলেন, তোমাদের এ এলাকায় সালামের তো প্রচলন নেই (হয়ত তুমি একজন আগন্তুক)? তিনি বলেন, আমি মূসা আলাইহিস সালাম। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আপনার কাছে আল্লাহ তাআলার দানকৃত এক বিশেষ জ্ঞান আছে। আমি তা জানি না। আর আমাকেও আল্লাহ তাআলা এক বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন যা আপনি জানেন না। মূসা আলাইহিস সালাম বলেন ঃ "আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা শিখার উদ্দেশ্যে আমি কি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি? তিনি বলেন ঃ আপনি ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকতে পারবেন না। আর যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে আপনি কেমন করেই বা ধৈর্য ধারণ করতে পারেন? তিনি বলেন, ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। কোন ব্যাপারেই আমি আপনার নির্দেশের বিরোধিতা করব না" (১৮ ঃ ৬৬-৬৯)। খিযির আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেন, "ঠিক আছে, আপনি যদি আমার সাথে চলতে থাকেন, তাহলে আপনি আমার কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবেন না, যতক্ষণ আমি আপনাকে তা না বলি" (১৮ ঃ ৭০)। তিনি (মূসা) বলেন, হাঁ ঠিক আছে। খিযির ও মূসা আলাইহিস সালাম সমুদ্রের তীর ধরে পদব্রজে চলতে থাকলেন। তাদের সামনে দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা উভয়ে তাদের সাথে কথা বললেন এবং তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তারা খিযিরকে চিনে ফেলল এবং কোন ভাড়া ছাড়াই তাদের উভয়কে নৌকায় তুলে নিল। খিযির নৌকার একটি তক্তা খুলে নিলেন। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেন, লোকেরা আমাদেরকে ভাড়া ব্যতীতই নৌকায় তুলে নিল, আর আপনি নৌকাটির ক্ষতি সাধন করলেন! আপনি কি তাদের ডুবিয়ে দিতে চান? "আপনার এ কাজটি খুবই আপত্তিকর। খিযির বলেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না? মূসা বলেন, আপনি আমার ভুলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারে আপনি অতটা কড়াকড়ি করবেন না" (১৮ ঃ ৭১-৭৩)। তারা নৌকা থেকে অবতরণ করে সমুদ্রের তীর ধরে অগ্রসর হতে থাকেন। পথিমধ্যে দেখা গেল, একটি বালক অপর কয়েকটি বালকের সাথে খেলাধুলা করছে। খিযির আলাইহিস সালাম নিজের হাতে ছেলেটির মাথা ধরে তা ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং এভাবে তাকে হত্যা করেন। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেন, "আপনি একটা নিষ্পাপ বালককে হত্যা করলেন! অথচ সে

তো কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছেন। খিযির বলেন, আমি কি তোমাকে বলিনি, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে চলতে পারবে না" (১৮ ঃ ৭৪-৭৫)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ কথাটা পূর্বের কথার চেয়ে অধিক শক্ত ছিল। মূসা আলাইহিস সালাম বলেন, "অতঃপর আমি যদি আপনার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করি, তাহলে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আমাকে প্রত্যাখ্যান করার মত ত্রুটি আপনি আমার মধ্যে পেয়েছেন। তাঁরা উভয়ে আবার সামনে অগ্রসর হলেন এবং চলতে চলতে একটি জনপদে এসে পৌঁছলেন এবং সেখানকার লোকদের কাছে আহার চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁদেরকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। সেখানে তাঁরা একটি দেয়াল দেখতে পেলেন, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল" (১৮ ঃ ৭৬-৭৭)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দেয়ালটি ঝুঁকে পড়েছিল। খিযির তাঁর হাত দিয়ে দেয়ালটি ঠিক করে দিলেন। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেন ঃ আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে আসলাম, যারা আমাদেরকে মেহমান হিসাবেও গ্রহণ করেনি বা আহারও করায়নি। "আপনি ইচ্ছা করলে এই কাজের মুজরী আদায় করতে পারতেন। খিযির বলেন, বাস!এখানেই তোমার ও আমার একত্রে ভ্রমণ শেষ। তুমি যেসব বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারনি, এখন আমি তোমাকে সেসব বিষয়ের তাৎপর্য বলে দিব" (১৮ ঃ ৭৭-৭৮)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের উপর রহমত নাযিল করুন। আমাদের আশা ছিল যে, তিনি যদি ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আমাদেরকে তাদের এসব বিষয়ের তথ্য জানানো হত! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মূসা আলাইহিস সালাম শর্তের কথা ভুলে গিয়েছিলেন বলেই প্রথম প্রশ্নটি করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ একটি চড়ুই পাখি এসে তাদের নৌকার কিনারে বসে, অতঃপর তা সমুদ্রে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়। খিযির তাঁকে বললেন, এই চড়ুই পাখি সমুদ্রের পানি যতটুটু কমিয়েছে, আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ঠিক ততটুকুই কমিয়েছে।

সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) পড়তেন ঃ

وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ‏.

"তাদের সামনে ছিল এক বাদশাহ যে প্রতিটি নিখুঁত নৌকা জোরপূর্বক কেড়ে নিত।" তিনি আরো পড়তেন ঃ وَاَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا

"আর বালকটি ছিল কাফের" (বু, মু, না)।[৪৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি আবু ইসহাক আল-হামদানী (র) সাঈদ ইবনে জুবাইর–ইবনে আব্বাস–উবাই ইবনে কাব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যুহ্‌রী (র) এ হাদীস উবাইদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে আব্বাস–উবাই ইবনে কাব-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু মুযাহিম আস-সামারকান্দী বলেন, আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি হজ্জে গিয়েছিলাম। আমার হজ্জের সফরের উদ্দেশ্যই ছিল সুফিয়ান সাওরীকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনব। তিনি এ হাদীসে একটি বিষয় বর্ণনা করতেন। সুতরাং আমি তাকে বলতে শুনেছি, আমর ইবনে দীনার আমাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে আমি সুফিয়ানকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, কিন্তু তিনি উক্ত বিষয় এতে বর্ণনা করেননি।

٣٠٨٨. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ اَبِيْ اسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُلاَمُ الَّذِيْ قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا.

৩০৮৮। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খিযির আলাইহিস সালাম যে ছেলেটিকে হত্যা করেন, সে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী (সৃষ্টির সূচনাতেই) কাফের ছিল (মু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٠٨٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ لِاَنَّهُ جَلَسَ عَلٰى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضِرًا .

৩০৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খিযিরের নাম এজন্যই খিযির (সবুজ) রাখা হয়েছে যে, একদা তিনি শুকনা মাটির উপর বসলে তাঁর নীচের মাটিতে সবুজ, শ্যামলিমার উদগম হয় (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

৪৫. প্রচলিত মাসহাফগুলোতে উক্ত ধরনের পাঠ নাই, তবে তাফসীরের গ্রন্থাবলীতে বিকল্প পাঠ হিসাবে উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

٣٠٩٠. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ الْجَزَرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ يُوْسُفَ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ (وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا) قَالَ ذَهَبٌ وَّفِضَّةٌ .

৩০৯০। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র বাণী ঃ "এই প্রাচীরের নীচে এই ছেলে দু'টির জন্য একটি সম্পদ গচ্ছিত আছে" (১৮ ঃ ৮২)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এখানে 'কান্‌য' অর্থ সোনা-রূপা (হা)।

হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল–সাফওয়ান ইবনে সালেহ–ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম–ইয়াযীদ ইবনে ইউসুফ আস-সানআনী-ইয়াযীদ ইবনে জাবির–মাকহূল (র) থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّدِّ قَالَ يَحْفِرُوْنَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتّٰى اِذَا كَادُوْا يَخْرِقُوْنَهُ قَالَ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ ارْجِعُوْا فَسَتَخْرِقُوْنَهُ غَدًا فَيُعِيْدُهُ اللّٰهُ كَاَشَدِّ مَا كَانَ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مُدَّتُهُمْ وَاَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ قَالَ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ ارْجِعُوْا فَسَتَخْرِقُوْنَهُ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَاسْتَثْنٰى قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ فَيَجِدُوْنَهُ كَهَيْئَتِه حِيْنَ تَرَكُوْهُ فَيَخْرِقُوْنَهُ فَيَخْرُجُوْنَ عَلَى النَّاسِ فَيَسْتَقُوْنَ الْمِيَاهَ وَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ فَيَرْمُوْنَ بِسِهَامِهِمْ فِى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدِّمَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ نَهَرْنَا مَنْ فِى الْاَرْضِ وَعَلَوْنَا مَنْ فِى السَّمَاءِ قَسْوَةً وَعُلُوًّا فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِىْ اَقْفَاءِهِمْ فَيَهْلِكُوْنَ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ دَوَابَّ الْاَرْضِ تَسْمَنُ وَتَبْطَرُ وَتَشْكَرُ شُكْرًا مِنْ لُحُوْمِهِمْ .

৩০৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইয়াজূয-মাজূযের) প্রাচীর সম্পর্কে বলেন ঃ এরা বাধার প্রাচীর খনন

করতে থাকে। যখন তারা এটাকে চৌচির করে ভেদ করার কাছাকাছি এসে যায়, তখন তাদের সরদার বলে, ফিরে চলো, কাল সকালে এটাকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা প্রাচীরটিকে পূর্বের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ করে দেন। এভাবে তারা প্রত্যহ এই প্রাচীর খুঁড়তে থাকে। অবশেষে যখন তাদের বন্দীত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জনবসতিতে পাঠানোর ইচ্ছা করবেন তখন ইয়াজূয-মাজূযদের সরদার বলবে, আজ চলো। আল্লাহ চাইলে আগামী কাল সকালে আমরা এই দেয়াল ভেঙ্গে ফেলব। সে তার কথার সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা ফিরে যাবে। গতকাল তারা দেয়ালটিকে যে অবস্থায় পরিত্যাগ করেছিল, এবার ফিরে এসে ঠিক সেই অবস্থায়ই পাবে। এরা দেয়াল ভেদ করে জনপদে ছড়িয়ে পড়বে এবং সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। লোকেরা এদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করবে। এরা আসমানের দিকে নিজেদের তীর নিক্ষেপ করবে। তাদের তীরগুলোকে রক্ত-রঞ্জিত করে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এরা বলবে, আমরা পৃথিবীর বাসিন্দাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি এবং আসমানবাসীদের উপরও আধিপত্য বিস্তার করে তাদেরকে অধীনস্ত করে নিয়েছি। আল্লাহ তাআলা এদের গলদেশে কীট সৃষ্টি করবেন। ফলে এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! জমীনের কীট-পতঙ্গ ও জীব-জন্তু এদের গোশত খেয়ে খুব মোটাতাজা হবে, খুব পরিতৃপ্ত হবে এবং এগুলোর দেহে বেশ চর্বি জমবে (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা উপরোক্ত সনদেই কেবল এ হাদীসটি উক্তরূপে জানতে পেরেছি।

٣٠٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنِ ابْنِ مِيْنَاءِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ فَضَالَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيْهِ نَادٰى مُنَادٍ مَّنْ كَانَ اَشْرَكَ فِيْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ اَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ اَغْنَي الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ.

৩০৯২। আবু সাঈদ ইবনে আবু ফাদালা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কিয়ামতের দিন, যে দিনের আগমন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই, লোকদেরকে একত্র করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে এর মধ্যে কাউকে শরীক করেছে, সে যেন গাইরুল্লাহ্‌র কাছে নিজের সওয়াব চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা শরীকদের শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত (আ, ই, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে বাকর-এর সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

১৯. সূরা মরিয়ম

٣٠٩٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى نَجْرَانَ فَقَالُوْا لِىْ اَلَسْتُمْ تَقْرَءُوْنَ يَا اُخْتَ هَارُوْنَ وَقَدْ كَانَ بَيْنَ عِيْسٰى وَمُوْسٰى مَا كَانَ فَلَمْ اَدْرِ مَا اُجِيْبُهُمْ فَرَجَعْتُ اِلَي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَلاَ اَخْبَرْتَهُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَ بِاَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِيْنَ قَبْلَهُمْ .

৩০৯৩। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নাজরানে পাঠান। সেখানকার (খৃস্টান) অধিবাসীরা আমাকে বলে, তোমরা কি পড় না ঃ "হে হারূনের বোন" (১৯ ঃ ২৮)? অথচ মূসা ও ঈসা আলাইহিস সালামের মাঝখানে কালের যে ব্যবধান ছিল তাতো জানা কথা। আমি যে তাদের এ প্রশ্নের কি জবাব দিতে পারি তা আমার বুঝে আসেনি। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি কি তাদেরকে এতটুকু অবহিত করতে পারলে না যে, তারা (বনী ইসরাঈল) তাদের পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও মহান ব্যক্তিদের নামানুসারে নিজেদের নাম রাখতো (আ, মু, বা)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল ইবনে ইদরীসের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣٠٩٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَبُو الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ) قَالَ يُؤْتٰي بِالْمَوْتِ كَاَنَّهُ كَبْشٌ اَمْلَحَ حَتّٰى يُوْقَفَ عَلَى السُّوْرِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيُقَالُ يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ فَيُضْجَعَ فَيُذْبَحَ فَلَوْلاَ اَنَّ اللّٰهَ قَضٰى لِاَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَيَاةَ فِيْهَا وَالْبَقَاءَ لَمَاتُوْا فَرَحًا وَلَوْلاَ اَنَّ اللّٰهَ قَضٰى لِاَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ فِيْهَا وَالْبَقَاءَ لَمَاتُوْا تَرَحًا.

৩০৯৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করেন ঃ "তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও, যেদিন চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে এবং আফসোস করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না" (১৯ ঃ ৩৯)। তিনি বলেন ঃ (কিয়ামতের দিন লোকদের সামনে) মৃত্যুকে হাযির করা হবে, যেন তা সাদা ও কালো মিশ্রিত বর্ণের একটি মেষ। এটাকে বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী প্রাচীরের সাথে দাঁড় করিয়ে বলা হবে, হে বেহেশতের অধিবাসীগণ, শোন। তারা মাথা উত্তোলন করবে। অতঃপর বলা হবে, হে দোযখের বাসিন্দারা, শোন। তারাও মাথা উঁচু করে তাকাবে। অতঃপর বলা হবে, তোমরা কি এটাকে চিনতে পেরেছ? তারা বলবে, হাঁ, এটা মৃত্যু। অতঃপর এটাকে শুইয়ে যবেহ করা হবে। আল্লাহ তাআলা যদি জান্নাতবাসীদের তথায় চিরস্থায়ী জীবনের ফয়সালা না করতেন, তাহলে তারা (এ দৃশ্য দেখে) আনন্দের আতিশয্যে মারা যেত। আল্লাহ তাআলা যদি দোযখবাসীদের তথায় চিরস্থায়ী জীবনের ফয়সালা না করতেন, তাহলে তারাও (এ দৃশ্য দেখে) আফসোস ও অনুতাপ করতে করতে মারা যেত (আ, না, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٠٩٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ فِيْ قَوْلِهِ (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِيْ رَاَيْتُ اِدْرِيْسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.

৩০৯৫। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র বাণী ঃ "আর আমরা তাকে উচ্চতর স্থানে উন্নীত করেছি" (১৯ ঃ ৫৭) সম্পর্কে তিনি (কাতাদ) বলেন, আনাস

ইবনে মালেক (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আমাকে মিরাজে নেয়া হয় তখন আমি ইদরীস আলাইহিস সালামকে চতুর্থ আসমানে দেখেছি (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে আবু আরূবা–হাম্মাম প্রমুখ-কাতাদা–আনাস ইবনে মালেক (রা)-মালেক ইবনে সাসাআ (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে মিরাজের হাদীসটি দীর্ঘ আকারে বর্ণনা করেছেন। আমার মতে সেটির তুলনায় এটি অধিকতর সংক্ষিপ্ত।

٣٠٩٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيْلَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ) إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

৩০৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বলেন ঃ আপনি আমাদের সাথে যতবার সাক্ষাত করেন তার চেয়ে অধিকবার সাক্ষাত করতে আপনাকে কিসে বাঁধা দেয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আমরা আপনার প্রভুর নির্দেশ ছাড়া অবতীর্ণ হই না। যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে, যা কিছু আমাদের পিছনে রয়েছে এবং যা কিছু এতদুভয়ের মাঝখানে রয়েছে, সে সবের মালিক তিনিই। আপনার প্রতিপালক কখনো ভুলে যান না" (১৯ ঃ ৬৪) (আ, বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٠٩٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا) فَحَدَّثَنِيْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ ثُمَّ كَالرِّيْحِ ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِيْ رَحْلِهِ ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشْيِهِ .

৩০৯৭। সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুররা আল-হামদানীকে জিজ্ঞেস করলাম, মহান আল্লাহ্‌র এ বাণী সম্পর্কে ঃ " তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে না" (১৯ ঃ ৭১)। তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করে শুনান যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা আগুনের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে এবং যার যার কৃতকর্ম অনুযায়ী তা পার হতে থাকবে। তাদের প্রথম দল বিজলি চমকানোর ন্যায় দ্রুত পার হয়ে যাবে। পরবর্তী দল বাতাসের বেগে, অতঃপর দ্রুতগামী ঘোড়ার বেগে, অতঃপর উষ্ট্রারোহীর বেগে, অতঃপর মানুষের দৌঁড়ের গতিতে, অতঃপর হেটে চলার গতিতে পার হবে (আ, দার, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শোবা (র) এ হাদীস সুদ্দীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি এটাকে মরফূরূপে বর্ণনা করেননি।

٣٠٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ مُرَّةَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا) قَالَ يَرِدُوْنَهَا ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ .

৩০৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমাদের প্রত্যেককেই তার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে" (১৯ ঃ ৭১) সম্পর্কে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন লোকেরা তার (পুলসিরাত) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। তারা নিজ নিজ কৃতকর্ম অনুযায়ী (বিভিন্ন গতিবেগে) এটা পার হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার–আবদুর রহমান–শোবা–সুদ্দী (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান বলেন, আমি শোবাকে বললাম, ইসরাঈল আমাকে সুদ্দীর সূত্রে, তিনি মুররার সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। শোবা (র) বলেন, আমি সুদ্দীর নিকট এ হাদীস মরফূ হিসাবেই শুনেছি। কিন্তু আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই (মরফূ হিসাবে বর্ণনা করা) ত্যাগ করেছি।

٣٠٩٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا

أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا نَادٰى جِبْرِيْلَ اِنِّىْ قَدْ اَحْبَبْتُ فُلاَنًا فَاَحِبَّهُ قَالَ فَيُنَادِىْ فِى السَّمَاءِ ثُمَّ تُنْزَلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِىْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ (اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا) وَاِذَا اَبْغَضَ اللّٰهُ عَبْدًا نَادٰى جِبْرِيْلَ اِنِّىْ اَبْغَضْتُ فُلاَنًا فَيُنَادِىْ فِى السَّمَاءِ ثُمَّ تُنْزَلُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْاَرْضِ.

৩০৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন ঃ আমি অমুককে ভালোবাসি। অতএব তুমিও তাকে মহব্বত কর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিবরাঈল তখন (এ কথা) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন। অতঃপর তার জন্য জমীনবাসীদের অন্তরে মহব্বত নাযিল হয়। এটাই আল্লাহ্‌র বাণীর মধ্যে ফুটে উঠেছে ঃ " যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে অচিরেই দয়াময় রহমান (লোকদের) অন্তরে তাদের প্রতি ভালোবাসার উদ্রেক করবেন" (১৯ ঃ ৯৬)। অপর দিকে আল্লাহ তাআলা যখন কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন ঃ আমি অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করি। জিবরাঈল তখন এটা আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন। অতঃপর তার জন্য জমীনের অধিবাসীদের মনে ঘৃণা নাযিল হতে থাকে (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) তার পিতা-আবু সালেহ–আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٠٠. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْاَرَتِّ يَقُوْلُ جِئْتُ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِىَّ اَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِىْ عِنْدَهُ فَقَالَ لاَ اُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَ حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ اِنِّىْ لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّ لِىْ هُنَاكَ مَالاً وَّوَلَدًا فَاَقْضِيْكَ فَنَزَلَتْ (اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا) الْاٰيَةَ.

৩১০০। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার একটি স্বত্ব আস ইবনে ওয়াইল আস-সাহমীর যিম্মায় ছিল। আমি এ ব্যাপারে তাগাদা দেয়ার জন্য তার কাছে গেলাম। সে বলল, তুমি যতক্ষণ মুহাম্মাদের নবূয়াত অস্বীকার না করবে, ততক্ষণ আমি তোমার স্বত্ব ফেরত দিব না। আমি বললাম, তুমি মরে গিয়ে কিয়ামতের দিন পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠা পর্যন্ত তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বলল, আমি মরে যাব এবং পুনরায় জীবিত হব? আমি বললাম, হাঁ। সে বলল, তাহলে সেখানে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও থাকবে। সেখানে তোমার পাওনাটা ফেরত দিব। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ "তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে এবং সে বলে, আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে ধন্য করা হবে" (১৯ ঃ ৭৭) (আ, না, বু, মু)?

হাম্মাদ–আবু মুআবিয়া–আমাশ (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২০. সূরা তহা

٣١٠١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ اَسْرٰى لَيْلَةً حَتّٰى اَدْرَكَهُ الْكَرٰى اَنَاخَ فَعَرَّسَ ثُمَّ قَالَ يَا بِلاَلُ اكْلاَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَصَلّٰى بِلاَلٌ ثُمَّ تَسَانَدَ اِلٰى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ اَحَدٌ مِنْهُمْ وَكَانَ اَوَّلَهُمْ اسْتَيْقَاظًا النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيْ بِلاَلُ فَقَالَ بِلاَلٌ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخَذَ بِنَفْسِى الَّذِيْ اَخَذَ بِنَفْسِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَادُوْا ثُمَّ اَنَاخَ فَتَوَضَّاَ فَاَقَامَ الصَّلاَةَ ثُمَّ صَلّٰى مِثْلَ صَلاَتِهِ لِلْوَقْتِ فِيْ تَمَكُّثٍ ثُمَّ قَالَ (اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ).

৩১০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন এবং রাতে চলতে চলতে তাঁর খুব ঘুম পেল, তখন তিনি নিজের উট বসিয়ে তা থেকে নেমে পড়লেন, অতঃপর বলেন ঃ হে বিলাল! আজ রাতে তুমি আমাদের পাহারা দাও। রাবী বলেন, বিলাল (রা) নামায পড়লেন, অতঃপর পূর্বদিকে মুখ করে হাওদার সাথে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। ঘুমের তীব্রতায় তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। সকাল বেলা কেউই ঘুম থেকে জাগতে পারলেন না। সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ খুললো। তিনি ডাকলেন ঃ হে বিলাল! বিলাল (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। যিনি আপনার জীবন নিয়ে নিয়েছিলেন, তিনিই আমার জীবনও নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উটের পিঠে হাওদা বাঁধো এবং জলদি সফর কর। অতঃপর তিনি অন্য জায়গায় পৌঁছে উট বসালেন এবং উযূ করলেন। নামাযের জন্য ইকামত বলা হল। তিনি ওয়াক্তিয়া নামাযগুলো যেভাবে আদায় করে থাকেন, ঠিক সেভাবে ধীরে সুস্থে এই (কাযা) নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি বলেন (আয়াত পাঠ করেন) ঃ "আমার স্মরণে নামায কায়েম কর" (২০ ঃ ১৪)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ সুরক্ষিত নয়। একাধিক হাফেয যুহরীর সূত্রে এবং তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা নিজ নিজ সনদে আবু হুরায়রার উল্লেখ করেননি। তাছাড়া সালেহ ইবনে আবুল আখদার হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ তাকে স্মরণ শক্তির দিক থেকে দুর্বল বলেছেন।

২১. সূরা আল-আম্বিয়া

٣١٠٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ (الْحُسَيْنُ) بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْوَيْلُ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَهْوِىْ فِيْهِ الْكَافِرُ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا قَبْلَ اَنْ يَّبْلُغَ قَعْرَهُ.

৩১০২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওয়াইল হচ্ছে দোযখের একটি মাঠের নাম। এটা এতই গভীর যে, এর

তলদেশে পৌঁছা পর্যন্ত কাফের ব্যক্তি চল্লিশ বছর ধরে নীচের দিক পতিত হতে থাকবে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা শুধু ইবনে লাহীআর সূত্রেই এটি মরফূ হিসাবে জানতে পেরেছি।

٣١٠٣. حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى الْبَغْدَادِيُّ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ أَبُوْ نُوْحٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ مَمْلُوْكِيْنَ يُكَذِّبُوْنَنِيْ وَيَخُوْنُوْنَنِيْ وَيَعْصُوْنَنِيْ وَأَشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ قَالَ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِيْ وَيَهْتِفُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللّٰهِ (وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ) الْآيَةَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَجِدُ لِيْ وَلَهُمْ (وَهٰؤُلاَءِ) شَيْئًا خَيْرًا مِّنْ مُفَارَقَتِهِمْ أُشْهِدُكَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ.

৩১০৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কয়েকটি ক্রীতদাস আছে। এরা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, আমার মালে ক্ষতিসাধন (খেয়ানত) করে এবং আমার অবাধ্যাচরণ করে। এজন্য আমি তাদেরকে গালাগালি ও মারধর করি। তাদের সাথে এরূপ আচরণে আমার অবস্থা কি হবে? তিনি বলেন ঃ তারা যে তোমার সাথে খেয়ানত করে, তোমার অবাধ্যাচরণ করে এবং তোমার কাছে মিথ্যা বলে, আর তুমি এজন্য তাদের সাথে যেরূপ ব্যবহার কর– এ সবেরই হিসাব-নিকাশ হবে। যদি তোমার প্রদত্ত শাস্তি তাদের অপরাধের সমতুল্য হয় তাহলে ঠিক আছে।

তোমারও কোন দায়িত্ব নাই এবং তাদেরও কোন দায়িত্ব নাই। যদি তোমার প্রদত্ত শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তাহলে তোমার জন্য অতিরিক্ত (সওয়াব) রয়ে গেল। যদি তোমার প্রদত্ত শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় অধিক হয়, তাহলে অতিরিক্ত অংশের জন্য তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাবী বলেন, এ কথা শুনে লোকটি চিৎকার দিয়ে কানতে কানতে পৃথক হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্‌র কিতাবে এ কথা পড় না (অনুবাদ) ঃ "আমরা কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব। সুতরাং কোন ব্যক্তির উপর কোন যুলুম করা হবে না। কারো বিন্দু পরিমাণও কিছু কৃতকর্ম থাকলে তাও আমরা উপস্থিত করব। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট" (২১ ঃ ৪৭)। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের মধ্যে এবং আমার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ছাড়া আমার ও তাদের কল্যাণের আর কোন পথ দেখছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, এখন থেকে তাদের সবাই মুক্ত (আ, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবদুর রহমান ইবনে গাযওয়ানের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইমাম আহমাদও এ হাদীস আবদুর রহমান ইবনে গাযওয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣١٠٤. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا فِيْ ثَلَاثٍ قَوْلُهُ (اِنِّيْ سَقِيْمٌ) وَلَمْ يَكُنْ سَقِيْمًا وَقَوْلُهُ لِسَرَةَ اُخْتِيْ وَقَوْلُهُ (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا) .

৩১০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কোন ব্যাপারে কখনো মিথ্যা বলেননি। যেমন তাঁর কথা "আমি অসুস্থ" (সূরা আস-সাফফাত ঃ ৮৯), অথচ তিনি অসুস্থ ছিলেন না, নিজের স্ত্রী 'সারা'-কে তাঁর বোন বলা এবং তাঁর কথা "বরং এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি এ কাজ করেছে" (২১ ঃ ৬৩) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٠٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَي اللهِ عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَاَ (كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا) اِلَي اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ اَوَّلُ مَنْ يُكْسٰي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ وَاِنَّهُ سَيُؤْتٰى بِرِجَالٍ مِّنْ اُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ رَبِّ اَصْحَابِيْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ . اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) فَيُقَالُ هٰؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰي اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

৩১০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ-নসীহত করতে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে লোকেরা! কিয়ামতের দিন তোমরা উলংগ ও খাতনাহীন অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে একত্র হবে। (রাবী বলেন,) অতঃপর তিনি পাঠ করলেন ঃ " যেভাবে সর্বপ্রথম আমরা সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, অনুরূপভাবে তার পুনরাবৃত্তি করব। এটা একটা ওয়াদা, যা পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের। আর এ কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে" (২১ ঃ ১০৪)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাঁকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হচ্ছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোককে নিয়ে আসা হবে এবং তাদেরকে ধরে বাঁ দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন বলব ঃ হে আমার প্রভু! এরা আমার সাহাবী। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা আপনার বিদায়ের পর কি ধরনের বিদআতে লিপ্ত হয়েছিল। আমি তখন একজন সৎকর্মশীল বান্দার (ঈসা আলাইহিস সালাম) মত বলব (কুরআনের ভাষায়) ঃ "আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণ তাদের পাহারাদার পরিচালক ছিলাম। কিন্তু আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক। আর আপনি তো সর্ববিষয়ে সাক্ষী। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর যদি মাফ করে দেন তাহলে আপনি তো সর্বজয়ী সর্বজ্ঞানী" (সূরা আল-মাইদা ঃ ১১৭,

১১৮)। তখন বলা হবে, আপনি যখন তাদেরকে রেখে এসেছেন তখন থেকে এরা অনবরত খারাপ পথেই চলেছে (বু, মু)।৪৬

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার–মুহাম্মাদ ইবনে জাফর–শোবা–মুগীরা ইবনুন নোমান থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান সাওরীও এ হাদীসটি মুগীরা ইবনুন নোমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

২২. সূরা আল-হজ্জ

٣١٠٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْـرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ (يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَئٌ عَظِيْمٌ) اِلٰى قَوْلِه (وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ) قَالَ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هٰذِه الْاٰيَاتُ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ ذٰلِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذٰلِكَ يَوْمٌ يَّقُوْلُ اللّٰهُ لِاٰدَمَ ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ فَقَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ تِسْعُ مِائَةٍ وَّتِسْعَةَ وَتِسْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ اِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَاَنْشَاَ الْمُسْلِمُوْنَ يَبْكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا فَاِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ اِلاَّ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ قَالَ فَيُؤْخَذُ الْعَدَدُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاِنْ تَمَّتْ وَاِلاَّ كَمُلَتْ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْاُمَمُ اِلاَّ كَمَثَلِ الرَّقْمَةِ فِىْ ذِرَاعِ الدَّابَّةِ اَوْ كَالشَّامَةِ فِىْ جَنْبِ الْبَعِيْرِ ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوْا ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوْا ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوْا قَالَ وَلاَ اَدْرِىْ قَالَ الثُّلُثَيْنِ اَمْ لاَ .

৩১০৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। "হে লোকেরা! তোমাদের প্রভুর গযব থেকে আত্মরক্ষা কর। কিয়ামতের কম্পন বড়ই ভয়াবহ জিনিস। যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে সেদিনের অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক স্তনদানকারিণী

৪৬। হাদীসটি ২৩৬৫ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে দুধ পান করাতে ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভধারিণী গর্ভপাত করবে এবং লোকদেরকে তোমরা উদভ্রান্ত দেখতে পাবে, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বরং আল্লাহ্‌র আযাবই এতদূর সাংঘাতিক হবে" (২২ ঃ ১, ২)। রাবী বলেন, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি জান এটা কোন দিন? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বলেন ঃ এটা সেই দিন, যখন আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে বলবেন ঃ দোযখের বাহিনী প্রস্তুত কর। আদম আলাইহিস সালাম বলবেন ঃ হে প্রভু! দোযখের বাহিনীর সংখ্যা কত? তিনি বলবেন ঃ (হাজারকে) নয় শত নিরানব্বই জন দোযখের এবং একজন বেহেশ্‌তের বাহিনী। একথা শুনে মুসলমানরা কান্নায় ভেংগে পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সমতল পথে চলো, আল্লাহ নৈকট্য তালাশ কর, সোজা পথ ধর। এখন নবূয়াত এসেছে, তার বিপরীতে রয়েছে জাহিলিয়াত। তিনি আরো বলেন ঃ জাহিলিয়াত থেকেই বেশী সংখ্যক নেয়া হবে। যদি এতে সংখ্যা পূর্ণ হয় তো ভালো, অন্যথায় মোনাফিকদের দিয়ে সংখ্যা পূর্ণ করা হবে। অপরাপর উম্মাতের ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন পশুর বাহুর দাগ অথবা উটের পার্শ্বদেশের তিলক (অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যা অধিক হবে)। তিনি পুনরায় বলেন ঃ আমি আশা করি তোমাদের এক-চতুর্থাংশ বেহেশতে যাবে। একথা শুনে তারা তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি আশা করি তোমাদের এক-তৃতীয়াংশ জান্নাতে প্রবেশ করবে। একথা শুনে তারা তাকবীর ধ্বনি দেন। তিনি আবার বলেন ঃ আমি আশা করি তোমাদের অর্ধেক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা এবারও তাকবীর ধ্বনি দেন। রাবী বলেন, তিনি দুই-তৃতীয়াংশের কথা বলেছেন কি না তা আমার মনে নাই (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাদীসটি কয়েকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

٣١٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَتَفَاوَتْ بَيْنَ اَصْحَابِه فِي السَّيْرِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ (يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ) اِلٰى قَوْلِه (عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ) فَلَمَّا

سَمِعَ ذٰلِكَ اَصْحَابُهُ حَثُّوا الْمَطِيَّ وَعَرَفُوْا اَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُوْلُهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ ذٰلِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ يُنَادِى اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ فَيُنَادِيْهِ رَبُّهُ فَيَقُوْلُ يَا اٰدَمُ ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ فَيَقُوْلُ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعُ مِائَةٍ وَّتِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ فَيَئِسَ الْقَوْمُ حَتّٰى مَا اَبْدَوْا بِضَاحِكَةٍ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِىْ بِاَصْحَابِهِ قَالَ اعْمَلُوا وَاَبْشِرُوْا فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيْقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَىْءٍ اِلاَّ كَثَّرَتَاهُ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ وَبَنِىْ اِبْلِيْسَ قَالَ فَسُرِّىَ عَنِ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِىْ يَجِدُوْنَ فَقَالَ اعْمَلُوْا وَاَبْشِرُوْا فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا اَنْتُمْ فِى النَّاسِ اِلاَّ كَالشَّامَةِ فِىْ جَنْبِ الْبَعِيْرِ اَوْ كَالرَّقْمَةِ فِىْ ذِرَاعِ الدَّابَّةِ .

৩১০৭। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। চলার পথে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ আগে-পিছে হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূরা হজ্জের প্রথম) এই দু'টি আয়াতের মাধ্যমে নিজের আওয়াজ বড় করলেন ঃ "হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়াবহ ব্যাপার... বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন" (২২ ঃ ১-২)। তাঁর সাহাবীগণ এই ডাক শুনতে পেয়ে নিজেদের জন্তুযানের গতি দ্রুত করলেন এবং জেনে নিলেন যে, তিনি কিছু বলেছেন বা বলবেন। (সাহাবীগণ তাঁর কাছে পৌঁছলে) তিনি বলেন ঃ তোমরা কি জান সেই দিন কোনটি? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক ভালো জানেন। তিনি বলেন ঃ এটা সেই দিন, যখন আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে ডেকে বলবেন ঃ হে আদম! দোযখের ফৌজ তৈরি কর। তিনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! দোযখের ফৌজ কারা এবং তাদের সংখ্যা কত? তিনি বলবেন ঃ প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন দোযখে যাবে এবং একজন বেহেশতে যাবে। সাহাবীগণ একথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং নীরব হয়ে গেলেন। কারো মুখে হাসি ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের এই অবস্থা দেখে বলেন ঃ কাজ করতে থাক এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর।

সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন। তোমরা দু'টি জীবের সাক্ষাত পাবে। তাদের সাথে যাদের সাক্ষাত হবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। এ দু'টি জীব হল ইয়াযূজ ও মাযূজ এবং আদম সন্তান বা ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে যারা মরে গেছে তারা। রাবী বলেন, এতে লোকদের চিন্তা ও বিষন্নতা দূর হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কাজ কর এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! (অন্যান্য জাতির তুলনায়) তোমাদের দৃষ্টান্ত হল, উটের পার্শ্বদেশের তিলক অথবা চতুষ্পদ জন্তুর বাহুর দাগসম (আ, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٠٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ وَغَيْرُ واحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتَ الْعَتِيْقَ لِاَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ .

৩১০৮। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (বাইতুল্লাহ্‌র) বাইতুল আতীক[৪৭] নাম এজন্য হয়েছে যে, কোন স্বৈরাচারীই এর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি (বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। অপর এক সূত্রে যুহরী থেকে এ হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কুতাইবা–লাইস–আকীল–যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣١٠٩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَاِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اُخْرِجَ النَّبِىُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ

---

৪৭. কাবা শরীফের অপর নাম বাইতুল আতীক। আতীক শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ (১) স্বাধীন ও মুক্ত, যার উপর কারো ব্যক্তিগত মালিকানা বা কর্তৃত্ব স্বীকৃত নয়; (২) প্রাচীন; (৩) সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ। উক্ত তিনটি অর্থই কাবা ঘর সম্পর্কে সত্য। সূরা হজ্জের ২৯ নং আয়াত ও দ্র. (সম্পা.)।

أَخْـرَجُوْا نَبِـيَّهُمْ لَيَهْلِكُنَّ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ (أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰي نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ) الْآيَةَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَكُوْنُ قِتَالٌ.

৩১০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মক্কাবাসীরা মক্কা থেকে বহিষ্কার করে, তখন আবু বাকর (রা) বলেন, এই লোকেরা তাদের নবীকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। এরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হল। কেননা তারা নির্যাতিত। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এরা সেই লোক, যাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে উৎখাত করা হয়েছে। তাদের অপরাধ ছিল এই যে, তারা বলত ঃ আল্লাহ আমাদের রব" (২২ ঃ ৩৯, ৪০)। আবু বাকর (রা) বলেন, আমি বুঝে গেলাম, অচিরেই যুদ্ধ বেধে যাবে (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবদুর রহমান ইবনে মাহদী প্রমুখ–সুফিয়ান–আমাশ–মুসলিম আল-বাতীন–সাঈদ ইবনে যুবাইর-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ আছে। একাধিক রাবী–সুফিয়ান–আমাশ–মুসলিম আল-বাতীন–সাঈদ ইবনে যুবাইর (র) সূত্রে উক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ নাই। যেমন ঃ

٣١١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَجُلٌ أَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ فَنَزَلَتْ (أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰي نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ . الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ) النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ .

৩১১০। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হলে এক ব্যক্তি বলেন, তারা তাদের নবীকে বহিষ্কার করেছে। তখন নাযিল হয় ঃ "যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল। কারণ তারা নির্যাতিত হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। তাদেরকে তাদের বসতিসমূহ থেকে

অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে" (২২ ঃ ৩৯-৪০) অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে।

২৩. সূরা আল-মুমিনূন

٣١١١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيْ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ [اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَاَرْضَ عَنَّا] ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ اٰيَاتٍ مَّنْ اَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَاَ (قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ) حَتّٰى خَتَمَ عَشَرَ اٰيَاتٍ .

৩১১১। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন ওহী নাযিল হত তখন তাঁর মুখমণ্ডলের কাছ থেকে মৌমাছির গুনগুন শব্দ শোনা যেত। এক দিন তাঁর উপর ওহী নাযিল হল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তাঁর উপর থেকে ওহীর বিশেষ অবস্থা দূর হলে তিনি কিবলামুখী হয়ে তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে অধিক দান কর, আমাদেরকে কম দিও না, আমাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান কর, আমাদেরকে অপদস্থ করো না, আমাদেরকে দান কর, বঞ্চিত করো না, আমাদেরকে অগ্রগামী কর, আমাদের উপর অন্য কাউকে অগ্রগামী করো না, আমাদেরকে সন্তুষ্ট কর এবং আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাক।"

অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমার উপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মানদণ্ডে কেউ উত্তীর্ণ হলে সে জান্নাতে যাবে। অতঃপর তিনি "কাদ আফলাহাল মুমিনূন" থেকে শুরু করে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করেন (আ, না)।

মুহাম্মাদ ইবনে আবান–আবদুর রাযযাক–ইউনুস ইবনে সুলাইম–ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ–যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূত্রের তুলনায় এই সনদসূত্রটি অধিকতর সহীহ। আমি ইসহাক ইবনে মানসূরকে বলেত শুনেছি, আহমাদ ইবনে হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনী ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম–আবদুর রাযযাক–ইউনুস ইবনে সুলাইম–ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ–যুহরী (র) সূত্রে এই হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যিনি প্রথমে আবদুর রাযযাকের নিকট এ হাদীস শুনেছেন তিনি ইউনুস ইবনে সুলাইম-এর পরে ইউনুস ইবনে ইয়াযীদের উল্লেখ করেছেন এবং কতক রাবী ইউনুস ইবনে ইয়াযীদের উল্লেখ করেননি। অতএব যারা ইউনুস ইবনে ইয়াযীদের উল্লেখ করেছেন তাদের রিওয়ায়াতই অধিকতর সহীহ। আর আবদুর রাযযাক কখনও তার উল্লেখ করেছেন এবং কখনও করেননি।

٣١١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُهَا حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ اُصِيْبَ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اَخْبِرْنِيْ عَنْ حَارِثَةَ لَئِنْ كَانَ اَصَابَ خَيْرًا اَحْتَسَبْتُ وَصَبَرْتُ وَاِنْ لَمْ يُصِبِ الْخَيْرَ اَجْتَهَدْتُ فِى الدُّعَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِيْ جَنَّةٍ وَاِنَّ ابْنَكَ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الاَعْلٰى وَالْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَاَوْسَطُهَا وَاَفْضَلُهَا.

৩১১২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নাদর কন্যা রুবাই (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। উক্ত মহিলার পুত্র হারিসা ইবনে সুরাকা বদরের যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে শহীদ হন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, আমাকে হারিসার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করুন। সে যদি কল্যাণের অধিকারী হয়ে থাকে তবে আমি পুণ্যের আশাবাদী থাকব এবং ধৈর্য ধারণ করব। আর সে যদি কল্যাণ লাভ না করে থাকে তবে আমি তার জন্য দোয়া করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব। আল্লাহ্র নবী বলেন ঃ হে হারিসার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্যান রয়েছে। তোমার ছেলে সুউচ্চ উদ্যান জান্নাতুল ফিরদাওস লাভ করেছে। ফিরদাওস হল বেহেশতের উচ্চ ভূমি, বেহেশতের কেন্দ্রভূমি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যান (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣١١٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِىِّ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ) قَالَتْ عَائِشَةُ هُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُوْنَ قَالَ لاَ يَا بِنْتَ الصِّدِّيْقِ وَلٰكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَهُمْ يَخَافُوْنَ اَنْ لاَّ يُقْبَلَ مِنْهُمْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ [يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ] .

৩১১৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আইশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম (অনুবাদ) ঃ "তারা যা কিছুই দান করে তাতে তাদের অন্তর প্রকম্পিত থাকে" (২৩ ঃ ৬০)। আইশা (রা) বলেন, এরা কি মদখোর ও চোর? তিনি বলেন ঃ হে সিদ্দীকের কন্যা! এরা নয়, বরং যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, দান-খয়রাত করে এবং মনে মনে এই ভয় পোষণ করে যে, তাদের পক্ষ থেকে এগুলো কবুল করা হল কি না? এরাই "কল্যাণের কাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী হয়" (২৩ ঃ ৬১)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ-আবু হাযিম-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣١١٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ اَبِىْ شُجَاعَةَ عَنْ اَبِى السَّمْحِ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ) قَالَ تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتّٰى وَسْطَ رَاْسِهِ وَتَسْتَرْخِىْ شَفَتُهُ السُّفْلٰى حَتّٰى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ .

৩১১৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "তারা দোযখে থাকবে বীভৎস চেহারায়" (২৩ ঃ ১০৪) আয়াত সম্পর্কে

বলেন ঃ আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ঝলসিয়ে দিবে। ফলে তাদের উপরের ঠোঁট কুঞ্চিত হয়ে মাথার মাঝখানে পৌঁছে যাবে। আর নীচের ঠোঁট এত ঢিলা হয়ে যাবে যে, তা নাভী পর্যন্ত পৌছে যাবে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

২৪. সূরা আন-নূর

٣١١٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدُ بْنُ اَبِيْ مَرْثَدٍ وكَانَ رَجُلاً يَحْمِلُ الْأُسَارٰي مِنْ مَكَّةَ حَتّٰى يَأْتِيَ بِهِمُ الْـمَدِيْنَةَ قَالَ وكَانَتِ امْـرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وكَانَتْ صَدِيْقَةٌ لَهُ وَاِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلاً مِنْ أُسَارٰى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ قَالَ فَجِئْتُ حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلٰى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِيْ لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ قَالَ فَجَاءَتْ عَنَاقُ فَاَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّيْ بِجَنْبِ الْحَائِطِ فَلَمَّا انْتَهَتْ اِلَيَّ عَرَفَتْ فَقَالَتْ مَرْثَدٌ فَقُلْتُ مَرْثَدٌ فَقَالَتْ مَرْحَبًا وَّاَهْلاً هَلُمَّ فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ قُلْتُ يَا عَنَاقُ حَرَّمَ اللّٰهُ الزِّنَا قَالَتْ يَا اَهْلَ الْخِيَامِ هٰذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أُسَارَاكُمْ قَالَ فَتَبِعَنِيْ ثَمَانِيَةٌ وَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَانْتَهَيْتُ اِلٰى كَهْفٍ اَوْ غَارٍ فَدَخَلْتُ فَجَاءُوْا حَتّٰى قَامُوْا عَلٰي رَأْسِيْ فَبَالُوْا فَظَلَّ بَوْلُهُمْ عَلٰى رَأْسِيْ وَعَمَّاهُمُ اللّٰهُ عَنِّيْ قَالَ ثُمَّ رَجَعُوْا وَرَجَعْتُ اِلٰي صَاحِبِيْ فَحَمَلْتُهُ وكَانَ رَجُلاً ثَقِيْـلاً حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلَى الْاَذْخِرِ فَفَكَكْتُ عَنْهُ كُبْلَهُ فَجَعَلْتُ اَحْـمِلُهُ وَيُعِيْنُنِيْ حَتّٰى قَدِمْتُ الْـمَدِيْنَةَ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحُ عَنَاقًا فَاَمْـسَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَتْ (الزَّانِيْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَّحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْـمُؤْمِنِيْنَ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَا مَرْثَدُ الزَّانِيْ لاَ

يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ فَلاَ تَنْكِحْهَا .

৩১১৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। মারসাদ ইবনে আবু মারসাদ নামক এক ব্যক্তি যুদ্ধবন্দীদেরকে মক্কা থেকে মদীনায় নিয়ে যেতেন। রাবী বলেন, আনাক নামে মক্কায় এক দুশ্চরিত্রা নারী এই মারসাদের প্রেমিকা ছিল। সে মক্কার এক বন্দীকে কথা দিয়েছিল যে, সে তাকে মদীনায় নিয়ে যাবে। মারসাদ বলেন, আমি এ উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে এক চাঁদনী রাতে মক্কার এক প্রাচীরের ছায়ায় পৌঁছলাম। আনাকও এলো। সে প্রাচীর গাত্রে আমার কালো ছায়া দেখতে পেল। সে আমার কাছে পৌঁছে আমাকে চিনে ফেলল। সে জিজ্ঞেস করল, মারসাদ নাকি? আমি বললাম, মারসাদ। সে আমাকে স্বাগতম জানায় এবং বলে, এসো এ রাতটা আমার সাথে কাটাও। আমি বললাম, হে আনাক! আল্লাহ তাআলা যেনা হারাম করেছেন। সে (নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে) বলল, হে তাঁবুর অধিবাসীরা! এই ব্যক্তি তোমাদের বন্দীদের নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা শোনামাত্র আট ব্যক্তি আমার পিছু ধাওয়া করল। আমি চলতে চলতে খানদামা পাহাড়ে পৌঁছে একটি গুহা পেয়ে তাতে ঢুকে পড়লাম। লোকগুলিও আমার পিছে পিছে আসল। তারা (গুহাটিকে খালি মনে করে) আমার মাথার উপর থেকে পেশাব করে দিল। তাদের পেশাব আমার মাথায় পড়ল। আল্লাহ তাআলা এই লোকগুলোকে আমাকে দেখার ব্যাপারে অন্ধ করে দিলেন (তারা আমাকে দেখতে পেল না)। তারা ফিরে গেল, আমিও যাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম তার কাছে ফিরে আসলাম। আমি তাকে তুলে নিলাম। তার দেহের ওজন ছিল অত্যধিক। আমি তাকে নিয়ে আযখির নামক স্থানে পৌঁছে তার জিঞ্জীর খুলে দিলাম। আমি তাকে পিঠে তুলে নিলাম। তাকে বহন করা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ল। অবশেষে আমি মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আনাককে আমায় বিবাহ করিয়ে দিন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন এবং আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হল (অনুবাদ) ঃ "যেনাকারী পুরুষ যেনাকারী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করবে। আর যেনাকারী নারীকে কেবল যেনাকারী অথবা মুশরিক পুরুষরাই বিবাহ করবে" (২৪ ঃ ৩)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে মারসাদ! ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী নারীকে অথবা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করবে। আর ব্যভিচারিনীকে কেবল ব্যভিচারী

পুরুষ অথবা মুশরিক ব্যক্তিই বিবাহ করবে। অতএব তুমি আনাককে বিবাহ করো না (দা, না, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উল্লেখিত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣١١٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِى اِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا اَقُوْلُ فَقُمْتُ مِنْ مَّكَانِىْ اِلٰى مَنْزِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لِىْ اِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ كَلاَمِىْ فَقَالَ لِىْ اِبْنُ جُبَيْرٍ اُدْخُلْ مَا جَاءَ بِكَ اِلاَّ حَاجَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ فَاِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةَ رَحْلٍ لَهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُتَلاَعِنَانِ اَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ نَعَمْ اِنَّ اَوَّلَ مَنْ سَاَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ اَحَدَنَا رَاٰى امْرَاَتَهُ عَلٰى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ اِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِاَمْرٍ عَظِيْمٍ وَاِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى اَمْرٍ عَظِيْمٍ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ سَاَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيْتُ بِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ فِىْ سُوْرَةِ النُّوْرِ (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ) حَتّٰى خَتَمَ الْاٰيَاتِ قَالَ فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَاَخْبَرَهُ اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ فَقَالَ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ ثَنّٰى بِالْمَرْاَةِ وَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَاَخْبَرَهَا اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ فَقَالَتْ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ فَبَدَاَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ثُمَّ ثَنّٰى

بِالْمَرْاَةِ فَشَهِدَتْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

৩১১৬। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসআব ইবনুয যুবাইরের শাসনামলে আমাকে লিআনকারী দম্পতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল : তাদেরকে পৃথক করে দিতে হবে কি না। আমি এর কি উত্তর দিব তা বুঝতে পারছিলাম না। আমি আমার ঘর থেকে উঠে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র ঘরে গেলাম। আমি তার সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি চাইলাম। আমাকে বলা হল, তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি আমার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন, ইবনে জুবাইর! ভিতরে এসো। নিশ্চয়ই তুমি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে এসেছ। রাবী বলেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। তিনি (উটের পিঠের) হাওদার চাটাই লেছে তার উপর ছিলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন করে দিতে হবে কি? তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! হাঁ। অমুকের পুত্র অমুকই এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করেছিল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার কি মত, যদি আমাদের কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে (ব্যভিচারে) লিপ্ত দেখে তখন সে কি করবে? সে যদি মুখে তা বলে, তবে সে একটা মারাত্মক ব্যাপারে (যেনার অপবাদে) মুখ খুলল। আর সে যদি চুপ থাকে তাহলেও সে একটা চরম গর্হিত ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন এবং তাকে কোন জবাব দিলেন না। লোকটি পরে আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বলল, ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি আপনার কাছে প্রশ্ন করেছিল, এখন আমি নিজেই সে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা সূরা আন-নূরের আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : "আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে, অথচ তাদের পক্ষে তারা নিজেরা ছাড়া আর কোন সাক্ষী নাই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে যে, সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) অবশ্যই সত্যবাদী। পঞ্চমবারে সে বলবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ পতিত হোক" (২৪ : ৬-৭)। তিনি আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। রাবী বলেন, তিনি লোকটিকে ডেকে এ আয়াতগুলো পাঠ করে শুনান, তাকে ওয়াজ-নসীহত করে বুঝান এবং তাকে আরো অবহিত করেন যে, আখেরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি অনেক হালকা ও সহজ। সে বলল, না, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন! আমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আনিনি। অতঃপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে ডাকেন, তাকে

ওয়াজ-নসীহত করে শুনান এবং বুঝান যে, আখেরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি খুবই হালকা। স্ত্রীলোকটি বলল, না, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! সে সত্য কথা বলেনি। অতঃপর তিনি পুরুষ লোকটিকে ডাকলেন। সে আল্লাহ্র নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত এবং পঞ্চম বারে বলল, সে যদি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ পতিত হোক। তিনি স্ত্রীলোকটিকেও এভাবে শপথ করান। সে আল্লাহ্র নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে (স্বামী) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত এবং পঞ্চম বারে বলল, সে (স্বামী) যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার উপর আল্লাহ্র গযব পতিত হোক। অতঃপর তিনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন (বু, মু)।[৪৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِيْ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَاَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيْكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَيِّنَةَ وَاِلاَّ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ قَالَ فَقَالَ هِلاَلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا رَاٰى اَحَدُنَا رَجُلاً عَلٰى امْرَاَتِهِ اَيَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْبَيِّنَةُ وَاِلاَّ فَحَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ قَالَ فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنَّهُ لَصَادِقٌ وَلَيَنْزِلَنَّ فِيْ اَمْرِيْ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ) فَقَرَاَ حَتّٰى بَلَغَ (وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ) قَالَ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمَا فَجَاءَ فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ (اَنَّ غَضَبَ

৪৮. হাদীসটি ১১৪০ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

اللهِ عَلَيْـهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ) قَالُوْا لَهَا اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَسَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لاَ اَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَكْـحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْاَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ السَّحْـمَاءِ فَجَاءَتْ بِهٖ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ لَنَا وَلَهَا شَاْنٌ.

৩১১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হিলাল ইবনে উমাইয়্যা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শারীক ইবনে সাহমার সাথে তার স্ত্রীর (যেনার) অভিযোগ দায়ের করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রমাণ উপস্থিত কর, অন্যথায় তোমার পিঠে চাবুক পড়বে। রাবী বলেন, হিলাল (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষ লোককে গর্হিত কাজে লিপ্ত দেখে, তখন সে কি সাক্ষী খুঁজে বেড়াবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকেন ঃ প্রমাণ দাও, অন্যথায় শাস্তির জন্য তোমার পিঠে চাবুক পড়বে। রাবী বলেন, হিলাল (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! এ ব্যক্তি (আমি) সত্য কথা বলছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার ব্যাপারে ওহী নাযিল হবে যা আমাকে শাস্তি থেকে রেহাই দিবে। অতঃপর নাযিল হল ঃ "যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে (যেনার) অভিযোগ আনে, অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নাই তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হোক। আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তি (তার উত্থাপিত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী। সে পঞ্চম বারে বলবে, সে (অভিযোগকারী স্বামী) সত্যবাদী হলে তার (স্ত্রীর) উপর আল্লাহ্‌র গযব পতিত হোক" (২৪ ঃ ৬-৯)। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবসর হয়ে তাদের (স্বামী-স্ত্রী) উভয়কে ডেকে পাঠান। তারা উভয়ে উপস্থিত হলে হিলাল (রা) দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, তোমাদের দু'জনের একজন মিথ্যাবাদী, তোমাদের মধ্যে

কে তওবা করতে প্রস্তুত? অতঃপর স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল। সে যখন পঞ্চম বারে বলতে যাচ্ছিল যে, সে (স্বামী) যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে তার (স্ত্রী) উপর আল্লাহ্‌র গযব নিপতিত হোক, তখন লোকেরা তাকে বলল, এই সাক্ষ্য (শাস্তিকে) অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ কথা শুনে সে থেমে গেল এবং পিছনে সরে আসল। আমরা ধারণা করলাম যে, সে তার সাক্ষ্য থেকে ফিরে আসবে। তখন স্ত্রীলোকটি বলল, আমি সারা দিনের জন্য আমার বংশে কালিমা লেপন করতে পারি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এই মেয়েলোকটির উপর নজর রেখ। সে যদি কাজল বর্ণের চোখ, প্রশস্ত নিতম্ব ও পায়ের মাংসল গোছাযুক্ত সন্তান প্রসব করে, তবে তা শারীক ইবনে সাহমার ঔরসজাত। অতঃপর সে এরূপ বাচ্চাই প্রসব করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি আগেই আল্লাহ্‌র হুকুম (লিআনের বিধান) না এসে যেত, তাহলে আমাদের এবং তার মাঝে একটা বিরাট কিছু ঘটে যেত (তাকে শাস্তি দেয়া হত) (ই, দা, বু)।

আবু ঈসা' বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আব্বাদ ইবনে মানসূর-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আইউব এ হাদীস ইকরিমার সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ইবনে আব্বাসের উল্লেখ করেননি।

٣١١٨. حَدَّثَنَا مُحَمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِى الَّذِىْ ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ خَطِيْبًا فَتَشَهَّدَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَشِيْرُوْا عَلَىَّ فِىْ اُنَاسٍ اَبَنُوْا اَهْلِىْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَاَبَنُوْا بِمَنْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَلاَ دَخَلَ بَيْتِىْ قَطُّ اِلاَّ وَاَنَا حَاضِرٌ وَلاَ غِبْتُ فِىْ سَفَرٍ اِلاَّ غَابَ مَعِىْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ ائْذَنْ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ اَضْرِبَ اَعْنَاقَهُمْ وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى الْـخَزْرَجِ وَكَانَتْ اُمُّ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذٰلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ كَذَبْتَ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْ كَانُوْا مِنَ الْاَوْسِ مَا اَحْبَبْتَ اَنْ تَضْرِبَ اَعْنَاقَهُمْ حَتّٰى كَادَ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْاَوْسِ وَالْـخَزْرَجِ شَرٌّ فِى الْمَسْجِدِ وَمَا

عَلِمْتُ بِهِ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ وَمَعِيَ أُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا اَيْ أُمُّ تَسُبِّيْنَ ابْنَكِ فَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا اَيْ أُمُّ تَسُبِّيْنَ ابْنَكِ فَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا فَقُلْتُ لَهَا اَيْ أُمِّ تَسُبِّيْنَ ابْنَكِ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَسُبُّهُ اِلاَّ فِيْكِ فَقُلْتُ فِيْ اَيِّ شَأْنِيْ قَالَتْ فَبَقَرَتْ لِي الْحَدِيْثَ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ هٰذَا قَالَتْ نَعَمْ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِيْ وَكَاَنَّ الَّذِيْ خَرَجْتُ لَهُ لَمْ اَخْرُجْ لاَ اَجِدُ مِنْهُ قَلِيْلاً وَّلاَ كَثِيْرًا وَوُعِكْتُ فَقُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسِلْنِيْ اِلٰى بَيْتِ اَبِيْ فَاَرْسَلَ مَعِيَ الْغُلاَمَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ اُمَّ رُوْمَانَ فِي السُّفْلِ وَاَبُوْ بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَقَالَتْ اُمِّيْ مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ قَالَتْ فَاَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيْثَ فَاِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّيْ قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ خَفِّفِيْ عَلَيْكِ الشَّأْنَ فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ لَقَدْ (لَقَلَّمَا) كَانَتْ اِمْرَاَةٌ حَسْنَاءَ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ اِلاَّ حَسَدْنَهَا وَقِيْلَ فِيْهَا فَاِذَا هِيَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّيْ قَالَتْ قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِهِ اَبِيْ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ صَوْتِيْ وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِاُمِّيْ مَا شَأْنُهَا قَالَتْ بَلَغَهَا الَّذِيْ ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكِ يَا بُنَيَّةُ اِلاَّ رَجَعْتِ اِلٰى بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِيْ فَسَاَلَ عَنِّيْ خَادِمَتِيْ فَقَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا اِلاَّ اَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتّٰى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَاْكُلُ خَمِيْرَتَهَا اَوْ عَجِيْنَتَهَا وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَصْدِقِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَسْقَطُوْا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا

الاَّ مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلٰى تِبْرِ الذَّهَبِ الْاَحْمَرِ فَبَلَغَ الْاَمْرُ ذٰلِكَ الرَّجُلَ الَّذِىْ
قِيْلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ اُنْثٰى قَطُّ وَقَالَتْ عَائِشَةُ
فَقُتِلَ شَهِيْدًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَتْ وَاَصْبَحَ اَبَوَاىَ عِنْدِىْ فَلَمْ يَزَالاَ عِنْدِىْ
حَتّٰى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ
دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَنِىْ اَبَوَاىَ عَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ فَتَشَهَّدَ النَّبِىُّ صَلَّي اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ
اِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوْءً اَوْ ظَلَمْتِ فَتُوْبِىْ اِلَي اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ
عِبَادِهِ قَالَتْ وَقَدْ جَاءَتِ الْمَرْاَةُ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهِىَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلْتُ
اَلاَ تَسْتَحِىْ مِنْ هٰذِهِ الْمَرْاَةِ اَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا فَوَعَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتُّ اِلٰى اَبِىْ فَقُلْتُ اَجِبْهُ قَالَ فَمَاذَا اَقُوْلُ فَالْتَفَتُّ اِلٰى اُمِّىْ
فَقُلْتُ اَجِيْبِيْهِ قَالَتْ اَقُوْلُ مَاذَا قَالَتْ فَلَمَّا لَمْ يُجِيْبَا تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللّٰهَ
وَاَثْنَيْتُ عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّىْ لَمْ اَفْعَلْ
وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنِّىْ لَصَادِقَةٌ مَا ذَاكَ بِنَافِعِىْ عِنْدَكُمْ لِىْ لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ وَاُشْرِبَتْ
قُلُوْبُكُمْ وَلَئِنْ قُلْتُ اِنِّىْ قَدْ فَعَلْتُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّىْ لَمْ اَفْعَلْ لَتَقُوْلُنَّ اِنَّهَا قَدْ
بَاءَتْ بِهِ عَلٰى نَفْسِهَا وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ لِىْ وَلَكُمْ مَثَلاً قَالَتْ وَالْتَمَسْتُ
اسْمَ يَعْقُوْبَ فَلَمْ اَقْدِرْ عَلَيْهِ الاَّ اَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ (فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ
الْمُسْتَعَانُ عَلٰي مَا تَصِفُوْنَ) قَالَتْ وَاُنْزِلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَاِنِّىْ لَاَ تَبَيَّنُ السُّرُوْرَ فِىْ وَجْهِهِ وَهُوَ
يَمْسَحُ جَبِيْنَهُ وَيَقُوْلُ اَلْبُشْرٰي (اَبْشِرِىْ) يَا عَائِشَةُ فَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَاءَتَكِ
قَالَتْ وَكُنْتُ اَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا فَقَالَ لِىْ اَبَوَاىَ قُوْمِىْ اِلَيْهِ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ
لاَ اَقُوْمُ اِلَيْهِ وَلاَ اَحْمَدُهُ وَلاَ اَحْمَدُكُمَا وَلٰكِنْ اَحْمَدُ اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْزَلَ بَرَاءَتِىْ

لَقَدْ سَمِعْـتُمُوْهُ فَمَا اَنْكَرْتُمُوْهُ وَلاَ غَيَّرْتُمُوْهُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ اَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِدِيْنِهَا فَلَمْ تَقُلْ الاَّ خَيْـرًا وَاَمَّا اُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِيْ يَتَكَلَّمُ فِيْـهِ مِسْطَحٌ وَّحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْـمُنَافِقُ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيِّ ابْنِ سَلُوْلٍ وَكَانَ يَسْتَوْشِيْهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ قَالَتْ فَحَلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ لاَّ يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ اَبَدًا فَاَنْـزَلَ الـلّٰهُ تَعَالٰى هٰـذِهِ الْاٰيَةَ (وَلاَ يَأْتَلِ اُولُوا الْـفَضْـلِ مِنْـكُمْ وَالسَّعَةِ) اِلٰي اٰخِرِ الْاٰيَةِ يَعْنِى اَبَا بَكْرٍ (اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْـمَسَاكِيْنَ وَالْـمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) يَعْنِىْ مِسْطَحًا اِلٰى قَوْلِهِ (اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ الـلّٰهُ لَكُمْ وَالـلّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بَلٰى وَالـلّٰهِ يَا رَبَّنَا اِنَّا لَنُحِبُّ اَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ ٠

৩১১৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার বিরুদ্ধে চর্চা হচ্ছিল যে সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে দাঁড়ালেন। তিনি তাশাহ্হুদ পাঠ করে আল্লাহ্ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন ঃ অতঃপর তোমরা আমাকে ঐ সব লোকের সম্পর্কে পরামর্শ দাও, যারা আমার স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দিয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার পরিবারের (স্ত্রী) মধ্যে কখনো কোন ত্রুটি দেখিনি। এসব লোক তার বিরুদ্ধে বদনাম রটে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ্র শপথ! আমি এ ধরনের কোন দুষ্কর্ম তার মধ্যে কখনো দেখিনি। সে (সাফওয়ান) আমার অনুপস্থিতিতে কখনো আমার ঘরে প্রবেশ করেনি। আমি যখন উপস্থিত থাকতাম তখনই সে আমার ঘরে প্রবেশ করত। আমি যখন সফরের কারণে ঘরে অনুপস্থিত থাকতাম, তখন সেও আমার সাথেই থাকত।

সাদ ইবনে মুআয (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এদের ঘাড় উড়িয়ে দেই। তখন খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। হাসসান ইবনে সাবিতের মা এই গোত্রেরই সন্তান। লোকটি বলল, তুমি মিথ্যুক। আল্লাহ্র শপথ! এরা যদি আওস গোত্রের লোক হত, তাহলে তুমি তাদের ঘাড় উড়িয়ে দেয়া কখনো পছন্দ করতে না। তর্ক-বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে

যে, আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে মসজিদের ভিতরেই মারামারি লেগে যাওয়ার উপক্রম হল। অথচ এ (অপবাদ) সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। ঐ দিন সন্ধ্যা রাতে আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলাম। আমার সাথে মিসতাহ্‌র মাও ছিল। সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বলল, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, হে! তুমি মা হয়ে তোমার ছেলের অনিষ্ট কামনা করছ? সে চুপ হয়ে গেল। সে পুনর্বার হোঁচট খেল এবং বলল, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে ভর্ৎসনা করে বললাম, হে! তুমি কেমন মা, নিজের ছেলের সর্বনাশ ডাকছ। সে চুপ হয়ে গেল। সে তৃতীয়বার হোঁচট খেল এবং বলল, মিসতাহ্‌র সর্বনাশ হোক। আমি তাকে কঠোরভাবে বললাম, তুমি কেমন মা, নিজের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছ! সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমার জন্যই তাকে গালমন্দ করছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার কারণে কিভাবে? আইশা (রা) বলেন, সে আমার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করল। আমি (তা শুনে) বললাম, এই সব কথা রটছে নাকি? সে বলল, হাঁ। (আইশা রা. বলেন), আমি (আছাড়-পাছাড় খেয়ে) বাড়িতে ফিরে আসলাম। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার এমন অবস্থা হল যে, যেজন্য এসেছিলাম সে প্রয়োজনের কথা ভুলেই গেলাম।

আমার শরীরে জ্বর এসে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। তিনি আমার সাথে একটি বালককে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করে উম্মু রুমানকে (মাকে) ঘরের নীচের অংশে দেখতে পেলাম। আর আবু বাকর (রা) ঘরের উপরি তলে কুরআন পাঠ করছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, বেটী! তুমি কেন এসেছ? আইশা (রা) বলেন, আমি মাকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললাম। কিন্তু আমি যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছি সে তুলনায় তিনি ততটা ভারাক্রান্ত নন। তিনি বলেন, বেটী! ব্যাপারটিকে হালকাভাবে গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র শপথ! কোন পুরুষের সুন্দরী স্ত্রী থাকলে, সে তার প্রিয়পাত্রী হলে এবং তার সতীন থাকলে তারা তার সাথে হিংসা করবে না, তার সম্পর্কে কিছু রটাবে না এরূপ কমই হয়ে থাকে।

মোটকথা আমি যতটা দুঃখ পেলাম মা ততটা পেলেন না। আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আব্বাও কি বিষয়টি জানেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কি? তিনি বলেন, হাঁ। আমি ভারাক্রান্ত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। আবু বাকর (রা) আমার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি ঘরের উপরি তলে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি নেমে এসে মাকে বলেন, ওর কি হয়েছে? মা বলেন, ওর সম্পর্কে এসব মিথ্যা চর্চা হচ্ছে, এ খবর সে জেনে ফেলেছে। এ কথা শুনে আব্বার দু'চোখে পানি এলো।

তিনি বলেন, বেটী! তোমাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আমি ঘরে ফিরে এলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এসে আমার কাজের মেয়েকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি, তবে এতটুকু যে, সে ঘুমিয়ে পড়ত, আর বকরী এসে তার পেষা আটা খেয়ে যেত। তাঁর কতক সাহাবী মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সত্য কথা বল। অরা তাকে অনেক দাবালেন এবং ধমকালেন। সে বলল, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তার সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানি না, স্বর্ণকার খাঁটি রঙ্গিন সোনা সম্পর্কে জানে। যে ব্যক্তিকে এই অপবাদের সাথে জড়ানো হয়েছিল তার কানেও এ খবর পৌঁছল। সে বলল, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো কোন নারীর সতর উন্মুক্ত করিনি। আইশা (রা) বলেন, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

তিনি বলেন, আমার পিতা-মাতা খুব ভোরে আমার কাছে এলেন। তারা আমার কাছে থাকতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ে আমার ঘরে এলেন। আমার পিতা-মাতা ডান দিক-বাঁ দিক থেকে আমাকে ঘিরে বসেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলেমা শাহাদাত পড়লেন, আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বলেন ঃ হে আইশা! তুমি যদি কোন খারাপ কাজ করে থাক অথবা নিজের উপর যুলুম করে থাক, তবে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন। আইশা (রা) বলেন, এ সময় আনসার সম্প্রদায়ের একটি স্ত্রীলোক আসে। সে দরজার কাছে বসে। আমি বললাম, আপনি কি এই স্ত্রীলোকটির সামনে একথা বলতে লজ্জাবোধ করছেন না? মোটকথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ-নসীহত করলেন। আমি আমার পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আপনি তাঁর কথার জবাব দিন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে কি জবাব দিব? আমি আমার মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আপনি তাঁকে এর জবাব দিন। তিনিও বলেন, আমি তাঁকে কি বলব?

তাদের কেউই যখন জবাব দেননি, তখন আমি কলেমা শাহাদাত পাঠ করলাম, আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা ও তারীফ করলাম, অতঃপর বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যদি আপনাদের বলি, আমি কখনো তা করিনি এবং আল্লাহ্ সাক্ষী আছেন, আমি সত্যবাদিনী, তা আপনাদের কাছে আমার কোন উপকারে আসবে না। কেননা আপনারা তা আলোচনা করেছেন এবং তাতে আপনাদের মন রঞ্জিত হয়েছে। আর

আমি যদি বলি, আমি করেছি এবং আল্লাহ জানেন আমি তা করিনি, তখন আপনারা বলবেন, সে নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাদের এবং আমার জন্য কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না। আইশা (রা) বলেন, আমি ইয়াকূব আলাইহিস সালামের নাম মনে করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। কেবল 'ইউসুফের পিতা' স্মরণে আসছিল। তিনি যখন বলেছিলেন ঃ "পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আল্লাহ আমার সাহায্য স্থল" (সূরা ইউসুফ ঃ ১৮)। আইশা (রা) বলেন, ঠিক এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হতে লাগল। আমরা নীরব থাকলাম। তাঁর উপর থেকে ওহীর অবস্থা দূর হলে আমি তাঁর মুখমণ্ডলে আনন্দের ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডলের ঘাম মুছছেন আর বলছেন ঃ হে আইশা! তোমার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। আইশা (রা) বলেন, আমি তখন উত্তেজিত অবস্থায় ছিলাম। আমার পিতা-মাতা আমাকে বলেন ঃ উঠে তাঁর কাছে যাও। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাঁর কাছে উঠে যাব না, তাঁর প্রশংসাও করব না এবং আপনাদের প্রশংসাও করব না। বরং আমি সেই মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব যিনি আমার নির্দোষিতায় ওহী নাযিল করেছেন। আপনারা এ অপবাদ শুনেছেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাতনও করেননি বা প্রতিহতও করেননি।

আইশা (রা) বলেন, জাহাশ-কন্যা যয়নবের দীনদারীর জন্য আল্লাহ তাকে হেফাজত করেছেন। সে ভালো ছাড়া কখনো অন্য কিছু বলেনি। কিন্তু তার বোন হামনা ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যারা এ অপবাদ রটায় তাদের মধ্যে ছিল ঃ মিসতাহ, হাসসান ইবনে সাবিত ও মোনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে অপবাদ রটাত এবং তা ছড়িয়ে বেড়াত। সে ও হামনা ছিল এই আপত্তিকর অপবাদ ছড়ানোর বড় হোতা। আইশা (রা) বলেন, আবু বাকর (রা) শপথ করেন যে, তিনি আর কখনো মিসতাহ্‌র কোনরূপ উপকার করবেন না (ভরণ-পোষণ বহন করবেন না)। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা (আবু বাকরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহ্‌র পথের মুহাজিরদের (মিসতাহ্‌কে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) কিছুই দিবে না... তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়" (২৪ ঃ ২২)। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! হাঁ, আমরা অবশ্যই আপনার ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি পূর্বের ন্যায় মিসতাহ্‌র ভরণ-পোষণের ভার বহন করেন (আ, না, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, হিশাম ইবনে উরওয়ার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ, মামার প্রমুখ–যুহরী–উরওয়া ইবনুয যুবাইর , সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস আল-লাইসী ও উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ–আইশা (রা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হিশাম ইবনে উরওয়ার রিওয়ায়াতের তুলনায় এই রিওয়ায়াতটি পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘতর।

٣١١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِىْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلاَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا نَزَلَ اَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَاَةٍ فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ ·

৩১১৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নির্দোষিতা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে তা বর্ণনা করেন, অতঃপর কুরআন পড়েন। মিম্বার থেকে অবতরণ করে তিনি দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তাদেরকে (অপবাদ রটনাকারীদেরকে) হদ্দের আওতায় শাস্তি দেয়া হয় (আ, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে এই হাদীস জানতে পেরেছি।

২৫. সূরা আল-ফোরকান

٣١٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًا وَّهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يُّطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَنْ تَزْنِىَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ ·

৩১২০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ কি? তিনি বলেন ঃ তুমি কাউকে আল্লাহ্র শরীক বা সমকক্ষ বানালে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। রাবী বলেন,

আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ তোমার সন্তানরা তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে এই ভয়ে তাদেরকে হত্যা করা। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যেনায় লিপ্ত হওয়া (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। বুনদার-আবদুর রহমান-সুফিয়ান-মানসূর-আমাশ-আবু ওয়াইল-আমর ইবনে শুরাহবীল-আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٢١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ اَبُوْ زَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَّهُوَ خَلَقَكَ وَاَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ اَجْلِ اَنْ يَّاكُلَ مَعَكَ اَوْ مِنْ طَعَامِكَ وَاَنْ تَزْنِىَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ قَالَ وَتَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُّضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا) .

৩১২১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ কোনটি? তিনি বলেন ঃ (১) আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে তোমার শরীক বানানো, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; (২) তোমার সন্তানরা তোমার সাথে আহার করবে অথবা তোমার খাবারে ভাগ বসাবে এই ভয়ে তুমি যদি তাদেরকে হত্যা কর; (৩) তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যেনা করা। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "যারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন মাবূদকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয় না। যে এইগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অনন্ত কাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে" (২৫ ঃ ৬৮, ৬৯)।

আবু ঈসা বলেন, মানসূর ও আমাশের সূত্রে বর্ণিত সুফিয়ানের হাদীসটি ওয়াসিলের সূত্রে বর্ণিত শোবার হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। কেননা তিনি

(ওয়াসিল) তার সনদে আরো একজন রাবীর উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-ওসয়াসিল-আবু ওয়াইল-আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সনদে আমর ইবনে শুরাহবীলের উল্লেখ নাই।

২৬. সূরা আশ-শুআরা

٣١٢٢. حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِنِّيْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا سَلُوْنِيْ مِنْ مَّالِيْ مَا شِئْتُمْ .

৩১২২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার নিকটআত্মীয়-স্বজনদের সতর্ক কর" (২৬ : ২১৪) এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আবদুল মুত্তালিব-কন্যা সাফিয়্যা, হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা, হে আবদুল মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা! বিষয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের (পাকড়াও থেকে রক্ষা করার) কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমার সম্পদ থেকে যত ইচ্ছা তোমরা চেয়ে নিতে পার (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ওয়াকী প্রমুখ-হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আইশা (রা) সূত্রে এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আত-তাফাবীর রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং আইশা (রা)-র উল্লেখ করেননি। এ অনুচ্ছেদে আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١٢٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَخَصَّ وَعَمَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ

فَانِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا يَا مَعْشَرَ بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ فَانِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا يَا مَعْشَرَ بَنِىْ قُصَىٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ فَانِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا يَا مَعْشَرَ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ فَانِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَانِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكِ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا اِنَّ لَكِ رَحِمًا سَاَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا .

৩১২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “ওয়া আনযির আশীরাতাকাল আকরাবীন” (২৬ ঃ ২১৪) আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশের সাধারণ-বিশেষ সকলকে ডেকে একত্র করে বলেন ঃ হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা আমার নাই। হে আবদে মানাফ গোত্রের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা আমার নাই। হে কুসাই গোত্রের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা আমার নাই। হে আবদুল মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নাই। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা! নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা কর। কেননা তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নাই। অবশ্য তোমার সাথে আমার রক্তের বন্ধন রয়েছে। আমি এই বন্ধনের অধিকার সজীব রাখার চেষ্টা করব (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আলী ইবনে হুজর-শুআইব ইবনে সাফওয়ান-আবদুল মালেক ইবনে উমাইর-মূসা ইবনে তালহা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣١٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ قُسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَشْعَرِىُّ قَالَ لَمَّا نَزَلَ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ)

وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ فَرَفَعَ مِنْ صَوْتِهِ فَقَالَ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ يَا صَبَاحَاهُ ٠

৩১২৪। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন ঃ "ওয়া আনযির আশীরাতাকাল আকরাবীন" (২৬ ঃ ২১৪) আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের দুই আঙ্গুল তাঁর দুই কানের মধ্যে স্থাপন করে উচ্চ কণ্ঠে বলেন ঃ হে আবদে মানাফ গোত্রের লোকেরা! ইয়া সবাহা (হে প্রভাত কালের বিপদ)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। কতক রাবী আওফের সূত্রে এবং তিনি কুসামা ইবনে যুহাইরের সূত্রে, তিনি সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রটিই অধিকতর সহীহ এবং এ সূত্রে আবু মূসা আল-আশআরী (রা)-র উল্লেখ নাই।

২৭. সূরা আন-নামল

٣١٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ وَعَصَا مُوْسٰى فَتَجْلُوْ وَجْهَ الْمُؤْمِنِ وَتَخْتِمُ اَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَتَمِ حَتّٰى اِنَّ اَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُوْنَ فَيَقُوْلُ هَاهَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُوْلُ هَاهَا يَا كَافِرُ وَيَقُوْلُ هٰذَا يَا كَافِرُ وَهٰذَا يَا مُؤْمِنُ ٠

৩১২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটি জন্তু আত্মপ্রকাশ করবে এবং তার সাথে সুলাইমান আলাইহিস সালামের আংটি ও মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি থাকবে।[৪৯] সে (লাঠি দ্বারা) মুমিনদের চেহারা পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করবে এবং আংটি দ্বারা কাফেরদের নাকে মোহর মেরে দিবে। অবশেষে তারা একই ভোজসভায় একত্র হবে এবং উক্ত প্রাণী ডেকে বলবে, এই যে মুমিন, এ যে কাফের (আ, ই)।

৪৯. সূরা আন-নামল-এর ৮২ নং আয়াতে "দাব্বাতুল আরদ" নামক বিশেষ জন্তুর উল্লেখ আছে। কিয়ামতের অন্যতম আলামত স্বরূপ এই জন্তু আবির্ভূত হবে (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। "দাব্বাতুল আরদ" সম্পর্কে এ হাদীস ছাড়া আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্য হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবু উমামা ও হুযাইফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৮. সূরা আল-কাসাস

٣١٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ الْاَشْجَعِيُّ هُوَ كُوْفِيٌّ اِسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْاَشْجَعِيَّةِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَوْ لاَ اَنْ تُعَيِّرَنِىْ بِهَا قُرَيْشٌ اِنَّمَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ الْجَزْعُ لَاَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ) .

৩১২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাকে বলেন ঃ আপনি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলুন, আমি কিয়ামতের দিন এই কলেমার সাহায্যে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। আবু তালিব বলেন, আমি এরূপ করলে কুরাইশরা আমাকে ভর্ৎসনা করবে এই বলে যে, সে মৃত্যুর ভয়ে এই কলেমা পড়েছে (এবং পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে)। এভাবে দোষারোপ করার আশংকা না থাকলে আমি তা স্বীকার করে তোমার চক্ষু শীতল করতাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তুমি যাকে ভালোবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে হেদায়াত করতে পারবে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন" (২৮ ঃ ৫৬) (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইয়াযীদ ইবনে কাইসানের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

২৯. সূরা আল-আনকাবূত

٣١٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ

يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ قَالَ أُنْزِلَتْ فِيَّ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ فَذَكَرَ قِصَّةً فَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ اَلَيْسَ قَدْ اَمَرَ اللّٰهُ بِالْبِرِّ وَاللّٰهِ لاَ اَطْعَمُ طَعَامًا وَّلاَ اَشْرَبُ شَرَابًا حَتّٰى اَمُوْتَ اَوْ تَكْفُرَ قَالَ فَكَانُوْا اِذَا اَرَادُوْا اَنْ يُّطْعِمُوْهَا شَجَرُوْا فَاهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا) الْاٰيَةَ .

৩১২৭। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে চারটি আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। সাদ (রা)-র মা বলল, আল্লাহ কি (পিতা-মাতার) সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেননি? আল্লাহ্‌র শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না মরব অথবা তুমি কুফরীতে প্রত্যাবর্তন না করবে (ইসলাম ত্যাগ না করবে) ততক্ষণ আমি পানাহার করব না।[৫০] রাবী বলেন, লোকেরা তাকে খাওয়াতে চাইলে কাঠ দিয়ে তার মুখ ফাঁক করে তাকে খাবার খাওয়াত। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জন্য তোমার উপর চাপ সৃষ্টি করে, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না। আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। পার্থিব জীবনে তোমরা কি করছিলে, তখন আমি তোমাদের তা জানিয়ে দিব" (২৯ ঃ ৮) (আ, দা, না, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٢٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُكَيْرٍ السَّهْمِيُّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اَبِيْ صَغِيْرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى (وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ) قَالَ كَانُوْا يَخْذِفُوْنَ اَهْلَ الْاَرْضِ وَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ.

৩১২৮। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরাই তো নিজেদের মজলিসসমূহে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম কর" (২৯ ঃ ২৯)। নবী সাল্লাল্লাহু

---

৫০. সাদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মা অনশন করে এবং বলে যে, তিনি ইসলাম ত্যাগ না করলে সে এভাবে পানাহার না করে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু সাদ (রা) ইসলাম ত্যাগ করেননি (অনু.)।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই লোকেরা (কাওমে লূত) পৃথিবীবাসীদের উপর কাঁকর নিক্ষেপ করত এবং তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা কেবল হাতেম ইবনে আবু সাগীরার সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি এবং তিনি সিমাকের বরাতে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৩০. সূরা আর-রূম

٣١٢٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ فِىْ مُنَاحَبَةِ الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ اِلاَّ اَحْتَطْتَ يَا اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّ الْبِضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ اِلَى التِّسْعِ ·

৩১২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আলিফ, লাম, মীম, গুলিবাতির রূম" শীর্ষক আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট আবু বাক্‌র (রা)-র বাজি সম্পর্কে বলেন ঃ আবু বাকর! তুমি সতর্কতা অবলম্বন করলে না কেন? কেননা بِضْعٌ শব্দটি তো তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে অর্থাৎ যুহরীর সনদে এ হাদীস হাসান ও গরীব। তিনি উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তা বর্ণনা করেন।

٣١٣٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا الْـمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ عَلٰى فَارِسَ فَاَعْجَبَ ذٰلِكَ الْـمُؤْمِنِيْنَ فَنَزَلَتْ (الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ) اِلٰى قَوْلِهِ (يَفْرَحُ الْـمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ) قَالَ فَفَرِحَ الْـمُؤْمِنُوْنَ بِظُهُوْرِ الرُّوْمِ عَلٰى فَارِسَ ·

৩১৩০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, ঠিক একই সময় রূমের (এশিয়া মাইনর) খৃস্টান বাহিনী পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে

জয়লাভ করে। এ সংবাদে মুসলমানরা খুবই আনন্দিত হয়। এ প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আলিফ, লাম, মীম। রোমকগণ নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে। তাদের এই পরাজয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই তারা পুনরায় বিজয়ী হবে। পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহ্‌রই। সেদিন আল্লাহ্‌র সাহায্যে মুমিনগণ আনন্দিত হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু" (৩০ ঃ ১-৫)। রাবী বলেন, পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে রোমান শক্তির বিজয়ে মুসলমানরা খুশী হয়েছিলেন।[৫১]

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। নাসর ইবনে আলী (غَلَبَتِ الرُّوْمُ) পাঠ করেছেন (কিন্তু প্রচলিত কিরাআত "গুলিবাতির রূম")।

٣١٣١. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِىِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى (الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ) قَالَ غَلَبَتْ وَغُلِبَتْ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّظْهَرَ اَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّوْمِ لِاَنَّهُمْ وَاِيَّاهُمْ اَهْلُ الْاَوْثَانِ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّظْهَرَ الرُّوْمُ عَلٰى فَارِسَ لِاَنَّهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ فَذَكَرُوْهُ لِاَبِىْ بَكْرٍ فَذَكَرَهُ اَبُوْ بَكْرٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُمْ سَيَغْلِبُوْنَ فَذَكَرَهُ اَبُوْ بَكْرٍ لَهُمْ فَقَالُوْا اِجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ اَجَلاً فَاِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا وَاِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَجَعَلَ اَجَلَ خَمْسِ سِنِيْنَ فَلَمْ يَظْهَرُوْا فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ جَعَلْتَهُ اِلٰى دُوْنَ قَالَ اُرَاهُ الْعَشْرَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَالْبِضْعُ مَا دُوْنَ الْعَشْرِ قَالَ ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ بَعْدُ قَالَ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى (الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ) اِلٰى قَوْلِهٖ (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ) قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ اَنَّهُمْ ظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ .

৫১. হাদীসটি ২৮৭০ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (অনু.)।

৩১৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আলিফ, লাম, মীম। রোমকগণ নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে" এ আয়াত সম্পর্কে তিনি দুই রকমের কিরাআত উল্লেখ করেছেন, "গুলিবাত" (পরাজিত হল) এবং "গালাবাত" (বিজয়ী হল)। তিনি আরো বলেন, মুশরিকরা চাইত যে, পারস্য শক্তি রোমান শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হোক। কেননা (মক্কার) মুশরিকরা এবং পারস্যের অধিবাসীরা উভয়ে ছিল পৌত্তলিক। আর মুসলমানরা আকাংখা করত যে, রোমান শক্তি পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হোক। কেননা তারা ছিল আহ্‌লে কিতাব। তারা বিষয়টি আবু বাক্‌র (রা)-র সামনে উল্লেখ করলে তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান। তিনি বলেন ঃ অচিরেই রোমান শক্তি পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আবু বাক্‌র (রা) এ কথা তাদের নিকট উল্লেখ করলে তারা বলে, আপনি আমাদের ও আপনাদের মাঝে এর একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করুন। এ সময়সীমার মধ্যে আমরা যদি বিজয়ী হই তবে (এত এত মাল আমাদেরকে) দিতে হবে। আর যদি আপনারা বিজয়ী হন তবে আমরা আপনাদেরকে এই এই (পরিমাণ মাল) দিব। তিনি পাঁচ বছরের সময়সীমা নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে কোন বিজয় সূচিত হল না। লোকেরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ (হে আবু বাক্‌র!), তুমি কেন কাছাকাছি সময়সীমা নির্দ্ধারণ করলে না ? রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি দশ বছরের কাছাকাছি সময়ের কথা বলেছেন। সাঈদ (র) বলেন, 'বিদআ' শব্দের অর্থ দশের চেয়ে কম। রাবী বলেন, পরবর্তী কালে রোমান শক্তি বিজয়ী হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ আলিফ, লাম, মীম!...... ইয়াফ্‌রাহুল মুমিনীনা বিনাসরিল্লাহ" পর্যন্ত। সুফিয়ান বলেন, আমি শুনেছি, রোমান শক্তি ঠিক বদরের যুদ্ধের দিন পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল সুফিয়ানের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। তিনি হাবীব ইবনে আবু আমরের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣١٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نِيَارِ بْنِ مُكَرَّمٍ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ) فَكَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ

قَاهِرِيْنَ لِلرُّوْمِ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يُحِبُّوْنَ ظُهُوْرَ الرُّوْمِ عَلَيْهِمْ لِاَنَّهُمْ وَاِيَّاهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ وَفِىْ ذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى (يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ) وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُحِبُّ ظُهُوْرَ فَارِسَ لِاَنَّهُمْ وَاِيَّاهُمْ لَيْسُوْا بِاَهْلِ كِتَابٍ وَّلاَ اِيْمَانٍ بِبَعْثٍ فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ الْاٰيَةَ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ يَصِيْحُ فِىْ نَوَاحِىْ مَكَّةَ (الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ) قَالَ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشٍ لِاَبِىْ بَكْرٍ فَذٰلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ زَعَمَ صَاحِبُكُمْ اَنَّ الرُّوْمَ سَتَغْلِبُ فَارِسًا فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ اَفَلاَ نُرَاهِنُكَ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ بَلٰى وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الرِّهَانِ فَارْتَهَنَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّالْمُشْرِكُوْنَ وَتَوَاضَعُوا الرِّهَانَ وَقَالُوْا لِاَبِىْ بَكْرٍ كَمْ تَجْعَلُ الْبِضْعُ ثَلاَثُ سِنِيْنَ اِلٰى تِسْعِ سِنِيْنَ فَسَمِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا تَنْتَهِىْ اِلَيْهِ قَالَ فَسَمَّوْا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنِيْنَ قَالَ فَمَضَتِ السِّتُّ سِنِيْنَ قَبْلَ اَنْ يَّظْهَرُوْا فَاَخَذَ الْمُشْرِكُوْنَ رَهْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ عَلٰى فَارِسَ فَعَابَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِّ سِنِيْنَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ قَالَ وَاَسْلَمَ عِنْدَ ذٰلِكَ نَاسٌ كَثِيْرٌ .

৩১৩২। নিয়ার ইবনে মুকাররাম আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হল ঃ "আলিফ, লাম, মীম; রোমকরা নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে; তাদের এই পরাজয়ের পর অচিরেই কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয়ী হবে", তখন পারস্য শক্তি রোমকদের উপর প্রভুত্ব করছিল। মুসলমানরা আকাংখা করত যে, রোমক শক্তি পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হোক। কেননা মুসলমানরা ছিল আহ্লে কিতাব এবং রোমান খৃস্টানরাও ছিল আহ্লে কিতাব। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ "সেদিন আল্লাহ্র দেয়া বিজয়ে মুমিনগণ আনন্দিত হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি মহা পরাক্রমশালী পরম দয়াময়।" কুরাইশরা আকাংখা করত যে, পারস্যশক্তি বিজয়ী হোক। কেননা এই দুই সম্প্রদায়ের কেউই আহ্লে কিতাব ছিল না, তারা আখেরাতের প্রতিও বিশ্বাসী ছিল

না। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতগুলো নাযিল করলে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ আলিফ, লা-ম, মী-ম। রোমান শক্তি নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে। তাদের এই পরাজয়ের পর অচিরেই কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয়ী হবে।"

কুরাইশদের একদল লোক আবু বাক্‌র (রা)-কে বলল, আমাদের ও তোমাদের মাঝে একটি চুক্তি হোক। তোমার সাথী (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, রোমানরা কয়েক বছরের মধ্যেই পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আমরা এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে বাজি রেখে মাল বন্ধক রাখি না কেন? আবু বাক্‌র (রা) বলেন, ঠিক আছে। রাবী বলেন, বাজি হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বে এই চুক্তি হয়েছিল। আবু বাক্‌র (রা) এবং মুশরিকরা বাজি ধরে বাজির মাল পৃথক করে রেখে আবু বাক্‌র (রা)-কে বলল, আপনি بِضْعٌ-কে কত নির্ধারণ করতে চান? এ থেকে তো তিন থেকে নয় বছর পর্যন্ত বুঝা যায়। আপনি আমাদের এবং আপনার মাঝে একটি মধ্যবর্তী সময় নির্দিষ্ট করুন। আমরা উভয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। রাবী বলেন, তারা নিজেদের মধ্যে ছয় বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করে। রাবী বলেন, ছয় বছর পার হয়ে গেলেও কিন্তু রোমানরা পারসিকদের উপর বিজয়ী হয়নি। অতএব মুশরিকরা আবু বাক্‌র (রা)-র সম্পদ নিয়ে নিল। কিন্তু সপ্তম বর্ষে রোমানরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। মুসলমানরা আবু বাক্‌র (রা)-র ছয় বছর নির্ধারণ করাটাকে দোষারোপ করল। কেননা আল্লাহ তাআলা "কয়েক বছরের মধ্যেই" বলেছেন। রাবী বলেন, এ সময় (ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলে) বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবদুর রহমান ইবনে আবুয যিনাদের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

৩১. সূরা লোকমান

٣١٣٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلاَ خَيْرَ فِىْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِىْ

مِثْلِ هٰذَا اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ٠

৩১৩৩। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা গায়িকা নারীদের ক্রয়-বিক্রয় করো না, তাদেরকে গান-বাজনা শিক্ষা দিও না, তাদেরকে (ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা) ব্যবসায়ের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই এবং এদের মূল্যও হারাম। এ প্রসংগেই এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "এমনও কিছু লোক আছে, যারা বাতুল অশ্লীল কাহিনীসমূহ ক্রয় করে আনে, যেন লোকদেরকে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে এবং এ পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে পারে। এই লোকদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি" (৩১ ঃ ৬) (আ, ই)।[৫২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কাসিম-আবু উমামা (রা) সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি এবং আলী ইবনে ইয়াযীদ হাদীস শাস্ত্রে যঈফ। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র) এ কথা বলেছেন।

৩২. সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা

٣١٣٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) نَزَلَتْ فِىْ انْتِظَارِ هٰذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِىْ تُدْعَى الْعَتَمَةَ ٠

৩১৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। "তাদের দেহপাশ বিছানা থেকে আলগা হয়ে যায়..." (৩২ ঃ ১৬) আয়াতটি আতামার (এশা) নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলাত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল উল্লেখিত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣١٣٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ

---

৫২. হাদীসটি ১২১৯ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (অনু.)।

لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) .

৩১৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান (এর বর্ণনা) কখনো শুনেনি এবং মানুষের অন্তর তা কল্পনা করতেও সক্ষম নয়। এর সত্যতা আল্লাহ্‌র কিতাবেই বিদ্যমান ঃ "তাদের সৎকাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদের চক্ষু শীতলকারী কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তা কেউই জানে না" (৩২ ঃ ১৭) (আ, বু, মু)!

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٣٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ اَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَاَلَ رَبَّ اَيُّ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَدْنٰى مَنْزِلَةً قَالَ رَجُلٌ يَّاْتِيْ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ كَيْفَ اَدْخُلُ وَقَدْ نَزَلُوْا مَنَازِلَهُمْ وَاَخَذُوْا اَخْذَتِهِمْ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَرْضٰى اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِّنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَيْ رَبِّ قَدْ رَضِيْتُ فَيُقَالُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ هٰذَا وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ اَيْ رَبِّ فَيُقَالُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ هٰذَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهِ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ يَا رَبِّ فَيُقَالُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ مَعَ هٰذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ .

৩১৩৬। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মূসা আলাইহিস সালাম নিজ প্রতিপালকের কাছে আরজ করেন ঃ হে পরোয়ারদিগার! সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর বেহেশতী কে? তিনি বলেন ঃ বেহেশতবাসীরা বেহেশতে চলে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। তাকে বলা হবে, প্রবেশ কর। সে বলবে, আমি কি করে বেহেশতে প্রবেশ করব,

লোকেরা তো নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে তা দখল করে নিয়েছে! তখন তাকে বলা হবে, দুনিয়ার বাদশাদের মধ্যে একজন বাদশার যত বড় রাজত্ব হতে পারে, তোমাকে যদি ততটুকু দেয়া হয় তবে তুমি কি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে, হে প্রভু! হাঁ আমি তাতে সন্তুষ্ট হব। তাকে পুনরায় বলা হবে, তোমাকে এই পরিমাণ এবং এর অতিরিক্ত তিন গুণ স্থান দেয়া হল। সে বলবে, হে প্রভু! আমি এতে সন্তুষ্ট আছি। তাকে বলা হবে, তোমাকে এই পরিমাণ দেয়া হল এবং তার দশ গুণ দেয়া হল। সে বলবে, হে প্রভু! আমি খুশী হলাম। তাকে বলা হবে, এ ছাড়াও তোমার অন্তর যা কামনা করবে এবং তোমার চোখ যা পেয়ে শীতল হবে তাও তোমাকে দেয়া হবে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কতক রাবী শাবীর সূত্রে, তিনি মুগীরা (রা)-র সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মরফূরূপে নয়। তবে মরফূরূপে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

৩৩. সূরা আল-আহ্‌যাব

٣١٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا صَاعِدٌ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ اَخْبَرَنَا قَابُوْسُ بْنُ اَبِيْ ظَبْيَانَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ اَرَاَيْتَ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ) مَا عَنٰى بِذٰلِكَ قَالَ قَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُصَلِّيْ فَخَطَرَ خَطْرَةً فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ مَعَهُ اَلاَ تَرٰى اَنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ قَلْبًا مَّعَكُمْ وَقَلْبًا مَّعَهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ) ‍:

৩১৩৭। কাবূস ইবনে আবু যাব্‌য়ান (র) বলেন যে, তার পিতা তাকে বলেছেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী "আল্লাহ কোন ব্যক্তির দেহে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি" (৩৩ ঃ ৪), এর অর্থ কি? তিনি বলেন, এক দিন আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। নামাযে তাঁর কিছু (ওয়াসওয়াসা জাতীয়) ভুল হয়। যেসব মোনাফিক তাঁর সাথে নামায পড়ে তারা পরস্পর বলল, তোমরা কি দেখছ না যে, তাঁর দুইটি হৃদয় রয়েছে? একটি হৃদয় তোমাদের সাথে, আরেকটি হৃদয় তাদের সাথে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন ঃ "কোন ব্যক্তির দেহে আল্লাহ দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি" (আ)।

আব্‌দ ইবনে হুমাইদ-আহ্‌মাদ ইবনে ইউনুস-যুবাইর (র) সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

٣١٣٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ عَمِّيْ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ سُمِّيْتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبُرَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَوَّلُ مَشْهَدٍ قَدْ شَهِدَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِبْتُ عَنْهُ اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ اَرَانِى اللّٰهُ مَشْهَدًا مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا بَعْدُ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا اَصْنَعُ قَالَ فَهَابَ اَنْ يَّقُوْلَ غَيْرَهَا فَشَهِدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ مِّنَ الْعَامِ الْقَابِلِ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا اَبَا عَمْرٍو اَيْنَ قَالَ وَاهًا لِرِيْحِ الْجَنَّةِ اَجِدُهَا دُوْنَ اُحُدٍ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ فَوُجِدَ فِىْ جَسَدِهِ بِضْعٌ وَّثَمَانُوْنَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ فَقَالَتْ عَمَّتِى الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ اَخِىْ اِلاَّ بِبَنَانِهِ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً) .

৩১৩৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নাদর, যার নামানুসারে আমার নাম রাখা হয়েছে, বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। বিষয়টি তার নিকট অসহনীয় লাগছিল। তিনি বলেন, মুশরিকদের সাথে প্রথম যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির ছিলেন আমি তাতে অনুপস্থিত রইলাম। শোন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেন তবে মহান আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন আমি কি করি। এ কথা বলার সাথে সাথে তার ভয় হল যে, তিনি বিপরীতে কিছু বলেন কি না। পরবর্তী বছর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদের যুদ্ধে শরীক হন। উহুদে যেতে পথিমধ্যে সাদ ইবনে মুআয (রা)-র সাথে তার দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আবু উমার! কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, আহা! জান্নাতের ঘ্রাণের দিকে। আমি উহুদের দিকে তা অনুভব

করছি। (রাবী বলেন), তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। তার দেহে আশিরও অধিক জখম ছিল। এর মধ্যে ছিল কতক তরবারির আঘাত, কতক বর্শার আঘাত এবং কতক তীরের আঘাত। আমার ফুফু রুবাই বিনতে নাদর (রা) বলেন, জখমের কারণে আমি আমার ভাইকে সনাক্ত করতে পারছিলাম না। আমি তার আংগুলের গোছা দেখেই তাকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আর এ আয়াত নাযিল হল (অনুবাদ) ঃ "ঈমানদার লোকদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ নিজের মানত পূর্ণ করেছে (শহীদ হয়েছে) এবং কেউ অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি" (৩৩ ঃ ২৩) (আ, না, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللّٰهُ اَشْهَدَنِىْ قِتَالاً الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ كَيْفَ اَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا جَاءُوْا بِهِ هٰؤُلاَءِ يَعْنِى الْمُشْرِكِيْنَ وَاَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا يَصْنَعُ هٰؤُلاَءِ يَعْنِىْ اَصْحَابَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا اَخِىْ مَا فَعَلْتَ اَنَا مَعَكَ فَلَمْ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَصْنَعَ مَا صَنَعَ فَوُجِدَ فِيْهِ بِضْعٌ وَّثَمَانُوْنَ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ فَكُنَّا نَقُوْلُ فِيْهِ وَفِىْ اَصْحَابِهِ نَزَلَتْ (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ) .

৩১৩৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তার চাচা বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি (চাচা) বলেন, এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। অথচ এই প্রথম যুদ্ধেই আমি অংশগ্রহণ করতে পারলাম না। আল্লাহ তাআলা যদি ভবিষ্যতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমাকে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন, তবে তিনি দেখবেন আমি কি করি। অতঃপর উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজয়ের সম্মুখীন হলে তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! মুশরিকরা যে বিপদ নিয়ে এসেছে আমি তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর মুসলমানরা যা করেছে সে সম্পর্কে

তোমার কাছে ওজরখাহি করছি।" অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হন। তার সাথে সাদ (রা)-র সাক্ষাত হলে তিনি বলেন, হে ভাই! তুমি কি করছ, আমি তোমার সাথে আছি। (সাদ বলেন) কিন্তু সে যা করল আমি তা করতে সক্ষম হলাম না। তার দেহে আশির অধিক জখম পাওয়া গেল। এর কতগুলো ছিল তরবারির আঘাত, কতগুলো বর্শার আঘাত এবং কতগুলো তীরের আঘাত। আমরা বলাবলি করতাম যে, তার ও তার সাথীদের সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ঃ "তাদের মধ্যে কেউ নিজের মান্নত পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে" (৩৩ ঃ ২৩) (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আনাস ইবনে মালেক (রা)-র চাচার নাম আনাস ইবনে নাদর।

٣١٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّارُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اَلاَ اُبَشِّرُكَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ .

৩১৪০। মূসা ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-র কাছে প্রবেশ করলে তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাব না? আমি বললাম, হাঁ অবশ্যই। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেতে শুনেছি ঃ যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে, তালহা (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত।৫৩

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রে মুআবিয়া (রা) থেকে এ হাদীস জানতে পেরেছি এবং এটি মূসা ইবনে তালহা তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣١٤١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ يَحْيٰى عَنْ مُوْسٰى وَعِيْسٰى ابْنَىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِمَا طَلْحَةَ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لِاَعْرَابِىٍّ جَاهِلٍ سَلْهُ عَنْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ مَنْ هُوَ وَكَانُوْا لاَ يَجْتَرِئُوْنَ عَلٰى مَسْئَلَتِهِ يُوَقِّرُوْنَهُ وَيَهَابُوْنَهُ فَسَأَلَهُ الْاَعْرَابِىُّ

৫৩। হাদীসটি মানাকিব "তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ" (রা)-তেও উক্ত হয়েছে (অনু.)।

فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَالَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَالَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اِنِّيْ اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَىَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ فَلَمَّا رَاٰنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ قَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذَا مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ .

৩১৪১। তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এক মূর্খ বেদুইনকে বলল, তুমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস কর, "যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে" দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে? সাহাবীগণ সরাসরি তাঁর কাছে এ কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পাননি। তারা তাঁকে সম্মান ও সমীহ করতেন। বেদুইন তাঁর কাছে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। সে পুনরায় তাঁকে এ কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি এবারও মুখ ফিরিয়ে নেন। সে আবারো তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি এবারও মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর আমি মসজিদের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। আমার পরনে ছিল সবুজ কাপড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বলেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়, যে 'মানত পূর্ণকারীদের' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে? বেদুইন বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে এই ব্যক্তি (তালহা) তাদের একজন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল ইউনুস ইবনে বুকাইরের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣١٤٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُمِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيْرِ اَزْوَاجِهِ بَدَاَنِيْ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَ تَسْتَعْجِلِيْ حَتّٰى تَسْتَاْمِرِيْ اَبَوَيْكِ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَاىَ لَمْ يَكُوْنَا لِيَاْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ (يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ) حَتّٰى بَلَغَ (الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا) فَقُلْتُ فِيْ اَىِّ هٰذَا اَسْتَاْمِرُ اَبَوَىَّ فَاِنِّيْ

أُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَفَعَلَ اَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ .

৩১৪২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর স্ত্রীদেরকে (তার স্ত্রীত্বে থাকার বা পার্থিব ভোগবিলাস গ্রহণ করার) এখতিয়ার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি প্রথমে আমাকেই জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, হে আইশা! তোমাকে একটি কথা বলতে চাচ্ছি। তুমি ধীরস্থিরভাবে জবাব দিবে, তাড়াহুড়া করবে না এবং প্রয়োজনে তোমার পিতামাতার সাথেও পরামর্শ করবে। আইশা (রা) বলেন, তিনি ভালো করেই জানতেন যে, আমার পিতামাতা কখনো আমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি দিবেন না। আইশা (রা) বলেন, অতঃপ তিনি বললেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা কর তবে এসো, আমি তোমাদের কিছু ভোগসামগ্রী দিয়ে ভদ্রভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের সুখ সাচ্ছন্দ লাভ করতে চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহান পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন"(৩৩ ঃ ২৮, ২৯)। আমি বললাম, আমি কি ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করব! আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের জীবনই কামনা করি। আইশা (রা) বলেন, আমি যে জবাব দিয়েছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর স্ত্রীগণও অনুরূপ জবাব দেন (বু, মু, না)।[৫৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম যুহ্রী (র) উরওয়া (র)-এর সূত্রে এবং তিনি আইশা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣١٤٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ رَبِيْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا) فِيْ

৫৪। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ দারুন অর্থকষ্টে পতিত হন। তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর নিকট প্রয়োজনীয় খোরপোষ দাবি করলে তিনি তাদের সাথে কথা না বলার এবং মেলামেশা না করার শপথ করেন। এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনু.)।

بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ فَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَاَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ اَنْتِ عَلٰى مَكَانِكِ وَاَنْتِ عَلٰى خَيْرٍ .

৩১৪৩। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হন। তিনি বলেন, উম্মু সালামা (রা)-র ঘরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন এ আয়াত নাযিল হল (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ তো চান তোমাদের নবীর ঘরের লোকদের মধ্য থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করতে" (৩৩ ঃ ৩৩), তখন তিনি ফাতিমা (রা) এবং হাসান ও হুসাইন (রা)-কে ডাকলেন এবং তাদেরকে একটি কম্বলের ভিতরে ঢেকে নিলেন। আলী (রা) তাঁর পিছনে ছিলেন। তিনি তাকেও কম্বলের মধ্যে নিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার 'আহ্‌লে বাইত' (পরিবারের সদস্য)। তুমি তাদের মধ্য থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দাও এবং পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন করে দাও।" উম্মু সালামা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন ঃ তুমি স্বস্থানে থাক এবং তুমি কল্যাণের মধ্যেই আছ।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব অর্থাৎ আতার রিওয়ায়াত হিসাবে, তিনি আমর ইবনে আবু সালামা থেকে রিওয়ায়াত করেন।

٣١٤٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ اَشْهُرٍ اِذَا خَرَجَ اِلٰى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُوْلُ اَلصَّلَاةَ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ (اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا).

৩১৪৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছয় মাস পর্যন্ত এই অভ্যাস ছিল যে, তিনি ফজরের নামাযের জন্য ফাতিমা (রা)-র ঘরের সামনে দিয়ে অতিক্রমকালে বলতেন ঃ "হে আহ্‌লে বাইত! তোমরা নামায কায়েম কর। আল্লাহ চান, তোমাদের নবীর ঘরের

লোকদের মধ্য থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করতে" (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল হাম্মাদ ইবনে সালামা-আইশা (রা) সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবুল হামরাআ, মাকিল ইবনে ইয়াসার ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١٤٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِّنَ الْوَحْيِ لَكَتَمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ) يَعْنِيْ بِالْاِسْلَامِ (وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) بِالْعِتْقِ فَاَعْتَقْتَهُ (اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ) اِلٰى قَوْلِهِ (وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً) وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا قَالُوْا تَزَوَّجَ حَلِيْلَةَ ابْنِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ) وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ فَلَبِثَ حَتّٰى صَارَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ) فُلَانٌ مَوْلٰى فُلَانٍ وَفُلَانٌ اَخُوْ فُلَانٍ (هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ) يَعْنِيْ اَعْدَلُ عِنْدَ اللّٰهِ لَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِّنَ الْوَحْيِ لَكَتَمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) الْاٰيَةَ هٰذَا الْحَرْفُ لَمْ يُرْوَ بِطُوْلِهِ.

৩১৪৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওহীর কোন অংশ গোপন করতেন তাহলে এই অংশ গোপন করতেন (অনুবাদ) ঃ "স্মরণ কর, যার প্রতি আল্লাহ (ইসলাম গ্রহণ করার) অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার উপর (দাসত্বমুক্ত করে) অনুগ্রহ করেছেন

আপনি তাকে বলেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আপনি আপনার মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রেখেছেন, তা আল্লাহ প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোকভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহ্কে ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত। পরে যায়েদ যখন তার (যয়নবের) সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে (যয়নবকে) আপনার নিকট বিবাহ দিলাম, যেন মুমিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব নারীদের বিবাহ করায় মুমিন লোকদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে" (৩৩ ঃ ৩৬, ৩৭)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে (যয়নবকে) বিবাহ করলেন তখন লোকেরা বলতে লাগল, তিনি নিজের পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষ লোকদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং আল্লাহ্র রাসূল ও সর্বশেষ নবী" (৩৩ ঃ ৪০)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পোষ্য পুত্র বানিয়েছিলেন। তিনি (যায়েদ) তখন বালক ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে থাকলেন এবং ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠলেন। তাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলে ডাকা হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন ঃ "পোষ্য পুত্রদেরকে তোমরা তাদের পিতার সাথে সম্পর্ক সূত্রে ডাকো, এটা আল্লাহ্র কাছে অধিক ন্যায়সংগত। আর তাদের পিতৃপরিচয় তোমরা যদি না জান, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং সাথী" (৩৩ ঃ ৫)। অর্থাৎ অমুক অমুকের বন্ধু এবং অমুক অমুকের ভাই। এটাই আল্লাহ্র নিকট অধিক ন্যায়সংগত কথা অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে অধিক ন্যায়ানুগ কথা (মু)।

অপর এক সূত্রে এ হাদীস দাউদ ইবনে আবু হিন্দ থেকে, তিনি শাবী থেকে, তিনি মাসরূক থেকে, তিনি আইশা (রা) থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। আইশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওহীর কোন অংশ গোপন করতেন, তবে এই আয়াত গোপন করতেন ঃ "যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে বলেছিলে, যার প্রতি আল্লাহ এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে...." আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এ সূত্রে হাদীসটি বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়নি।

٣١٤٦. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَضَّاحٍ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِّنَ الْوَحْيِ لَكَتَمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) الْاٰيَةُ .

৩১৪৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওহীর কোন অংশ গোপনকারী হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি এই আয়াত গোপন করতেন (অনুবাদ) ঃ "যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে বলেছিলে যার প্রতি আল্লাহ এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে...." (৩৩ ঃ ৩৬-৭) শেষ পর্যন্ত (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا كُنَّا نَدْعُوْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ الاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتّٰى نَزَلَ الْقُرْاٰنُ (اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ) .

৩১৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যায়েদ ইবনে হারিসা না ডেকে বরং যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ ডাকতাম। অবশেষে নাযিল হল ঃ "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহ্র কাছে অধিক ন্যায়সংগত " (৩৩ ঃ ৫) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٤٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ) قَالَ مَا كَانَ لِيَعِيْشَ لَهُ فِيْكُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ .

৩১৪৮। আমের আশ-শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন" (৩৩ ঃ ৪০) সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তোমাদের মাঝে তাঁর কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকবে না।

٣١٤٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اُمِّ عُمَارَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّهَا اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا اَرٰى كُلَّ شَيْءٍ اِلاَّ لِلرِّجَالِ وَمَا اَرٰى النِّسَاءَ

يَذْكُرْنَ بِشَيْءٍ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) الْاٰيَةَ .

৩১৪৯। উম্মু উমারা আল-আনসারিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন ঃ আমি প্রতিটি বিষয় পুরুষদের জন্যই উল্লেখিত দেখতে পাচ্ছি। অথচ কুরআনে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে কোন বিষয়ে আলোচনা দেখছি না। তখন এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "নিশ্চয় যেসব পরুষ ও স্ত্রীলোক মুসলমান, মুমিন, আল্লাহ্র অনুগত, সত্য পথের পথিক, ধৈর্যশীল, আল্লাহ্কে ভয়কারী, দান-খয়রাতকারী রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্কে স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রেখেছেন" (৩৩ ঃ ৩৫)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। উল্লেখিত সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣١٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ) فِيْ شَاْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُوْ فَهَمَّ بِطَلاَقِهَا فَاسْتَاْمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ) .

৩১৫০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা) সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তুমি (নবী) নিজের মনে সে কথা লুকিয়ে রেখেছিলে, যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন" (৩৩ ঃ ৩৭), তখন যায়েদ (রা) অভিযোগ করতে এলেন। তিনি যয়নবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন ঃ "তোমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর" (৩৩ ঃ ৩৭) (আ, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

(فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) قَالَ فَكَانَتْ تَفْتَخِرُ عَلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ زَوَّجَكُنَّ اَهْلُكُنَّ وَزَوَّجَنِى اللّٰهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوَاتٍ .

৩১৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল (অনুবাদ) ঃ "অতঃপর যায়েদ যখন তার (যয়নবের) সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করল তখন আমরা তাকে (যয়নবকে) তোমার নিকট বিবাহ দিলাম," তখন যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সামনে গর্বভরে বলতেন, তোমাদেরকে তোমাদের পরিবারের লোকে বিবাহ দিয়েছেন, আর আমাকে বিবাহ দিয়েছেন সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ তাআলা (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٥٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَتْ خَطَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرْتُ اِلَيْهِ فَعَذَرَنِىْ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِىْ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) اَلْاٰيَةَ قَالَتْ فَلَمْ اَكُنْ اَحِلُّ لَهُ لِاَنِّىْ لَمْ اُهَاجِرْ كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ .

৩১৫২। আবু তালিব-কন্যা উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠান। আমি তাঁকে নিজের অপারগতা জানালাম। তিনি আমার ওজর কবুল করলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "হে নবী! আমরা তোমার জন্য হালাল করেছি তোমার সেই স্ত্রীদের, যাদের মোহরানা তুমি আদায় করেছ এবং সেই মহিলাদেরকেও (হালাল করেছি), যারা আল্লাহ্‌র দেয়া দাসীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাভুক্ত হয়েছে, তোমার সেই চাচাতো, ফুফাতো ও মামাতো বোনদেরকেও (হালাল করেছি), যারা তোমার সাথে হিজরত করে এসেছে, সেই মুমিন মহিলাকেও, যে নিজেকে নবীর জন্য হেবা করে, যদি নবী তাকে বিবাহ

করতে চায়। এই সুবিধাদান বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্যান্য ঈমানদার লোকদের জন্য নয়" (৩৩ ঃ ৫০)। রাবী (উম্মু হানী) বলেন, এ কারণেই আমি তাঁর জন্য হালাল ছিলাম না। কেননা আমি তাঁর সাথে হিজরত করিনি, আমি ছিলাম তুলাকাভুক্ত।[৫৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা কেবল উল্লেখিত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣١٥٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نُهِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَصْنَافِ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ (لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ) فَاَحَلَّ اللّٰهُ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ] وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِيْنٍ غَيْرَ الاِسْلاَمِ ثُمَّ قَالَ (وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ) وَقَالَ (يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللاَّتِىْ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ) اِلٰى قَوْلِهِ (خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ) وَحَرَّمَ مَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنْ اَصْنَافِ النِّسَاءِ .

৩১৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরতকারিনী মুমিন স্ত্রীলোকদের ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "এরপর তোমার জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অপর স্ত্রী গ্রহণ করারও অনুমতি নাই, যদিও তাদের রূপ সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে। অবশ্য তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয়" (৩৩ ঃ ৫২)। আল্লাহ তাআলা তোমাদের মুমিন দাসীদের হালাল করেছেন। "এবং সেই মুমিন নারীকেও (হালাল করা হয়েছে) যে নিজেকে নবীর জন্য হেবা করে" (৩৩ ঃ ৫০)। মুসলমান স্ত্রীলোক ছাড়া অন্যান্য ধর্মের স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা তাঁর জন্য হারাম করা

---

৫৫. মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিগণকে 'তুলাকা' (স্বাধীন, মুক্ত) বলা হয়। কারণ পরাজিতদেরকে বন্দী বা দাসে পরিণত না করেই মুক্ত ঘোষণা করা হয় (অনু.)।

হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার সমস্ত কাজ নিষ্ফল হবে এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে" (সূরা আল-মাইদা ঃ ৫)। মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ "হে নবী ! আমরা তোমার জন্য হালাল করেছি তোমার সেই স্ত্রীদের যাদের মোহরানা তুমি পরিশোধ করেছ, সেই মহিলাদেরকেও যারা আল্লাহ্র দেয়া দাসীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাভুক্ত হয়.... এই বিশেষ সুবিধা কেবল তোমাকেই দেয়া হয়েছে, মুমিনদেরকে নয়" (৩৩ ঃ ৫০)। এ ছাড়া অন্য সব ধরনের মহিলাদের হারাম করা হয়েছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা কেবল আব্দ ইবনে হুমাইদের রিওয়ায়াত হিসাবেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমি আহমাদ ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি, ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, শাহ্র ইবনে হাওশাবের সূত্রে আবদুল হামীদ ইবনে বাহরামের বর্ণিত হাদীসে আপত্তির কিছু নেই।

٣١٥٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ .

৩১৫৪। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পূর্বেই এ সব স্ত্রীলোক তাঁর জন্য হালাল করা হয় (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتٰى بَابَ امْرَاَةٍ عَرَّسَ بِهَا فَاِذَا عِنْدَهَا قَوْمٌ فَانْطَلَقَ فَقَضٰى حَاجَتَهُ فَاحْتَبَسَ ثُمَّ رَجَعَ وَعِنْدَهَا قَوْمٌ فَانْطَلَقَ فَقَضٰى حَاجَتَهُ فَرَجَعَ وَقَدْ خَرَجُوْا قَالَ فَدَخَلَ وَاَرْخٰى بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِاَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ فَقَالَ لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ لَيَنْزِلَنَّ فِىْ هٰذَا شَيْءٌ قَالَ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ.

৩১৫৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর ঘরের দরজায় এসে দেখেন যে, তার ঘরে কিছু সংখ্যক লোক কথাবার্তায় লিপ্ত। তিনি ফিরে গেলেন এবং নিজের কিছু কাজ করলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি

পুনরায় ফিরে এলেন। তার ঘরে লোকেরা তখনো আলাপে রত ছিল। তিনি এবারও ফিরে গেলেন এবং নিজের কিছু কাজ করলেন। তিনি আবার তার ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। এতক্ষণে তারা সেখান থেকে চলে গেছে। রাবী বলেন, তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আমার ও তাঁর মাঝে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। রাবী বলেন, আমি এ ঘটনা আবু তালহা (রা)-র কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন, তুমি যা বলছ তা যদি ঠিক হয়, তবে এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই কোন আয়াত নাযিল হবে। রাবী বলেন, এই প্রেক্ষিতেই পর্দা সম্পর্কিত আয়াত (৩৩ ঃ ৫৩-৫৫) নাযিল হয়।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমর ইবনে সাঈদ 'আসলা' নামেও কথিত।

٣١٥٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنِ الْجَعْدِ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّيْ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِيْ تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهٰذَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثَتْ إِلَيْكَ بِهَا (بِهٰذَا) أُمِّيْ وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُوْلُ إِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيْلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّيْ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُوْلُ إِنَّ هٰذَا مِنَّا لَكَ قَلِيْلٌ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِيْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيْتَ فَسَمّٰى رِجَالًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمّٰى وَمَنْ لَقِيْتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ عَدَدُكُمْ كَمْ كَانُوْا قَالَ زُهَاءَ ثَلَاثَ مِائَةٍ قَالَ وَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ هَاتِ بِالتَّوْرِ قَالَ فَدَخَلُوْا حَتّٰى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيْهِ فَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا قَالَ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتّٰى أَكَلُوْا كُلُّهُمْ قَالَ فَقَالَ لِيْ يَا أَنَسُ ارْفَعْ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِيْ حِيْنَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِيْنَ رَفَعْتُ قَالَ وَجَلَسَ مِنْهُمْ طَوَائِفُ يَتَحَدَّثُوْنَ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا اِلَى الْحَائِطِ فَثَقُلُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَاَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوْا عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرُوْا الْبَابَ فَخَرَجُوْا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَرْخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَاَنَا جَالِسٌ فِى الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى خَرَجَ عَلَىَّ وَاُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ الْجَعْدُ قَالَ اَنَسٌ اَنَا اَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِهٰذِهِ الْاٰيَاتِ وَحُجِبْنَ نِسَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ・

৩১৫৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করলেন এবং নিজের ঘরে গেলেন। রাবী বলেন, আমার মা উম্মু সুলাইম (রা) হাইস (খেজুর, ঘী ও ছাতু সহযোগে এক প্রকার মিষ্টান্ন) তৈরি করলেন। তিনি একটি বারকোষে তা রেখে বলেন, হে আনাস! এটা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। তাঁকে বল, 'এটা আমার মা আপনার জন্য পাঠিয়েছেন. তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য একটি নগণ্য উপঢৌকন। রাবী বলেন, আমি এই 'হাইস' নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং বললাম, আমার মা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য যৎসামান্য উপহার। তিনি বলেন ঃ এটা রাখ। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তুমি গিয়ে অমুক, অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে এবং পথিমধ্যে যাদের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে তাদেরকেও দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আস। তিনি কয়েক ব্যক্তির নামও বলে দিলেন।

আনাস (রা) বলেন, তিনি যাদের নাম উল্লেখ করে বলে দিয়েছেন এবং পথিমধ্যে আমার সাথে যাদের দেখা হয়েছে আমি তাদের সবাইকে দাওয়াত করে

নিয়ে এলাম। অধঃস্তন রাবী জাদ আবু উসমান বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের মোট সংখ্যা কত ছিল? তিনি বলেন, প্রায় তিন শত। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ হে আনাস! হাইসের বারকোষ নিয়ে এসো। আনাস (রা) বলেন, দাওয়াতকৃত লোকেরা এলে তাদের ভীড়ে চত্বর ও হুজরা ভরে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দশ দশজন করে বৃত্তাকারে বসাও এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের কাছের খাবার খায়। রাবী বলেন, লোকেরা পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করল। একদল খেয়ে চলে গেলে অপর দল খেতে বসত। এভাবে সবাই আহার করল। রাবী বলেন, তিনি আমাকে বলেন ঃ হে আনাস! বারকোষ তুলে নিয়ে যাও। আনাস (রা) বলেন, আমি তা উঠিয়ে নিলাম, কিন্তু বলতে পারব না, যখন আমি হাইসের বারকোষ রেখে ছিলাম তখন কি তাতে বেশি হাইস ছিল না যখন তুলে নিলাম তখন বেশী ছিল!

আনাস (রা) বলেন, দাওয়াতকৃতদের কতক আলাপে রত লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বসে রইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিদায় হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলেন। তাঁর স্ত্রী দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে রইলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি বিরক্তিকর বোঝা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গিয়ে তাঁর মহিলাদের সালাম করলেন, অতঃপর পুনরায় ফিরে এলেন। তারা যখন লক্ষ্য করল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসছেন, তখন তারা অনুভব করল যে, তারা তাঁর জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে পড়েছে। অতএব তারা সকলে উঠে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পর্দা ছেড়ে দিয়ে হুজরায় প্রবেশ করেন। আমি হুজরার মধ্যে (পর্দার এ পাশে) বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বের হয়ে আমার কাছে এলেন। তখন নিম্নের আয়াতগুলো নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হয়ে গিয়ে লোকদের সামনে পাঠ করলেন (অনুবাদ) ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরের মধ্যে ঢুকে যেও না এবং খাওয়ার জন্য এসে অপেক্ষায় বসে থেকো না। যদি তোমাদের খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয় তবে অবশ্যই আসবে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ করার সাথে সাথে সরে পড়বে এবং কথাবার্তায় মশগুল হবে না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয় কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে তোমাদের কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকেই তাদের নিকট তা চাও। তোমাদের এবং তাদের অন্তরের

পবিত্রতা রক্ষার জন্য এটাই উত্তম পন্থা। আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনো জায়েয নয়। এটা আল্লাহ্‌র নিকট অতি বড় গুনাহ" (৩৩ ঃ ৫৩)।

জাদ (র) বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমিই সকলের আগে এ আয়াত সম্পর্কে অবগত হই এবং সেদিন থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ পর্দা করেন (বু, মু, না)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। জাদ হলেন উসমানের পুত্র। তাকে দীনারের পুত্রও বলা হয়। তার উপনাম আবু উসমান আল-বসরী। হাদীস বিশারদদের মতে তিনি সিকাহ রাবী। ইউনুস ইবনে উবাইদ, শোবা ও হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣١٥٧. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ بَيَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَنٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَاَةٍ مِّنْ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَنِىْ فَدَعَوْتُ قَوْمًا اِلَى الطَّعَامِ فَلَمَّا اَكَلُوْا وَخَرَجُوْا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْطَلِقًا قِبَلَ بَيْتِ عَائِشَةَ فَرَاٰى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ فَانْصَرَفَ رَاجِعًا فَقَامَ الرَّجُلاَنِ فَخَرَجَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ) وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

৩১৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করলেন। তিনি লোকদেরকে বিবাহ ভোজের দাওয়াত দেয়ার জন্য আমাকে পাঠান। আমি লোকদের আহারের দাওয়াত দিলাম। লোকেরা খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইশা (রা)-র ঘরের দিকে গেলেন। তিনি দুই ব্যক্তিকে বসা দেখে পুনরায় ফিরে এলেন। অতঃপর লোক দু'টি উঠে চলে গেল। মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করো না এবং খাওয়ার অপেক্ষায়ও বসে থেকো না। তবে তোমাদের খাওয়ার দাওয়াত করা হলে তোমরা অবশ্যই আসবে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে সরে পড়বে এবং কথাবার্তায় মশগুল হবে না" (৩৩ ঃ ৫৩) (বু মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসে একটি দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে। বাইয়ানের রিওয়ায়াত হিসাবে এটা হাসান ও গরীব হাদীস। সাবিত (র) আনাস (রা)-র সূত্রে এ হাদীস দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন।

٣١٥٨. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىَّ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِىْ كَانَ اُرِىَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِىْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْاَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عُلِّمْتُمْ .

৩১৫৮। আবূ মাসঊদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। আমরা এ সময় সাদ ইবনে উবাদার মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। বাশীর ইবনে সাদ (রা) তাঁকে বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনার উপর দুরূদ পাঠ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করব? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ রইলেন। এমনকি আমাদের মনে হল, আমরা যদি তাঁকে প্রশ্ন না করতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা বল-

"আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম, ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীমা ফিল আলামীন। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।" আর সালাম তো তোমরা ইতিপূর্বে জেনে নিয়েছ (আ, দা, না, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু হুমাইদ, কাব ইবনে উজরা, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, আবু সাঈদ, যায়েদ ইবনে খারিজা বা জারিয়া এবং বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَّخِلاَسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيْرًا مَا يُرٰى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اِسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَاٰذَاهُ مَنْ اٰذَاهُ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ فَقَالُوْا مَا يَسْتَتِرُ هٰذَا السَّتْرَ اِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ اِمَّا بَرَصٌ وَاِمَّا اُدْرَةٌ وَاِمَّا اٰفَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَرَادَ اَنْ يُّبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوْا وَاِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلٰى حَجَرٍ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ اِلٰى ثِيَابِهِ لِيَاْخُذَهَا وَاِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَاَخَذَ مُوْسٰى عَصَاهُ فَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ ثَوْبِيْ حَجَرُ ثَوْبِيْ حَجَرُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى مَلاَءٍ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ فَرَاَوْهُ عُرْيَانًا اَحْسَنَ النَّاسِ خَلْقًا وَاَبْرَاَهُ مِمَّا كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ قَالَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَاَخَذَ ثَوْبَهُ وَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللّٰهِ اِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ اَثَرِ عَصَاهُ ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا اَوْ خَمْسًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا) .

৩১৫৯। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ মূসা আলাইহিস সালাম খুবই লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের দেহ খুব ভালো করে ঢেকে রাখতেন। শরমের কারণে তাঁর শরীরের চামড়ার কোন অংশই দেখা যেত না। বনী ইসরাঈলের দুষ্ট প্রকৃতির কয়েক ব্যক্তি তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। এরা বলত, তাঁর এভাবে শরীর ঢেকে রাখার কারণ তাঁর শরীরের চামড়ায় কোন দোষ আছে অথবা তাঁর শরীরে ধবল রোগ আছে অথবা তাঁর অণ্ডকোষ খুব বড় অথবা অন্য কোন দোষ আছে। আল্লাহ তাদের এসব অপবাদ থেকে তাঁকে মুক্ত করার ইচ্ছা করলেন। মূসা আলাইহিস সালাম এক দিন একাকী নিজের কাপড়-চোপড় খুলে তা একটি পাথরের উপর রেখে গোসল করতে

নামলেন। গোসলশেষে তিনি কাপড় নেয়ার জন্য উঠে এলে পাথরটি তাঁর কাপড়সহ দৌঁড়াতে থাকে। মূসা আলাইহিস সালাম নিজের লাঠি তুলে নিয়ে পাথরের পিছে পিছে ছোটেন এবং বলতে থাকেন ঃ হে পাথর! আমার কাপড় ফিরিয়ে দাও, হে পাথর! আমার কাপড় ফিরিয়ে দাও। এই বলে পাথরের পিছু ধাওয়া করতে করতে তিনি বনী ইসরাঈলের একটি দলের কাছে পৌঁছে গেলেন। তারা তাঁকে সম্পূর্ণ উলংগ দেখতে পেল। তারা তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুষ্ঠ সুন্দর দেখল। তিনি তাদের অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তাও তারা দেখে নিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাথর থেমে গেল এবং তিনি তাঁর বস্ত্র নিয়ে পরিধান করলেন। তিনি নিজের লাঠি দিয়ে পাথরটিকে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহ্‌র শপথ! পাথরের উপর তাঁর লাঠির আঘাতের তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ এখনও অবশিষ্ট আছে। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলার ফরমান ঃ "হে ঈমানদারগণ! যেসব লোক মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল তোমরা তাদের মত হয়ো না। আল্লাহ তাদের বানানো কথাবার্তা থেকে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানের পাত্র ছিলেন" (৩৩ ঃ ৬৯) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৩৪. সূরা সাবা

٣١٦٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ أُقَاتِلُ مَنْ اَدْبَرَ مِنْ قَوْمِيْ بِمَنْ اَقْبَلَ مِنْهُمْ فَاَذِنَ لِيْ فِيْ قِتَالِهِمْ وَاَمَّرَنِيْ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ سَاَلَ عَنِّيْ مَا فَعَلَ الْغُطَيْفِيُّ فَاُخْبِرَ اَنِّيْ قَدْ سِرْتُ قَالَ فَاَرْسَلَ فِيْ اَثَرِيْ فَرَدَّنِيْ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ فِيْ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اُدْعُ الْقَوْمَ فَمَنْ اَسْلَمَ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَلاَ تَعْجَلْ حَتّٰى اُحْدِثَ اِلَيْكَ قَالَ وَاُنْزِلَ فِيْ سَبَاءٍ مَا اُنْزِلَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا سَبَاُ اَرْضٌ اَوْ اِمْرَاَةٌ قَالَ لَيْسَ بِاَرْضٍ وَّلاَ اِمْرَاَةٍ وَلٰكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِّنَ الْعَرَبِ

فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ تَشَاءَمُوْا فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَغَسَّانُ وَعَامِلَةُ وَاَمَّا الَّذِيْنَ تَيَامَنُوْا فَالْاَزْدُ وَالْاَشْعَرِيُّوْنَ وَحِمْيَرُ وَمَذْحِجُ وَاَنْمَارٌ وَكِنْدَةُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اَنْمَارٌ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْهُمْ خَثْعَمُ وَبَجِيْلَةُ .

৩১৬০। ফারওয়া ইবনে মুসাইক আল-মুরাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার সম্প্রদায়ের যেসব লোক অগ্রসর হয়েছে (ইসলাম গ্রহণ করেছে) তাদেরকে নিয়ে আমি কি আমার সম্প্রদায়ের পিছে পড়া লোকদের (ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না ? রাবী বলেন, তিনি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন এবং আমাকেই আমীর নিযুক্ত করলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর তিনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ঃ গুতাইফী কোথায়? তাঁকে জানানো হল যে, আমি চলে গেছি। রাবী বলেন, তিনি আমার পিছে পিছে এক ব্যক্তিকে আমাকে পুনরায় ডেকে নেয়ার জন্য পাঠান। আমি যখন ফিরে আসি তখন তিনি তাঁর সাহাবা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তাদের মধ্যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তা তুমি অনুমোদন করবে। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে না, আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না।

রাবী বলেন, অতঃপর সাবা সম্পর্কে যা নাযিল হওয়ার ছিল তা নাযিল হয়। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাবা কি, কোন এলাকার নাম না কোন স্ত্রীলোকের নাম? তিনি বলেন ঃ কোন এলাকারও নাম নয় বা কোন স্ত্রীলোকেরও নাম নয়, বরং একটি পুরুষ লোকের নাম। তার ঔরসে আরবের দশজন লোক জন্মগ্রহণ করে। তাদের ছয়জন ইয়ামানে (দক্ষিণ দিকে) এবং চারজন সিরিয়ায় (বাঁ দিকে) বসতি স্থাপন করে। বাঁ দিকের লোকদের নাম হল ঃ লাখম, জুযাম, গাসসান ও আমিলা (গোত্র)। আর ডান দিকে গড়ে উঠা গোত্রগুলোর নাম হল ঃ আয্‌দ, আশআরী, হিময়ার, কিনদা, মাযহিজ ও আনমার। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আনমার গোত্রের লোক কারা? তিনি বলেন ঃ খাসআম ও বাজীলা গোত্রের লোকেরা এদের অন্তর্ভুক্ত (আ, দা)।[৫৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান।

---

৫৬. এ হাদীসে ৩৪ ঃ ১৫ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনু.)।

٣١٦١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَضَي اللّٰهُ فِى السَّمَاءِ اَمْرًا ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَاَنَّهَا سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا (مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ) قَالَ وَالشَّيَاطِيْنُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ .

৩১৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন আসমানে কোন নির্দেশ জারী করেন, তখন ফেরেশতারা এই নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনার্থে ভয় ও বিনম্রতার সাথে নিজেদের পাখায় আওয়াজ করেন। মনে হয় যেন পাখাগুলো শিকলের ন্যায় মসৃণ পাথরের উপর আঘাত করছে। তাদের মন থেকে ভীতির ভাব হ্রাস পেলে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমাদের প্রতিপালক কি বলেন? তারা বলেন, তিনি সঠিক বলেন। তিনি তো অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ" (৩৪ ঃ২৩)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শয়তানেরা তখন একে অপরের নিকট সমবেত হয় (উর্ধ জগতের কথা শুনার জন্য) (বু, দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٦٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِىْ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ اِذْ رُمِىَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ لِمِثْلِ هٰذَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ قَالُوْا كُنَّا نَقُوْلُ يَمُوْتُ عَظِيْمٌ اَوْ يُوْلَدُ عَظِيْمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّهُ لاَ يُرْمٰى بِهِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنْ رَّبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ اِذَا قَضٰى اَمْرًا سَبَّحَ لَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ اَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ التَّسْبِيْحُ اِلٰي هٰذِهِ السَّمَاءِ ثُمَّ سَاَلَ اَهْلُ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ اَهْلَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ فَيُخْبِرُوْنَهُمْ ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ اَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ حَتّٰى يَبْلُغَ الْخَبَرُ اِلٰى اَهْلِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَيَخْتَطِفُ

الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَيَرْمُوْنَ فَيَقْذِفُوْنَهَا اِلٰى اَوْلِيَاءِهِمْ فَمَا جَاءُوْا بِهِ عَلٰى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَّلٰكِنَّهُمْ يُحَرِّفُوْنَ وَيَزِيْدُوْنَ .

৩১৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক দল সাহাবীর মধ্যে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি উল্কা পতিত হল এবং আলোকিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এরূপ উলকাপাত হতে দেখলে তোমরা জাহিলী যুগে কি বলতে? তারা বলেন, আমরা বলতাম, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হবে অথবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম হবে (এটা তারই আলামত)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যু অথবা জন্মগ্রহণের আলামত হিসাবে এটা পতিত হয় না, বরং মহা বরকতময় ও মহিমান্বিত নামের অধিকারী আমাদের প্রতিপালক যখন কোন নির্দেশ জারী করেন, তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন। অতঃপর তাদের নিকটতম আসমানের অধিবাসীরা তাসবীহ পাঠ করতে থাকে, অতঃপর তাদের নিকটতম আসমানের অধিবাসীরা তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। এভাবে তাসবীহ ও মহিমা ঘোষণার ধারা এই আসমানে এসে পৌঁছে যায়। অতঃপর ষষ্ঠ আসমানের অধিবাসীরা সপ্তম আসমানের অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করেন। এভাবে প্রত্যেক আসমানের অধিবাসীরা তাদের উপরের আসমানের অধিবাসীদের অনুরূপভাবে জিজ্ঞেস করেন। এভাবে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে এ খবর পৌছে যায়। শয়তানেরা কান লাগিয়ে এ তথ্য শুনবার বা সংগ্রহ করবার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। তখন এদের উপর উলকা নিক্ষেপ করা হয়। এরা কিছু তথ্য এদের সহগামীদের কাছে পাচার করে। এরা প্রথম অবস্থায় যা সংগ্রহ করে তা তো সত্য, কিন্তু পরবর্তীরা এতে আরো যোগ-বিয়োগ করে (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম যুহরী (র) এ হাদীস আলী ইবনে হুসাইনের সূত্রে এবং তিনি একদল আনসার সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম..... হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

৩৫. সূরা আল-মালাইকা (আল-ফাতির)।

٣١٦٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عَيْزَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِّنْ

ثَقِيْفٍ يَحَدِّثُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كِنَانَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ) قَالَ هٰؤُلَاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ فِى الْجَنَّةِ .

৩১৬৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র বাণী ঃ "অতঃপর আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করা লোকদেরকে আমরা এই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। তাদের কেউ নিজেদের উপরই যুলুমকারী হয়েছে, কেউ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে এবং কেউ আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে নেক কাজসমূহে অগ্রগামী হয়েছে" (৩৫ঃ ৩২)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ আয়াতে বর্ণিত তিন শ্রেণীর লোক একই মর্যাদা সম্পন্ন এবং এরা সকলেই জান্নাতী (আ)।[৫৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান।

৩৬. সূরা ইয়াসীন

٣١٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ سَلِمَةَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ فَاَرَادُوْا النُّقْلَةَ اِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (اِنَّا نَحْنُ نُحْيِى الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اٰثَارَكُمْ تُكْتَبُ فَلَا تَنْتَقِلُوْا (فَلَمْ يَنْتَقِلُوْا) .

৩১৬৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ সালামা গোত্রের বসতি মদীনার এক প্রান্তে ছিল। তারা সেখান থেকে তাদের বসতি তুলে মসজিদে নববীর কাছে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আমরা নিশ্চয়ই মৃতকে জীবন্ত করি এবং তারা যা অগ্রে প্রেরণ করে আর যা পশ্চাতে রেখে যায় তা আমরা লিখে রাখি" (৩৬ ঃ ১২)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হচ্ছে। (অতএব তারা বসতি স্থানান্তর করেনি)।

৫৭. এই তিন শ্রেণীর লোকই মুসলামন। এদের সম্পর্কে বিশদ জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনে সূরা আল-ফাতির-এর ৫৫ ও ৫৬ নং টীকা অধ্যয়ন করা যেতে পারে (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু সুফিয়ানের নাম তরীফ আস-সাদী।

٣١٦٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَدْرِيْ يَا اَبَا ذَرٍّ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِه قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَاْذِنُ فِي السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَاَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا اُطْلُعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَاَ (وَذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا) قَالَ وَذٰلِكَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللّٰهِ.

৩১৬৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যাস্তের সময় আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (মসজিদে) বসা ছিলেন। তিনি বলেন ঃ হে আবু যার! তুমি কি জান, এটা (সূর্য) কোথায় যায়? রাবী বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন ঃ এটা গিয়ে সিজদার অনুমতি প্রার্থনা করে। তাকে সিজদার অনুমতি দেয়া হয়। এমন এক দিন আসবে যখন তাকে বলা হবে, তুমি যেখানে এসেছ সেখান থেকে উদিত হও। অতএব তা অস্ত যাওয়ার স্থান দিয়ে উদিত হবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ "এটাই তার গন্তব্য বা নির্দিষ্ট মঞ্জিল" (৩৬ ঃ ৩৮)। রাবী বলেন, এটা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কিরাআত (বু, মু, দা, না)।[৫৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৩৭. সূরা আস-সাফ্ফাত

٣١٦٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمٍ عَنْ بِشْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ دَاعٍ دَعَا اِلٰى شَيْءٍ اِلاَّ كَانَ مَوْقُوْفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَزِمًا لَهُ لاَ يُفَارِقُهُ وَاِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلاً ثُمَّ قَرَاَ قَوْلَ اللّٰهِ (وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُوْنَ) .

---

৫৮. হাদীসটি ২১৩২ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

৩১৬৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন লোককে কোন মতবাদের দিকে ডেকেছে, তাকে কিয়ামতের দিন থামানো হবে, সে মাত্র এক ব্যক্তিকে সেদিকে ডেকে থাকলেও। তাকে তার আহবানের পরিণতি ভোগ না করিয়ে রেহাই দেয়া হবে না। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহ্র কিতাবের এই আয়াত পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "এই লোকদের একটু থামাও, এদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে। তোমাদের কি হল, তোমরা এখন পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আস না কেন" (৩৭ ঃ ২৪-২৫)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٣١٦٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى (وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ) قَالَ عِشْرُوْنَ اَلْفًا .

৩১৬৭। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "আমরা তাকে (ইউনুস) এক লাখ বা ততোধিক লোকের কাছে পাঠালাম" (৩৭ ঃ ১৪৭) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন ঃ এক লাখ বিশ হাজার।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٣١٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ) قَالَ حَامٌ وَّسَامٌ وَّيَافِثُ بِالثَّاءِ .

৩১৬৮। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "আমরা তার (নূহের) বংশধরদের বাঁচিয়ে রাখলাম বংশপরম্পরায়" (৩৭ ঃ ৭৭)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এরা হল হাম, সাম ও ইয়াফিস।

আবু ঈসা বলেন, 'তা' অথবা 'সা' অক্ষর সহযোগে ইয়াফিত-ও বলা হয় এবং ইয়াফিস-ও বলা হয়, ইয়াফুসও বলা হয়। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣١٦٩. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَامٌ اَبُو الْعَرَبِ وَحَامٌ اَبُو الْحَبَشِ وَيَافِثُ اَبُو الرُّوْمِ ·

৩১৬৯। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আরবদের আদি পিতা সাম, হাবশীদের (আবিসিনীয়দের) আদি পিতা হাম এবং রূমীয়দের (বাইজানটাইনদের) আদি পিতা ইয়াফিস (আ, হা)।

৩৮. সূরা সাদ

٣١٧٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَحْيٰى قَالَ عَبْدٌ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرِضَ اَبُوْ طَالِبٍ فَجَاءَهُ قُرَيْشٌ وَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ اَبِيْ طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ فَقَامَ اَبُوْ جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ وَشَكَوْهُ اِلٰى اَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ مَا تُرِيْدُ مِنْ قَوْمِكَ قَالَ اِنِّيْ اُرِيْدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَّاحِدَةً تَدِيْنُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّيْ اِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ قَالَ كَلِمَةً وَّاحِدَةً قَالَ كَلِمَةً وَّاحِدَةً فَقَالَ يَا عَمِّ يَقُوْلُوْا (قُوْلُوْا) لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالُوْا (اِلٰهًا وَّاحِدًا مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَا اِلاَّ اخْتِلاَقٌ) قَالَ فَنَزَلَ فِيْهِمُ الْقُرْاٰنُ (صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ) اِلٰى قَوْلِهِ (مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَا اِلاَّ اخْتِلاَقٌ) ·

৩১৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়লে কুরাইশরা তার কাছে আসে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আসেন। আবু তালিবের কাছে এক ব্যক্তির বসার মত জায়গা ছিল। আবু জাহল তাকে নিষেধ করতে উঠে। রাবী বলেন, এসব লোক আবু তালিবের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। আবু তালিব

বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে কি চাও ? তিনি বলেন ঃ আমি তাদের কাছে একটি বাক্য মেনে নেয়ার আশা করছি। তারা এটা মেনে নিলে আরবরা তাদের অনুগত হবে এবং অনারবরা তাদেরকে জিযিয়া দিবে। আবু তালিব বলেন, একটি বাক্য? তিনি বলেন ঃ হাঁ, একটি বাক্য। তিনি পুনরায় বলেন ঃ হে চাচা! আপনারা বলুন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। তারা বলল, শুধু একজন মাত্র মাবূদ? "এরূপ কথা তো আমরা নিকট অতীতের জাতিসমূহের কাছে শুনিনি? এটা একটা মনগড়া উক্তিমাত্র" (৩৮ ঃ ৭)। রাবী বলেন, তাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয় ঃ

"সা-দ। উপদেশে পূর্ণ কুরআনের শপথ! বরং এই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী লোকেরাই চরম অহংকার ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত। এদের পূর্বে আমরা এরূপ কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি। তখন তারা চিৎকার করে উঠেছে। কিন্তু তখন আর রেহাই পাওয়ার সুযোগ ছিল না।.......... এরূপ কথা তো আমরা নিকট অতীতের জাতিসমূহের কাছে শুনিনি! এটা একটা মনগড়া কথামাত্র "(৩৮ ঃ ১-৭) (আ, না, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣١٧١. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ اَحْسِبُهُ فِى الْمَنَامِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمَلاَُ الاَعْلٰى قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ اَوْ قَالَ فِيْ نَحْرِيْ فَعَلِمْتُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الاَرْضِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمَلاَُ الاَعْلٰى قُلْتُ نَعَمْ فِى الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمَكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَي الاَقْدَامِ اِلَي الْجَمَاعَاتِ وَاِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاِذَا اَرَدْتَ

بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ] قَالَ وَالدَّرَجَاتُ اِفْشَاءُ السَّلاَمِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلاَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ـ

৩১৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সর্বাধিক সুন্দর চেহারায় আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছেন। রাবী বলেন, আমার মতে তিনি বলেছেন ঃ ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা (নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা) কি নিয়ে ঝগড়া করছে?[৫৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি বললাম না। তিনি তাঁর কুদরতী হাত আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন। এমনকি আমি আমার দুই স্তনের বা বুকের মাঝে এর শীতলতা অনুভব করলাম। আসমান-জমীনে যা কিছু ঘটছে আমি তা অবগত হলাম। তিনি বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে ঝগড়া করছে? আমি বললাম ঃ হাঁ, কাফারাত নিয়ে ঝগড়া করছে। কাফারাত অর্থ "নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা, নামাযের জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য হেটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুষ্ঠভাবে উযূ করা"। যে ব্যক্তি এসব কাজ করে সে কল্যাণ ও প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন যাপন করবে, কল্যাণের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং তার জন্মের দিনের মত গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি নামায পড়াকালে এই দোয়া পাঠ করবে ঃ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফিলাল খাইরাতি ওয়া তারকাল মুনকারাতি ওয়া হুব্বাল মাসাকীনি ওয়া ইযা আরাদতা বি-ইবা¯দিকা ফিতনাতান ফাক্বিদনী ইলাইকা গাইরা মাফতূনিন!" (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভালো কাজ করার, খারাপ কাজ পরিত্যাগ করার এবং গরীব-নিঃস্বদের ভালোবাসার মনোবৃত্তি চাই। তুমি যখন তোমার বান্দাদের কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করার ইচ্ছা কর, তখন আমাকে এই ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার পূর্বেই তোমার কাছে উঠিয়ে নাও)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ দারাজাত ও মর্যাদার স্তর বলতে বুঝায় ঃ সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, মানুষকে আহার করানো এবং রাতের অন্ধকারে মানুষ যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন থাকে তখন (তাহাজ্জুদ) নামাযপড়া।

আবু ঈসা বলেন, রাবীগণ আবু কিলাবা ও ইবনে আব্বাস (রা)-র মাঝখানে আরও একজন রাবীর উল্লেখ করেছেন। কাতাদা এ হাদীস আবু কিলাবা–খালিদ ইবনুল লাজলাজ–ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

---

৫৯. ৩৮ ঃ ৬৯-৭০ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনু.)।

٣١٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَانِىْ رَبِّىْ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّىْ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ رَبِّىْ لاَ اَدْرِىْ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ فِى الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَفِىْ نَقْلِ الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ (الْجُمُعَاتِ) وَاِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فِى الْمَكْرُوْهَاتِ وَانْتِظَارِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَمَنْ يُّحَافِظُ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَّمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطُوْلِهِ وَقَالَ اِنِّىْ نَعَسْتُ فَاسْتَثْقَلْتُ يَوْمًا فَرَاَيْتُ رَبِّىْ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى.

৩১৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার প্রতিপালক প্রভু সর্বোত্তম চেহারায় আমার কাছে আসেন। তিনি বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, হে আমার রব! আমি উপস্থিত, আমি হাযির। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ উর্ধ জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে ঝগড়া করছে? আমি জবাব দিলাম, প্রভু! আমি জানি না। তিনি তাঁর হাত আমার উভয় কাঁধের মাঝখানে রাখেন। এমনকি আমি এর শীতলতা আমার উভয় স্তনের মাঝখানে (বুকে) অনুভব করি। আমি পূর্ব-পশ্চিমে যা কিছু আছে তা জেনে নিলাম। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, আমি আপনার সামনে হাযির আছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, উর্ধলোকের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি জবাব দিলাম, মর্যাদা বৃদ্ধি, কাফ্ফারাত লাভ, পদব্রজে জামাআতে যোগদান, কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে উযূ করা এবং এক ওয়াক্তের নামায পড়ার পর পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের অপেক্ষায় থাকা ইত্যাদি ব্যাপারে তারা ঝগড়া করছে (একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে)। যে ব্যক্তি এগুলোর হেফাজত করবে সে কল্যাণময় জীবন যাপন করবে,

কল্যাণময় মৃত্যুবরণ করবে এবং তার মা তাকে প্রসব করার সময়ের মত নিজের গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গরীব। এ হাদীস মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে আরো দীর্ঘ আকারে বর্ণিত হয়েছে। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ফলে আমার গভীর ঘুম এসে গেল। ঘুমের মধ্যে আমি আমার প্রতিপালকের সুন্দরতম চেহারা দেখতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, উর্দ্ধজগতের অধিবাসীরা কি ব্যাপারে ঝগড়া করছে......... শেষ পর্যন্ত।

٣١٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ هَانِئٍ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ اَبِيْ سَلاَمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ الْحَضْرَمِيِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اُحْتُبِسَ عَنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ (مِنْ) صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتّٰى كِدْنَا نَتَرٰى عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَرَجَ سَرِيْعًا فَثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَ فِيْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا عَلٰى مَصَافِّكُمْ كَمَا اَنْتُمْ ثُمَّ انْفَتَلَ اِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ اَمَا اِنِّيْ سَاُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِيْ عَنْكُمُ الْغَدَاةَ اِنِّيْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِيْ فَنَعَسْتُ فِيْ صَلاَتِيْ حَتّٰى اِسْتَثْقَلْتُ فَاِذَا اَنَا بِرَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاَُ الْاَعْلٰى قُلْتُ لاَ اَدْرِيْ رَبِّ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ فَرَاَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتّٰى وَجَدْتُّ بَرْدَ اَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَتَجَلّٰى لِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاَُ الْاَعْلٰى قُلْتُ فِى الْكَفَّارَاتِ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ مَشْيُ الْاَقْدَامِ اِلَي الْجَمَاعَاتِ (الْحَسَنَاتِ) وَالْجُلُوْسُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَاِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ حِيْنَ الْكَرِيْهَاتِ (فِيْ الْمَكْرُوْهَاتِ) قَالَ ثُمَّ فِيْمَ

قُلْتُ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلاَمِ وَالصَّلاَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلْ قُلْتُ [اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ وَاِذَا اَرَدْتَ فِتْنَةً فِيْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ اِلَى حُبِّكَ] قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوْهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوْهَا .

৩১৭৩। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে ফজরের নামায পড়তে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হন। এমনকি আমরা সূর্য উদিত হয়ে যাওয়ার আশংকা করলাম। তিনি দ্রুত বের হয়ে এলেন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর অভ্যাসের বিপরীত) সংক্ষেপে নামায শেষ করেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর উচ্চ কণ্ঠে আমাদেরকে ডেকে বলেন ঃ তোমরা যেভাবে সারিবদ্ধ অবস্থায় আছ সেভাবেই থাক। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ শোন! ভোরে তোমাদের নিকট আসতে আমি কিসে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি তা এখনই তোমাদেরকে বলছি। আমি রাতে (ঘুম থেকে) উঠে উযূ করলাম এবং সামর্থ্যমত নামায পড়লাম। নামাযের মধ্যে আমার তন্দ্রা এলে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় আমি আমার বরকতময় মহান প্রভুকে অতি উত্তম অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম ঃ প্রভু! আমি হাযির। তিনি বলেন, উর্দ্ধজগতের অধিবাসীগণ (শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ) কি বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম ঃ প্রভু! আমি অবগত নই। মহান আল্লাহ এ কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তাঁকে লক্ষ্য করলাম যে, তিনি তাঁর (কুদরতী) হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে রাখেন। আমি আমার বক্ষস্থলে তাঁর হাতের আঙ্গুলের শীতলতা অনুভব করলাম। ফলে প্রতিটি জিনিস আমার নিকট আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং আমি তার পরিচয় জানতে পারলাম। মহান আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম ঃ প্রভু! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত। তিনি বলেন, উর্ধ্বজগতের বাসিন্দাগণ কি বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম ঃ কাফফারাত সম্পর্কে (তারা বিতর্ক করছে)। তিনি বলেন, সেগুলো কি? আমি বললাম ঃ পদব্রজে নামাযের জামাআতসমূহে উপস্থিত হওয়া, নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা এবং কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে উযূ করা। তিনি বলেন, অতঃপর কি বিষয়ে (তারা

বিতর্ক করেছে)? আমি বললামঃ খাদ্যপ্রার্থীকে আহার্যদান, নম্রতার সাথে বাক্যালাপ এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমে বিভোর থাকে সেই সময় নামায পড়া সম্পর্কে। মহান আল্লাহ বলেন, তুমি কিছু চাও। আমি বললাম ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উত্তম ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদনের, মন্দ কাজসমূহ পরিহারের, দরিদ্রজনদের ভালোবাসার তৌফীক চাই, তুমি আমায় ক্ষমা কর ও দয়া কর। তুমি যখন কোন সম্প্রদায়কে বিপদে নিক্ষেপের ইচ্ছা করবে তখন তুমি আমাকে বিপদমুক্ত রেখে তোমার নিকট তুলে নিবে। আমি প্রার্থনা করি তোমার ভালোবাসা লাভের, যে তোমায় ভালোবাসে তার ভালোবাসা লাভের এবং এমন কাজকে ভালোবাসার যা তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে দেয়।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বপ্নটি অবশ্যি সত্য। অতএব তা পাঠ কর, অতঃপর তা শিখে নাও (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ-হাদীস সহীহ। তিনি আরো বলেন, ওলীদ ইবনে মুসলিম-আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবির-খালিদ ইবনুল লাজলাজ-আবদুর রহমান ইবনুল আইশ আল-হাদরামী (রা)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় উক্ত হাদীস অধিকতর সহীহ। বরং এই শেষোক্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সংরক্ষিত নয়। ওলীদ তার হাদীসে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন-আবদুর রহমান ইবনে আইশ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। বিশর ইবনে বাকর এ হাদীস উক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবির-আবদুর রহমান ইবনে আইশ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। এটি অধিকতর সহীহ। আবদুর রহমান ইবনে আইশ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু শুনেননি।

৩৯. সূরা আয-যুমার

٣١٧٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ) قَالَ الزُّبَيْرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُكَرَّرُ عَلَيْنَا الْخُصُوْمَةُ بَعْدَ الَّذِىْ كَانَ بَيْنَنَا فِى الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّ الْاَمْرَ اِذَنْ لَشَدِيْدٌ.

৩১৭৪। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল (অনুবাদ) ঃ "অতঃপর কিয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমরা নিজেদের প্রভুর সামনে পরস্পর বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হবে" (৩৯ ঃ ৩১), তখন যুবাইর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পার্থিব জীবনে আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে তার মীমাংসা হওয়ার পর কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। যুবাইর (রা) বলেন, তাহলে ব্যাপারটি আরো কঠিন হবে (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ।

٣١٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ وَسُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ (يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا) وَلاَ يُبَالِىْ .

৩১৭৫। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছি (অনুবাদ) ঃ "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন" (৩৯ ঃ ৫৩)। তিনি (এ ব্যাপারে) কারো পরোয়া করেন না (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ وَّسُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ يَهُوْدِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْاَرْضِيْنَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْخَلاَئِقَ عَلٰى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ (وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ) .

৩১৭৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহূদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তাআলা

আসমানসমূহ এক আঙ্গুলে, পাহাড়গুলো এক আঙ্গুলে, জমীনসমূহ এক আঙ্গুলে এবং অপরাপর সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে ধারণ করে বলবেন ঃ আমিই রাজাধিরাজ। রাবী বলেন, তার এ কথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর সামনের মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। তিনি বলেন ঃ "এই লোকেরা আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত কদর করল না। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে" (৩৯ ঃ ৬৭) (বু. মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيْقًا.

৩১৭৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহূদীর কথায়) আশ্চর্য হয়ে এবং (এর) সত্যতা (সমর্থন করে) হেসে দিলেন (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٧٨. حَدَّثَنَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ يَهُوْدِىٌّ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَهُوْدِىُّ حَدِّثْنَا فَقَالَ كَيْفَ تَقُوْلُ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِذَا وَضَعَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ عَلٰى ذِهْ وَالْاَرْضَ عَلٰى ذِهْ وَالْمَاءَ ذِهْ وَالْجِبَالَ عَلٰى ذِهْ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلٰى ذِهْ وَاَشَارَ اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ بِخِنْصَرِهِ اَوَّلاً ثُمَّ تَابَعَ حَتّٰى بَلَغَ الْاِبْهَامَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ) .

৩১৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহূদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে ইহূদী! কিছু শুনাও। সে বলল, হে আবুল কাসেম! যখন আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ এক আঙ্গুলে, জমীনসমূহ এক আঙ্গুলে, পানি

এক আঙ্গুলে, পাহাড়গুলো এক আঙ্গুলে এবং আর যাবতীয় সৃষ্টি এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাবী আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনুস সালত তার মুষ্টিবদ্ধ করে বিষয়টির প্রতি ইশারা করেন। মহামহিম আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "এই লোকেরা আল্লাহ্র যথোপযুক্ত কদর করল না" (৩৯ ঃ ৬৭) (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। এটা কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা জানতে পেরেছি। আবু কুদাইনার নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনুল মুহাল্লাব। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল এ হাদীস হাসান ইবনে শুজার সূত্রে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুস সালতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣١٧٩ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَتَدْرِيْ مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لاَ قَالَ اَجَلْ وَاللّٰهِ مَا تَدْرِيْ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ (وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ) قَالَ قُلْتُ فَاَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

৩১৭৯। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) (আমাকে) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জান দোযখ কত প্রশস্ত? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, হাঁ, আল্লাহ্র শপথ! আমিও জানতাম না। তবে আইশা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিম্নের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন (অনুবাদ) ঃ "কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর কব্জার মধ্যে থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে গুটানো থাকবে" (৩৯ ঃ ৬৭)। আইশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? তিনি বলেন ঃ দোযখের উপরকার পুলসিরাতের উপর। এ হাদীসে একটি ঘটনা আছে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣١٨٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا

قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِه) فَاَيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ يَا عَائِشَةُ .

৩১৮০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! "কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায়" (৩৯ ঃ ৬৭), সেদিন মুমিনগণ কোথায় থাকবে? তিনি বলেন ঃ হে আইশা! পুলসিরাতের উপর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٨١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَنٰى جَبْهَتَهُ وَاَصْغٰى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ اَنْ يُؤْمَرَ اَنْ يَّنْفُخَ فَيَنْفُخُ قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ فَكَيْفَ نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُوْلُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا .

৩১৮১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শিংগা ফুৎকারকারী মুখে শিংগা নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে কান খাড়া করে অপেক্ষায় আছে, এই বুঝি শিংগায় ফুঁ দেয়ার নির্দেশ এসে যাচ্ছে, এখনই বুঝি ফুঁ দিতে হচ্ছে। এ অবস্থায় আমি কিভাবে নিশ্চিন্তে আরামে বসে থাকতে পারি?[৬০] মুসলমানরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কিভাবে দোয়া করব? তিনি বলেন ঃ তোমরা বল ঃ

"হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল, তাওয়াক্কালনা আলাল্লাহ" (আল্লাহ-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক, আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করি)। সুফিয়ান তার বর্ণনায় কখনো "তাওয়াক্কালনা আলাল্লাহ"-এর পরিবর্তে "আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা" বর্ণনা করেছেন (হা)।[৬১]

٣١٨٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَسْلَمَ الْعِجْلِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الصُّوْرُ قَالَ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ.

৬০. হাদীসে ৩৯ ঃ ৬৮ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনু.)।

৬১. হাদীসটি ২৩৭৩ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)

৩১৮২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শিংগা কি? তিনি বলেন ঃ একটি শিং, তাতে ফুঁ দেয়া হবে (আ, দা, দার, না, হা)।[৬২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা কেবল সুলাইমান আত-তাইমীর সূত্রে এ হাদীস জ্ঞাত হয়েছি।

٣١٨٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ يَهُوْدِىٌّ فِىْ سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ لاَ وَالَّذِى اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَي الْبَشَرِ قَالَ فَرَفَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَدَهُ فَصَكَّ بِهَا وَجْهَهُ قَالَ تَقُوْلُ هٰذَا وَفِيْنَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ) فَاَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاِذَا مُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِىْ اَرَفَعَ رَاْسَهُ قَبْلِىْ اَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى فَقَدْ كَذَبَ .

৩১৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহূদী মদীনার বাজারে উচ্চ স্বরে বলল, না! সেই সত্তার শপথ, যিনি মূসাকে মানবজাতির মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন। রাবী বলেন, এক আনসার ব্যক্তি এ কথা শুনার সাথে সাথে হাত তুলে ইহূদীর মুখে থাপ্পর কষিয়ে দেয়। সে বলল, তুমি এই কথা বলছ, অথচ আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বর্তমান আছেন? (উভয়ে মহানবীর কাছে উপস্থিত হলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আর শিংগায় ফুঁ দেয়া হব। তখন আসমান-জমীনের সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে, আল্লাহ যাকে জীবিত রাখতে চান সে ব্যতীত। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। সহসা তারা দাণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে" (৩৯ ঃ ৬৮)। আমিই সর্বপ্রথম মাথা তুলে দেখতে পাব যে, মূসা আলাইহিস সালাম আরশের পায়াসমূহের একটি ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনি কি আগে মাথা তুলেছেন, না তিনি ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ তাআলা (জ্ঞানশূন্য হওয়া থেকে) ব্যতিক্রম

৬২. হাদীসটি ২৩৭২ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)

রেখেছেন। যে ব্যক্তি বলে যে, আমি ইউনুস আলাইহিস সালাম ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম সে মিথ্যা বলে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٨٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَغَيْرُ واحد قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اسْحَاقَ اَنَّ الْاَغَرَّ اَبَا مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَّاَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِيْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلاَ تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبْاَسُوْا اَبَدًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) .

৩১৮৪। আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একজন ঘোষক (বেহেশতের মধ্যে) ঘোষণা দিবে, এখন থেকে তোমরা জীবিত থাকবে, আর কখনো মরবে না। তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা চিরকুমার থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমরা অফুরন্ত ভোগবিলাসের মধ্যে থাকবে, কষ্ট ও অভাব-অনটন কখনো তোমাদের স্পর্শ করবে না। এটাই আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য ঃ "তোমরা পার্থিব জীবনে যেসব কাজ করেছ তার বিনিময়ে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হলে" (সূরা যুখরুফ ঃ ৭২) (মু)।

আবু ঈসা বলেন, ইবনুল মুবারক প্রমুখ সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মরফূরূপে নয়।

৪০. সূরা আল-মুমিন (গাফির)

٣١٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَاَ (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ) .

৩১৮৫। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দোয়া হল ইবাদত। অতঃপর তিনি পড়েন (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, নিশ্চিত তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে" (৪০ ঃ ৬০)।[৬৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৪১. সূরা হামীম আস-সাজদা

٣١٨٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اخْتَصَمَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِىٌّ اَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِىٌّ قَلِيْلاً فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ كَثِيْرًا شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَتَرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ فَقَالَ الْاٰخَرُ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا وَلاَ يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنْ كَانَ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا فَاِنَّهُ يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ).

৩১৮৬। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি কাবা ঘরের নিকটে ঝগড়া বাঁধায়। তাদের দু'জন ছিল কুরাইশ গোত্রীয় এবং একজন সাকীফ গোত্রীয় অথবা দু'জন সাকীফ গোত্রীয় এবং একজন কুরাইশ গোত্রীয়। তাদের অন্তরে বুদ্ধি খুব কমই ছিল কিন্তু তাদের পেট মেদবহুল। তাদের একজন বলল, তোমাদের কি মনে হয়, আমরা যা বলি তা আল্লাহ কি শুনেন? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা জোরে কিছু বললে তিনি তা শুনেন এবং আস্তে বললে শুনেন না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা জোরে কিছু বললে তিনি যদি তা শুনেন তাহলে আস্তে বা গোপনে বললেও তা শুনেন। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না এই বিশ্বাসে তোমরা কিছুই গোপন করতে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না" (৪১ ঃ ২২) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৬৩. হাদীসটি আবওয়াবুদ দাওয়াত, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পুনরুক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

٣١٨٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنْتُ مُسْتَتِرًا بِاسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَجَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ كَثِيْرٌ شَحُوْمُ بُطُوْنِهِمْ قَلِيْلٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ قُرَشِيٌّ وَخَتَنَاهُ ثَقَفِيَّانِ اَوْ ثَقَفِيٌّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ فَتَكَلَّمُوْا بِكَلاَمٍ لَمْ اَفْهَمْهُ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَتَرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ كَلاَمَنَا هٰذَا فَقَالَ الْاٰخَرُ اِنَّا اِذَا رَفَعْنَا اَصْوَاتَنَا سَمِعَهُ وَاِذَا لَمْ نَرْفَعْ اَصْوَاتَنَا لَمْ يَسْمَعْهُ فَقَالَ الْاٰخَرُ اِنْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا سَمِعَهُ كُلَّهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ) اِلٰى قَوْلِهِ (فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ) .

৩১৮৭। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ আমি কাবার পর্দার আড়ালে লুকিয়েছিলাম। তখন তিন ব্যক্তি সেখানে আসে। তাদের পেট ছিল মেদবহুল এবং অন্তর ছিল স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। তাদের একজন ছিল কুরাইশ গোত্রীয় এবং অপর দু'জন ছিল তার জামাতা, সাকীফ গোত্রীয় কিংবা একজন ছিল সাকীফ গোত্রীয় এবং অপর দু'জন ছিল তার জামাতা, কুরাইশ গোত্রীয়। তারা এমন আলাপ করল যা আমি বুঝি নাই। অতঃপর তাদের একজন বলল, তোমাদের কি মত, আমাদের এসব কথাবার্তা কি আল্লাহ শুনেন? দ্বিতীয় জন বলল, আমরা প্রকাশ্যে (জোরে) কিছু বললে তিনি তা শুনেন এবং উচ্চ স্বরে না বললে শুনেন না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, তিনি যদি কোন কথা শুনেন তা হলে সব কথাই শুনেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না এই বিশ্বাসে তোমরা কিছুই গোপন করতে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের রব সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ" (৪১ ঃ ২২-২৩) (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মাহ্‌মূদ ইবনে গাইলান-ওয়াকী-সুফিয়ান-আমাশ-উমারা ইবনে উমাইর-ওয়াহ্‌ব ইবনে রবীআ-আবদুল্লাহ (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে (আ, মু)।

٣١٨٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ مُسْلِمُ (سَلْمُ) بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ حَزْمٍ الْقُطَعِىُّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ (اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا) قَالَ قَدْ قَالَ النَّاسُ ثُمَّ كَفَرَ اَكْثَرُهُمْ فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّنِ اسْتَقَامَ .

৩১৮৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর এতে অবিচলিত থাকে" (৪১ ঃ ৩০)। তিনি বলেন ঃ অনেক লোক এ কথা বলার পর কাফের হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি উক্ত কথার উপর মারা যায় সে-ই অবিচলিতদের অন্তর্ভুক্ত (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমি আবু যুরআকে বলতে শুনেছি যে, আফ্ফান (র) আমর ইবনে আলীর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র ও উমার (রা) থেকে "ইসতাকামূ" (অবিচলিত থাকে)-এর তাৎপর্য বর্ণিত আছে।

৪২. সূরা আশ-শূরা

٣١٨٩. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاؤُسًا قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (قُلْ لاَ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى) فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَعَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِّنْ قُرَيْشٍ اِلاَّ كَانَ لَهُ فِيْهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ اِلاَّ اَنْ تَصِلُوْا مَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ .

৩১৮৯। তাউস (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল (অনুবাদ) ঃ "বলুন, আমি এর (দাওয়াতের) বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না" (৪২ ঃ ২৩)।

এ প্রসঙ্গে সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, 'কুরবা' (আত্মীয়) অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোক। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তুমি কি জান না কুরাইশ গোত্রের যত শাখা-প্রশাখা আছে, তাদের সকলের সাথে তাঁর আত্মীয় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল? তাই আল্লাহ বলেছেন, তবে আমার ও তোমাদের মাঝে যে আত্মীয় সম্পর্ক আছে তার কারণে আমার সাথে সদ্ব্যবহার কর (আ, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আরো কয়েকটি সনদসূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣١٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَازِعِ حَدَّثَنِيْ شَيْخٌ مِّنْ بَنِيْ مُرَّةَ قَالَ قَدِمْتُ الْكُوْفَةَ فَأُخْبِرْتُ عَنْ بِلاَلِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ فَقُلْتُ اِنَّ فِيْهِ لَمُعْتَبَرًا فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ مَحْبُوْسٌ فِيْ دَارِهِ الَّتِيْ قَدْ كَانَ بَنٰى قَالَ وَاِذَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ قَدْ تَغَيَّرَ مِنَ الْعَذَابِ وَالضَّرْبِ وَاِذَا هُوَ فِيْ قُشَاشٍ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ يَا بِلاَلُ لَقَدْ رَاَيْتُكَ وَاَنْتَ تَمُرُّ بِنَا تُمْسِكُ بِاَنْفِكَ مِنْ غَيْرِ غُبَارٍ وَّاَنْتَ فِيْ حَالِكَ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ فَقُلْتُ مِنْ بَنِيْ مُرَّةَ بْنِ عَبَّادٍ فَقَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّنْفَعَكَ بِهِ قُلْتُ هَاتِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُصِيْبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اَوْ دُوْنَهَا اِلاَّ بِذَنْبٍ وَمَا يَعْفُو اللّٰهُ عَنْهُ اَكْثَرُ قَالَ وَقَرَاَ (وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ).

৩১৯০। মুররা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি কূফায় পৌঁছে বিলাল ইবনে আবু বুরদা সম্পর্কে অবহিত হলাম। আমি বললাম, তাঁর এ করুণ অবস্থাতে নিশ্চয়ই কোন শিক্ষণীয় বিষয় আছে। অতঃপর আমি তার কাছে এলাম এবং তিনি ছিলেন তার নিজ নির্মিত ঘরে অবরুদ্ধ। তার সমস্ত জিনিসপত্র মারপিট ও নির্যাতনের ফলে পরিবর্তিত (বিশৃংখল) হয়ে আছে। তার পরিধেয় বস্ত্র ছিল ছিন্নভিন্ন। আমি বললাম, 'আলহামদু লিল্লাহ', হে বিলাল! আমি তোমাকে দেখেছি যে, তুমি আমাদের সামনে দিয়ে ধুলোবালি না থাকা সত্ত্বেও নাক বন্ধ করে

চলে যেতে। আর আজ তোমার এ করুণ অবস্থা! সে বলল, আপনি কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, মুররা ইবনে আব্বাদ গোত্রের। এবার তিনি বলেন, আমি কি আপনার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করব না, যদ্দারা আশা করা যায় আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করবেন? আমি বললাম, হাঁ লও সে হাদীস। তিনি বলেন, আবু বুরদা তাঁর পিতা আবু মূসা (রা)-র সূত্রে এ হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন বান্দার উপর ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে কোন বিপদই পতিত হয় তা তার গুনাহর জন্যই পতিত হয়। আর আল্লাহ (তার বদলে) অনেক গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক গুনাহ্ই তিনি ক্ষমা করে দেন" (৪২ ঃ ৩০)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সনদসূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

৪৩. সূরা আয-যুখরুফ

٣١٩١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ وَيَعْلَي بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ غَالِبٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ اِلاَّ أُوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ).

৩১৯১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন সম্প্রদায় হেদায়াতের রাস্তা পেয়ে তাতে থাকা অবস্থায় পুনরায় পথভ্রষ্ট হয়ে থাকলে তা কেবল তাদের ঝগড়া ও বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার কারণেই। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "এরা কেবল বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই আপানকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়" (৪৩ ঃ ৫৮)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমরা কেবল হাজ্জাজ ইবনে দীনারের সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। তিনি সিকাহ রাবী ও মুকারিবুল হাদীস। আবু গালিবের নাম হাযাওয়ার।

৪৪. সূরা আদ-দুখান

٣١٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْجُدِّيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ سَمِعَا اَبَا الضُّحٰى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ قَاصًّا يَقُصُّ يَقُوْلُ اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ الدُّخَانُ فَيَأْخُذُ بِمَسَامِعِ الْكُفَّارِ وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ قَالَ فَغَضِبَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ اِذَا سُئِلَ اَحَدُكُمْ عَمَّا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ بِهِ قَالَ مَنْصُوْرٌ فَلْيُخْبِرْ بِهِ وَاِذَا سُئِلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ فَلْيَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنْ عِلْمِ الرَّجُلِ اِذَا سُئِلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ اَنْ يَقُوْلَ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ (قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاٰى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ (فَاَحْصَتْ) كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى اَكَلُوا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ وَقَالَ اَحَدُهُمَا الْعِظَامَ قَالَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ قَالَ فَاَتَاهُ اَبُوْ سُفْيَانَ قَالَ اِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ قَالَ فَهٰذَا لِقَوْلِهِ (يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ) قَالَ مَنْصُوْرٌ هٰذَا لِقَوْلِهِ (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ) فَهَلْ يُكْشَفُ عَذَابُ الْاٰخِرَةِ قَالَ قَدْ مَضَي الْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَالدُّخَانُ وَقَالَ اَحَدُهُمَا الْقَمَرُ وَقَالَ الْاٰخَرُ الرُّوْمُ .

৩১৯২। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র কাছে এসে বলল, জনৈক বক্তা বলছে যে, জমিন থেকে একটি ধোঁয়া বের হবে। তা কাফেরদের কান বধির করে দিবে এবং মুমিনদের সর্দিতে আক্রান্ত করবে। মাসরূক (র) বলেন, এতে আবদুল্লাহ (রা) রাগান্বিত হন। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসেন, অতঃপর বলেন, তোমাদের কাউকে তার জ্ঞাত ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে যেন তার উত্তর দেয় বা সেই সম্পর্কে

অবহিত করে। আর তাকে তার অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে যেন বলে, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কেননা এটাও ব্যক্তির জ্ঞানের কথা যে, তাকে এরূপ কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে যা সে জানে না, সে বলবে যে, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কেননা আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বলেন ঃ "আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য (হেদায়াতের বিনিময়ে) কোন পারিশ্রমিক চাই না এবং আমি কৃত্রিমতা প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই" (৩৮ ঃ ৮৬)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখতে পেলেন যে, কুরাইশরা তাঁর অবাধ্যতা ও বিরোধিতায় চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, তখন তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্! ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত এদেরকেও সাত বছর দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করে আমাকে সাহায্য করুন। অতঃপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি নেমে এলো এবং সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গেল। এমনকি তারা চামড়া, হাড় ও মৃত জীব ভক্ষণ করতে লাগল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ সময় মাটি থেকে ধোঁয়ার মত এক পদার্থ বের হতে লাগল। রাবী বলেন, তখন আবু সুফিয়ান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, আপনার জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করুন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এটাই আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য ঃ "অতএব তুমি সে দিনের অপেক্ষা কর, যে দিন আকাশ স্পষ্টই ধোঁয়াচ্ছন্ন হবে এবং তা মানবজাতিকে গ্রাস করে ফেলবে, এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" (৪৪ ঃ ১০-১১)। মানসূর (র) বলেন, এটাই নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের উপর থেকে শাস্তি দূরীভূত কর" (৪৪ ঃ ১২)। এতে আখেরাতের শাস্তি দূরীভূত করা হবে কি? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, ধরপাকড়, কঠিন বিপদ ও ধোঁয়া সবই অতিবাহিত হয়েছে। আমাশ ও মানসূরের মধ্যে একজন বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং অপরজন বলেন, রোম বিজয়ের ঘটনা (অতিবাহিত হয়েছে)। আবু ঈসা (র) বলেন, লিযাম বলতে সেই হত্যা বুঝানো হয়েছে যা বদরের দিন সংঘটিত হয়েছে (আ, না, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣١٩٣. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ وَلَهُ بَابَانِ بَابٌ يَّصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَّنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ فَاِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ).

৩১৯৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুমিনের জন্যই উর্দ্ধ জগতে দু'টি দরজা রয়েছে। একটি দরজা দিয়ে তার আমল উপরে উঠে যায় এবং অপরটি দিয়ে তার রিযিক নেমে আসে। অতঃপর সে যখন মারা যায় তখন দরজা দু'টি তার জন্য কাঁদে। এই পর্যায়ে আল্লাহ বলেন, "আসমান-জমীনে কেউ তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি" (৪৪ ঃ ২৯)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সনদেই এ হাদীস মরফূরূপে জানতে পেরেছি। মূসা ইবনে উবাইদা ও ইয়াযীদ ইবনে আব্বাস আর-রুকাশী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

৪৬. সূরা আল-আহ্কাফ

٣١٩٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَيَّاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَخِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ لَمَّا اُرِيْدَ عُثْمَانُ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ فِيْ نُصْرَتِكَ قَالَ اخْرُجْ اِلَي النَّاسِ فَاطْرُدْهُمْ عَنِّيْ فَاِنَّكَ خَارِجٌ خَيْرٌ لِّيْ مِنْكَ دَاخِلٌ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَي النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ كَانَ اسْمِيْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فُلاَنٌ فَسَمَّانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّٰهِ وَنَزَلَ فِيَّ اٰيَاتٌ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ نَزَلَتْ فِيَّ (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى مِثْلِهِ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ) وَنَزَلَتْ فِيَّ (قُلْ كَفٰي بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) اِنَّ لِلّٰهِ سَيْفًا مَغْمُوْدًا عَنْكُمْ وَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا الَّذِيْ نَزَلَ فِيْهِ نَبِيُّكُمْ فَاللّٰهَ اللّٰهَ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ اَنْ تَقْتُلُوْهُ فَوَاللّٰهِ اِنْ قَتَلْتُمُوْهُ لَتَطْرُدُنَّ جِيْرَانَكُمُ الْمَلاَئِكَةَ وَلَتَسُلُّنَّ سَيْفَ اللّٰهِ الْمَغْمُوْدَ عَنْكُمْ فَلاَ يُغْمَدُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَالُوْا اقْتُلُوْا الْيَهُوْدِيَّ وَاقْتُلُوْا عُثْمَانَ.

৩১৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন, লোকেরা যখন উসমান (রা)-কে (হত্যার) ইচ্ছা করল তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) তার

কাছে এলেন। উসমান (রা) তাকে বলেন, আপনি কেন এসেছেন? তিনি বলেন, আপনার সাহায্যের জন্য। তিনি বলেন, আপনি অবরোধকারীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিন এবং আপনার ভেতরে থাকার চাইতে বাইরে থাকা আমার জন্য অধিক উপকারী। রাবী বলেন, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) লোকদের কাছে এসে বলেন, হে লোকসকল! জাহিলিয়া যুগে আমার অমুক নাম (হুসাইন) ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। আর আমার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কিতাবে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। তন্মধ্যে আমার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আর বনূ ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এর প্রতি ঈমান এনেছে। অথচ তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর। আল্লাহ যালেমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না" (৪৬ ঃ ১০)। তিনি আরো বলেন, আমার সম্পর্কে এ আয়াতও নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ঃ "আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং সেই ব্যক্তি যার কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে" (১৩ ঃ ৪৩)। আল্লাহ্‌র একটি তরবারি আছে যা তোমাদের থেকে লুকায়িত আছে। আর এ শহরেই ফেরেশতারা তোমাদের প্রতিবেশী যেখানে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। সুতরাং এ লোকটিকে হত্যা করার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা তাকে হত্যা করলে তোমাদের প্রতিবেশী ফেরেশতারা এখান থেকে দূরে চলে যাবে এবং আল্লাহ্‌র যে তরবারি তোমাদের থেকে লুকায়িত আছে তা তোমাদের উপর আঘাত হানবে, অতঃপর তা কিয়ামত পর্যন্ত আর কোষবদ্ধ হবে না। রাবী বলেন, তার এ কথা শুনে অবরোধকারীদের একজন বলল, এই ইহূদীকেও (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম) হত্যা কর এবং উসমানকেও হত্যা কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। শুআইব ইবনে সাফওয়ান–আবদুল মালেক ইবনে উমাইর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম–নিজ দাদা আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ اَبُوْ عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاٰى مَخِيْلَةً اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ وَمَا اَدْرِيْ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا).

৩১৯৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আকাশে মেঘ দেখতেন তখন (অস্থির হয়ে) একবার সামনে যেতেন এবং আবার পেছনে যেতেন। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষিত হলে তাঁর অস্থিরতা দূর হত। তিনি (আইশা) বলেন, আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আমি জানি না এটা সেই আযাব কি না যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ "অতঃপর তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন বলতে লাগল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে" (৪৬ ঃ ২৪) (বু, না)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣١٩٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ مَسْعُوْدٍ هَلْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمْ اَحَدٌ قَالَ مَا صَحِبَهُ مِنَّا اَحَدٌ وَّلٰكِنْ قَدِ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَقُلْنَا اغْتِيْلَ اَوِ اسْتُطِيْرَ مَا فُعِلَ بِهِ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ حَتّٰى اِذَا اَصْبَحْنَا اَوْ كَانَ فِيْ وَجْهِ الصُّبْحِ اِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيْءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ قَالَ فَذَكَرُوْا لَهُ الَّذِيْ كَانُوْا فِيْهِ قَالَ فَقَالَ اَتَانِيْ دَاعِيَ الْجِنِّ فَاَتَيْتُهُمْ فَقَرَاْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَانْطَلَقَ فَاَرَانَا اٰثَارَهُمْ نِيْرَانِهِمْ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَسَاَلُوْهُ الزَّادَ وَكَانُوْا مِنْ جِنِّ الْجَزِيْرَةِ فَقَالَ كُلُّ عَظْمٍ لَمْ يُذْكَرُ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ اَيْدِيْكُمْ اَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ اَوْ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا فَاِنَّهُمَا زَادُ اِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ .

৩১৯৬। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, জিনের রাতে আপনাদের কেউ কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন? তিনি বলেন, আমাদের কেউ তাঁর সাথে ছিল না। তবে তিনি মক্কাতে থাকাকালীন এক রাতে আমাদের থেকে হারিয়ে গেলেন। আমরা বলাবলি করলাম, কেউ তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে অথবা উড়িয়ে নিয়ে গেছে, এরূপ কিছু করা হয়েছে। আমরা খুবই অস্বস্তিতে রাত কাটালাম। অতঃপর অতি প্রত্যূষে হঠাৎ দেখতে পেলাম তিনি হেরা পর্বতের দিক থেকে আসছেন। রাবী

বলেন, তাঁর কাছে সবাই বিগত রাতের অস্থিরতার কথা বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ আমার কাছে জিনদের এক দূত এসেছিল। আমি তাদের কাছে গিয়ে কুরআন পাঠ করেছি। অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে তাদের বিভিন্ন নিদর্শন ও আগুনের চিহ্ন দেখান। শাবী (র) বলেন, জিনেরা তার কাছে তাদের খাদ্য চাইল। তারা ছিল কোন এক উপদ্বীপের অধিবাসী। তিনি তাদের বলেন ঃ যে সব হাড়ে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি সেগুলো তোমাদের হাতে আসার সাথে সাথে গোশতে পূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন পূর্বে তা গোশতে পূর্ণ ছিল। আর সব রকমের বিষ্ঠা ও গোবর তোমাদের পশুর খাদ্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে) বলেন ঃ তোমরা এগুলো ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করবে না। কেননা এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৪৭. সূরা মুহাম্মাদ

٣١٩٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

৩১৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। "তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ও ঈমানদার নারী–পুরুষদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর" (৪৭ ঃ ১৯)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র কাছে দৈনিক সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করি (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ اِنِّيْ لَاَ سْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً ঃ "আমি আল্লাহ্‌র কাছে দৈনিক এক শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করি"। এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে আমর-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে ঃ اِنِّيْ لَاَ سْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً "নিশ্চয় আমি দৈনিক এক শতবার আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

٣١٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ تَلَا رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ) قَالُوْا وَمَنْ يُّسْتَبْدَلُ بِنَا قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مَنْكِبِ سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ هٰذَا وَقَوْمُهُ هٰذَا وَقَوْمُهُ.

৩১৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা যদি বিমুখ হও, তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না" (৪৭ ঃ ৩৮)। উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, কোন লোকদেরকে আমাদের স্থলবর্তী করা হবে? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান (রা)-র কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন ঃ এই ব্যক্তি ও তার জাতি, এই ব্যক্তি ও তার জাতি ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদসূত্র সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য আছে। আবদুর রহমান ইবনে জাফরও এ হাদীস আলা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣١٩٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيْحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ ذَكَرَ اللّٰهُ اِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوْا بِنَا ثُمَّ لَمْ يَكُوْنُوْا اَمْثَالَنَا قَالَ وَكَانَ سَلْمَانُ بِجَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخِذَ سَلْمَانَ وَقَالَ هٰذَا وَاَصْحَابُهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ مَنُوْطًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِّنْ فَارِسَ .

৩১৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ যে বলেছেন, আমরা যদি বিমুখ হই তবে আমাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, অতঃপর তারা আমাদের মত হবে না, সেইসব লোক কারা হবে? রাবী বলেন, সালমান ফারসী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পাশেই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান (রা)-র উরুতে মৃদু আঘাত করে বলেন, ইনি ও তার সাথীরা। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের সাথেও ঝুলন্ত থাকত, তবুও পারস্যের কিছু লোক তা নিয়ে আসত।

আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে নাজীহ হলেন আলী ইবনুল মাদীনীর পিতা। আলী ইবনে হুজর (র) আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সূত্রে অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন। আমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী (রা)-ইসমাঈল ইবনে জাফর-আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে নাজীহ সূত্রে।

৪৮. সূরা আল-ফাত্‌হ

৩২০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَكَلَّمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَسَكَتَ فَحَرَّكْتُ رَاحِلَتِيْ فَتَنَحَّيْتُ وَقُلْتُ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ لاَ يُكَلِّمُكَ مَا اَخْلَقَكَ بِاَنْ يَنْزِلَ فِيْكَ قُرْاٰنٌ قَالَ فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِيْ قَالَ فَجِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَقَدْ اُنْزِلَ عَلَيَّ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ مَّا اُحِبُّ اَنَّ لِيْ مِنْهَا (بِهَا) مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا).

৩২০০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু বললে তিনি নির্বাক থাকেন। আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি এবারও নীরব রইলেন। আমি আমার কথা পুনর্ব্যক্ত করলে এবারও তিনি নীরব থাকেন। অতএব আমি আমার জন্তুযান হাঁকিয়ে এক পাশে চলে গেলাম এবং মনে মনে বললাম, হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার মা তোমাকে হারাক। তুমি তিন তিনবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করে বিরক্ত

করলে, অথচ একবারও তিনি কথা বলেননি। এখন তোমার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি বলেন, মুহূর্তকাল অতিবাহিত না হতেই আমি শুনতে পেলাম, কে যেন চিৎকার করে আমাকে ডাকছে। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি বলেন ঃ হে ইবনুল খাত্তাব! আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যার পরিবর্তে সারা জগতের সকল কিছু আমাকে দেয়া হলেও আমি তা পছন্দ করব না। সেই সূরাটি হল (অনুবাদ) ঃ "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়" (৪৮ ঃ ১) (আ, না, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

٣٢٠١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ) مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَىَّ اٰيَةٌ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ قَرَاَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا هَنِيْئًا مَرِيْئًا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لَقَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ لَكَ مَاذَا يُفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ) حَتّٰى بَلَغَ (فَوْزًا عَظِيْمًا) .

৩২০১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়া থেকে ফেরার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন" (৪৮ ঃ ২), তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল হয়েছে যা আমার কাছে পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে অধিক প্রিয়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের সামনে আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মোবারকবাদ! এটি আপনার জন্য সুসময়। আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে, তাতো আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ মালুম আমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে? তখন তার উপর এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তা এজন্য যে, তিনি ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের গুনাহসমূহ মোচন করবেন। এটাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য" (৪৮ ঃ ৫) (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মুজামে ইবনে জারিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٢٠٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ ثَمَانِيْنَ هَبَطُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيْمِ عِنْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَهُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّقْتُلُوْهُ فَاُخِذُوْا اَخْذًا فَاَعْتَقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ) اَلْاٰيَةُ .

৩২০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আশিজন কাফের ফজরের সময় 'তানঈম' পাহাড় থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে নেমে আসে। তারা সকলেই গ্রেপ্তার হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন" (৪৮ ঃ ২৪) (আ, দা, না, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٠٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى) قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৩২০৩। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "তিনি তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন" (৪৮ ঃ ২৬) আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এই বাক্যের অর্থ হল, "কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল হাসান ইবনে কাযাআর সূত্রে এ হাদীস মরফূরূপে জানতে পেরেছি। এ হাদীস সম্পর্কে আমি আবু যুরআকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উপরোক্ত সূত্র ব্যতীত এটিকে মরফূরূপে রিওয়ায়াত হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পঞ্চম খন্ড সমাপ্ত